আল-ফিরদাউস
সংবাদ সমগ্র
মার্চ, ২০২০ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

মার্চ, ২০২০ঈসায়ী

সূচীপত্র

৩১শে মার্চ, ২০২০

চা বাগানের শ্রমিকদের কাজ নেই, ঘরে নেই খাবার, নেই কোন ত্রাণ

চা বাগানের অনিয়মিত শ্রমিক, যাদের বাগানে কাজ নেই। হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে ২৪টি চা বাগানে এমন ২০ হাজার শ্রমিক আছেন যারা ছুটা কাজের ওপর র্নিভরশীল। এই শ্রমিকরা চা বাগানের বাইরে ইটভাটা, মাটি কাটার কাজ, গৃহস্থালি, রাজমিস্ত্রীর জোগালিসহ নানা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। প্রতিদিনের রোজগারে তাদের সংসার চলে। কিন্তু সারা দেশ লকডাউন হওয়ার পর গত এক সপ্তাহ তাদের কাজ নেই। ঘরে খাবার নেই। তারা যেমন চা বাগানের মালিক পক্ষ থেকে কোনো সহায়তা পাচ্ছেন না, তেমনি সরকারি সাহায্য থেকেও বঞ্চিত। খবরঃ কালের কণ্ঠের

এমন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সকালে শতাধিক অনিয়মিত চা শ্রমিক কোদাল কাঁধে, টুকরি মাথায় নিয়ে খাবারের দাবিতে উপজেলা কমপ্লেক্সের গেটে জড়ো হন। তারা সরকারি ত্রাণের দাবি জানান।

কথিত বাল্যবিয়ের নামে জায়েজ বিয়ে বন্ধ করলো তাগুত বাহিনী

ঢাকা থেকে বাড়ি ফিরে মোহাম্মদ নাঈম নামের এক পোশাককর্মী সোমবার ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরী বউ ঘরে তুলেছেন। আর বিয়ের এ সংবাদ পেয়ে তাগুত বাহিনীর ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায় বাড়িটিতে। এরপর বর নাঈমকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। ঘটনাটি নেত্রকোনার কেন্দুয়া আশুজিয়া ইউনিয়নের।

কালের কণ্ঠের সূত্র জানায়, কথিত বাল্যবিয়ের জন্য সাজাপ্রাপ্ত নাঈম ঢাকায় একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন। সোমবার ভোরে ১৫ বছর বয়সী পূর্বপরিচিত এক কিশোরীকে বিয়ে করে বাড়িতে নেন নাঈম। এর পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাগুত আল-ইমরান রুহুল ইসলাম বাড়িটিতে পৌছেন। এরপর নাঈমকে তাগুত বাহিনী এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়।

‘হামরা একন কী খায়া বাচমো?’

‘কোন কাম নাই। বাড়ির বাইরে বারায়য়াও লাব (লাভ) নাই। পয়সা-পাতি যা আছিলো শ্যাষ। হামরা একন কী খায়া বাচমো? সংসার চালামো ক্যামনে?’ চোখে-মুখে চিন্তা আর একরাশ হতাশা নিয়ে কথাগুলো বলছিলেন ভ্যানচালক বাবু মিয়া। গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার হেলেঞ্চা গ্রামের বাসিন্দা তিনি।

বাবু মিয়া জানান, ভ্যান চালিয়ে যা আয় হতো তা দিয়ে সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ চলতো। করোনা রোধে সরকারি নিষেধাজ্ঞার পর সবকিছু বন্ধ থাকায় এখন আয়ও হচ্ছে না। একই কথা জানালেন উপজেলার বোনারপাড়া বাজারের পান বিক্রেতা একরামুল ইসলাম। তার অভাবের সংসারে স্ত্রীসহ আছে দুই মেয়ে ও এক ছেলে। প্রতিদিন বাজার থেকে চাল-ডাল সবজি না কিনলে বাড়িতে চুলায় আগুন জ্বলে না। কারণ হিসেবে জানালেন, সংসারে তার সঞ্চয় বলে কিছু নেই। করোনা ভাইরাসের কারণে দোকান বন্ধ থাকায় মাথায় হাত পড়েছে। একরামুল বলেন, দোকান খুলে রাখতে পারি না, কারণ পুলিশ এসে হুমকি দেয়। এখন দোকান না চললে সংসার চলবে কীভাবে? বুঝতে পারছি না। রিপোর্টঃ আমাদের সময়

পাশের দোকানি রতন বাবু ও আব্দুল জলিলেরও একই কথা। তাদের সংসারেও দিন আনি দিন খাই অবস্থা। ঘরে বসে থাকলে কীভাবে চলবে সংসার? এমন চিন্তা সবসময় তাদের মাথায়। এমন চিত্রই এখন উপজেলার নিম্ন আয়ের মানুষের। উপজেলার তেলিয়ান-সাহারভিটা গ্রামের ভ্যানচালক মছির উদ্দিন বলেন, প্রতিদিন ভ্যান চালিয়ে যা আয় হয় তা দিয়েই সংসার চলে। করোনা ভাইরাসের কারণে চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় তিন বেলা পেট ভরে খাওয়া জোটেনি। ভ্যান নিয়ে বের হলেও রাস্তায় তো মানুষ নেই। এখন সারাদিনে ৫০ টাকা উপার্জন করাই কষ্টকর। এভাবে কতদিন চলবে প্রশ্ন তার।

গাইবান্ধা জেলায় চারজনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্তের পরপরই পাল্টে গেছে মানুষের জীবন চিত্র। সরকারি নির্দেশনায় সচেতনতাসহ বাড়িতে বন্দিজীবন কাটছে সব শ্রেণিপেশার মানুষ। তবে আয়-উপার্জন না থাকায় কষ্টে আছে রিকশা-ভ্যানচালক, চা-পানের দোকানিসহ নিম্ন আয়ের সাধারণ মানুষ। পুলিশের পিটুনির ভয়ে দোকানপাট খুলতে পারছেন না কেউ।

করোনায় বিপর্যস্ত ৭ দেশ, আক্রান্ত প্রায় ৮ লাখের বেশি

চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের ২০০টি দেশ ও দুটি আন্তর্জাতিক প্রমোদতরীতে। ভাইরাসটির সংক্রমণে এখন পর্যন্ত প্রাণ

হারিয়েছেন ৩৭ হাজার ৮২০ জন। সারা বিশ্বে সাত লাখ ৮৫ হাজার ৮৭০ জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১ লাখ ৬৫ হাজার ৬৫৯ জন।

সফটওয়্যার সল্যুশন কোম্পানি 'ডারাক্সে'র পরিসংখ্যানভিত্তিক ওয়েবসাইট 'ওয়ার্ল্ডোমিটারে' প্রকাশিত তথ্যমতে এই প্রতিবেদন লেখা হয়েছে। এখানে করোনাভাইরাসে সবচেয়ে বিপর্যস্ত ছয়টি দেশের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। সূত্রঃ আমাদের সময়

যুক্তরাষ্ট্র

বিপর্যস্তের তালিকায় প্রথমে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আক্রান্তের দিক থেকে চীনকে ছাড়িয়ে গেছে দেশটি। যুক্তরাষ্ট্রে মোট এক লাখ ৬৪ হাজার ২৫৩ জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। আর মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার ১৬৭ জনের।

ইতালি

এই ভাইরাসে মৃতের সংখ্যার দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে ইতালি। দেশটিতে মৃতের সংখ্যা ১১ হাজার ৫৯১ জন। আর মোট আক্রান্ত হয়েছে এক লাখ এক হাজার ৬৮৯ জন।

স্পেন

মৃত্যুর দিক থেকে ইতালির পরের স্থানে রয়েছে স্পেন। দেশটিতে করোনাভাইরাসে মৃত্যু হয়েছে সাত হাজার ৭১৬ জনের এবং আক্রান্ত হয়েছে ৮৭ হাজার ৯৫৬ জন।

চীন

সব দিক থেকে এক সময় প্রথম অবস্থানে থাকা চীন এখন রয়েছে চতুর্থ অবস্থানে। করোনাভাইরাসের উৎপত্তিস্থল এই দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮১ হাজার ৫১৮ জন। আর মৃতের সংখ্যা ৩ হাজার ৩০৫ জন। সর্বশেষ তথ্য মতে, চীনে নতুন করে মাত্র ৭৯ জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে।

জার্মানি

জার্মানিতে মৃতের সংখ্যা কম হলেও আক্রান্ত হয়েছে ৬৬ হাজার ৮৮৫ জন। সর্বশেষ তথ্যমতে, জার্মানিতে এই ভাইরাসে ৬৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ফ্রান্স

প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে মৃত্যুর দিক থেকে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ফ্রান্স। সেদেশে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ৪৪ হাজার ৫৫০ জন আর মৃত্যু হয়েছে তিন হাজার ২৪ জনের।

ইরান

আক্রান্তের দিক থেকে পিছিয়ে থাকলেও মৃত্যুর দিক থেকে পঞ্চম অবস্থানে আছে ইরান। দেশটিতে এই ভাইরাসে দুই হাজার ৭৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর আক্রান্ত হয়েছে ৪১ হাজার ৪৯৫ জন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া তথ্যমতে, এই ভাইরাসে মৃত্যুর হার ৪ দশমিক ৬৫ শতাংশ। যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের মধ্যে ২১ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষের বয়স ছিল ৮০ বছরের উপরে। ৪০ থেকে ৪৯ বছর বয়সীদের এই ভাইরাসে মৃত্যুর হার ০ দশমিক ৪ শতাংশ।

করোনায় এবার আইসোলেশনে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার শঙ্কায় আইসোলেশনে আছে ইসরায়েলের সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। নিজের উপদেষ্টা রিভকা পালুচ এ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি স্টাফদের নিয়ে সাময়িক আইসোলেশনে গেছেন।

সোমবার জেরুজালেমভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য জেরুজালেম পোস্ট এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

নেতানিয়াহু ও তাঁর স্টাফদের আইসোলেশনের কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, রিভকা পালুচ গত কয়েক দিন নেতানিয়াহু, নেসেট সদস্য ও অন্যান্যদের সংস্পর্শেই ছিলেন। ফলে তাঁদের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

নেতানিয়াহুর দপ্তর থেকে বলা হয়েছে, ভাইরাস পরীক্ষার রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত নেতানিয়াহু ও তাঁর স্টাফরা পৃথক থাকবেন। পালুচের আগে তাঁর স্বামীও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

এদিকে ইসরায়েলি চ্যানেল টুয়েলভ সোমবার সকালে এক প্রতিবেদনে বলেছিল, রিভকা পালুচের করোনাভাইরাস পজিটিভ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে এক সপ্তাহের জন্য আইসোলেশনে রাখা হবে।

কিন্তু এরপর পরই নেতানিয়াহুর দপ্তর থেকে জানানো হয়, তাঁর আইসোলেশন করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি রিভকা পালুচের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি।

করোনায় আক্রান্ত রিভকা পালুচ রোববার রাতে জেরুজালেম পোস্টকে বলেন, সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার তিনি স্পিকার নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেটে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর সঙ্গে নেতানিয়াহুর সরাসরি সাক্ষাৎ হয়নি।

জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলে সোমবার পর্যন্ত করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে ৪ হাজার ৩৪৭ জনের। এর মধ্যে ১৬ জন মারা গেছেন, সুস্থ হয়েছেন ১৩৪ জন।

মালি! মুজাহিদদের হামলায় 14 মুরতাদ সৈন্য নিহত!

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক মালি শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" এর জানবায মুজাহিদিন গত ২৮ মার্চ মালির মোপ্টি প্রদেশের "মানকুরোওয়া" শহরে মালির "আদ-দোনজো" নামক বিশেষ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালানা করেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ১৪ সৈন্য নিহত হয়, আহত হয় আরো কতক মুরতাদ সৈন্য। এছাড়াও মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে ৯টি মোটরবাইক, ৫টি ক্লাশিনকোভ, ৮টি রাইফেল সহ আরো অনেক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

মালি | মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলা, বন্দী ১, হতাহত আরো অনেক!

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (JNIM) এর জানবায মুজাহিদিন গত ২৭ মার্চ মালির "দোনগাল" শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক চৌকিতে হামলা চালান, এতে কতক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয় এবং ১ মুরতাদ সদস্য মুজাহিদদের হাতে বিন্দী হয়। বাকি সৈন্যরা চৌকি ছেড়ে পলায়ন করে।

এই অভিযানে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে ২টি গাড়ি, ১টি দাশাকা, ১টি ক্লাশিনকোভ, ১টি RBG7 সহ অনেক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

এমনিভাবে গত ২৯ মার্চ মালির "বোনি ও দোওয়ানজা" শহরে মুরতাদ বাহিনীর সামরিকযান টার্গেট করে দুটি পৃথক হামলা চালান JNIM এর জানবায মুজাহিদিন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর সামরিকযান ২টি ধ্বংস হয়ে যায় এবং অনেক সৈন্য হতাহত হয়।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় 6 ক্রুসেডার হতাহত!

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার জিযু প্রদেশের "জারবিহারী" শহরে ৩১ মার্চ ইথিউপিয়ার ক্রুসেডার বাহিনীকে টার্গেট করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

শাহাদাহ নিউজে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ইথিউপিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর ২ সদস্য নিহত এবং আরো ৪ এরও অধিক ক্রুসেডার আহত হয়।

খোরাসান | ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদান করল ১১৬ আফগান সেনা ও পুলিশ সদস্য।

মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ধীরে ধীরে পুরো আফগানিস্তানের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চলছেন। এরই মধ্যে আফগান বাহিনী হতে প্রতিনিয়ত শত শত সেনা ও পুলিশ সদস্য ইস্তেফাদা নিচ্ছে। এদের অনেকেই আবার ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে ফিরে আসছেন, যোগ দিচ্ছেন ইমারতে ইসলামিয়ায়।

এরই ধারাবাহিকতায় ৩১ মার্চ আফগানিস্তানের লাগমান, বাগলান ও হেরাত প্রদেশ হতে ১১৬ আফগান সেনা ও পুলিশ সদস্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ইমারতে ইসলামিয়ায় এসে যোগদান করে। এর মধ্যে শুধু লাগমান প্রদেশ হতেই তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগ দেয় ৯৩ আফগান সেনা সদস্য। আর ইমারতে ইসলামিয়ার দায়িত্বশীল মুজাহিদিনরাও তাদেরকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেনেন।

ডিসি'র নাম করে পুলিশের চাঁদা দাবি!

কক্সবাজারের জেলা প্রশাসকের (ডিসি) নাম করে টেকনাফের চারটি প্যাথলজি সেন্টার থেকে চাঁদাবাজি করেছে এক পুলিশ। টেকনাফ থানার পুলিশ সদস্য অরুণ কক্সবাজার জেলা প্রশাসক কামাল হোসেনের নাম করে ওই চাঁদাবাজি করেছেন বলে জানিয়েছেন প্যাথলজির পরিচালকরা। তাদের অভিযোগ, অরুণ নামে একজন কক্সবাজার জেলা প্রশাসক কামাল হোসেনের নাম করে মেরন সিটি হাসপাতাল, নাফ ভিউ প্যাথলজি সেন্টার, কেয়ার ল্যাব লিমিটেডসহ টেকনাফের চারটি প্যাথলজির পরিচালকের কাছে চাঁদা দাবি করেন। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তারা বিষয়টি টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলামকে জানান। এরপর ওইসব প্যাথলজির সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে দেখা যায় অরুণ জেলা প্রশাসনের কেউ না। তিনি টেকনাফ থানা পুলিশের সদস্য।

এ সম্পর্কে জানতে পুলিশ সদস্য অরুণের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। পরে টেকনাফ থানা পুলিশের ওসি প্রদীপ কুমার দাসের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

করোনা'র তথ্য কি সরকার গোপন করছে?

পত্রিকায় দেখলাম গত দু'দিন ধরে বাংলাদেশে করোনায় কেউ মারা যায়নি। খুব ভালো সংবাদ বৈ কি। কিন্তু সরকারি হিসাবটা পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল না। মিথ্যা তথ্যের ধারকদের কাছ থেকে মনকে শান্তনা দেয়া ছাড়া আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের আর কি বা করার থাকে। হুট করে সার্চ দিলাম পণ্ডিত গুগলকে। অতি সতর্কতা অবলম্বনকারীদের দলে ভীড় না দিলেও সুন্নাহর অনুসরণ করতে গিয়ে যাচাই করার প্রয়োজনটা মনের মধ্যে চেপে বসলো।

যাইহোক, সার্চ দিতেই যা আসলো সেগুলো পূর্বের মতোই অন্যায়ভাবে চেপে বসা প্রতারক শাসকদের তথ্যের সাথে একেবারেই মিললো না। 'করোনা সন্দেহে ফেলে গেল বাসস্ট্যান্ডে, দেখেও কাছে ঘেঁষলেন না কেউ/সাড়ে ৭ ঘণ্টার ব্যবধানে বরিশালে করোনা ইউনিটে ২ জনের মৃত্যু/মানিকগঞ্জে করোনার উপসর্গ নিয়ে নারীর মৃত্যু, লকডাউনে পরিবার/যশোরে আইসোলেশন ওয়ার্ডে শিশুর মৃত্যু/কুষ্টিয়ায় শ্বাসকষ্ট, সর্দি-জ্বর ও গলাব্যথা নিয়ে একজনের মৃত্যু/শেরপুরে করোনার উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু, আশপাশের বাড়ি লকডাউন' এরকম আরও কিছু নিউজ চোখে পড়লো বেশ।

আসলে কেউ করোনাতে মারা গেল কিনা কিভাবে বুঝবো? টেস্ট করলে তো, তাই না? কিন্তু টেস্টই যদি না করা হয় তবে মানুষ কীভাবে বুঝবে করোনাতে মারা গেল কি না!? স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, আমাদের দেশে মাত্র ৭ টা জায়গাতেই করোনার টেস্ট করা হয়। তবে ভাগ্যের ব্যাপার এই যে, একমাত্র একটা প্রতিষ্ঠানই করোনার আপডেট বর্ণনা করছে। আর বাকিগুলো অদৃশ্য করোনার মতোই লুকিয়ে আছে।

যাইহোক, আওয়ামী সরকার করোনাকে সম্ভবত ৫ই মে'র হেফাজতে ইসলামের হত্যাকাণ্ডের মতো মনে করছে। সময় চলে গেলে লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে আর কুটকৌশল দিয়ে সবকিছু ম্যানেজ করে নিবে। কিন্তু এটা তো করোনা। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার এই সেনা যে কাউকেই ছাড় দেয় না সেটা মনে হয় আওয়ামী সরকার বুঝতে পারছে না। খবরে পড়লাম যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনও করোনায় আক্রান্ত। এতেই যুক্তরাজ্যের টনক নড়ে গেছে। বলা যায় না এই অদৃশ্য সেনা কোথায় কোথায় আঘাত হানে।

আমি ছোট মানুষ। তাই গদিতে বসা লোকদের খবর মনকে তেমন নাড়া দিল না। চিন্তা করছিলাম আমার আশেপাশের কথা। আজ বিকালে একটু প্রয়োজনে দোকানে যাওয়া। লোকজন কোন নিরাপত্তা ছাড়াই খোশগল্পে মত্ত। কেনাকাটা করে বাসায় ফিরে এলাম। ভাবছিলাম এ লোকগুলোর কথা। সরকারি মিথ্যা তথ্যের প্রভাব কি এই লোকগুলোর উপর পড়েনি? আল্লাহ না করুক যদি সুন্নাহকে পাশ কাটানোর কারণে বা তাকদিরের লিখনে এ লোকগুলো যদি নিজেরা আক্রান্ত হয় বা অন্য কাউকে আক্রান্ত করে তবে এ দায়ভার কি মিথ্যা সংবাদ প্রচারকারী এই সরকারের উপর পড়বে না?

লেখক: আবু আফিয়া

গভীর হতাশা আর অনিশ্চয়তার ডুবছে খেটে খাওয়া জীবন

করোনাভাইরাসের মহামারী রুখতে ছুটি আর বিধিনিষেধে থমকে গেছে রাজধানীসহ সারাদেশে খেটে খাওয়া মানুষের জীবনযাত্রা।

এক সপ্তাহ আগেও তাদের কেউ প্রতিদিন রিকশা ভ্যান নিয়ে বের হতেন, কেউবা দিন চুক্তির মজুরিতে কাজ করতেন। অনেকে আবার বিভিন্ন পণ্য ফেরি করে চালাতেন সংসার।

রাজধানীর বিভিন্ন বস্তি কিংবা টিনশেড ঘরে এইসব খেটে খাওয়া মানুষের বসবাস। দিনের কাজের টাকায় তাদের বাজার হয়, চুলায় হাড়ি চড়ে। তাদের সেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনেও ছন্দপতন ঘটিয়েছে করোনাভাইরাস মহামারী।

মালিবাগ রেলগেইট, ঝিলপাড়, কমলাপুর, রামপুরা, বাড্ডা, ফকিরাপুল ও মোহাম্মদপুর ঘুরে নিম্ন আয়ের মানুষের সঙ্গে কথা বলে পাওয়া গেছে একই হতাশা আর অনিশ্চয়তার ছবি।

ভোলার চরফ্যাশনের আলী হোসেন ঢাকায় ইট ভাঙার কাজ করেন। গত সাত দিন বস্তির ছোট্ট ঘরে কর্মহীন কেটেছে তার। পেটের তাগিদে সোমবার সকালে পশ্চিম মালিবাগের বাগানবাড়ি এলাকায় এক নির্মাণাধীন ভবনের পাশে বেড়ার আড়ালে ইট ভাঙতে বসেছেন তিনি।

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে তিনি বলেন, "কী করব স্যার, কাজ করতে মানা। কিন্তু এভাবে থাকলে তো পেটে ভাত জুটবে না। লুকিয়ে ইট ভাংতেছি। কাজ পাইছি চাইর দিন আগে। কিন্তু খোলা জায়গায় তো কাজ করতে পারতেছি না। এলাকার মুরব্বীরা বারণ করছে। আজকে উনাদের বলে কয়ে কাজ শুরু করেছি, বুঝেন তো।"

রিকশা চালক তমিজউদ্দিন বাড্ডায় থাকেন। ষাট বছর বয়সেও তাকে রিকশা চালাতে হয় বেঁচে থাকার তাগিদে। সোমবার সকাল ৮টায় তাকে মৌচাক মোড়ে বসে থাকতে দেখা গেল যাত্রীর আশায়।

আক্ষেপ করে বললেন, "বুড়াকালে আইসা এঠা কী দেখতেছি বাবা জান। ডাক দিলেও প্যাসেঞ্জার রিকশায় উঠতে চায় না। কম ভাড়ার কথা কইছি, তারপরেও কয় 'যামু না'।"

রোজগার এভাবে বন্ধ হয়ে গেলে ছেলেমেয়েকে কী খাওয়াবেন , সেই চিন্তায় দিশা পাচ্ছেন না তমিজউদ্দিন।

মৌচাক মোড়ে একটি রিকশার গ্যারেজের ভেতরে বসে ছিলেন আখলাক মিয়া, সঙ্গে তার বানর ‘রূপবান’। বানর নাচিয়েই তার দিন চলে। আর স্ত্রী বিভিন্ন বাসায় গিয়ে করেন গৃহকর্মীর কাজ।

আখলাক জানালেন, গত সাতদিন ধরে তার রোজগারের পথ একেবারেই বন্ধ। তার স্ত্রীকেও কাজে যেতে মানা করেছেন বাড়ির মালিকরা।

“তাইলে চলমু কেমনে বলেন? আমার উপার্জনের শক্তি এই বান্দর, তারে ‘রুপবান’ বইলা ডাকি, তারেও খাবার দিবার পয়সা নাই। শিকল দিয়া বাইন্দা রাখছি ৭ দিন হয়। আমরা আর রূপবান সবতেই বন্দি।”

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বিশ্বজুড়ে বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল। সংক্রমণ ঠেকাতে চলাফেরা বন্ধ করে যার যার বাড়িতে থাকার নির্দেশে অচল হয়ে পড়েছে বিশ্বের বড় একটি অংশ। মানুষকে বাঁচানোর জন্যই এ সতর্কতা, কিন্তু প্রান্তিক মানুষের জন্য তা নিয়ে এসেছে অনাহারে মৃত্যুর শঙ্কা।

শান্তিনগরের কাছে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করেন প্রতিবন্ধী জুলেখা। পোলিওতে তার দুই পা নষ্ট হয়েছে ছোটবেলায়। ভিক্ষা করে এমনিতে প্রতিদিন ৫০-৬০ টাকা যা পাওয়া যেত, তা দিয়েই চলতে হত তাকে। এখন রাস্তায় মানুষ নেই, ভিক্ষার পথও বন্ধ।

"গত কয়দিন বস্তিতেই ছিলাম। ঘরে আর মন টিকে না। আইজ সকালে চাইর ঘণ্টা দাঁড়ায়ে ছিলাম, একজন খালি একটা ৫ টাকার কয়েন দিছে। মানুষের দয়ায় বাঁইচ্যা আছি। কাজ করার মত অবস্থাতো আমার নাই। করোনা আমাগো লাইগা গজব। এইটা না গেলে আমরাতো মারা যামু।"

আকলিমার বয়স ত্রিশের ঘরে, কমলাপুরের কাছে ঠেলাগাড়িতে করে প্লাস্টিক-এলুমিনিয়ামের জিনিসপত্র ফেরি করেন তিনি। বাবা-মাকে নিয়ে তিনিও পড়েছেন বিপদে।

"এখন কেউ এগুলো কিনে না। কাইল শান্তিনগরে দাঁড়াইছিলাম কতক্ষণ। একটা জিনিসও বিক্রি করতে পারি নাই। পুলিশ মাইক দিয়া কইয়া গেছে- কেউ দাঁড়াবার পরব না। আমরা এখন কই যামু, বুঝতাছি না।"

মালিবাগের বাগান বাড়ির কাছে দেখা গেল রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে সারি সারি রিকশা ভ্যান।

মালিক আব্দুস সাত্তার বললেন, "দোকান-পাট, অফিস-আদালত বন্ধ। মাল টানার কাজ নাই। গাড়ি চালানোরও লোক নাই, অনেকে দেশের বাড়ি চলে গেছে।"

বাঁশবাড়ি বস্তির হোসনে আরা, জমিলা, আখতারুন্নেসা জানান, তারা বিভিন্ন বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করেন। কিন্তু এই 'অসুখ-বিসুখের' সময়ে বাড়ির মালিকরা কাজে যেতে মানা করে দিয়েছেন।

আজহার নামের এক রিকশা চালক বললেন, সকাল থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত রাস্তায় থেকে তিনি কেবল ২০ টাকার 'খ্যাপ' পেয়েছেন।

করোনা ভাইরাসের কারণে স্থবির হয়ে পড়েছে মৌলভীবাজারে কমলগঞ্জ উপজেলার জনজীবন। আদমপুর বাজারে ঘোরামারা পয়েন্টে সমানে অপেক্ষা করছিলেন এক অটোরিক্সা চালক। করোনা ভাইরাসের পরিস্থিতিতে কেমন চলছে জীবন যাত্রা? জিজ্ঞেস করতেই মণিপুরি মুসলিম সম্প্রদায়ের হাফিজ উদ্দিন অটো রিকসাচালক বলেন ওইসব কথা।

করোনা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে দেশব্যাপী। সারাদেশে সরকারের তরফ থেকে সব ধরনের জনসমাগম নিষেধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠা ও কোচিং বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমন রোধে সচেতনতার জন্য মাস্ক ও জীবানুমুক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে। জরুরী কোন কাজ ছাড়া আগামী ১৪দিন রাস্তাঘাটে মানুষকে না বেরোনোর জন্য বিশেষ ভাবে সর্তক করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্থানে মাইকিং করে প্রচার করা হচ্ছে রাস্তায় বের না হওয়ার জন্য।

গত কয়েকদিন থেকে কমলগঞ্জ উপজেলার রাস্তাঘাটে যানবাহন, অটোরিক্সা, রিক্সা, ভ্যান ও মোটাসাইকেল চলাচল অনেকটা কমে গেছে। শহরে রাস্তাঘাটে অটোরিক্সা ও ভ্যান তেমন চোখে পড়ছেনা। আতঙ্কে নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া মানুষরা বিপাকে পড়েছেন। আয় রোজগারের কোন পথ না থাকায় পেটের দায়ে তারা ঘরে থাকতেও পারছেন না। তাই বাধ্য হয়ে রিকশা নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন।

এদিকে মুন্সিবাজার ইউনিয়নের সরিষকান্দি শব্দকর পাড়ার ২৫-৩০টি পরিবার করোনা প্রভাবে ভাল নেই। করোনা ভাইরাসে করনীয় বিষয়ে কিছুই জানেনা না তারা। ঘন বসতি নোংরা পরিবেশে রোগ জীবাণু নিয়ে বসবাস করছে শব্দকর সমাজ। ভ্যান-ঠেলা- রিকশা চালিয়ে ও ভিক্ষাবৃত্তি করে চলা জীবন করোনা প্রভাবে স্তমিত হয়ে গেছে। অনাহারে দিন কাটছে তাদের। ছোট ছোট বাচ্চারা বলছে বাবা রিকশায় যায়নাই তাই লাল চা আর চাল ভাজা খেয়ে দিন পার করছি।

করোনা আতঙ্কে স্থবির হয়ে পড়েছে জনজীবন। তাই আতঙ্কিত না হয়ে দুই সপ্তাহ ঘরে সময় কাটানোর জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে বার বার সচেতন করা হচ্ছে।করোনা ভাইরাসের কারণে স্থবির হয়ে পড়েছে মৌলভীবাজারে কমলগঞ্জ উপজেলা জনজীবন।

নিত্যদিন সকালবেলা গরীব কৃষকেরা শাক-তরকারী বেচতে বাজারের দিকে যেতেন। ওতে তাঁদের যা কিছু পকেটস্থ হতো তা দিয়ে পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন মেটাতেন। হাঁড়ভাঙ্গা খাটুনিতে রিকসা চালিয়ে দু’পয়সা রোজগার করতেন রিকসাওয়ালারা। এভাবে মাছবিক্রেতা, সবজিবিক্রেতা—এঁদের প্রত্যেকেই হররোজ রোজগারের উপরে নির্ভরশীল। হুকুমতের বাসিন্দারা কি কালেভদ্রেও সে-সব প্রান্তিক মানুষের খবর রেখেছেন?

ব্যাংক থেকে দেদারসে ঋণ নিচ্ছে সরকার, লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়েছে আগেই

ব্যাংক খাত থেকে ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা আগেই ছাড়িয়েছে সরকার। তবে পুনঃনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে এখনও অনেক উপরে। ব্যাংক থেকে পুরো অর্থবছরের ঋণ মাত্র ছয় মাসেই নিয়েছে সরকার। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, মার্চ মাসের প্রথম ১৮ দিন শেষে ব্যাংক খাত থেকে সরকার ঋণ নিয়েছে ৪৭ হাজার ৭৭০ কোটি টাকা। তবে ভবিষ্যতে এর পরিমাণ আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে মত সংশ্লিষ্টদের। খবর-*অর্থসূচক*

চলতি অর্থবছরে (২০১৯-২০) ব্যাংক খাত থেকে ৪৭ হাজার ৩৬৪ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার লক্ষ্য ধরেছে সরকার। তবে ছয় মাস পার না হতেই সে লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম হয়েছে। গত ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৫১ হাজার ৭৪১ কোটি টাকা। যা চলতি অর্থবছরের পুরো সময়ের লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও ৪ হাজার ৩৭৭ কোটি টাকা বেশি।

খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রাজস্ব আদায়ে ভাটা এবং সঞ্চয়পত্র বিক্রি কমে যাওয়ায় ব্যয় মেটাতে ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে সরকার। ফলে অর্থবছরের সাড়ে ছয় মাস না যেতেই সরকারের ব্যাংকঋণ অর্ধলাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।

তথ্যমতে, আলোচ্য সময়ে ব্যাংক থেকে সরকারের নেওয়া মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ এক লাখ ৬২ হাজার ২৪১ কোটি ৬০ লাখ টাকা। যা ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারির চেয়ে ৭৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ বেশি। মুদ্রানীতিতে সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ধরা হয় ২৪ দশমিক ৩ শতাংশ। জানুয়ারিতে অবশ্য তা বাড়িয়ে ৫৬ শতাংশ করা হয়। কিন্তু সেটাও ছাড়িয়ে ৭৫ দশমিক ৫৫ শতাংশে উঠেছে। যা অর্থনীতির জন্য মোটেও সুখবর নয়। অন্যদিক ধারাবাহিকভাবে কমছে বিনিয়োগ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান নিয়ামক বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি।

৩০শে মার্চ, ২০২০

নিরুপায় অভিবাসী শ্রমিকদের রাস্তায় ফেলে অমানবিকভাবে স্প্রে করল যোগী সরকার

ভারত জুড়ে লকডাউনের দরুন বিভিন্ন রাজ্যে আটকে পড়েছেন বহু অভিবাসী শ্রমিক। ঘরে ফেরার জন্য উন্মুখ সকলে। কিন্তু যানবাহন না চলায় নিরুপায় তাঁরা। এরই মাঝে অভিবাসী শ্রমিকদের উপর অমানবিক পদক্ষেপ নিতে দেখা গেল বর্বর যোগী সরকারকে। খবর-*জি নিউজ ইন্ডিয়া*

উত্তর প্রদেশের বরেলি জেলার অভিবাসী শ্রমিকদের ওপর রীতিমতো বৃষ্টির মতো জীবাণুনাশক স্প্রে করা হচ্ছে। সেই ভিডিয়ো দেখে শিউরে উঠেছেন নেটিজেনরা। প্রোটেকটিভ গিয়ার পরিহিত একদল কর্মী অভিবাসী শ্রমিকদের উপরে জীবাণুনাশক স্প্রে করে চলেছেন। মহিলা,শিশু নির্বিশেষে সকলের উপরেই কামান গতিতে ছোড়া হচ্ছে ওই জীবাণুনাশক ।

ভিডিওতে এক ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়, নিজেদের চোখ বন্ধ করুন। শিশুদের চোখ বন্ধ করে দিন। এই অভিবাসীদের মূলত দিল্লি, হরিয়ানা ও নয়ডা থেকে উত্তরপ্রদেশে নিয়ে আসার ব্যবস্থা হয়।

https://twitter.com/KanwardeepsTOI/status/1244508599038009344

বরেলির মুখ্য দমকল আধিকারিক চন্দ্রমোহন শর্মা সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করেছেন, ওই জীবাণুনাশকে রাসায়নিক থাকে। তা কোনও মানুষের উপরে প্রয়োগ করা উচিত নয়।

জুমা সালাত আদায় করায় ইমাম-মুয়াজ্জিনসহ ৪৩ জনকে আটক করল পাক মুরতাদ বাহিনী

মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করায় ৪৩ জনকে আটক করা হয়েছে পাকিস্তানের দুই প্রদেশে। করোনাভাইরাসের অজুহাতে দেশটিতে জুমার নামাজে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কিন্তু তা না মেনে নামাজ আদায় করায় মুয়াজ্জিন ও ইমামসহ বাকিদের আটক করে মুরতাদ পুলিশ। খবর-আমাদের সময়

পাকিস্তানের প্রভাবশালী পত্রিকা ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আটক ৪৩ জনের মধ্যে ৩৮ জন সিন্ধু প্রদেশের, বাকিরা পাঞ্জাবের। এ দুটি প্রদেশে আগামী ৫ এপ্রিল পর্যন্ত মসজিদে নামাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে স্থানীয় মুরতাদ প্রশাসন। কিন্তু তাওহিদবাদী মুসলিমরা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করে। এদের মধ্যে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনও আছেন।

সিন্ধু প্রদেশের স্থানীয় প্রশাসনের মুখপাত্র মুর্তজা ওয়াহাব গত বৃহস্পতিবার এক টুইটার বার্তায় মসজিদে জামাত আদায়ের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি জানান।

করোনা বিপর্যয়ের মধ্যেও ত্রাণ নিয়ে চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য গ্রুপের মারামারি

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী ইউনিয়ন পরিষদে ত্রাণ বিতরণের তালিকা তৈরি নিয়ে চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) সদস্য গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় দুজন গ্রাম পুলিশসহ উভয় পক্ষের ৬ জন আহত হয়েছে।

গতকাল রোববার রাতে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আবু সাঈদ নেওয়াজ নিশাত ও ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য হাফিজুল ইসলামের গ্রুপের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, ত্রাণের সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরি নিয়ে রাতে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আবু সাঈদ নেওয়াজ নিশাত গ্রুপ ও ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য হাফিজুল ইসলামের গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে ওই ইউনিয়নের গ্রাম পুলিশ আ. রাজ্জাক ও আইয়ুব আলীসহ উভয় পক্ষের অন্তত ৬ জন আহত হয়েছে।

এ বিষয়ে ইউপি সদস্য হাফিজুল ইসলাম দৈনিক আমাদের সময়কে বলেন, ‘চেয়ারম্যান একাই তালিকা তৈরি করে ত্রাণ বিতরণ করছেন। আমি এ বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে গেলে চেয়ারম্যানের লোকজন হামলা চালায়। এতে আমার ছেলে রিফাতসহ কয়েকজন আহত হয়েছে।’

বুড়িমারী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আবু সাঈদ নেওয়াজ নিশাত বলেন, ‘স্থানীয় সংসদ সদস্য মোতাহার হোসেন অন্যভাবে তালিকা তৈরি করে নিজেই ত্রাণ বিতরণ করেছেন। বিতরণস্থল আমার ইউনিয়ন হওয়ায় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। রাতে হঠাৎ করে ইউপি সদস্য হাফিজুল ইসলামের লোকজন এসে হামলা চালায়। এতে গ্রাম পুলিশ আ. রাজ্জাক ও আইয়ুব আলীসহ কয়েকজন আহত হয়েছে।’

পাটগ্রামের ইউএনও মশিউর রহমান দৈনিক আমাদের সময়কে বলেন, ‘রাতে বুড়িমারী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ফোনে বিষয়টি আমাকে অভিযোগ করেছেন। চেয়ারম্যানের দাবি, দুইজন গ্রাম পুলিশ আহত হয়েছে। আমি লিখিত অভিযোগ করতে বলেছি।

চীনের উহানেই মারা গেছে ৪২ হাজার, দাবি স্থানীয়দের

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের উৎপত্তি হয়েছিল চীনের উহানে। স্থানীয়দের বিশ্বাস করোনাভাইরাস কোভিড-১৯ রোগে শুধুমাত্র উহানেই ৪২ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তবে চীন সরকার বলছে, উহানে করোনায় মারা গেছে ৩ হাজার ৩০০ জন আর আক্রান্ত হয়েছে ৮১ হাজারের বেশি মানুষ। এর মধ্যে হুবেই প্রদেশে ৩ হাজার ১৮২ জন মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইলের খবরে বলা হয়, উহানের বাসিন্দাদের দাবি, শহরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাতটি স্থান থেকে আলাদা করে প্রতিদিন ৫শ করে শবাধার তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তার মানে ২৪ ঘণ্টায় ৩ হাজার ৫শ মানুষের সৎকার করা হয়েছে ওই শহরে।

হানকাউ, উচাং ও হানিয়াং এলাকার শোকগ্রস্ত পরিবারগুলোকে জানানো হয়েছে, এপ্রিলের ৫ তারিখ স্থানীয় কিং মিং উৎসবের আগেই মরদেহ পোড়ানো ছাই অর্থাৎ অস্থি তাদেরকে দেওয়া হবে। এই উৎসবে লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষের আত্মার শান্তি কামনা করে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উহানের এক বাসিন্দা রেডিও ফ্রি এশিয়াকে বলেছিলেন, ‘এত কম মানুষ মারা গেছে এটা হতে পারে না। কারণ সৎকারকারীরা রাত দিন ২৪ ঘণ্টা কাজ করেছেন।’

মাও (ছদ্মনাম) নামে আরেক বাসিন্দা বলেছেন, ‘ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত, কর্তৃপক্ষ হয়তো ধীরে ধীরে মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশ করবে। যাতে মানুষের বাস্তবতাটা মেনে নিতে সহজ হয়।’

হুবেই প্রদেশের সরকার ঘনিষ্ঠ এক সূত্র জানিয়েছে, সঠিক রোগ নির্ণয় ছাড়াই অনেক মানুষ তাদের বাড়িতেই মারা গেছেন।

স্থানীয়দের দাবি, মৃতের সংখ্যা নিয়ে তাদের অনুমান অতিরঞ্জিত নয়। কারণ এক মাসেই কমপক্ষে ২৮ হাজার মৃতদেহ সৎকার করা হয়েছে।

এইসব তথ্য এমন সময় সামনে এলো যখন বলা হচ্ছে করোনাভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইতালিতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ হয়েছে এবং সারা বিশ্বে এই ভাইরাসে মারা গেছেন ৩৩ হাজার মানুষ, সংক্রমিত হয়েছে ৭ লাখ ২২ হাজার মানুষ।

এর মধ্যে শুধু ইতালিতেই মারা গেছেন ১০ হাজার ৭৭৯ জন, আক্রান্ত হয়েছেন ৯৭ হাজার ৬৮৯ জন। আর করোনাভাইরাসের এপিসেন্টারে পরিণত হওয়া যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার ৪৮৪ জনের এবং সংক্রমিত হয়েছেন ১ লাখ ৪২ হাজার ৭০ জন।

বেড়েই চলেছে আওয়ামী সন্ত্রাসী কার্যক্রম, এবার সওজ কর্মচারীর হাত ভাঙল আ.লীগ নেতার ছেলে

সাভারে সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) রোলার অপারেটর আসাদুজ্জামান অভিকে পিটিয়ে ডান হাত ভেঙে দিয়েছে এক সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতার ছেলে। গতকাল দুপুরে সাভারের ভাকুর্তা ইউনিয়নের মোগড়াকান্দা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত অভি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আব্দুল্লাহপুর গ্রামের আব্দুল্লার ছেলে। খবরঃ আমাদের সময়

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভাকুর্তার মোগড়াকান্দা সড়কে রাস্তায় ধুলোবালি ওড়ার কারণে মেশিন দিয়ে রাস্তায় পানি দিচ্ছিলেন আসাদুজ্জামান অভি। এ নিয়ে ভাকুর্তা ইউনিয়ন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সভাপতি শহিদুল্লাহ ব্যাপারীর ছেলে রহমত ব্যাপারীর সঙ্গে তার প্রথমে কথা কাটাকাটি ও পরে ঝগড়া হয়। এর জেরে পরে রহমত আলী ওই অপারেটরকে এলোপাতাড়ি পেটান ও ডান হাত ভেঙে দিয়ে পালিয়ে যান। স্থানীয়রা অভিকে দ্রুত সাভারের এনাম মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে ভর্তি করেন। খবর পেয়ে সাভার মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এলাকাবাসী ওই সন্ত্রাসীর কঠোর শাস্তি দাবি করেছে।

করোনায় লাখো মানুষ পথেঘাটে, লকডাউন করে চরম বিপাকে মালাউন মোদি সরকার

করোনাভাইরাসের মোকাবিলায় মুশরিক ভারত সরকারের জারি করা লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যে লাখ লাখ অভিবাসী শ্রমিকের ঘরে ফেরার মরিয়া চেষ্টাকে ঘিরে এক অবর্ণনীয় ও চরম অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

রাজধানী দিল্লি কিংবা দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রাবাদ, কোট্টায়ামের মতো বিভিন্ন শহরে কর্মরত অসংখ্য শ্রমিক নিজেদের গ্রামে ফিরতে চাইছেন – সে জন্য তারা ট্রেন বা বাস, ট্রাক, যে কোনা ধরনের পরিবহনের ব্যবস্থা করার দাবি জানাচ্ছেন। রিপোর্টঃ নয়া দিগন্তের

দিল্লির আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনাসে কাতারে কাতারে মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে। কাঁধে ব্যাগ বা মাথায় বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে, কেউ কেউ কোলের বাচ্চাকে নিয়ে যে কোনও ভাবে একটা বাসে বসার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন।

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এদিন দেশের বিভিন্ন রাজ্যকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে, তাদের সীমান্ত সিল করে দিয়ে এই যাতায়াতের চেষ্টা যে কোনোভাবে রুখতে হবে – এবং লকডাউনের নির্দেশ কঠোরভাবে বলবৎ করতে হবে।

গ্রামে ফেরার বেপরোয়া চেষ্টাঃ

ভারতের এই যে লাখ লাখ অভিবাসী শ্রমিক ঘরে ফিরতে এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, তার প্রধান কারণ তারা আশঙ্কা করছেন বড় বড় শহরগুলোতে রুটিরুজি হারিয়ে তিন সপ্তাহের লকডাউনে তাদের এখন স্রেফ না-খেতে পেয়ে মরতে হবে।

করোনাভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে সরকারের নির্দেশ ছিল ‘স্টে পুট’ – অর্থাৎ যে যেখানে আছে আপাতত সেখানেই থাকুক।

কিন্তু দেশের অসংগঠিত খাতের কোটি কোটি শ্রমিক, যারা ছোটখাটো দোকান-রেস্তোরাঁয় কাজ করেন কিংবা নির্মাণ শিল্পে দিনমজুরের কাজ করেন তারা এই নির্দেশ পালন করার সাহস দেখাতে পারেননি।

বস্তিতে বাড়িভাড়া কীভাবে দেবেন, এতগুলো দিন কীভাবে নিজের বা পরিবারের পেট টানবেন – সেই চিন্তাতেই তারা ‘যা হবে হোক’ ভেবে পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

ট্রেন, বাস নেই – তারপরও শত শত মাইল দূরে নিজের গ্রামের উদ্দেশে তারা হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিলেন সেদিন থেকেই।

রাজস্থান থেকে বিহার – প্রায় বারোশো মাইল পথ হেঁটে পাড়ি দেওয়ার দুঃসাহসিক যাত্রা পর্যন্ত শুরু করেছেন কেউ কেউ। ভারতের বিভিন্ন হাইওয়ে-তেই চোখে পড়ছে এ ধরনের অভুক্ত বা আধপেটা খাওয়া মানুষের ক্লান্ত মিছিল।

দিল্লির বাস টার্মিনাসে হাজার হাজার মানুষের ভিড় এরই মধ্যে শনিবার রাজধানী দিল্লি জুড়ে খবর রটে যায়, উত্তরপ্রদেশের সরকার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমিকদের পৌঁছে দিতে এক হাজার বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করছে।

আগুনের মতো সে খবর ছড়িয়ে পড়তেই কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় করেন পূর্ব দিল্লির আনন্দ বিহার বাস টার্মিনাসে।

সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং বা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার সব নির্দেশ তছনছ করে হাজার হাজার মানুষ গাদাগাদি করে লাইন দিয়ে হাতেগোনা দুচারটে বাসে ওঠার প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে থাকেন।

কিন্তু রোববার থেকে সেই বাস সার্ভিসও বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় সরকার সব রাজ্যকে কড়া নির্দেশ পাঠিয়েছে সীমান্ত সিল করে মানুষের এই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া আটকাতেই হবে।

উত্তরপ্রদেশের মতোই ভারতের আর একটি 'হিন্টারল্যান্ড' স্টেট বিহার, যেখান থেকে লাখ লাখ মানুষ কাজের সন্ধানে দেশের নানা প্রান্তে যান।

সেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারও পরিষ্কার জানিয়ে দেন, তিনি ভারতের নানা প্রান্তে আটকে পড়া বিহারের লোকজনকে ঘরে ফেরানোর জন্য বিশেষ ট্রেন বা বাসের ব্যবস্থা করার আদৌ পক্ষপাতী নন, "কারণ তাতে লকডাউনের মূল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হবে"।

এদিকে রাজধানীতেও আজ দিল্লি পুলিশ শ্রমিকদের দিল্লি থেকে উত্তরপ্রদেশ যাওয়ার পথে বর্ডারে আটকে দিয়েছে। তারপরও কেউ কেউ মরিয়া হয়ে যমুনা নদী পেরিয়ে দিল্লি থেকে পাশের রাজ্য উত্তরপ্রদেশ ঢোকার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন – এমন দৃশ্যও দেখা গেছে।

ফলে ভারতের বিভিন্ন বড় শহর থেকে এই লাখ লাখ অভিবাসী শ্রমিক শেষ পর্যন্ত এই লকডাউনের ভেতর নিজেদের গ্রামে আদৌ পৌঁছতে পারবেন, সেই সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। তবে যারা এর মধ্যেই দু-তিনদিন হেঁটে ফেলেছেন, তারা হয়তো কেউ কেউ পারবেন।

মোদী সরকারের স্ট্র্যাটেজিটা কী? এই অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে চরম অব্যবস্থার মধ্যে জঁ দ্রেজ-সহ ভারতের বেশ কয়েকজন নামী অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞ একটি যৌথ বিবৃতিতে মন্তব্য করেছেন, "এই লকডাউন জারির ঘোষণার আগে সরকারের কোনো আগাম প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা যে ছিল না, তা একেবারে স্পষ্ট।"

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনও ভারতের অভিবাসী শ্রমিকদের এই চরম দুর্দশায় ফেলার জন্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবারও তার মাসিক রেডিও ভাষণ 'মন কি বাতে' পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, "ভারতের স্বার্থেই এই লকডাউন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। নইলে অন্যান্য বহু দেশের মতো আমাদেরও করেনাভাইরাসের জন্য চরম মূল্য দিতে হবে।"

তবে অভিবাসী শ্রমিকদের দুর্দশার জন্য ওই ভাষণে তিনি ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছেন। তার কথা থেকে স্পষ্ট, লকডাউন জারির সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় যে এভাবে গরিব শ্রমজীবী মানুষের ঢল নামবে সরকার তা আঁচই করতে পারেনি।

প্রতারক আওয়ামী সরকারের পলিসি হলো 'নো টেস্ট, নো করোনা'

'বর্তমান সরকারের পলিসি জনগণের কাছে একদম পরিষ্কার। নো কিট, নো করোনা। নো টেস্ট, নো করোনা। নো পেসেন্ট, নো করোনা। যে পলিসি করে ইরান ও ইতালি সরকার তাদের দেশের সর্বনাশ করেছে।'

করোনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে এমনটাই বলছিলেন একজন নাগরিক।

তিনি বলেন, 'করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক মহামারিতে রূপ নিয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, দুই মাস সময় পেলেও সরকার এ সমস্যার দিকে কোনো মনোযোগ দেয়নি।' খবরঃ কালের কণ্ঠের

এই নাগরিক বলেন, 'সরকারি ব্যবস্থাপনায় খিলগাঁও তালতলার গোরস্থানে গোপনে মরদেহের জানাজা-দাফন করা হচ্ছে। যারা মারা যাচ্ছেন তাদের বাড়ি লকডাউন করা হচ্ছে। করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ধর্না দিয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। কি ভীতিকর পরিস্থিতি! ইলেকট্রনিক্স, প্রিন্ট মিডিয়ার খবরের সঙ্গেও সরকারের ব্রিফিংয়ের আকাশ পাতাল ব্যবধান।সরকারের পক্ষ থেকে টানা দুদিন বলা হচ্ছে, দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত নেই। অথচ পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশনসহ মিডিয়ায় প্রতিদিন সর্দি, জ্বর, কাশিতে মারা যাওয়ার খবর দিচ্ছে। করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে ২৪ ঘণ্টায় পাঁচজনের মৃত্যুর সংবাদ ছাপা হয়েছে আজকের খবরের কাগজে। এরমধ্যে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে করোনা ইউনিটে একজন নারীসহ মারা গেছেন দুজন। ঠাকুরগাঁওয়ের এক অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে পাঁচ হাসপাতালে ঘুরেও চিকিৎসা পাননি অসহায় বাবা।'

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের প্রস্তুতি নেই দাবি করে তিনি আরো বলেন, 'কোথাও সমন্বয় নেই। আক্রান্ত রোগী শনাক্তকরণের পর্যাপ্ত উপকরণ ও ব্যবস্থাপনা দেশে নেই। চিকিৎসকদের রক্ষার ব্যবস্থা নেই। যথেষ্ট মাস্ক, স্যানিটাইজার ও ভেন্টিলেটর নেই। পরীক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া সরকার আক্রান্ত সংখ্যার যে তথ্য দিচ্ছে তা বিশ্বাসযোগ্যতা পাচ্ছে না।'

নির্দেশনার পরেও মোবাইল রিচার্জ-ব্যাংকিং দোকান বন্ধ

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সারাদেশে অঘোষিত লকডাউন পালনের সময় মোবাইল ফোনে রিচার্জ ও মোবাইল ব্যাকিংয়ের দোকান বন্ধ থাকায় দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন অনেক গৃহবন্দী সাধারণ মানুষ। দেশের অনেক জেলায় সীমিত পরিসরেও খোলা নেই এসব দোকান। রিচার্জ করতে না পেরে ঘরে থেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছেন না কেউ কেউ।

এদিকে গত শুক্রবার রাতে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী জনগণের সঙ্গে সহিষ্ণু আচরণের নির্দেশনা দিয়েছেন। ওই নির্দেশনায় তিনি ব্যাংকিং ও মোবাইল ফোনের সেবাকে ‘জরুরি সেবা’ বলে অবহিত করেন। তবে আজ সোমবার পর্যন্ত সারাদেশে বিষয়টি নিয়ে পুলিশ ও সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি কাটেনি। খবরঃ কালের কন্ঠের

আজ রাজধানীর নতুনবাজার এবং মাদানী এভিনিউ ঘুরে মুদি, কাঁচাবাজার, ফার্মেসি ও ফলের দোকান ছাড়া সব দোকানই বন্ধ দেখা গেছে। শহীদনগর অটোস্ট্যান্ডের কাছে ‘সুরভী জেনারেল স্টোরের’ নামে মুদির দোকানের সঙ্গে মোবাইল ফোন রিচার্জ ও মোবাইল ব্যাকিং রয়েছে। গত ২৫ মার্চ থেকে মোবাইল রিচার্জ ও ব্যাংকিং বন্ধ করে দিয়ে গেছে আওয়ামী দালাল পুলিশ।

দোকানের মালিক রাসেল বলেন, ‘ভিড় হয় দেখে পুলিশ বন্ধ রাখতে বলছে। সব বড় রিচার্জের দোকানই তো বন্ধ।রবিবার থেকে আমি সীমিতভাবে খুলছি।’ স্থানীয় বাসিন্দা শাকিল করিম বলেন, ‘আমি ফোনে টাকা ঢুকানোর জন্য বের হয়ে কোথাও পেলাল না। বিকাশেও টাকা নেই যে রিচার্জ করবো। রিক্সা নিয়ে অনেক দূরে গিয়ে একটি দোকান খোলা পেয়েছি।’ সোলমাইদ এলাকার দোকনদার আব্দুল হাকিম বলেন, ‘আমি এক বেলা দোকানটা খোলা রাখছি। তবে সবাই বলে সমস্যা হবে, ভয়ে আছি।’

জানতে চাইলে ভাটারা থানার ওসি মোক্তারুজ্জামান বলেন, ‘আমরা ফার্মেসি ও নিত্যপণ্য ছাড়া সব বন্ধ করে দিছি। মোবাইল রিচার্জ বা বিকাশ জরুরি সেবার আওতায় পড়বে এমন নির্দেশনা পাইনি।’ শুক্রবার আইজিপির নির্দেশনার কথা বললে তিনি বলেন, ‘যারা কাজে বের হচ্ছে তাদের সাথে পেশাদার আচরণ করার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া আর কোনো কিছু তো পাইনি।’

আজিমপুর ছাপড়া মসজিদ এলাকার সব মোবাইল ফোনের রিচার্জ ও ব্যকিং দোকানই বন্ধ আছে। মাসুদ রানা নামে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এক শিক্ষার্থী বলেন, 'আমরা দুই বন্ধু একটি ব্যাচেলর বাসায় এক রুমে থাকি। তাই বাসায় ওয়াইফাই নাই। নেট শেষ হয়ে গেলে পুরো এলাকা ঘুরে টাকা ঢুকানোর রাস্তা খুঁজে পাই না। জরুরি এই সেবার বিষয়টি কেন বন্ধ রাখা হলো বুঝতে পারছি না।'

মোবাইল ফোনে স্থানীয় 'সমির টেলিকমে'র মালিক সমির আহমেদ বলেন, 'নির্দেশনা মেনে আমরা দোকান বন্ধ রেখেছি। পরিচিত কেউ কেউ ফোন করে টাকা পাঠাতে বলছে।'

লালবাগ থানার ওসি কে এম আশরাফ উদ্দিন বলেন, 'ভিড় ও আড্ডা হওয়ার কারণে এগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে। জরুরি সেবা হবে কিনা সেক্ষেত্রে পরিস্কার নির্দেশনা নেই।'

ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার পৌরশহরে কাচাবাজার ও ফার্মেসি ছাড়া সব দোকানই বন্ধ রয়েছে বলে জানান স্থানীয় ব্যবসায়ী জহিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, বিকাশ ও রিচার্জের কিছু দোকান গামগঞ্জে খোলা আছে।

অসুস্থ এক আত্মীয়কে নিয়ে রবিবার সন্ধ্যায় মানিকগঞ্জ থেকে ঢাকার একটি হাসপাতালে আসেন সুমন মাহমুদ নামে এক যুবক। তিনি জানান, জরুরি প্রয়োজনে ফোনে কথা বলতে গিয়ে তার মোবাইল ফোনে টাকা শেষ হয়ে যায়। গাবতলীতে পৌছে মোবাইল ফোনে রিচার্জ করার মতো কোনো দোকান খোলা পাননি তিনি। শেষে এক পথচারীর ফোন দিয়ে কল করেন।

বাগরামে কারাবন্দীদের উপর নির্মম নির্যাতনের ব্যাপারে ইসলামী ইমারতের বার্তা

সম্প্রতি কোনো কারণ ছাড়াই কুখ্যাত বাগরাম কারাগারের নির্যাতিত বন্দীদের ওপর নৃশংস অত্যাচার চালানো শুরু করেছে কাবুল প্রশাসন। বিগত বছরগুলোতেও এতো নিষ্ঠুরতা দেখা যায়নি। ঠিক কী কারণে কাবুল প্রশাসন এমন কাপুরুষের মতো কাজ করছে তা এখন পর্যন্ত অজানা।

২৫শে মার্চ বাগরাম কারাগারের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ ব্লকের বন্দীদের সূর্যের আলোতে সময় কাটানো নিষিদ্ধ করে দেয় কারা কর্তৃপক্ষ। এ নিষেধাজ্ঞার পেছনে কোনো কারণই দেখায়নি কর্তৃপক্ষ। বন্দীরা অধিকার দাবি করলে কারা পুলিশ বেধড়ক পেটাতে শুরু করে তাদের। সেই সাথে চলে নির্বিচার ছুরিকাঘাত। ৩২ জন বন্দী মারাত্মকভাবে আহত হয়। চিকিৎসা দেওয়া দূরে থাক,

অধিকার দাবি করার শাস্তিস্বরূপ আহত বন্দীদের ডেল্টা ব্লকে নিয়ে যাওয়া হয়। ওষুধপত্র, খাবার-দাবার বা বিছানা-বালিশ ইত্যাদি দেওয়া ছাড়াই মেঝেতে ফেলে রাখা হয় মারাত্মকভাবে আহত বন্দীদের।

ধারাবাহিক নিষ্ঠুরতার অংশ হিসেবে ২৮ শে মার্চ, কারা পুলিশ হামলে পড়ে ব্রাভো ব্লকের বন্দীদের ওপর। একজন বন্দীকে শহীদ করে দেয় পুলিশ। পিটিয়ে কোমাতে পাঠিয়ে দেয় অসংখ্য বন্দীকে। আহত হয় কমপক্ষে ৭০ জন। ইসলামী ইমারতের কারাবন্দী বিষয়ক কমিশন, অত্যন্ত নাজুক সময়ে কারাবন্দীদের সাথে কাবুল প্রশাসনের এই কাপুরুষোচিত, বর্বর আচরণের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। রেড ক্রস-সহ সকল মানবাধিকার এবং দাতব্য সংস্থাগুলোকে আহ্বান জানিয়ে কমিশন বলেছে, 'সবাইকে কাবুল সরকারের এই বর্বর আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানাতে হবে। সেই সাথে কারাবন্দীদের ওপর অত্যাচার,নিপীড়ন বন্ধ করা এবং নির্যাতিত বন্দীদের প্রয়োজন পূরণে জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে । কমিশন সতর্ক করে বলে, 'যদি নির্যাতিত বন্দীদের ওপর চালানো এই ভয়ঙ্কর অত্যাচার অনতিবিলম্বে বন্ধ না হয়, তাহলে কমিশন সামরিক কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা করবে।'

ইসলামী ইমারতের কারাবন্দী বিষয়ক কমিশন

০৪/০৮/১৪৪১ হিজরী

২৮/০৩/২০২০ ঈসায়ী

কোভিড-১৯ : জরুরি টেস্ট হচ্ছে না বাংলাদেশে, কী ঘটতে পারে সামনে?

ওপরের গ্রাফগুলো দেখুন।

করোনাভাইরাস শনাক্ত হবার শুরুর দিন থেকে মার্চ মাসের ২৭ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দেখানো হয়েছে গ্রাফগুলোতে। দেখুন, সবদেশেই একই ধাঁচে এগিয়েছে করোনা ভাইরাস। ভাইরাস শনাক্তকরণের প্রথম দিন থেকে চতুর্থ এবং পঞ্চম সপ্তাহের মধ্যবর্তী সময়ে গ্রাফের লাইন সোজা ছিল। মানে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা তেমন বাড়েনি। কিন্তু তারপর হঠাৎ করেই গ্রাফ উর্ধ্বমুখী হয়ে গিয়েছে, প্রায় ৯০ ডিগ্রী কোণে। এর মানে কী? এর মানে হলো চতুর্থ বা পঞ্চম সপ্তাহে এসে ব্যাপক আকারে করোনা ভাইরাস

সংক্রমিত হওয়া শুরু করেছে। এবার বাংলাদেশের গ্রাফের দিকে তাকান। তেমন কোনো পরিবর্তন নেই। গ্রাফ, শুরুর দিনগুলোর মতোই সমান্তরাল। অন্যান্য দেশের মতো ঊর্ধ্বমুখী হয়নি। তার মানে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়েনি। স্বস্তির খবর তাই না?

কিন্তু দুটি কারণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ নেই।

প্রথমত আমাদের দেশে করোনা ভাইরাস ধরা পড়ে মার্চের ৮ তারিখে। আজ মার্চের ২৯ তারিখ। তার মানে আমরা তৃতীয় সপ্তাহ পার করে চতুর্থ সপ্তাহে পা দিয়েছি। অন্যান্য দেশগুলোর ট্রেন্ড অনুসারে আগামী ১৪ দিনের মধ্যে আমাদের দেশের গ্রাফও ৯০ ডিগ্রী কোণে ওপরের দিকে উঠে যাবার কথা। আর তখনই কঠিন এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবো আমরা।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে করোনা টেস্টের সংখ্যা খুবই খুবই কম হওয়াতে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই।

আইইডিসিআরের পরিচালক মীরজাদি সাবরিনা বারবার বলে যাচ্ছেন, বাংলাদেশ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন মেনে চলছে। সেই সাথে পর্যাপ্ত করোনা টেস্ট করা হচ্ছে। কিন্তু করোনা টেস্টের সংখ্যা বলছে ভিন্ন কথা। গত দুইমাসে কোভিড-১৯ এর টেস্ট করার জন্য হটলাইনগুলোতে ফোন করেছে ৮ লাখেরও বেশী মানুষ। শুধু আইইডিসিআরের হটলাইনেই এসেছে ৭০ হাজারেরও বেশী ফোন। কিন্তু করোনা টেস্ট করা হয়েছে শুধুমাত্র ১১০০ মানুষের। যার মধ্যে করোনা আক্রান্ত পাওয়া গিয়েছে ৪৮ জনকে।

এর অর্থ হলো সবচাইতে কম করোনা টেস্ট করা হচ্ছে এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটা। অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বারবার বলেছে করোনা ভাইরাস বহনকারীদের শনাক্ত করার জন্য যতোবেশী সম্ভব করোনা টেস্ট করতে হবে। এতে করে বোঝা যাবে কোন অঞ্চলে ভাইরাস বেশী ছড়াচ্ছে।

কম টেস্ট করার ফলে করোনা সংক্রমণের ব্যাপারে ভুল ধারণা পাচ্ছে মানুষ। একই সাথে আরেকটা ব্যাপারেও ভুল ধারণা তৈরি হচ্ছে। করোনা ভাইরাসের কারণে মৃত্যু হার সবচাইতে বেশী বাংলাদেশে। এমনকি করোনার কারণে ১০ হাজারেরও বেশী মানুষ মারা যাওয়া ইতালীর চাইতেও বেশী। ইতালীতে যেখানে মৃত্যুহার ১০.২ সেখানে বাংলাদেশে ১০.৪ । কোনো সন্দেহ নেই, কম সংখ্যক করোনা টেস্টের কারণেই এই রোমহর্ষক ডাটা দেখতে হচ্ছে

বাংলাদেশীদের।

মীরজাদি অবশ্য বলছেন এখনো মৃত্যুহার হিসেব করার সময় আসেনি।

মার্চের ৮ তারিখে প্রথম করোনা রোগী ধরা পড়লো বাংলাদেশে। এর পরের ৫ দিন নতুন কোনো করোনা রোগী পাওয়া গেলোনা। মার্চের ১৪ তারিখে এসে পাওয়া গেলো দুজনকে। পরের দিন আবার ধরা পড়লো না কোনো রোগী। কয়েকজন নতুন রোগী পাওয়া গেলো মার্চের ১৬ তারিখ থেকে ২৪ তারিখের মাঝে। ২৩ এবং ২৪ তারিখে সর্বোচ্চ ৬ জন করে করোনা রোগী সনাক্ত হলো। ২৫ তারিখে নতুন কোনো করোনা কেস নেই। মাঝের দুইদিন, ২৬ এবং ২৭ তারিখে করোনা পাওয়া গেলেও ২৮ এবং ২৯ তারিখে নতুন কোনো করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেলোনা।

কিন্তু এতে খুশি হবার কোনো কারণ নেই। সবচাইতে বেশী করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া গিয়েছে ইতালী,আমেরিকা, স্পেন, ফ্রান্স , দক্ষিণ কোরিয়া বা জার্মানিতে। এ দেশগুলোতেও প্রথম তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহেও এমন অনেক দিন গিয়েছে যেদিন নতুন কোনো করোনা রোগী পাওয়া যায়নি।

ইতালীর কথা ধরুন। পৃথিবীর সবচাইতে বেশী প্রাণহানী হচ্ছে ইতালীতে। ইউরোপের সবচেয়ে বেশি করোনা রোগীর সংখ্যাও ইতালীতে। প্রথম করোনা ভাইরাস শনাক্তের পর টানা ছয়দিন নতুন কোনো রোগী শনাক্ত হয়নি। অষ্টম দিনে এসে একজন শনাক্ত হলো। পরের দুই সপ্তাহে পাওয়া গেলোনা একজনও। এরপর অবস্থা বদলে গেলো খুব দ্রুত। ভয়ঙ্কর গতিতে বাড়তে থাকলো করোনা রোগীর সংখ্যা। ২৯ তারিখ পর্যন্ত ইতালীতে আক্রান্ত হয়েছে ৯২,৪৭২ জন। মারা গিয়েছে ১০,০২৩ জন। এমনকি দিনে ৯০০ লোকেরও বেশী মানুষ মারা গিয়েছে ইতালীতে। বাংলাদেশের মতো ইতালী খুবই কম করোনা টেস্ট করেছে। এবং কোন কোন এলাকা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সেটা বের করতে পারেনি।

রোগ নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের সাবেক পরিচালক বেনজির আহমেদ বলছেন, ‘আমরা বলতে পারিনা যে গত ২৪ ঘন্টায় কোনো মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়নি, বরং আমাদের বলা উচিত, আমরা নতুন কোনো রোগী সনাক্ত করতে পারিনি। আর এর কারণ হলো, কম সংখ্যক টেস্ট করা’। যদি দেশজুড়ে বেশী সংখ্যক টেস্ট করা হতো তাহলে প্রতিদিন ১০ থেকে ২০ জন নতুন করোনা রোগী পাওয়া যেতো। আর এর ফলে আমরা যেমন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্তকরণের সুযোগ হারাচ্ছি তেমনি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকিও বাড়িয়ে দিচ্ছি’।

অন্যান্য দেশগুলোর অবস্থা থেকে এটি একদম স্পষ্ট যে করোনা মোকাবেলার সফলতা বা ব্যর্থতা অনেকাংশেই নির্ভর করছে টেস্টিং এর সামর্থ্যের ওপর। দক্ষিণ কোরিয়া করোনা মোকাবেলার ক্ষেত্রে খুব চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপক আকারে করোনা টেস্ট শুরু করে তারা। তিন লাখেরও বেশী টেস্ট করা হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। ইতালী, স্পেন এবং ইরান খুবই কম করোনা টেস্ট করেছে। এই একটি ভুলের কারণে চরম মূল্য দিচ্ছে দেশগুলো। মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার পর ইউরোপের দেশগুলো এখন টেস্ট করার ব্যাপারে জোর দিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিদিন লাফ দিয়ে দিয়ে বাড়ছে করোনা কেসের সংখ্যা।

দক্ষিণ কোরিয়াতে যেখানে এক হাজার মানুষের মধ্যে প্রায় ৭ জনের করোনা টেস্ট করা হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশ ১০ লাখ মানুষের ভেতর ৬ জনের টেস্ট করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটির সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, virology এর প্রফেসর নজরুল ইসলাম সতর্ক করছেন, 'টেস্টিং ক্যাপাসিটি বাড়ানো না হলে কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে হবে। এখন পর্যন্ত এক হাজারের কিছু বেশী করোনা টেস্ট করা হয়েছে। এটা খুবই কম। বড় আকারে যদি করোনা টেস্টিং ক্যাপাসিটি না বাড়ানো হয় তাহলে বিরাট সর্বনাশ হয়ে যাবে'।

বাংলাদেশের সামনে মহা বিপদের শঙ্কা

টানা দ্বিতীয় দিনের মতো বাংলাদেশে নতুন কারো মধ্যে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েনি বলে জানিয়েছে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। (বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশে আসল তথ্য গোপন করা হচ্ছে। সঠিক তথ্য আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন)বাংলাদেশের জন্য এটি সুখবর হলেও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল থেকে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, তা মোটেও সুখকর নয়। এরই মধ্যে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া নভেল করোনাভাইরাসে বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা ৩০ হাজার ছাড়িয়েছে। বিশ্বের ২০৩টি দেশ ও অঞ্চলের ছয় লাখ ৬২ হাজার ৭৫১ জনকে আক্রান্ত বলে জানাচ্ছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। অন্যদিকে জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের রবিবার সকালের সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্যানুযায়ী, নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বিশ্বের ১৭৭ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে ছয় লাখ ৬৩ হাজার ৮২৮ জন।

কভিড-১৯ নামের নতুন এই ভাইরাস সারা বিশ্বকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রেখেছে প্রায় সাড়ে তিন মাস ধরে। এ থেকে সুরক্ষা পেতে প্রাণান্ত চেষ্টা করছে সব দেশ। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। ঘরবন্দি পুরো দেশের মানুষের মনে কাজ করছে অজানা ভীতি। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দিকনির্দেশনায় চলছে দেশগুলো। ডাব্লিউএইচওর এক পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে কালের কণ্ঠে প্রকাশিত খবরে বলা হচ্ছে, ধারাবাহিকভাবে একদিকে আফ্রিকা অঞ্চল এবং অন্যদিকে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা তুলনামূলক কমই থাকছে। দৈনিক আক্রান্ত ও মৃত্যুর হারও ইউরোপ ও আমেরিকা অঞ্চলের দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম, যা এ অঞ্চলের মানুষের জন্য অনেকটাই স্বস্তিদায়ক বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য তা কতটা স্বস্তিদায়ক? জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর নাগরিক সমাজের বেশ কিছু অংশীদার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় তৈরি পরিকল্পনা নথি তো নতুন শঙ্কার জন্ম দিচ্ছে। ওই নথি বলছে, অতি দ্রুত কোনো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া না হলে বাংলাদেশে নভেল করোনাভাইরাস অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কালের কণ্ঠে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী পরিকল্পনা নথির শুরুতেই বলা হয়েছে, এটি এমন একটি ভয়াবহ রোগ, যা আমাদের সাড়া দেওয়ার গতির চেয়ে বেশি গতিতে সংক্রমিত হয়। ৭৭০ কোটি জনগোষ্ঠীর এই বিশ্বে করোনাভাইরাস মহামারি সংক্রমণের হার উচ্চ ও আন্তর্জাতিকভাবে ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে ব্যাপক মাত্রায় জনঘনত্ব বিবেচনা করে বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত পন্থা অবলম্বন করে ধারণা করা যায়, প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ নেওয়া না হলে মহামারির প্রভাবে ব্যাপকসংখ্যক মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে।

মার্কিন জনগণ ট্রাম্পের উদাসীনতার মূল্য জীবন দিয়ে পরিশোধ করছে : পেলোসি

মাকিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি বলেছেন, আমেরিকায় করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পরও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিষয়টিকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন এবং তার এই উদাসীনতার কারণে ব্যাপক হারে মানুষ করোনাভাইরাসের আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন। খবর-পার্সটুডের

তিনি রোববার ওয়াশিংটনে এক বক্তৃতায় আরো বলেন, আমেরিকায় করোনাভাইরাস শনাক্তকরণে যত ব্যাপক আকারে পরীক্ষা করা দরকার তা করা হচ্ছে না। এখনো ট্রাম্প প্রশাসন করোনায় আক্রান্ত হয়ে ব্যাপকভাবে মারা পড়া এলাকাগুলোতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠাচ্ছে না বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

আমেরিকায় রোববার পর্যন্ত এক লাখ ৪১ হাজারেরও বেশি মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং এদের মধ্যে দুই হাজার ৪৭১ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডাব্লিউএইচও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছে, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এবং মৃতের সংখ্যার দিক দিয়ে অচিরেই আমেরিকা অন্য সব দেশকে ছাড়িয়ে যাবে।

মুম্বাইয়ের বস্তিগুলোতে করোনার হানা, ভয়ানক ঝুঁকিতে ভারত

ভারতের মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ের বস্তিগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে করোনা ভাইরাস। এর ফলে করোনাভাইরাস সংক্রমণের ভয়াবহ ঝুঁকিতে পড়ে গেছে পুরো ভারত। ঘনবসতিপূর্ণ বস্তি থেকে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন শুরু হয়ে গেলে তা ভারতের পক্ষে খুবই বিপদজনক হবে বলে আশঙ্কা করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

মুম্বাইয়ের বস্তিগুলোতে চার জন করোনা আক্রান্ত রোগীকে শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে পারেলে ৬৪ বছর, জামভিপাড্ডায় ৩৭ বছর বয়স্ক, এছাড়া ঘাটকোপার বস্তিতে ২৫ এবং ৬৮ বছর বয়স্ক চার জনকে করোনায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন।

মুম্বাইয়ের এ বস্তিগুলোতে একটা ১০ ফুট বাই ৮ ফুট ঘরে ৬-৭ জন মানুষ বাস করেন। বস্তিগুলোতে এ রকম পরপর ২০০০ থেকে ২৫০০ ঘর রয়েছে এক একটি বস্তিতে। প্রতি ২০০ পরিবার পিছু একটি সাধারণ শৌচাগার। এদিকে মুম্বাইয়ের কালিমবার জামবালিপাড়া বস্তিতে ৩৭ বছরের এক যুবকের শরীরে মিলেছে করোনা ভাইরাস। প্রায় ৮০০ পরিবারের বাস এবং তাদের জন্য বরাদ্দ মাত্র কয়েকটি শৌচাগার। আক্রান্ত যুবক বিদেশ থেকে ফিরেছেন কিছুদিন আগে। বিমানবন্দরে তার পরীক্ষায় কোনো অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যায়নি। পরবর্তীসময়ে তার শরীরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে। বর্তমানে তার চিকিৎসা কস্তুরবা হাসপাতালে চলছে।

বস্তিতে সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং বজায় রাখা সম্ভব নয়, বলে জানাচ্ছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। তাদের আশঙ্কা যদি একবার করোনা কোনোভাবে এ বস্তিগুলোতে থাবা বসাতে পারে তবে ভারত করোনার তৃতীয় দফা সংক্রমণের পর্যায়ে প্রবেশ করে যাবে।

---

১৬ ঘণ্টায় অ্যাম্বুলেন্সে ৬ হাসপাতালে ছোটাছুটি করেও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু

কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল মো. আলমাছ উদ্দিনের। আগেও একবার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে। চিকিৎসকদের কাছে ছবি পাঠানোর পর তাঁরা জানিয়েছিলেন লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে আবারও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ। শনিবার সকাল ৮টা থেকে বাবা আলমাছ উদ্দিনকে নিয়ে সন্তানেরা পাঁচটি হাসপাতালে ঘুরেছেন। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের চিকিৎসা ছাড়াই আজ রোববার সকালে মারা যান তিনি। খবর-প্রথম আলো

আলমাছ উদ্দিনের মেয়ের সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় কথা হয় প্রথম আলোর। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ওই নারী প্রথম আলোকে বলেন, 'শনিবার সকাল ৮টায় বাবাকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয় আমাদের বাসাবোর বাসা থেকে। অনেকগুলো হাসপাতাল ঘুরে রাত ১২টার দিকে অনেক দেনদরবারের পর একটি হাসপাতাল নিল। কিন্তু বাবাকে বাঁচানো গেল না। আমার বাবা একরকম বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। কী যে কষ্ট!'

মেয়ে জানালেন, বাবা আলমাছ উদ্দিনের পেটের পুরোনো রোগ। শুক্রবার ভীষণ ডায়রিয়া, সঙ্গে জ্বর। কিছুক্ষণ পর কথা জড়িয়ে যেতে থাকে তাঁর। তখনই পরিবারের লোকজন চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেন। এমনিতে দুটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়মিত চিকিৎসা করাতেন তিনি। জ্বর-ডায়রিয়া শুনে তাঁরা নিতে চাননি। পরদিন শাহবাগের একটি বড় হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। সেখানে বুকের এক্স-রে করে নিউমোনিয়া মতো মনে হচ্ছিল। করোনাভাইরাসের উপসর্গের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে দেখে তাঁরা রাখেননি। সেখান থেকে তাঁরা ধানমন্ডির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেন। তাঁদের আইসোলেশন ওয়ার্ড আছে। রোগী ভর্তি করা যাবে এই আশ্বাস পেয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় আলমাছ উদ্দিনকে। কর্তৃপক্ষ রাখতে রাজি হলেও, চিকিৎসকেরা আসেননি। ওই হাসপাতাল থেকে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান স্বজনেরা। ভর্তি নেয় তারা। কিন্তু জরুরি বিভাগ থেকে ওয়ার্ডে পাঠানোর সময় চিকিৎসকদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। করোনাভাইরাসের ব্যাপারে নিশ্চিত তথ্য না পেলে রোগী রাখবেন না বলে জানান। তাঁরা কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে যান। পৌঁছানোর আগে আইইডিসিআরে যোগাযোগ করেন। সন্ধ্যার পর আলমাছ উদ্দিনের অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছায় কুয়েত মৈত্রীর গেটে। তাঁরা লক্ষণ দেখে বলেন, রোগী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁকে আইসোলেশনে থাকতে হবে। সেখানে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীরা থাকলে বিপদ।

এভাবে ছয় হাসপাতালে গিয়েও বাবাকে ভর্তি করাতে পারেননি সন্তানেরা।

এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে যখন এভাবে ছুটছেন আলমাছ উদ্দিন, তখন এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে আসেন। আলমাছ উদ্দিনের মেয়ে বলেন, 'বাবা মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু এই পরিচয় দিয়ে কখনও কোনো সুবিধা নেওয়া পছন্দ করতেন না। আমরাও তাই কোনো হাসপাতালে গিয়ে এই পরিচয় দিইনি।' মুগদা জেনারেল হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড আছে। মুক্তিযোদ্ধারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সেখানেও বিপত্তি। হাসপাতালের সিটিস্ক্যান, এমআরআই মেশিন নষ্ট। পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই।

আলমাছ উদ্দিনের মেয়ে বলেন, বাবাকে স্যালাইন দেওয়া হয়েছিল শুধু। বাকি পরীক্ষার পর চিকিৎসা শুরু হবে বলে জানিয়েছিলেন চিকিৎসকেরা। সেই সুযোগ আর হয়নি। সকাল সোয়া ৭টায় মারা যান তিনি।

শেরপুরে জ্বর, শ্বাসকষ্ট নিয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার দক্ষিণ পলাশীকুড়া গ্রামে আওয়াল পাগলা নামের এক ব্যক্তি জ্বর এবং শ্বাসকষ্টে তিন দিন ভোগার পর রবিবার (২৯ মার্চ) দিবাগত রাতে মারা গেছেন।

করোনা পরীক্ষার জন্য আইইডিসিআরে যোগাযোগ করা হচ্ছে। আজ সোমবার (৩০ মার্চ) রক্তের নমুনা সংগ্রহের পর ওই ব্যক্তির দাফন-জানাজা হবে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আনওয়ারুর রউফ।

ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে গত তিন দিন আগে ওই ব্যক্তি জ্বর-শ্বাসকষ্ট নিয়ে নালিতাবাড়ীর গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন বলে পরিবারের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন ইউএনও আরিফুর রহমান। ভালুকায় তিনি নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন বলে জানা যায়।

কালের কণ্ঠ অনলাইন পেজে এ সংবাদের কমেন্টে তারিকুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি লিখেছেন,

সত্যি, কি বিচিত্রা আমরা ও আমাদের দেশ!! এখানে মৃত্যুর পরে করোনা টেস্ট করা হয়।

গাজীপুরে করোনা সন্দেহে ভর্তি রোগীর ৩ দিনেও স্যাম্পল নেওয়া হয়নি

গাজীপুরে করোনাভাইরাস আক্রান্ত সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি এক যুবকের স্যাম্পল তিনদিনেও সংগ্রহ না করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন হাসপাতালের চিকিৎসকেরা। খবর বাংলা ট্রিবিউনের।

জানা গেছে, কোভিড-১৯ রোগের লক্ষণ নিয়ে গত বৃহস্পতিবার শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে ভর্তি হন মেহেদী হাসান নামের ওই যুবক।

গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক রফিকুল ইসলাম জানান, সর্দি-ঠাণ্ডা, হাঁচি-কাশি, জ্বর, গলা ব্যথ্যা নিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে এ হাসপাতালে ভর্তি হন মেহেদী। ভর্তি হওয়ার পর তার স্যাম্পল নেয়ার জন্য ঢাকায় অবস্থিত জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে(আইইডিসিআর) দুই দফা চিঠি লেখা হয়েছে। কিন্তু তিনদিন পেরিয়ে গেলেও তার স্যাম্পল নেওয়া হয়নি।

ডা. রফিকুল ইসলাম আরও জানান, সম্প্রতি এ হাসপাতালে ১০ বেডের একটি আইসোলেশন ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এ ইউনিটে একমাত্র রোগী হলেন মেহেদী হাসান। তার প্রয়োজনীয় পরিচর্যা ও ঔষধ সরবরাহ করা হলেও স্যাম্পল সংগ্রহের এখতিয়ার এ হাসপাতালের কারো নেই। একমাত্র আইইডিসিআর কর্তৃপক্ষ এ স্যাম্পল সংগ্রহ করবে।

ফটো রিপোর্ট | কোভিড-১৯ সম্পর্কে জনসচেতনতা কার্যক্রম চালাচ্ছেন আফগানিস্তান ইসলামী ইমারত কর্তৃপক্ষ

আফগানিস্তান ইসলামী ইমারতের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাগণ দেশজুড়ে কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা কার্যক্রম চালাচ্ছেন। এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং বিভিন্ন প্রদেশে নিরাপত্তার সাথে সভা ও ব্যানারের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করছেন। এরই অংশ হিসেবে লোগার প্রদেশে করোনাভাইরাস প্রতিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়। একইভাবে বাদগিস প্রদেশের কাদিস জেলায় সচেতনতামূলক বিভিন্ন দ্রব্যাদি জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করা হয়। ঐসকল অনুষ্ঠানের কিছু পিকচার নিচে দেওয়া হলো-

https://alfirdaws.org/2020/03/30/35269/

২৯শে মার্চ, ২০২০

সরকারী অব্যবস্থাপনার কারণে স্বেচ্ছায় হোম কোয়ারেন্টিনে চিকিৎসক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত চিকিৎসক মোহাম্মদ সামসুল আরেফিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়েই গত ২৬ মার্চ থেকে হোম কোয়ারেন্টিনে (বাড়িতে পৃথক কক্ষে) অবস্থান করছেন। আজ রোববার দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তত্ত্বাবধায়ক মোহাম্মদ রিয়াজুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ডা: সামসুল আরেফিন কর্মস্থলে না আসার সংবাদ গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর , তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন । সেখানে লিখেন, "বাবামায়ের কাছ থেকে দুআ নিয়ে অনেক আশা নিয়ে এবার গিয়েছিলাম কর্মস্থলে। ভেবেছিলাম সর্দিকাশির রুগী কেউ না দেখলেও আমি দেখব। বলব একটা কর্ণার করতে, সেখানে করোনা সিম্পটমের রুগীদের পাঠাতে। পিপিই পরে আমি দেখব তাদেরকে, আর কেউ না দেখুক। আমার ধারণা ছিল না পরিস্থিতি এতটা খারাপ।

১. গত ২৪ তারিখ দুইজন রোগী, যাদের আগের কোনো শ্বাসকষ্টের হিস্ট্রি নাই। এসে মারা গেল হাসপাতালের ইমার্জেন্সির ভিতর। যে রুমে আমাদের ডিউটি করতে হয় পিপিই ছাড়া। তাদের শেষ নিঃশ্বাসগুলো মিশে রইল ঘরের বাতাসে। কলিগরা উপরে জানানোর আগেই রুগীর স্বজন নিয়ে গেল লাশ, স্বাভাবিক দাফন হল, যেন কিছুই হয়নি। সেই দুজন রুগীকে যারা ধরেছে, তাদের সাথেই সবাই ডিউটি করছি, যেন কিছুই হয়নি।
২. উপরের নির্দেশ, করোনা রুগী সাসপেক্টকে ভর্তি করে চিকিৎসা দিতে হবে। সব ডাক্তারকে রোস্টার-ওয়াইজ সেখানে ডিউটি করতে হবে। সুরক্ষা? ৫টা পিপিই। সেগুলো যে দায়িত্বে থাকবে, সে পরবে। একজনেরটা আরেকজন। হোয়াট?

৩. উপর থেকে নির্দেশ, ডাক্তারদের কোনো ছুটি দেয়া যাবে না। মানে ছুটি সম্ভব না।
৪. ৩ বছর বয়স থেকে আমি এজমা রুগী। এখনও পকেটে রিলিভার নিয়ে ঘুরি। প্রতি শীতে খাই স্টেরয়েড।

৫. কীসের আশায় মরব আমি? আমি মরলে আমার ৩ বছরের মেয়েকে কী দিচ্ছে সরকার? কোনো ইনসওরেন্স? কোনো প্রণোদনা? কোনো ঝুঁকি ভাতা। আমি একটা বেতনের বিনিময়ে চাকরি করতে এসেছি। জান সওদা করতে না। কমপক্ষে আমার পরিবারের জান সওদা করতে তো নয়-ই।

তাহলে দেশসেবা, জনসেবা, এগুলোর কোনো দাম নেই? কেন থাকবে না। আলবাত আছে। ১. একটা উপজেলা হাসপাতালে করোনা রুগীকে কতটুকু সেবা দেয়া যায়? ভেন্টিলেটর? কোনো ওষুধ আছে করোনার? কিচ্ছু নেই। সেই শেষমেশ খারাপ রুগী রেফারই করব। মাঝখান থেকে এঁটো পিপিই পরে রুগীকে ছেনে ভাইরাসটা নিয়ে নিলাম। ঘরে গিয়ে বউবাচ্চাকে বৃদ্ধ মা-বাবাকে উপহার দিলাম। এই সামান্য সেবাটুকু দেয়ার জন্য ভর্তি? কেন? ২. কারো অব্যবস্থাপনার দায় নেয়ার নাম জনসেবা না। কোনো বিশেষ দলের ভাবমূর্তি টিকিয়ে রাখার জন্য আমি জীবন দিতে পারবো না। আমার পরিবারকে জীবন দেয়াতে পারব না। হাজার হাজার কোটি টাকা নয়ছয় হয়েছে। তিনমাসে সামান্যতম ব্যবস্থাটুকু নেয়া গেলনা? এখন পলিসি করে নার্স-ডাক্তারদের খালিহাতে অবস্থায় যুদ্ধে পাঠানো হচ্ছে? রুগী মরা শুরু হয়েছে, মানে ডাক্তার-নার্স এখন আক্রান্ত হবে। ২-১৪ দিন পর দেখেন স্বাস্থ্যসৈনিকদের কী অবস্থা দাঁড়ায়। দেশের জন্য জীবন দেব, ধর্মের জন্য দেব। কোনো গোষ্ঠীর জন্য দিতে রাজি নই। ৩. একের পর এক প্রস্তুতি নিয়ে, পরিসংখ্যান নিয়ে যে মিথ্যা তথ্য দেয়া হচ্ছে, এটা সবাই বুঝছে। কিন্তু কেউ কিছু বলবে না। এর চেয়ে ভালো একা সেলফ কোয়ারেন্টাইনে থাকা। মনের উপর চাপ কম পড়ে।

গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন, ১. বৃহঃবার আমার কোনো ইমার্জেন্সি ডিউটি ছিল না। ইমার্জেন্সি ডিউটি ফেলে আসার মত অত দায়িত্বজ্ঞানহীন হইনি এখনও। আমার ইমার্জেন্সি শুধু মঙ্গল আর বুধ। আমার বস কেন এমন কথা বললেন, বুঝলাম না। ২. যে দুটা রুগী মরেছে, তাদের একটা রেজা ভাই দেখেছিলেন তিনদিন আগে জ্বর কাশি নিয়ে। তিনি কাউকে জানান নাই। কেন এটা করলেন, তিনিই জানেন। ৩. আর আমি পূর্বে দায়িত্বে অবহেলা করেছি এমন কোনো রেকর্ড নাই। হাসপাতাল এলাকার যেকোনো মানুষ, ভ্যানওয়ালা, দোকানদার, আমার কলিগ নার্স-স্যাকমো-ডাক্তার সবাই জানে। কাকে ফোন দিয়ে পাওয়া যায় না সেটা সবাই জানে।

চুপচাপ চলে এসেছিলাম। যাতে অন্য ডাক্তাররা কম জানে। জানলে প্যানিকড হবে। ভেবেছিলাম চুপচাপই থাকবো। কিন্তু জানিনা কার ইন্ধনে খবর চাউর হল। তাই আমিও আত্মপক্ষ সমর্থন করলাম।

গ্রামের বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে আছি। সবার থেকে দূরে, একা। থানা থেকে একজন এসআই এসে দেখে গেছেন। এখন পর্যন্ত ভালোই আছি। রিজিক নিয়ে পেরেশান নই। আল্লাহ উত্তম কোনো ব্যবস্থা করবেন।

ডাক্তার-নার্সদের উদ্দেশ্যে:

আপনারা সেবা দেন। জাতির এখন আপনাদের দরকার। আমার অত সাহস নেই। আপনারা আসলেই মহামানব। যে দেশে দুধ আর পানির দাম সমান, সে দেশের মানুষ আপনাদের দাম দেবে সে আশায় থাকবেন না। আপনাদের প্রতি আমার স্যালুট। নিজের প্রতি ধিক্কার।

সবার উদ্দেশ্যে:

ঘরে থাকেন। এই অসময়ে অজায়গায় আর কিছু করার নাই। দান চালা হয়ে গেছে।"

এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক চিকিৎসক আজ প্রথম আলোকে বলেন, হাসপাতালে পরিচয় গোপন করে অনেক প্রবাসী রোগী চিকিৎসা নিতে আসছেন। তাঁদের চেনাও যায় না। আরেফিন ঝুঁকি নিয়েই কাজ করছিলেন। তিনি যখন জরুরি বিভাগে দায়িত্ব পালন করছিলেন, তখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পিপিই পোশাক সরবরাহ করেনি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এখন সব চিকিৎসককে চাপ প্রয়োগ করছে জরুরি বিভাগে রোগী দেখার জন্য।

সরকারি মহলের সহযোগিতায় করতোয়ার বালু চুরি

রংপুরের পীরগঞ্জে করতোয়া নদীঘেঁষা টুকুরিয়া, বড়আলমপুর, চতরা ও কাবিলপুর ইউনিয়নের ৩০ গ্রামের অর্ধশতাধিক স্থানে চলছে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের মহোৎসব।

গত কয়েকদিন ধরে করোনাভাইরাস আতঙ্কে লোকজন বাড়িতে অবস্থান করছে। এই সুযোগে সংঘবদ্ধ চক্রটি বালু উত্তোলন অব্যাহত রেখেছে। অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলনের ফলে

এলাকার রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, ফসলি জমি, স্থাপনা নষ্ট হয়ে যাওয়া ছাড়াও নদীর গতিপথ পরিবর্তন হচ্ছে। যা ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। রিপোর্টঃ কালের কণ্ঠ

সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক মহল জরুরি ভিত্তিতে আইনি পদক্ষেপ নেবেন-এমনটিই আশা করছে এলাকার সাধারণ মানুষ।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রতিদিন করতোয়া নদী থেকে সংঘবদ্ধ একটি চক্র অবাধে বালু উত্তোলন করছে। নদীপারেই উত্তোলিত বালু শত শত ট্রলি ও ভারি যানবাহনে বিক্রি হলেও রহস্যজনক কারণে প্রশাসন জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বিরতিহীনভাবে ওই বালু পরিবহন করায় ভাঙছে জমি, পুকুরপাড়, রাস্তা-ঘাট। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে আসন্ন বর্ষা মৌসুমে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে অর্ধশতাধিক গ্রামের হাজারো মানুষ।

অপরদিকে, ধুলোবালিতে একাকার হওয়ায় দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। সম্প্রতি উপজেলা প্রশাসন বালু উত্তোলন বন্ধে মাইকিং করেছে। তবে করোনাভাইরাস আতঙ্কে লোকজন বাড়িতে থাকার সুযোগ নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে চক্রটি।

সরেজমিনে দেখা যায়, দিনাজপুর-রংপুর জেলাকে বিভক্ত করে পীরগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ও ঘোড়াঘাট উপজেলার ধার ঘেঁষে প্রবাহিত করতোয়া নদী। এক সময়ের খরস্রোতা করতোয়া বর্তমানে শুকিয়ে গেছে। চতরা, বড়আলমপুর কাবিলপুর ও টুকুরিয়া ইউনিয়নের ৩০ গ্রামের অর্ধশতাধিক স্থান এবং নদীর ওপারে দিনাজপুর এলাকায় বেশ কয়েকটি স্থানে জোটবদ্ধ হয়ে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে।

নিজেদের নাম প্রকাশ না করার শর্তে এলাকাবাসী জানায়, চতরা ইউনিয়নের কুয়েতপুর হামিদপুরের নেংড়ার ঘাটে পাঁচটি স্থানে শামিম, সুজন, আবু তাহের, বাবু, মজিদ, নজরুল, ছকমল, আব্দুল মজিদসহ ১৬ জন বালু সন্ত্রাসী জোটবদ্ধ হয়ে একাধিক বোমা মেশিন দিয়ে প্রতিদিন বালু উত্তোলন করে বিক্রি করছে। ওই স্থানে শামীমের নেতৃত্বে বালু সন্ত্রাসী বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। বদনাপাড়ার টোংরারদহ এলাকায় সাবু মেম্বারের নেতৃত্বে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে।

এছাড়া চক ভেকা, নুনদহ ঘাট, কুমারপুরে বালু উত্তোলনের সঙ্গে জড়িত তারা। টুকুরিয়া ইউনিয়নে জয়ন্তীপুর ঘাট, সুজারকুটি, মোনাইল, কাঁচদহঘাটে বালু উত্তোলন করে বিক্রি করছে সুলতান মাহামুদ, মাহমুদ, আব্দুস সবুর, গোলাম রব্বানী, সোহরাব ও রবিউল।

বড়আলমপুরের বাঁশপুকুরিয়ায় পৃথক ১০ স্থানে মিজানুর রহমান, সাইফুল ইসলাম ও গোলাম রব্বানীর নেতৃত্বে এবং কাবিলপুর ইউনিয়নের নিজ কাবিলপুর গ্রামের তিনটি স্থানে জুয়েল, হাসান আলী, আদিল ও বিপুর নেতৃত্বে চলছে বালু উত্তোলনের মহোৎসব।

অভিযোগ রয়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় তহশিলদারদের সঙ্গে বালু উত্তোলনকারীদের বিশেষ চুক্তি রয়েছে। প্রতিমাসে কর্মকর্তারা বালু উত্তোলনকারীদের কাছে চুক্তির টাকা নেন। এজন্য বালু উত্তোলন বন্ধে উপজেলা ভূমি অফিস থেকে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।

কারখানা বন্ধ ও বেতনের দাবি, আশুলিয়ায় বিক্ষোভ

কারখানা বন্ধ ও বেতনের দাবিতে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ চলছে ঢাকার অদূরে আশুলিয়ার দুই পোশাক কারখানার শ্রমিকদের।

আজ রবিবার (২৯ মার্চ) সকাল থেকে এ বিক্ষোভ করছে আশুলিয়ার গৌরিপুরে অবস্থিত মোরাদ অ্যাপারেলসের ৬০০ শ্রমিক ও খেঁজুরবাগান এলাকার লন্ড্রি ওয়াশিং লিমিটেডের প্রায় ৯০০ শ্রমিক। খবরঃ কালের কন্ঠের

শ্রমিকরা জানায়, কারখানায় আসা-যাওয়ার পথে তাদেরকে নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হচ্ছে। কারখানায় যাওয়ার সময় পরিবহন পাওয়া যায় না। প্রশাসন সব শ্রমিকদের একত্রিত হতে দেয় না। এরইমধ্যে করোনাভাইরাসের আশঙ্কায় আশেপাশের প্রায় সব কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় তারা ৪ এপ্রিল ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ছুটির দাবিতে ফ্যাক্টরিতে কর্মবিরতি পালন করছেন।

গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক শ্রমিক নেতা খাইরুল ইসলাম মিন্টু বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে বর্তমানে কারখানার তৈরি পণ্য রপ্তানি বন্ধ। এ অবস্থায় শ্রমিকদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কারখানা খোলা রাখার কোনো যুক্তি নেই। সুতরাং তাদের জীবনের কথা চিন্তা করে এখনই সব কারখানা বন্ধ করা উচিত।

অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে ৫ হাসপাতাল ঘুরেও চিকিৎসা করাতে পারলেন না বাবা, অবশেষে মৃত্যু

করোনাভাইরাসের উপসর্গ থাকায় নিজ বাড়িতে রাখতে পারেনি গ্রামবাসীদের বাধায়। হাসপাতালে নিলেও চিকিৎসা করালেন না চিকিৎসকরা। এক এক করে চারটি হাসপাতাল ঘুরেও চিকিৎসা পেলেন না। শেষ পর্যন্ত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নিলেও ছেলেকে চিকিৎসা করাতে পারেনি এক বাবা। খবরঃ নয়া দিগন্তের

শনিবার রাতে আল আমিন (২২) নামের ওই যুবক রামেক হাসপাতালে মারা যান। মৃত আল আমিন নওগাঁ জেলার রানীনগর উপজেলার অলংকার দিঘি গ্রামের মোখলেসুর রহমানের ছেলে।

ছেলেটির বাবা মোখলেসুর রহমান জানান, আল আমিন নারায়ণগঞ্জে একটি কাপড়ের দোকানে বিক্রয়কর্মীর কাজ করতেন। শনিবার সকালে প্রচণ্ড জ্বর, সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে বাড়িতে ফেরে। পরে তাকে দ্রুত নওগাঁ জেলা সদর হাসপাতালে নেয়া হলে সেখানকার চিকিৎসকরা আল আমিনকে চিকিৎসা দিতে অস্বীকার করেন ও ফেরত পাঠান।

পরে অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী বগুড়ার আদমদিঘি উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেও তাকে চিকিৎসা দিতে অস্বীকার করা হয়। পরে রানীনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আল মামুনকে জানালে তার হস্তক্ষেপে আল আমিনকে প্রথমে রানীনগর উপজেলা হাসপাতালে ও পরে আবার নওগাঁ জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকে বিকালে রামেক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা আল আমিনকে মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করেন এবং রাত সাড়ে ৮টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

রামেক হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. সাইফুল ফেরদৌস জানান, আল আমিনের লাশ রাতেই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

তবে আল আমিন করোনায় নয়, মস্তিস্কের সংক্রমণ বা মেনিনজাইটিস নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন জানিয়ে তিনি আরও বলেন, 'ভর্তির সময় তার শরীরে জ্বরের মাত্রা তীব্র ছিল। মাথা ব্যাথা ও গলা ব্যথা ছিল।'

করোনায় যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্ত ১ লাখ ২৩ হাজার ৭৫০

যুক্তরাষ্ট্রে ঝড়ের গতিতে বাড়ছে করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। প্রতিদিনই এক একটি জীবন পরিণত হচ্ছে সংখ্যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে মৃতের সংখ্যা দুই দিনে দ্বিগুণ হয়েছে। সর্বশেষ তথ্যমতে যুক্তরাষ্ট্রে ৩৫৪ জনের নতুন মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশটিতে মোট মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার ২২৭ জনের বলে জানায় জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়।

ইতালি, স্পেন, চীন, ইরান ও ফ্রান্সের পরে আমেরিকা এখন মৃত্যুর দিক দিয়ে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের রোড আইল্যান্ড রাজ্যটি করোনাভাইরাসে প্রথম দুটি মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেছে। আর বাকি থাকল হাওয়াই, পশ্চিম ভার্জিনিয়া ও ওয়াইমিং এই তিনটি রাজ্য। যেখানে এখনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ২৩ হাজার ৭৫০ জন। করোনাভাইরাসে আক্রান্তের দিক দিয়ে যেটা সর্বাধিক। রিপোর্টঃ নয়া দিগন্তের

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ছড়িয়ে পড়ার কেন্দ্রস্থল নিউইয়র্কে সংক্রমণ হ্রাসের লক্ষে বৃহত্তর নিউইয়র্ককে একটি কোয়ারেন্টাইন হিসেবে বিবেচনা করছেন।

নিউইয়র্কে ৫২,০০০ এর বেশী লোক করোনা আক্রান্ত এবং এতে ৫১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

মালাউন মোদি-যোগির রাজ্যে ক্ষুধার জ্বালায় ঘাস খাচ্ছে শিশুরা

ভারতে লকডাউন চলাকালীন খিদের জ্বালায় ঘাস খাচ্ছে শিশুরা। শুনে অদ্ভুত মনে হলেও এই ঘটনাটি ঘটেছে বাস্তবেই। আর সেটা খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লোকসভা কেন্দ্র বারানসীতে।খবর-পুবের কলম।

আবার যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যেও বটে, যিনি দেশের এই বিপদের সময়েও রামমন্দির নিয়ে সমানে রাজনীতি করে যাচ্ছেন। বারানসীর বড়াগাঁও এলাকার কৈরিপুর গ্রামের ছটি শিশুর নুন দিয়ে ঘাস খাওয়ার এই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলে স্থানীয় প্রশাসনের টনক নড়ে। মোদির লোকসভা এলাকায় এ হেন চিত্র ধরা পড়াতে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে দেশজুড়ে। অনেকে ব্যঙ্গ করে বলছেন, এটাই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মঙ্গলবার দেশজুড়ে ২১ দিনের লকডাউনের ঘোষণা করেন। দিন আনা দিন খাওয়া দরিদ্র মানুষরা চরম দুর্যোগের মধ্যে পড়েছে এই পরিকল্পনাহীন লকডাউনের ফলে। বুধবার ভিডিও কনফারেন্সে বারনাসীর মানুষদের সঙ্গে মনের কথাও বলেছেন মোদি।

কিন্তু গ্রামের মানুষদের খিদের কথা তিনি বোধহয় শোনার সময় পাননি। ভিডিও কনফারেন্স এবং করোনার প্রকোপে লকডাউনের সময়ে এহেন চিত্র সামনে আসায় বেজায় অস্বস্তিতে মোদি সরকার।

বুধবার ছয় শিশুকে মাটিতে বসে ঘাস ছিঁড়ে খেতে দেখা যায়। স্থানীয় ভাষায় একে 'আখড়ি' বলে। মুসাহার সম্প্রদায়ের ওই শিশুগুলির বয়স পাঁচ বছর। কৈরিপুরের মুসাহার বস্তিতে ওরা থাকে।

রানি, পুজা, নেরু, বিশাল, সোনি ও গোলু নামের ওই ৬ শিশু খিদে সহ্য করতে না পেরে ঘাস খাচ্ছিল, যা সাধারণত গবাদি পশুর খাদ্য। আরেকটি ভিডিওতে শিশুগুলিকে একটি প্লেট থেকে 'ফালিয়ান' নামক মটরদানা খেতে দেখা যায়। এটিও গবাদি পশুর খাবার।

এদের মধ্যে কয়েকটি বাচ্চার বাবা দিনমজুর। কয়েকজনের বাবা ভিক্ষাও করে।

ভিডিও আর ছবির মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার ফলে হয়তো ওই পরিবারগুলো কিছু খাবার পাবে। কিন্তু লকডাউনের এই দেশে এখন অনেক পরিবারেরই এই অবস্থা।

সরকারি 'মূর্খতা' জনগণকে আর কত দেখতে হবে

বাংলাদেশে যে করোনা আসতে পারে তা আগেই বুঝতে পেরেছিল আমজনতা।আর সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যাপারে যেতেহু মনে করা হয় পরীক্ষায় অনেককে হারিয়ে ঐ চাকরি পেয়েছেন তাই আমজনতার চেয়ে তাঁরা বুদ্ধিমান, এটা ধরে নেয়া যায়। ফলে করোনার আগমনি ধ্বণি তাঁদের আরো বেশি শুনতে পাওয়ার কথা। কিন্তু তাঁদের কিছু কাজকর্ম দেখে মনে হচ্ছে, করোনার বার্তা পেয়েও তাঁরা কোন ধরণের প্রস্তুতি না নিয়ে বসেছিলেন। খবর-ডয়চে ভেলে

বেশি উদাহরণে না গিয়ে কিছু বিষয়ের কথা বলা যায়।

এক, সারাবিশ্বে যখন করোনাভাইরাস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন তাঁরা কোন ধরণের প্রস্তুতি না নিয়ে মুজিববর্ষের নামে মুজিবপূজার নানা আয়োজনের শিডিউল তৈরিতে ব্যস্ত ছিল।

দুই, ঐসময় মহামারী আক্রান্ত বিভিন্ন দেশ থেকে আসা লোকদের কোনো প্রকার ট্রেসিং করা ছাড়াই দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ দিয়েছে সরকার। কোনো ধরণের গাইডলাইনই দেওয়া হয়নি বিদেশফেরত এসকল প্রবাসীদের। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে দাবানলের

মতো যে করোনা ছড়িয়ে পড়বে, অজস্র মানুষের জীবন হুমকির মুখে পড়বে সেসব নিয়ে কোনো চিন্তাই করেনি লুটেরা সরকার। তাগুত সরকারের এরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের মূল্য দিতে হচ্ছে দেশবাসীকে।

তিন, স্কুল-কলেজ বন্ধ ঘোষণা করার সাথে সাথে গণপরিবহন বন্ধ না করে সরকারী ছুটি ঘোষণা করায় সিদ্ধান্তটি অদূরদর্শী ও আত্মঘাতী সিদ্ধান্তে পরিণত হয়। ফলে ঢাকা থেকে করোনার ভয় নয় ঈদ উৎসবের ন্যায় জনগণ বাদুড়ঝোলা হয়ে গণপরিবহন চেপে বাড়ি গিয়েছে। এতে গত কয়েকদিন যাবত বাস, লঞ্চ ও ট্রেনে ছিল উপচে পড়া ভিড়। বিশ্বের দেশে দেশে এই ভাইরাসটির সংক্রমণ দেখা মাত্রই সারাদেশ বা প্রদেশ লকডাউন করে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার শংকায় প্রতিরোধ করেছে, তখন আমাদের দেশের জনগণ ঢাকা থেকে ঈদ উৎসবের ন্যায় লাখো লাখো ঘরমুখো যাত্রীর দেশব্যাপী যাতায়াতের কারণে এই ভাইরাসটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যায়।

চার, কোনো হাসপাতালেই করোনা প্রতিরোধের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। কোয়ারেন্টাইনের জন্য নির্ধারিত অনেক হাসপাতালেরই একেবারে বেহাল দশা। বেড, লাইট, ফ্যান কিছুই ঠিকঠাক নেই, জানালার কাঁচ ভাঙ্গা। ১৭ কোটি মানুষের জন্য কেবল ২৯টা আইসিইউ। ঢাকা ছাড়া বাকি ৬৩ জেলার কোথাও নেই কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র! ভাবা যায়! ডাক্তারদের পর্যাপ্ত সুরক্ষা উপকরণও সরবরাহ করছেনা সরকার, নিজের টাকায় কিনে নিতে বলছে। অল্পকিছু সুরক্ষা উপকরণ যা দিচ্ছে তা আবার ছাত্রলীগ বা আমলারা কেড়ে নিচ্ছে। চরম ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে ডাক্তারদের। নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ সরকার ডাক্তারদের কড়াভাবে শাসিয়ে বলছে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। এমর্মে, স্থানীয় মন্ত্রণালয় সকালে একটি আদেশ জারির পর ঐ দিনই তা বাতিল করে। এছাড়া স্থানীয় অধিদপ্তরও একটি আদেশ স্থগিতের কথা জানায়।

আর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আদেশে কোনো নাগরিক চিকিৎসাসেবা না পেলে তাঁদের সেনাবাহিনীর তল্লাশি চৌকি বা থানার ওসিকে জানানোর পরামর্শ দেয়া হয়েছিল।

এ কেমন কথা! এই মহামারির সময়ে যে চিকিৎসকরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদেরকে সম্মান জানানোর পরিবর্তে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দিচ্ছে সরকারি কর্তৃপক্ষ, ভাবা যায়!

আর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তো আরেক কাঠি সরেস! তাদের চিঠিতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা পোশাক (পিপিই) ছাড়াই করোনাভাইরাসের উপসর্গ আছে এমন রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে চিকিৎসকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

চার, বৃহস্পতিবার তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে তাঁদের সহকর্মীদের অনুসরণ করেন। তাঁরাও সকালে একটি পরিপত্র জারি করে সমালোচনার মুখে ঐ দিনই তা বাতিল করেন। ঐ পরিপত্রে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সংবাদ নিয়ে বেসরকারি টেলিভিশনগুলোতে কোনো গুজব ছড়ানো হচ্ছে কিনা জানতে ১৫ সরকারি কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আদেশে সই করেছিলেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের উপসচিব রোকেয়া খাতুন। এমন আদেশকে 'মূর্খতা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন তাঁর বিভাগেরই সচিব মো. আসাদুল ইসলাম। প্রথম আলোকে তিনি বলেছেন, "যা হয়েছে সেটা মূর্খতা। আদেশটি আমাকে না জানিয়ে করা হয়েছে। কীভাবে এই আদেশ এলো সে সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। আমি জানার পরই আদেশটি বাতিল করে দিতে বলেছি।"

সচিব মহোদয়ের কাছে আমাদের প্রশ্ন, আপনাকে না জানিয়ে কীভাবে আপনার বিভাগ থেকে এ ধরনের একটি আদেশ জারি হলো? আমরা কি ধরে নিতে পারি যে, চিকিৎসকরা সমালোচনা করায় হয়ত আদেশটি আপনার চোখে পড়েছে এবং সমালোচনার কারণেই হয়ত আপনি তা বাতিল করতে তৎপর হয়েছেন? নাকি আপনাকে জানিয়েই আসলে আদেশটি জারি হয়েছিল, কিন্তু সমালোচনা হওয়ায় এখন অনেক বসদের মতোই তা অধঃস্তনদের ওপর চাপিয়ে দিলেন?

যা-ই হোক, আপনি আপনার মন্ত্রণালয়ের আদেশকে 'মূর্খতা' বলেছেন। আমরা আমজনতা আর ভবিষ্যতে এমন 'মূর্খতা' দেখতে চাই না। বিশেষ করে এমন মহাসংকটের সময় তো নয়ই।

সন্ত্রাসী দল আ.লীগের দু'পক্ষের সংঘর্ষে স্কুলছাত্রী নিহত

নরসিংদীর রায়পুরার দুর্গম চরাঞ্চল চাঁনপুর ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের দু'পক্ষের সংঘর্ষে সোনিয়া (১৩) নামে এক স্কুলছাত্রী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। তাদের স্থানীয় রায়পুরা, পাশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর ও কিশোরগঞ্জের ভৈরবের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রায়পুরা থানার উপপরিদর্শক (অপারেশন) দেব দুলাল এসব তথ্য জানান। খবর-বাংলা ট্রিবিউন

নিহত সোনিয়া কালিকাপুর গ্রামের জালাল মিয়ার মেয়ে এবং সদাগরকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। শনিবার (২৮ মার্চ) রাত সাড়ে ৮টায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। আহতরা হলেন—কালিকাপুর গ্রামের মৃত আব্দুল হাসিমের ছেলে শবুর মিয়া (৫০), সৈয়দ জামানের ছেলে জাকির মিয়া (৩৮), জিতু মোল্লার ছেলে ফরিদ মিয়া (৬০), জালাল মিয়া (৪০), মৃত তাহের মিয়ার স্ত্রী রুবিনা খাতুন (৬০), ছেলে হেলাল মিয়া (৩২), অন্তঃসত্ত্বা পুত্রবধূ মুক্ত আক্তার, শান্ত মিয়ার স্ত্রী আনু (৩৩), হযরত আলীর ছেলে মগল হোসেন (৩৮), ইনু মিয়ার ছেলে মাছুম (২৫) ও বাছেদ (৩২)।

স্থানীয়রা জানান, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে চাঁনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল মিয়া এবং যুবলীগ নেতা নাসির খানের সমর্থকদের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় শনিবার সকালে হঠাৎ দু'পক্ষের লোকজন টেঁটা-বল্লমসহ দেশিয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে এক স্কুলছাত্রীসহ দু'পক্ষের ১১ জন আহত হন। এ সময় ৬টি বাড়িঘরে ভাঙচুর চালানো হয়। পরে রাতে হাসপাতালে স্কুলছাত্রী মারা যায়।

কোয়ারেন্টাইনের ধার ধারছেন না কাণ্ডজ্ঞানহীন আ.লীগ নেতা ও প্রভাবশালীরা

খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার কয়েকজন প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতার পরিবারের সদস্যরা কোয়ারেন্টাইনের ধার ধারছেন না। বিদেশ থেকে আসা এসব নেতা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা প্রকাশ্যে ঘুরছেন।

যাচ্ছেন বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে, এমনকি উপাসনালয়েও তারা যাচ্ছেন। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম করোনা আতঙ্ক বিরাজ করছে। হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতে নিয়োজিত পুলিশও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছে না।

বরিশাল টাইমসের সূত্রে জানা গেছে, গত ২২ মার্চ ভারতের ভ্যালোর থেকে চিকিৎসা নিয়ে ফিরেছেন দিঘলিয়ার মো. রফিকুল ইসলাম। তিনি হোম কোয়ারেন্টাইনের তোয়াক্কা না করেই ঘুরছেন প্রকাশ্যে। হাট-বাজারে ঘোরাফেরাসহ আজ শুক্রবার মসজিদে জুম্মার নামাজও আদায় করেছেন তিনি। অত্যন্ত প্রভাবশালী হওয়ায় তার বিরুদ্ধে ভয়ে মুখ খুলতে পারছেন না এলাকার কেউ। মো. রফিকুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রীর এপিএস-২ এর ভগ্নিপতি বলে জানা যায়।

1997 সালে বিস্ফোরক দ্রব্য মামলায় ৫ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি রফিকুল ইসলামের কথা না শোনায় পুলিশ ও প্রশাসনের অনেককে বদলি ও হয়রানি হতে হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। শুক্রবার মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করতে যাবার কথা স্বীকার করেন তিনি।

অপরদিকে এই উপজেলার সাবেক একজন প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধি ও আওয়ামী লীগের নেতার মেয়ে ও জামাতা ৪/৫ দিন আগে করোনা আক্রান্ত ইতালি থেকে দেশে ফিরেছেন। তারাও প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

লকডাউন হয়ে যাওয়া ভারতে দুর্গতির শেষ নেই ভিনরাজ্যে যাওয়া শ্রমিকদের

অভুক্ত অবস্থায় মাইলের পর মাইল হেঁটে, মালাউন পুলিশের মার খেয়ে কোনওক্রমে গ্রামে পৌঁছবার পরেও বিপদ কাটছে না ভিন রাজ্য থেকে ফেরা শ্রমিকদের। গ্রামবাসীদের রোষের মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের। খবর-ডয়চে ভেলে

কেউ ৮০ কিলোমিটার হেঁটে বাড়ি ফিরেছেন। কেউ হাঁটছেন ২০০ কিলোমিটার। এমনকী, পাঁচশো কিলোমিটার হেঁটে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। তাঁরা সবাই শ্রমিক। দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করেন। নিজের রাজ্য ছেড়ে, গ্রামের বাড়ি ছেড়ে ভিন রাজ্যে থাকেন। কেউ সপরিবার, কেউ বা একা। করোনার ফলে লকডাউন হয়ে যাওয়া ভারতে তাঁদের দুর্গতির শেষ নেই। একে তো খাবার নেই, থাকার জায়গা নেই, হেঁটে অভুক্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরতে হচ্ছে। মাঝে মধ্যেই পুলিশের লাঠির বাড়ি খেতে হচ্ছে। বাড়ি ফিরেও নিস্তার নেই। গ্রামের লোক তাঁদের ঘরে যেতে দিচ্ছেন না। মারধর পর্যন্ত করছেন। হৃদয়হীন শহর তাঁদের পাশে দাঁড়ায়নি। নিজের গ্রামও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাঁদের ঠাঁই দিচ্ছে না। অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

করোনার ভয় বা আতঙ্কে লোক দিশেহারা। তাই প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে ঘরে ফেরা শ্রমিকদের সঙ্গে। ঝাড়খণ্ডে গ্রামে ফেরার পর এরকমই এক শ্রমিককে ধরে মারা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে একজন গ্রামবাসী ফেরার পর তাঁকে ঢুকতে না দিয়ে মেরেধরে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার অভিজ্ঞতা তো আরও খারাপ। তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায় ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন, "পশ্চিমবঙ্গের অনেক কাগজেই খবর বেরিয়েছে, কাটোয়া পুরসভা উদ্যোগ নিয়ে বিহার থেকে আসা শ্রমিকদের তাদের রাজ্যে ফেরাতে যায়। তাঁদের বাসে করে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বিহার পুলিশ ও প্রশাসন তাঁদের ঢুকতেই দেয়নি। তাঁরা আবার কাটোয়ায় ফিরে এসেছেন। পুরসভা এখন তাঁদের থাকা ও খাওয়ার

ব্যবস্থা করেছে। বিভিন্ন রাজ্যে হাজার হাজার শ্রমিক আটকে পড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশে আটকে থাকা ভারতীয়দের চার্টার্ড বিমানে করে নিয়ে আসতে পারেন, অথচ, এই শ্রমিকদের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করতে পারেন না। আর দুই দিন ট্রেন চালালে কী ক্ষতি হত? অভিজ্ঞতা বলছে, বড়লোকরাই বিদেশ থেকে এই সংক্রমণ নিয়ে ফিরছেন। গরিবরাপরে তাঁদের সংস্পর্শে এসে আক্রান্ত হচ্ছেন।''

প্রকৃতপক্ষে, লকডাউনের সময় ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের কথা মাথায় রাখা হয়নি বা রাখা যায়নি।অব্যাবস্থাপনার মাঝে তড়িঘড়ি কেন্দ্রকে ব্যবস্থা নিয়েছে। ফলে এই শ্রমিকরা অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে পড়েছেন। কোনওক্রমে পায়ে হেঁটে যদি বা গ্রামে পৌঁছচ্ছেন, বাড়ি ঢুকতে পারছেন না। বাঁকুড়ায় একটি গ্রামের বাইরে 'প্রবেশ নিষেধ' নোটিশ সেঁটে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। তাঁরা গ্রামে আর কাউকে ঢুকতে দেবেন না। ভয়, যদি বাইরে থেকে আসা লোকেরা করোনার জীবাণু নিয়ে আসেন। আর যারা ভিন রাজ্যে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছেন, তারাও করোনার বিপদ নিয়ে বাঁচছেন। খাবার পেতে গেলে তাঁদের পক্ষে সোস্যাল ডিসট্যান্সিং মানা সম্ভব হচ্ছে না।

তৃণমূলের সাংসদ মানস ভুঁইঞা ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন, ''পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ে ভিন রাজ্য থেকে ১ হাজার ৯৩ জন এবং পিংলায় ৬৬২ জন ফিরেছেন। এখনও মুম্বই, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, কেরালা, গোয়া, হরিদ্বারে মোট ৩৫০ জন সবংয়ের শ্রমিক আটকে পড়েছেন। চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়ে আমি গ্রামবাসীদের বুঝিয়েছি। যাঁরা ফিরেছেন, তাঁদেরও ঘরবন্দি হয়ে থাকতে বলেছি।'' এখানে না হয় মানসবাবু নিজে পেশায় চিকিৎসক ও দীর্ঘদিনের জনপ্রতিনিধি এবং তিনি সক্রিয় বলে অসুবিধা হচ্ছে না, কিন্তু অন্যত্র?

ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বাড়ি ফিরছেন এই শ্রমিকের দল। তেলেঙ্গানা থেকে রাজস্থান যাচ্ছিল দুটি বড় কনটেইনার ট্রাক। মহারাষ্ট্রের পুলিশ তাদের রুটিন পরীক্ষার জন্য থামায়। দেখা যায়, কনটেইনারে কোনও অত্যাবশ্যকীয় জিনিস নেই, গাদাগাদি করে আছেন ৩০০ শ্রমিক, এ ভাবেই তাঁরা রাজস্থানে নিজেদের বাড়ি ফিরছিলেন। ট্রাকের চালকদের পুলিশ গ্রেফতার করেছে। কিন্তু শ্রমিকদের নিয়ে কী করা হবে, তা এখনও স্থির করা যায়নি।

কতটা মরিয়া হলে তাঁরা এইভাবে ঘরে ফেরার চেষ্টা করেন তা সহজবোধ্য। নিজেদের পুঁজির টাকা সব ট্রাকচালককে দিয়ে ঝুঁকি নিয়েও ফিরছেন তাঁরা। যাঁরা মনে করছেন হাঁটতে পারবেন, তাঁরা হেঁটেই ফিরছেন। তাঁদেরও হেনস্থার শেষ নেই। গোয়ালিয়র থেকে উত্তরপ্রদেশের গ্রামে ফিরছিলেন কয়েকজন শ্রমিক। বদায়ুঁতে পুলিশের কনস্টেবল তাঁদের প্রথমে হামাগুড়ি দিতে বলে। তারপর ব্যাঙের মতো লাফাতে বলে। সামাজিক মাধ্যমের কল্যাণে সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

আবার ব্যতিক্রমও যে নেই তা নয়। গাজিয়াবাদ থেকে উত্তরপ্রদেশেই গ্রামে ফিরছিলেন রাজেশ কুমার সহ কয়েকজন। কিন্তু রাস্তায় লোকে সাহায্য করেনি এই ভেবে যে, গাজিয়াবাদ থেকে তাঁরা নিশ্চয়ই করোনা ভাইরাস নিয়ে ফিরছেন। লখিমপুর খিরি পৌঁছলে পুলিশ তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। তারপর খেতে দেয়। আবার মেদিনীপুরের একটি গ্রামে ভিন রাজ্য থেকে শ্রমিকরা বাড়ি ফেরার পর রীতিমতো মাইক বাজিয়ে নাচাগানা করে পার্টিও করেছেন গ্রামবাসীরা। করোনার সময়ে এটাও দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ।

২৮শে মার্চ, ২০২০

এবার মিরপুরে গার্মেন্টস খোলা রাখায় শ্রমিকদের আন্দোলন

করোনা আতঙ্কের মধ্যেও রাজধানীর মিরপুরে একটি গার্মেন্টস খোলা রাখায় সড়কে নেমে আন্দোলন করেছে শ্রমিকরা।

আজ শনিবার দুপুরে মিরপুর দুই নম্বর এলাকার বড়বাগে সিরাজগঞ্জ ফ্যাশন নামে একটি গার্মেন্টসে এ ঘটনা ঘটেছে।

আমাদের সময় বরাতে জানা যায়, বিজিএমইয়ের আহ্বানের পরও ওই গার্মেন্টস বন্ধ করা হয়নি। তাই করোনা আতঙ্কে সিরাজগঞ্জ ফ্যাশন নামের ওই গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা আন্দোলন করছে।

ছুটি পেয়ে আন্দোলনকারী গার্মেন্টস শ্রমিকেরা চলে গেছে বলেও জানা যায়।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মার্কিন কংগ্রেসের ৫ সদস্য

যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের আরও দুই সদস্যের শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে। এ নিয়ে মোট পাঁচজন কংগ্রেস সদস্য করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন।

গতকাল শুক্রবার করোনাভাইরাসে শনাক্ত চতুর্থ ও পঞ্চম কংগ্রেস সদস্য হলেন জো কানিংহাম ও মাইক কেলি।

খবরঃ আমাদের সময়

সাউথ ক্যারোলিনার ডেমোক্রেট নেতা জো কানিংহাম মার্চের ১৯ তারিখ থেকে কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন। এরপর গতকাল শুক্রবার করোনা পজেটিভ আসে তার।

অন্যদিকে পেনসিলভানিয়ার রিপাবলিকান নেতা মাইক কেলি এক সপ্তাহ যাবত ফ্লুর মতো লক্ষণ ছিল তার শরীরে। পরীক্ষার পর করোনা ধরা পড়ে।

এর আগে, র‍্যান্ড পল, মারিও ডিয়াজ ও বেন ম্যাকএডামস নামে তিনজন কংগ্রেস সদস্য করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছিলেন। এ ছাড়াও আরও ২০ জনের বেশি কংগ্রেস সদস্য সেল্ফ কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন।

এদিকে, গতকাল শুক্রবার হাউজ অব রিপ্রেজেন্টিভের জন্য অর্থনৈতিক ত্রাণ হিসেবে ২.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি বিল পাস করেছে মার্কিন সিনেট।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর করোনার খবর শুনেই পালিয়ে গেলো উপদেষ্টা

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। করোনা পরীক্ষার ফল পজিটিভ আসার খবর গতকাল শুক্রবার এক ভিডিও বার্তায় নিজেই জানিয়েছেন ৫৫ বছর বয়সী জনসন।

এদিকে, জনসনের করোনা আক্রান্তের খবর শুনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেছেন তার সিনিয়র উপদেষ্টা ডমিনিক কামিংস।

স্থানীয় সময় শুক্রবার সকালে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়ে বরিস জনসনের টুইট করার কিছুক্ষণ আগে অন্য কর্মকর্তাদের পাশাপাশি সিনিয়র উপদেষ্টা ডমিনিক কামিংসও তার কার্যালয়ে ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর শুনেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে কাউকে কিছু না বলে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে ছুটতে থাকেন। পালিয়ে যাওয়ার সময় তার কাঁধে ল্যাপটপ ব্যাগ ঝোলানো ছিল।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সিসিটিভির একটি ফুটেজে দেখা যায়, বা হাতে একটা ব্যাগ কোনোরকমে চেপে ধরে ডমিনিক কামিংস ছুটে পালিয়ে যাচ্ছেন।

ডমিনিক কামিংসের বরাত দিয়ে স্কাই নিউজের খবরে বলা হয়, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে লন্ডনের আন্ডারগ্রাউন্ড এড়ানোসহ বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করছিলেন কামিংস। এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর শুনেই দ্রুত ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট ত্যাগ করেন। রিপোর্ট আমাদের সময়

এদিকে প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর তার মন্ত্রিসভার আরেক সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ব্রিটিশ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ম্যাট হ্যানকক শুক্রবার এক টুইট বার্তায় তার করোনা পজিটিভ হওয়ার খবর জানিয়েছেন।

এছাড়া যুক্তরাজ্যের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ক্রিস হুইটির শরীরেও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। প্রথম দু'জনের টেস্ট রেজাল্ট পজেটিভ এলেও হুইটির বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নয়। তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তিনি নিজেই সাত দিনের সেলফ-আইসোলেশনে গেছেন।

অব্যবস্থাপনার কারণে বিদেশফেরত অনেককেই খুঁজে পাচ্ছে না আওয়ামী দালাল পুলিশ

দেশের বাইরে থেকে আসা ব্যক্তিদের অনেকেরই খোঁজ পাচ্ছে না পুলিশ। পুলিশের কাছে ইমিগ্রেশন থেকে আসা তালিকায় ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর উপজেলাতে এ পর্যন্ত ৭১৩ জন দেশের বাইরে থেকে এলাকাতে এসেছেন। অথচ পুলিশ এ দুটি থানাতে সর্ব মোট ৫৩৭ জনের সন্ধান পেয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট থানাগুলো থেকে কালের কণ্ঠকে জানানো হয়েছে। বাকিদের নাম-ঠিকানা সঠিক নয় বলে দাবি করেছে পুলিশ।

কোটচাঁদপুর থানার সেকেন্ড অফিসার মনির হোসেন বলেন, এ পর্যন্ত কোটচাঁদপুর উপজেলাতে ২০৫ জন দেশের বাইরে থেকে এসেছেন। এদের মধ্যে আমরা ১৬১ জনের হদিস পেয়েছি। অপরদিকে পার্শ্ববর্তী মহেশপুর থানার ওসি মোরশেদ হোসেন খান বলেন, এ উপজেলাতে ৫০৮ জন বাইরের দেশ থেকে এসেছেন বলে আমরা ইমিগ্রেশন থেকে লিস্ট পেয়েছি। তাদের মধ্যে ৩৭৬ জনের সন্ধান পেয়েছি। বাকিদের নাম-ঠিকানা সঠিক নয়।

আবারও জায়েজ বিয়ে ভেঙে দিল তাগুত বাহিনী, কনের পিতাকে সাজা

মাদারীপুরের তাগুত, রাজৈরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শুক্রবার বন্ধ করে দিয়েছে শরীয়ার আলোকে একটি বিয়ের আয়োজন। দশম শ্রেণির ছাত্রীকে বিয়ে দিচ্ছিলেন পিতা ইউসুব মাতুবর। একজন মুসলিম হিসেবে জায়েজ বিয়ে দিয়েও তাকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৬মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে তাগুত বাহিনীর ভ্রাম্যমান আদালত। উপজেলার টেকেরহাট আবাসিক এলাকার একটি ভাড়া বাসায় ছিল এ বিয়ের আয়োজন।

কালের কন্ঠের সূত্র জানায়, শুক্রবার টেকেরহাট শহীদ সরদার সাজাহান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর এক স্কুল ছাত্রীর বিয়ের দিন ধার্য ছিল। এ বিষয়ে জানতে পেরব রাজৈর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাগুত সোহানা নাসরিন ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাহমুদা আক্তার কনা টেকেরহাট বন্দর আবাসিক এলাকার বাসাটিতে হাজির হয়। বিয়ের অনুষ্ঠান বন্ধ করার পাশাপাশি ছাত্রীর পিতাকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৬মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

খোরাসান | ইমারতে ইসলামিয়ার হাতে ১০৪ আফগান সেনার আত্মসমর্পণ!

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের দাওয়াহ বিভাগের দায়িত্বরত তালেবান মুজাহিদিন আফগান বাহিনীর মাঝে জোরদার দাওয়াতী কার্যক্রম চালাচ্ছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, মহন আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে দাওয়াহ বিভাগের তালেবান মুজাহিদদের জোরদার মেহনতের ফলে ২৮ মার্চ আফগানিস্তানের ঘৌর প্রদেশের "শাহরাক" জেলা কমান্ডার 'খান সাহেব' সহ ৭৫ আফগান সৈন্য তালেবান মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। এবং তালেবানদের বিরুদ্ধে কুফ্ফার বাহিনীকে সহায়তা না করার ওয়াদা করে।

একইভাবে দাওয়াহ বিভাগের মেহনতের বরকতে বলখ প্রদেশের ৩টি এলাকা হতে আরো ২৯ আফগান সৈন্য তালেবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

এবার কুষ্টিয়ায় ওয়ার্ডবয় দ্বারা প্রসূতির অপারেশন!

কুষ্টিয়ার খোকসায় একটি ক্লিনিকে ওয়ার্ডবয় ডাক্তার সেজে প্রসূতির সিজার অপারেশন করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েছে।

প্রসূতির পরিবার ও যায়যায়দিন সূত্রে জানা গেছে, সন্তান সম্ভবা শ্রাবন্তীর (২৫) প্রসব বেদনা দেখা দিলে বুধবার সকালে পরিবারের সদস্যরা তাকে খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্সে ভর্তি করে। স্বাস্থ্য কমপেস্নক্সের এক সিনিয়র স্টাফ নার্স ও স্থানীয় এক দালালের খপ্পরের পরে বৃহস্পতিবার ভোরে শ্রাবন্তীকে স্থানীয় আইডিয়াল হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়। রাত ৯টায় প্রসূতির অবস্থা খারাপ হলে তাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে ক্লিনিকের ওয়ার্ডবয় নোমান (৩০) ও নার্স রেশমা (২২) অপারেশন শুরু করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্ত ডা. কামরুজ্জামান জানান, তার স্বাস্থ্য কমপেস্নক্সের একজন সিনিয়র স্ট্যাফ নার্স এ চক্রের সঙ্গে জড়িত।

এক সপ্তাহে ৩৩ লাখ বেকার যুক্তরাষ্ট্রে

করোনাভাইরাসের প্রভাবে স্থবির হয়ে পড়েছে পুরো বিশ্ব। যার প্রভাব পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতিতে। বিশ্বজুড়ে চাকরি হারাচ্ছে অসংখ্য মানুষ। করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যায় গত ২৪ ঘণ্টায় চীন ও ইতালিকে ছাড়িয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে এখন মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮৩ হাজার ১১৩ জন, যা গোটা বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছেন প্রায় ১৫ হাজার এবং মারা গেছেন ১৭১ জন।

এর প্রভাব পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের চাকরির বাজারে। লাখো মানুষ বেকার হয়ে পড়ছেন। করোনাভাইরাসের প্রকোপ মোকাবিলা করতে 'লকডাউন' করায় চাকরি হারিয়েছে অসংখ্য মানুষ। দেশটির শ্রম বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ১৪ থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত এক সপ্তাহে ৩৩ লাখ মানুষ বেকারভাতার জন্য আবেদন করেছেন, যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

এর আগে ১৯৮২ সালে এক সপ্তাহে ৬ লাখ ৯৫ হাজার মানুষ বেকারভাতার আবেদন করেছিল। এবার তার পাঁচগুণ বেশি মানুষ এ ভাতার জন্য আবেদন করেছেন।

বিশ্লেষকরা বলছেন, পরিস্থিতি এর চেয়েও খারাপ হতে পারে। কারণ যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি এখনো নাজুক। বাণিজ্যিক কার্যক্রম স্তিমিত। গাড়ি নির্মাতারা কাজ বন্ধ রেখেছেন, বিমান ভ্রমণ কমেছে উলেস্নখযোগ্য হারে।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, মার্কিন জনগণের এক-পঞ্চমাংশ এখন লকডাউন পরিস্থিতিতে আছে। কয়েক সপ্তাহ আগেও যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার ছিল ৫০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। সামনের সময়ে দেশটির শ্রমবাজার আরও শক্তিশালী হবে এমনটাই আশা ছিল অর্থনীতিবিদদের।

তবে বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসে দেশটির পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ওলটপালট হয়ে গেছে। গত সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৩৩ লাখ মানুষ বেকারভাতার আবেদন করেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দেশটিতে বেকারত্বের হার ১৩ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে।

উন্নয়নের আসল চিত্র ফাঁস, নির্মাণের এক বছরেই সড়কে ধস

নোয়াখালী জেলার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন চাটখিলের খিলপাড়া-ইট পুকুরিয়া সড়ক সংস্কারের পর এক বছর অতিবাহিত হতে না হতে এর বিভিন্ন স্থান ধসে পড়েছে। এতে করে এই সড়ক দিয়ে প্রতিনিয়ত চলাচলকারী বিভিন্ন যানবাহন, শিক্ষার্থী ও জনসাধারণ চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, খিলপাড়া থেকে দেলিয়াই সড়কটি দীর্ঘ চার কিলোমিটার। এখানে গত বছর সংকরপুর গ্রামের হুমায়ুন কবির ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির সামনে থেকে পশ্চিম দেলিয়াই পর্যন্ত ২ কিলোমিটার সড়ক সংস্কার করা হয়। সংস্কারের সময় অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার এবং নিয়ম অনুযায়ী কাজ করা হয়নি, ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়েছে। এতে করে এক বছর অতিবাহিত না হতে সড়কটি মাঝে মধ্যে ধসে গেছে। সড়কের দুই পাশে ১০-১২ স্থান ধসে পড়ে পাশের জমি এবং খালের সঙ্গে মিশে গেছে। এ সড়ক দিয়ে প্রতিনিয়ত শতাধিক হালকা যানবাহন, স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার ২ শতাধিক শিক্ষার্থী ও ৫ শতাধিক লোকজন চলাচল করে থাকে। সড়কের বিভিন্ন স্থান ধসে পড়ায় চলাচলে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। খবরঃ যায়যায়দিন

উপজেলা এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুর রহিম জানান, তিনি এখানে এসেছেন অল্প কয়েকদিন হয়েছে। তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

দিল্লিতে লকডাউনে সব্জির গাড়ি উল্টে পুলিশের তাণ্ডব, ভিডিও ভাইরাল

করোনাকে ঠেকাতে গোটা ভারত জুড়ে ২১ দিনেরৎ লকডাউন শুরু হয়েছে। কিন্তু লকডাউনে সাধারণ মানুষের উপর একাধিক জায়গায় পুলিশি তাণ্ডবের ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। কোথাও

কানধরে উঠবোস, কোথাও রাস্তায় গড়াগড়ি আবার কোথাও লাঠিচার্জ। পুলিশের এমন অমানবিক কর্মে দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় বইছে। এমনকি বুধবার সন্ধ্যায় এরাজ্যের হাওড়ার সাঁকরাইলে পুলিশের মারে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। খবর-টিডিএন বাংলা

https://twitter.com/mukeshmukeshs/status/1243083264807452674

লকডাউনের মধ্যে এরকমই আরেক ভিডিও সামনে এসেছে। দিল্লি পুলিশের এক কনস্টেবল অমানবিক আচরণ করেছেন সবজিওয়ালার সঙ্গে। ভিডিওতে দেখা গেছে, ইউনিফর্ম না পরা অবস্থাতেই সবজির থলি উল্টে দিচ্ছে। রাজবীর নামের সেই অভিযুক্তের এই কীর্তি ভাইরাল হয়েছে।

জানাগেছে, ঘটনাটি দিল্লির রঞ্জিত নগর অঞ্চলের। বুধবার রাজবীর লকডাউন সরেজমিন তদন্তে ইউনিফর্ম ছাড়াই পথে নামে। তারপরেই অত্যাচার চালায় দুই দরিদ্র সবজি বিক্রেতার ওপর। তাঁরা রুটি ঐর সবজি বিক্রি করছিলেন। তাঁদের গাড়ি উলটে দেয় সে। জোড়হাতে মিনতি করেও রেহাই পাননি তাঁরা। পুরো ঘটনা এক প্রত্যক্ষদর্শী মোবাইলে ভিডিও করে নেন।

পুলিশী তাণ্ডব থেকে রেহাই পাচ্ছে না জীবিকার প্রয়োজনে রাস্তায় বের হওয়া শ্রমজীবী মানুষও

করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ২৪ তারিখ থেকেই দেশে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশকেও দেওয়া হয়েছে করোনার বিস্তার রোধে জনসমাগম বানচাল করে দেওয়ার দায়িত্ব।

দেশের বিভিন্ন স্থানে মাস্ক না পরা বা বাইরে বের হওয়ার জন্য পুলিশের লাঠিপেটা,কান ধরে থাকার দৃশ্য স্থানীয় গণমাধ্যমে দেখা যাচ্ছে। খবর: বিবিসি বাংলা

সাধারণ মানুষের সাথে পুলিশের এ'ধরণের আচরণ নিয়ে বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

কক্সবাজারের টেকনাফের একজন মুদি দোকানদার নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, গতকাল তিনি পুলিশের মার খেয়েছেন।

"আমি সকালে বাসা থেকে বের হয়ে দোকানের দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে টহলরত পুলিশ আমার দিকে তেড়ে আসে আমাকে বলে বাইরে বের হয়েছিস কেন? এই বলে আমাকে মারতে থাকে। তারা আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই মারে," তিনি বলেন।

"আমি দোকানে যাচ্ছি, দোকান খোলার জন্য সেটা তো অন্যায় না। এখন আমার কাছে জানতে চেয়ে উত্তর তাদের মন মত না হলে ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু কিছু না শুনেই মারা শুরু করে। এ কেমন কথা," তিনি বলেন।

ফেরদৌস জাহান (ছদ্ম নাম) নামে একজন নারী একটি ব্যাংকে চাকরি করেন।

সব সরকারি বেসরকারি অফিস বন্ধের ঘোষণা হলেও ব্যাংকগুলোকে সীমিত আকারে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে বলেছে।

এখন ফেরদৌস জাহান বলছেন, তাকে অফিস করতে হচ্ছে। কিন্তু তিনি ভয় পাচ্ছেন রাস্তায় যেভাবে পুলিশ পেটাচ্ছে তাতে করে তিনি বের হলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা যদি হেনস্থার শিকার হন।

" যারা অফিস করতে বাধ্য, যেমন আমার মত তারা রাস্তাঘাটে পুলিশ পেটোয়া বাহিনী দিয়ে হেনস্থা হইলে তার দায়ভার নিবে কে?" তিনি প্রশ্ন করেন।

তিনি খুব ক্ষোভের সঙ্গে বলছিলেন "আর এই পেটুয়া বাহিনীর হাত থেকে নিস্তার পেতে কোন নম্বরে কল দিতে হবে সেটাও জানতে চাই"।

ভিড়, জটলা বানচাল করতে কোথাও কোথাও পুলিশকে বেশ আগ্রাসী দেখা গেছে। সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে পুলিশ এবং সেনাদের কিছু অমানবিক আচরণ। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ছবি এবং ভিডিওতে দেখা গেছে, মাস্ক না পরার কারণে মানুষকে পেটানো হচ্ছে। জীবিকার প্রয়োজনে রাস্তায় বের হওয়া শ্রমজীবী মানুষও রেহাই পায়নি পুলিশের তাণ্ডব হতে। পুলিশ-সেনার এই আগ্রাসী ভূমিকার জন্য দেশজুড়ে তাদের নিন্দাও হচ্ছে বেশ।

মানুষ পেটানোকে দেশে শুদ্ধ রাজনীতি এবং আইনের শাসনের অনুপস্থিতির খণ্ডচিত্র আখ্যা দিয়ে ইসলামি চিন্তাবিদ ড. আহমদ আবদুল কাদের বলেন, এটা চরম অমানবিক এবং বর্বর আচরণ। পুলিশ এবং সেনা মোতায়েন করা হয়েছে সঠিক পন্থায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য। কিন্তু দেখা যাচ্ছে অন্যায় কঠোরতা প্রয়োগ করে তারা পরিস্থিতি আরও উত্তেজিত করে তুলছেন।

করোনা ছড়িয়ে পড়ার তিনমাসেও দেশের মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি না হওয়ার দায় সরকারের মন্তব্য করে তিনি বলেন, সরকার যথেষ্ট সময় পাওয়ার পরও করোনা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। এখন দেশব্যাপী করোনা ছড়িয়ে পড়ার পর পুলিশ-সেনা উগ্র আচরণ করছে।

শ্রমজীবী মানুষ যারা নিতান্তই জীবীকার জন্য রাস্তায় বেরিয়েছিল তাদের পিটিয়ে কলঙ্কজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

এদিকে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অপর ইসলামি চিন্তাবিদ মারকাযুদ্দাওয়া আল ইসলামিয়া ঢাকার শিক্ষক মাওলানা যাকারিয়া আবদুল্লাহ বলেন, পুলিশ-সেনার উচিত ছিল কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া। কিন্তু তারা সীমা অতিক্রম করে জনগণকে লাঠিপেটা করেছে। এটা চরম হতাশাজনক ঘটনা।

শ্রমজীবী মানুষকে ঘরে অবস্থানের আহ্বান জানানোর আগে তাদের জীবীকা নিশ্চিত করতে হবে মন্তব্য করে মাওলানা যাকিরায়া আবদুল্লাহ বলেন, এ ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন। যেমন ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, পাকিস্তান এবং কানাডা সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দেখা গেছে। বাংলাদেশ সরকারের এরকম জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। তবে পাশাপাশি মানবিক এই সঙ্কটের মুহূূর্তে যেন দুর্নীতি না হয় সে ব্যাপারেও প্রশাসনের নজরদারি করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করে তিনি। খবর: ইসলাম টাইমস

মাওলানা যাকারিয়া আবদুল্লাহ বলেন, সরকারের পাশাপাশি আল্লাহ আমাদের যাদের সামর্থ দিয়েছেন তাদেরও উচিত এই সঙ্কটময় মুহূর্তে দরিদ্র প্রতিবেশীর সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া। তবে অবশ্যই সমাগম এড়িয়ে সচেতনভাবে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত বলে মনে করেন তিনি

বরগুনায় আওয়ামী দালাল ওসির কক্ষ থেকে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

বরগুনার আমতলী থানার পুলিশ পরিদর্শকের (তদন্ত) কক্ষ থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শানু হাওলাদার নামের ওই যুবককে হত্যা মামলার সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে আটক করা হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার সকালে থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মনোরঞ্জন মিস্ত্রির কক্ষ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। শানু হাওলাদার আমতলী উপজেলার পশ্চিম কলাগাছিয়া গ্রামের হযরত আলীর ছেলে।

শানুর পরিবারের অভিযোগ, বুধবার রাতে হত্যার পর তার লাশ ওই থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মনোরঞ্জন মিস্ত্রি ও ডিউটি অফিসার এএসআই মো. আরিফুর রহমান ঝুলিয়ে রাখেন।

বরগুনার আমতলী থানা পুলিশের ওসির (তদন্ত) কক্ষ থেকে মোহাম্মদ শানু হাওলাদার নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় মুখ খুলেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন।

শুক্রবার (২৭ মার্চ) ফেসবুক লাইভে এসে এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমি সারাজীবন শুনে আসছি মৃত্যুর ভয় নাকি অমানুষকেও কিছু সময়ের জন্য মানুষ করে দেয়। কিন্তু আমার কাছে আজ মনে হয়েছে যে বরগুনার আমতলী থানার ঘটনা যেখানে শানু হাওলাদার নামের একজনকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে। আমি তার ঝুলন্ত লাশ দেখলাম ফেসবুকে।

এই আইনজীবী বলেন, 'পুলিশের কিছু সদস্য আছে, তারা কি মৃত্যুর ভয়ের মুখোমুখি হয়েও কি মানুষ হবে না? এই যে বরগুনা থানার ওসির বিরুদ্ধে অভিযোগ, শানু হাওলাদারের ফ্যামিলির কাছে তিন লাখ টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু তার পরিবার টাকা দিতে পারেনি। মাত্র ১০ হাজার টাকা দিয়েছে এ জন্য আপনারা পিটিয়ে মেরে ফেলছেন। আমার কাছে লজ্জা লাগে। আমার কাছে মাঝেমধ্যে মনে হয়, এসব মানুষের কারণে করোনা আমাদের কাউকে মাফ করবে না। আবার এটাও মনে হয়, যারা এসব অপরাধ করে তাদের যদি করোনা নিয়েও যায় সঙ্গে যদি আমাকেও নেয় আমিও চলে যেতে চাই। তাও যদি বাংলাদেশটা মুক্তি পায়।'

তিনি বলেন, আমার মনে হয়, নেতাদের কন্ট্রিবিউশন ছাড়া একজন ওসি এত শক্তি পায় না। আমার বিশ্বাস বরগুনার নেতাদের যারা আপনাদেরও এখানে কন্ট্রিবিউশন আছে। আপনারা কোনো না কোনোভাবে এ ওসির কাছ থেকে সুবিধা পাচ্ছেন। আমি আমার এলাকাতেও গিয়ে দেখেছি, রাজনৈতিক নেতাদের যদি ছত্রচ্ছায়া না থাকে তাহলে একজন ওসি এতটা সাহস পায় না।

ব্যারিস্টার সুমন বলেন, 'আপনি হত্যা, নির্যাতন বাদ দেন একটা মানুষ ওসির রুমে আত্মহত্যা করার সুযোগ কেমনে পায়। আপনি ওসি সামান্য কয়টা টাকার জন্য এই কাজটা করলেন। পুরো বাংলাদেশকে বেচে দেয়ার জন্য আপনার এক মিনিটের ব্যাপারও না।'

দুই বৃদ্ধকে কান ধরে কেন এই ওঠবস, সদুত্তর নেই এসির

প্রশাসনের একজন সহকারী কমিশনার বয়স্ক দুই ব্যক্তিকে কান ধরে ওঠবস করাচ্ছেন। পেছনে দুই পুলিশ সদস্য ও আরও একাধিক ব্যক্তি। তিনি নিজেই আবার ওই ঘটনার ছবি তুলছেন। এমন এক ছবি গতকাল শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে আলোড়ন তোলে। প্রশাসনের দায়িত্বশীল সূত্র বলেছে, এমন কাণ্ড ঘটানোর বিষয়ে কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি ওই কর্মকর্তা।

যশোরের মনিরামপুর উপজেলার চিনেটোলা বাজারে এ ঘটনা ঘটে। যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এই ঘটনা ঘটিয়েছেন, তাঁর নাম সাইয়েমা হাসান। জানা গেছে, বিসিএস ৩৪তম ব্যাচের এই কর্মকর্তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ থেকে পাস করেছেন। কিছুদিন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন।

বিসিএস পরীক্ষায় চতুর্থ হয়েছিলেন সাইয়েমা। বাড়ি রাজশাহীতে। করোনাভাইরাস রোধে চলাচল সীমিত রাখার সরকারি আদেশ পালন করতে গিয়ে গতকাল বিকেলে তিনি দুই বৃদ্ধ ভ্যানচালককে কান ধরে ওঠবস করান। স্থিরচিত্র ছাড়াও তাঁর অভিযানের আরেকটি ভিডিও পাওয়া গেছে। ওই ভিডিওতেও তাঁকে কাঁচাবাজারে ঢুকে এক ব্যক্তিকে কান ধরে ওঠবস করাতে দেখা যায়।

যশোরের জেলা প্রশাসক মো. শফিউল আরিফ প্রথম আলোকে বলেন, প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বলা হয়েছিল, মানুষ যেন ঘরে থাকে, সে ব্যাপারে তাঁরা যেন উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এ বিষয়ে খোঁজ নিতে সাইয়েমা হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

নাম না প্রকাশ করার শর্তে প্রথম আলোকে যশোর প্রশাসনের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, সাইয়েমা হাসান কেন এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রাতেই এ বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চান। জবাবে তিনি একেকবার একেক কথা বলেছেন। তিনি বলেন, তাঁকে দেখে ওই বৃদ্ধ দুই ব্যক্তি ভয়ে কান ধরে ফেলেন। আবার বলেন, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে এত মানুষকে বাজারে দেখে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ছবি তুলছিলেন কেন, এরও কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে কুড়িগ্রামের সাবেক জেলা প্রশাসক ও অধীনস্থ কর্মকর্তারা মধ্যরাতে একজন সাংবাদিকদের বেধড়ক পেটানো ও জেলে ভরে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এ নিয়েও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তোলপাড় হয়।

করোনাভাইরাস রোধে চলাচল সীমিত রাখার সরকারি আদেশ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রশাসন ও আওয়ামী দালাল বাহিনীকে রাস্তায় কাউকে পেলে কান ধরে ওঠবস করানো, লাঠিপেটা করা, মাটিতে গড়াতে বাধ্য করার মতো বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে দেখা যাচ্ছে। এই ব্যবস্থা কতটা কার্যকর, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

ঢাকার প্রায় সবগুলো বহুতল ভবনেই ত্রুটি, সারাতে 'নাই অগ্রগতি'

গত বছরের ২৮ মার্চ বনানীর ২৩তলা এফআর টাওয়ারে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছিলেন ২৭ জন।

বনানীর এফআর টাওয়ারে অগ্নিকাণ্ডে ২৭ জনের মৃত্যুর পর ঢাকার বহুতল ভবনগুলোর কী অবস্থা দেখতে পরিদর্শন চালিয়ে প্রায় সবগুলোতেই ত্রুটি পায় রাজউক, তবে বছর পার হলেও সেই সব ত্রুটি মেরামতে অগ্রগতি জানা যায়নি।

ওই ভবনগুলোর বিষয়ে করণীয় ঠিক করতে রাজউকের পক্ষ থেকে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটিও করা হয়। সেই কমিটি কয়েকটি সুপারিশও করেছিল, যার বাস্তবায়ন না হওয়ায় অসন্তোষ জানিয়েছেন কমিটির সদস্য বুয়েটের অধ্যাপক মেহেদী আহমেদ আনসারী।

সুপারিশগুলোর কোনো 'ফলোআপ' নেই জানিয়ে তিনি বুধবার বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, "অক্টোবরে কমিটি গঠনের পর শেষ গত বছরের ডিসেম্বরে বৈঠক হয়েছে। কমিটির বৈঠকও হয় না। আমরা যে রেজ্যুলেশন নিয়েছিলাম ভবনগুলোর রিঅ্যাসেস করে প্রতিটি ভবনকে আলাদা করে দেখতে হবে যে তার ভার বহন করার ক্ষমতা আছে কি না। ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ঠিক আছে না কি অপ্রতুল। সেটাতো করা হয়নি।"

ভবনগুলোর অগ্নিনিরাপত্তা বাড়াতে কী করণীয় সে বিষয়ে কিছু সুপারিশ করেছিলেন কমিটির আরেক সদস্য বুয়েটের যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মাকসুদ হেলালী।

তিনি বলেন, "অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কী কী করতে হবে, কীভাবে করতে হবে সে বিষয়ে বেশ কিছু সুপারিশ করেছিলাম। সেটার কোনো আপডেট বা ফলোআপ কিছুই নাই। ভবনের অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন জরুরি।"

এ বিষয়ে জানতে চাইলে রাজউক কর্মকর্তারা বলছেন, ব্যবস্থা নিতে ভবন মালিকদের তিন মাস সময় দিয়েছিলেন তারা। সেই সময় অনেক আগে পেরিয়ে গেলেও কাজগুলো হয়েছে কি না, তা

আর খতিয়ে দেখা হয়নি। এজন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছেন তারা।

অপরদিকে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতের ওই সুপারিশগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, তা ঠিক করতে আরেকটি কমিটি করেছেন তারা। তাদের এখন চলছে সেই কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার অপেক্ষার পালা।

গত বছরের ২৮ মার্চ ২৩ তলা এফআর টাওয়ারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২৭ জন নিহত হওয়ার পর এই ভবন নির্মাণে নানা অনিয়মের বিষয়গুলো বেরিয়ে আসতে থাকে। কামাল আতাতুর্ক এভিনিউয়ে ওই ভবনের জমির মূল মালিক ছিলেন প্রকৌশলী এসএমএইচআই ফারুক। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভবনটি নির্মাণ করে রূপায়ন হাউজিং এস্টেট লিমিটেড। সে কারণে সংক্ষেপে ভবনের নাম হয় এফআর টাওয়ার। নকশা জালিয়াতির মাধ্যমে ভবনটিতে কয়েকটি তলা বাড়ানোর অভিযোগে মামলা চলছে।

মর্মান্তিক এই অগ্নিকাণ্ডের পর রাজউকের কর্মকর্তারা ২৪টি দলে ভাগ হয়ে গত বছরের ১ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকার এক হাজার ৮১৮টি বহুতল ভবন পরিদর্শন করেন। ১১ তলা বা তার বেশি তলাবিশিষ্ট ভবনকে বহুতল ভবন হিসেবে গণ্য করে রাজউক।

এ সময় প্রায় দুই হাজার ভবন পরিদর্শন করে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকা, নকশার বাইরে গিয়ে ভবন নির্মাণসহ বেশ কিছু ত্রুটি চিহ্নিত করা হয়। পরিদর্শনে রাজধানীর বেশিরভাগ বহুতল ভবনেই কোনো না কোনো অনিয়ম পায় কমিটি।

কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, পরিদর্শন করা ভবনের মধ্যে ৫৩৯টিতে অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র-যেমন ফায়ার এক্সটিংগুইশার, ফায়ার অ্যালার্ম, হোজ পাইপ পর্যাপ্ত পাওয়া গেছে। তবে তার দ্বিগুণের বেশি ভবনে অর্থাৎ ১ হাজার ১৫৫টিতে অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র যেমন ফায়ার এক্সটিংগুইশার, ফায়ার অ্যালার্ম, হোজ পাইপ পর্যাপ্ত ছিল না।

৭৮৬টি ভবনে অগ্নিনির্বাপণ সিঁড়ি যথাযথ পাওয়া গেলেও ব্যত্যয় পাওয়া গেছে ৭২১টি ভবনে। ৫৬৬টি ভবনে অগ্নিনির্বাপণ সিঁড়িই ছিল না বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

রাজউকের অনুমোদন আছে এমন ভবনগুলোর মধ্যে ২৭৭টিতে ঊর্ধ্বমুখী ব্যত্যয় আছে অর্থাৎ এসব ভবন নির্ধারিত উঁচ্চতার চেয়ে বেশি তলা নির্মাণ করা হয়েছে। সেটব্যাক ও অন্যান্য ব্যত্যয় পাওয়া গেছে ৬৭৪টিতে।

রাজউকের বাইরে অন্যান্য সংস্থার অনুমোদিত ভবনের মধ্যে ঊর্ধ্বমুখী ব্যত্যয় ছিল ৩২টি ভবনে। সেটব্যাক ও অন্যান্য ব্যত্যয় পাওয়া গেছে ৬৪টিতে। পরিদর্শনের সময় ৪৭৮টি ভবনের মালিক অনুমোদিত নকশাই দেখাতে পারেনি বলে প্রতিবেদনে বলা হয়।

এসব ভবনের বিষয় করণীয় ঠিক করতে গত বছরের অক্টোবরে বুয়েটের অধ্যাপক, আইইবির প্রতিনিধি এবং রাজউকের কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সব কিছু যাচাই-বাছাই করে নিয়ম না মানা বা প্রয়োজনীয় সুবিধা না থাকা এসব ভবনগুলোর বিষয়ে চারটি সুপারিশ করে বিশেষজ্ঞ কমিটি।

এগুলো হচ্ছে- ভবনের কাঠামোগত বিস্তারিত কারিগরি মূল্যায়ন. ভবনের অগ্নি ও বৈদ্যুতিক সুরক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা করা। এসব বিষয় ঠিক থাকলে আর্থিক জরিমানার পর ভবনগুলোর অনুমোদন দেওয়া। পরীক্ষায় ভবনের কাঠামো এবং সুরক্ষা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা পাওয়া গেলে ভবন পুনর্নির্মাণ বা শক্তিশালীকরণ করতে হবে।

কমিটির সদস্য বুয়েটের অধ্যাপক মেহেদী আহমেদ আনসারী বলেন, যেসব ভবন পরিদর্শন করা হয়েছিল তার ৯০ ভাগেরই কিছু না কিছু ত্রুটি আছে।সেটা ফায়ার সেফটি হোক বা অন্য কিছুতে।

“যা যা ব্যত্যয় আছে সেগুলো ঠিক করলেই সেগুলোকে ছাড়পত্র দেওয়া যাবে। এতগুলো ভবন তো ভেঙে ফেলাও কঠিন। মেরামত করলে তা ব্যবহার করা যাবে। আমরা সেই সুপারিশই করেছিলাম।”

ওই সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানতে চাইলে রাজউকের পরিচালক (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ-১) মো. মোবারক হোসেন বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, রাজধানীর বিভিন্ন ভবনের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি ভবনে কী কী সমস্যা আছে তাও প্রতিবেদন আকারে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

“সমস্যা চিহ্নিত হওয়া ভবনের মালিকদের নিজ দায়িত্বে সমস্যাগুলো সমাধান করতে বলা হয়েছে। এজন্য তিন মাসের সময় দেওয়া হয়েছিল, সেটাও অনেক আগে পেরিয়ে গেছে। রাজউকের নির্দেশনা বাস্তবায়ন না করলে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে সেজন্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়

আছি। এসব ভবনের ব্যাপারে করণীয় কী সে সিদ্ধান্ত এখনও দেওয়া হয়নি। সিদ্ধান্ত জানালে আমরা সে অনুযায়ী কাজ করব।”

মার্কিনীদের মধ্যে অস্ত্র ক্রয়ের হিড়িক: বিক্রি বেড়েছে ৮০০ গুণ!

আমেরিকায় করোনা পরিস্থিতি অবনতি হওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গত দুই সপ্তাহে অস্ত্র বিক্রি বেড়েছে ৮০০ গুণ। করোনা মহামারিকে কেন্দ্র করে দেশটিতে সামাজিক অস্থিরতা, লুট-পাট এবং হাঙ্গামা বাড়তে পারে আশংকা করে মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে অস্ত্র ক্রয়ের হিড়িক পড়ে গেছে। খবর- পার্সটুডে

ওকলাহোমার ডগস গানস এবং তুলসার অ্যামো এবং রিলোডিংয়ের মালিক ডেভিড স্টোন জানান, অস্ত্র বিক্রি আগের তুলনায় ৮০০ গুণ। এখন অস্ত্র ফুরিয়ে যায় নাই তবে এমন পরিস্থিতির মুখে দ্রুত পড়তে চলেছি।

তিনি আরও জানান, করোনা পরিস্থিতির অবনতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে সব ক্রেতা তড়িঘড়ি অস্ত্র কিনতে ছুটে আসছেন তারা সবাই জীবনের প্রথম অস্ত্র কিনছেন। আর হাতের কাছে যে অস্ত্র পাচ্ছে তাই তারা কিনে নিচ্ছেন বলেও জানান তিনি।

আমেরিকায় অস্ত্র চালনা শিখছে কিশোররা

আমেরিকার অনেক অস্ত্র দোকানের মালিক রাতারাতি চাহিদা বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি অনুভব করছেন। করোনা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটলে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেবে এবং গোটা আমেরিকা জুড়ে সামাজিক অস্থিরতা বাড়বে। সে সময়ে আত্মরক্ষার তাগিদে অনেকেই অস্ত্র কিনতে ছুটে আসছেন।

আমেরিকায় করোনায় মারাত্মক প্রকোপ পড়েছে যে সব অঙ্গরাজ্য অন্যতম ওয়াশিংটন। এ অঙ্গরাজ্যের লেনউড গানের মালিক টিফ্যানি টিসডেল বলেন, তার দোকানের অস্ত্র বিক্রি অনেক বেড়েছে। ক্রেতারা দোকান খোলার এক ঘণ্টা আগে থেকেই অস্ত্র কেনার জন্য লাইনে দাঁড়াচ্ছেন।

তিনি আরও জানান, ব্যস্ত দিনে তারা গড়ে ২০ থেকে ২৫টি আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতেন কিন্তু এখন দেড়শটি পর্যন্ত অস্ত্র বিক্রি হচ্ছে। শটগান, হ্যান্ডগান কিনছেন অনেকেই আর অনেকেই কিনছেন আধা স্বয়ংক্রিয় এআর১৫। সপ্তাহে সাত দিনই দোকান খোলা রাখছেন বলেও জানান তিনি।

তার ক্রেতাদের মধ্যেই অনেকেই প্রথম অস্ত্র কিনছে তাই তাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে হচ্ছে। এ ছাড়া, অস্ত্র কি করে ব্যবহার করতে হয় তাও দ্রুত শিখিয়ে দিতে হচ্ছে। তরুণ থেকে শুরু করে মধ্যবয়সী নারীপুরুষসহ সবধরনের মানুষই অস্ত্র কিনছে উল্লেখ করে তিনি আরও জানান, এর মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ, এশিয়, ভারতীয় হিসপানিক সব জাতিগত সংখ্যালঘুর মানুষজন আছেন।

ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্য, আলবামা এবং ওহাইওসহ গোটা আমেরিকায় অস্ত্রের বিক্রির হার বাড়ছে।

এভরিটাউন ফর গান সেফটির সভাপতি জন ফেইনব্ল্যাট বলেন, কোভিড-১৯'র প্রকোপের মুখে অস্ত্র আমেরিকাকে কোনও নিরাপত্তা দেবে না।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জুমার পরিবর্তে বাসায় জোহর নামাজ আদায় করলেন মুসল্লিরা

করোনা ভাইরাসজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জুমা নামাজের পরিবর্তে বাসায় জোহর নামাজ আদায় করলেন মুসল্লিরা। লকডাউন পরিস্থিতিতে মসজিদে ভিড় এড়াতেই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিভিন্ন মসজিদে জুমা নামাজের বড় জামাতের পরিবর্তে ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মসজিদ পরিচালন কমিটির কয়েকজন মিলে সংক্ষিপ্ত জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কোলকাতার ঐতিহ্যবাহী নাখোদা মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ শফিক কাশেমি আগেই মুসুল্লিদের বাসায় নামাজ পড়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। একইভাবে সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ কামরুজ্জামান, অল ইন্ডিয়া সুন্নাত অল জামাআতের সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুল মাতীন, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা আরশাদ মাদানী, দিল্লির ঐতিহাসিক জামা মসজিদের ইমাম মাওলানা সাইয়্যেদ আহমেদ বুখারী, দিল্লির ফতেপুরি মসজিদের ইমাম মুকাররম আহমেদ, বেঙ্গল ইমামস এসোসিয়েশন-এর চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া ও অন্যদের পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করার পরিবর্তে বাসায় নামাজ পড়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

আজ (শুক্রবার) সকালে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল'বোর্ডের পক্ষ থেকে মসজিদে জুমা নামাজের পরিবর্তে বাসায় জোহর নামাজ আদায় করতে বলা হয়।

রাজধানী দিল্লির ঐতিহাসিক জামা মসজিদে জুমার দিনে কমপক্ষে ১০ হাজার মুসুল্লির সমাগম হয়। ঈদে কমপক্ষে মসজিদটিতে ১ লাখ মুসল্লির জমায়েত হয়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের জামাতে কমপক্ষে ২ হাজার মুসল্লি নামাজে শামিল হন। কিন্তু আজ নজিরবিহীনভাবে সেখানকার কর্মীসহ মাত্র ১০ জনের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে 'বেঙ্গল ইমামস এসোসিয়েশন'-এর চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া আজ (শুক্রবার) রেডিও তেহরানকে বলেন, 'বেঙ্গল ইমাম এসোসিয়েশন' গত মঙ্গলবার দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানায় যে মঙ্গলবার থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মসজিদ যেন ভিড় কমিয়ে ফেলে। শুধুমাত্র আযান চালু থাকবে এবং ৩ থেকে ৫ জন মিলে জামাত চালু রাখবেন বলে আমরা বিবৃতি প্রকাশ করি। আমরা জুমা নামাজের জন্যও একই আবেদন জানিয়েছিলাম। যেন জুমা নামাজেও দয়া করে মসজিদে মুসুল্লিরা ভিড় না করেন। যারা নিয়মিত নামাজ পড়েন তারা যেন বাসায় জোহর নামাজ পড়ে নেন। জুমা নামাজ কেবলমাত্র ইমাম সাহেব ৫/৬ জনকে নিয়ে আদায় করবেন।'

তিনি বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ্ আমাদের বেঙ্গল ইমাম এসোসিয়েশনের ডাকে যথেষ্ট সাড়া পড়েছে। কোলকাতা তো বটেই, সুদূর কুচবিহার, দিনাজপুর, জলপাইগুড়িসহ অন্যান্য জেলা থেকেও আমাদের কাছে রিপোর্ট এসেছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আবেদন কার্যকর করে এতে সাড়া দিয়েছেন। আমরা খুব খুশি যে ইমাম সাহেবরা সচেতনতার বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছেন।'

২৭শে মার্চ, ২০২০

করোনারভাইরাসের ভয়াবহতার মধ্যেই ইসরাইল সন্ত্রাসীদের থেকে বিপুল অস্ত্র কিনছে ভারত

ভারতে করোনাবিরোধী সরঞ্জামের তীব্র ঘাটতির মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইহুদিবাদী ইসরাইল থেকে শত শত কোটি ডলারের অস্ত্র কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশটিতে যখন করোনাবিরোধী লড়াইয়ে স্বাস্থ্যসেবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় মুখোস বা মাস্ক কিংবা সুরক্ষা বা প্রোটেকটিভ সরঞ্জামের যখন মারাত্মক ঘাটতি রয়েছে তখন এ অস্ত্র কেনার সিদ্ধান্ত নিলেন মোদি। খবর- পার্সটুডে

চলতি সপ্তাহে এক বিবৃতিতে নয়াদিল্লি সরকার জানায় যে ভারতকে ১৬ হাজার ৪৭৯টি নেগেভ হালকা মেশিন গান সরবরাহ করবে ইহুদিবাদী ইসরাইল। অস্ত্র চুক্তি গতকাল সই করা হয়েছে। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের প্রতিরক্ষা ক্রয় পরিষদ বা ডিএসি ইসরাইল থেকে অস্ত্র কেনার এ চুক্তি অনুমোদন করেছিল।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, এসব অস্ত্র অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে মোতায়েন সেনাদের আস্থা বাড়াবে এবং প্রয়োজনীয় যুদ্ধ সক্ষমতা দেবে। এদিকে, অস্ত্র কেনার ঘটনায় মোদি সরকার সমালোচনার ঝড়ে পড়েছে। করোনাভাইরাস সংকট মোকাবেলায় ভারত সরকারের ল্যাজেগোবরে অবস্থাকে কেন্দ্র করে সমালোচনার এ ঝড় উঠেছে।

ভারতে করোনাবিরোধী লড়াইয়ের অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে রয়েছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা- এ কথা বলে স্বাস্থ্য কর্মী ও চিকিৎসকরা তাদের জন্য কোভিড-১৯ বিরোধী যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত পূর্ণ সুরক্ষা সরঞ্জামের দাবি তুলেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ দাবি তোলেন তারা।

খোদ ভারতের রাজধানী দিল্লিতে একজন চিকিৎসক, তার স্ত্রী ও কন্যা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর প্রকাশের পরই এ দাবি তোলা হয়।

ভারতের প্রোগেসিভ মেডিকস অ্যান্ড সায়েন্টিস ফোরামের সভাপতি হারজিত সিং ভাট্টি বলেন, স্বাস্থ্যসেবা পেশায় জড়িতরা করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সবচেয়ে বড় ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। তুর্কি

সংবাদ মাধ্যমে আনদালু জানায় তিনি বলেছেন, এ অবস্থায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন এই যে স্বাস্থ্য কর্মীদেরকে সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত মুখোস বা মাস্ক, গাউন, হেড কভার বা মাথা ঢাকার বস্ত্রসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করা হোক।

ইসরাইলের কাছ থেকে অস্ত্র কেনার যে চুক্তি নয়াদিল্লি করেছে তার সমালোচনায় নেমেছেন ভারতের মানবাধিকার কর্মী ও রাজনীতিবিদরাও।

মানবাধিকার কর্মী কবিতা কৃষ্ণান প্রশ্ন তোলেন, করোনা সংক্রান্ত ত্রাণ সহায়তা, চিকিৎসা অবকাঠামো, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা এবং করোনা নির্ণয়ের পরীক্ষাসহ এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়ার বদলে সরকার কেনও সামরিক খাতে ব্যাপক অর্থ ব্যয় করছে?

মিডল ইস্ট আইয়ের সঙ্গে কথা বলতে যেয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং বৈশ্বিক রাজনীতির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অচিন বিনায়ক ভারত সরকারের পদক্ষেপ প্রসঙ্গে বলেন, এটি নজিরবিহীন এবং কঠোর নিন্দা যোগ্য।

তিনি আরো বলেন, ১৩০ কোটি মানুষের দেশ ভারতের প্রতিটি রুপি সত্যিকার বিপদ করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ব্যয় করা প্রয়োজন। এদিকে, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অপূর্ব আনন্দ বলেন, করোনা সংকটের সময়ে অস্ত্র কেনার মধ্য দিয়ে ভারতকে ইহুদিবাদী ইসরাইলের মতো কঠোর বাধানিষেধের অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে।

এদিকে, ইরানের ইংরেজি নিউজ চ্যানেল প্রেসটিভিকে লেখক এবং লন্ডন পোস্টের রাজনৈতিক বিশ্লেষক শহিদ কোরেশি সম্প্রতি বলেছেন, মোদি ভারতের বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুতে পরিণত হতে চলেছেন। তিনি এনআরসি এবং সিএএ'র প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, নেতানিয়াহুর কাছ থেকে শিক্ষা নিচ্ছেন মোদি এবং এমন বিল অনুমোদন করেছেন যা ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে।

ভারতে গত মাসে গেরুয়া সন্ত্রাসীদের হামলায় অন্তত ৫০০ ব্যক্তি নিহত এবং শতাধিক আহত হয়েছেন। উগ্র হিন্দুত্ববাদী জনতাকে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতে, মসজিদ এবং মুসলমানদের ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে আগুন দিতে ও লুটপাট করতে দেখা গেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতে রাষ্ট্রীয় সফরের সময়ই এ মুসলিম গণহত্যা চালানো হয়।

করোনার অজুহাতে ইরাক থেকে সেনা সরাচ্ছে ফ্রান্স

করোনার অজুহাতে ইরাক থেকে সেনা সরাচ্ছে ফ্রান্স, আগেই কেটে পড়েছিল চেক ও ব্রিটেন। ফরাসি সেনাবাহিনী বলেছে, ইরাকে মোতায়েন দেশটির সব সেনা সরিয়ে নেয়া হবে। কোভিড-১৯'এর বিস্তার ঘটাকে কেন্দ্র করে সাময়িকভাবে ফরাসি সেনাদের সরিয়ে নেয়া হবে বলে দাবি করা হয়েছে।

ইরাকে মোতায়েন সব সেনাকে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত ফ্রান্স নিয়েছে বলে ফরাসি সশস্ত্র বাহিনী মন্ত্রণালয় জানায়। রিপোর্ট বিডি প্রতিদিনের

মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ইরাকে দেশটির প্রায় একশ' সেনা মোতায়েন ছিল। এদিকে, ইরাকের তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্র দেশটির আস সাবাহ সংবাদপত্রকে বলেছেন, ফরাসি সেনারা এরই মধ্যে ইরাক ত্যাগ করেছে।

এর আগে, করোনার কারণে গত সপ্তাহে ইরাকে মোতায়েন সেনাদের সরিয়ে নিয়েছে যুক্তরাজ্যও। একই কারণ দেখিয়ে চেক সামরিক বাহিনী ইরাক থেকে তাদের সেনাদলও সরিয়ে নিয়েছে।

ফরাসি সেনাদলকে ইরাক থেকে সরিয়ে নেয়ার বিষয়টি তাওয়া থেকে আগুনে ঝাঁপ দেয়ার ঘটনা হয়ে দেখা দেয় কিনা সে ধারণা করছেন অনেকেই। কারণ হিসেবে তারা বলেছেন, ফ্রান্সে ২৫ হাজারের বেশি ব্যক্তি করোনায় কবলে পড়েছেন আর মারা গেছেন তেরশ'রও বেশি। অন্যদিকে ইরাকে এ পর্যন্ত ৩৪৬ ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত হওয়ার বিষয় নিশ্চিত হওয়া গেছে।

আধুনিক যুগেও করোনা রোগীদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে স্পেন-ইতালি

বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসে মৃত্যুর মিছিল কোনো ভাবেই থামানো যাচ্ছে। কোন চেষ্টা কাজে আসছে না। হিমশিম খাচ্ছে ইতালি ও স্পেনের হাসপাতালগুলো।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে সাড়ে ১০০০ মানুষের প্রাণহানি আর ৮৫,৫০০ হাজার মানুষ আক্রান্তের পর, ভাইরাস পরীক্ষায় অপ্রতুলতার অভিযোগ উঠেছে। ভাইরাস মোকাবিলায় ২ লাখ কোটি ডলারের বিশেষ সহায়তা প্যাকেজ পাশ করেছে, মার্কিন সিনেট।

ভারতসহ বিভিন্ন দেশে চলছে লকডাউন। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, শুধু লকডাউন দিয়ে ভাইরাসটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। রিপোর্ট বিডি প্রতিদিনের

মাদ্রিদের সেভেরো ওচোয়া হাসপাতাল। ৮০ বেডের হাসপাতাল হলেও, কোভিড-নাইনটিন আক্রান্ত ৩০০ এর বেশি রোগী ভর্তি এখানে। প্রতিদিনই আক্রান্ত বেড়ে চলায় তিল ধারণের ঠাঁই নেই স্পেনের অনেক হাসপাতালে। প্রাণহানিতে চীনকেও ছাড়িয়ে গেছে দেশটি।

সরকার বলছে ৩ লাখ টেস্টিং কীট আছে। অথচ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আমাদের কাছে পর্যাপ্ত কীট নেই। সবাই নিজ পরিবার নিয়ে আতঙ্কিত। যখন কারো স্বজন আক্রান্ত হচ্ছেন, পরিবারের সদস্যরা তাকে এড়িয়ে চলছেন।

অসুস্থদের সারিয়ে তুলতে প্রাণন্তকর চেষ্টা চলছে ইতালির হাসপাতালগুলোতে। তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন আইসিইউ ইউনিট। ভাইরাসে সব বয়সী মানুষই আক্রান্ত হচ্ছেন। এটা খুবই আগ্রাসী, তাই সবাইকে খুব সচেতন থাকতে হচ্ছে। এটা একটা ভুল ধারণা যে এতে কেবল বয়স্করা আক্রান্ত হবেন।

ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে প্রথম একজনের প্রাণ গেছে। ২১ দিনের লকডাউন শুরুর দিন নিয়ম না মেনে ঘরের বাইরে বের হওয়ায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাজা ভোগ করতে হয় অনেককে। ২০০ এর বেশি এফআইআর দায়ের হয়েছে ভারতজুড়ে।

দিল্লির কমিউনিটি ক্লিনিকে চিকিৎসকের করোনা ধরা পড়েছে। এ খবরে তার কাছে চিকিৎসা নেয়া ৮শ রোগীকে পাঠানো হয়েছে কোয়ারেন্টিনে।

যুক্তরাষ্ট্রে একদিনেই রেকর্ড ১০ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছে করোনায়। কেবল নিউইয়র্কে ২ শতাধিক মানুষের প্রাণ গেছে করোনায় শহরে শহরে ভাইরাস পরীক্ষা এমন দীর্ঘ সারি। ভাইরাস মোকাবেলায় ২ ট্রিলিয়ন ডলারের বিশেষ সহায়তা প্যাকেজ পাশ করেছে মার্কিন সিনেট। কোভিড-নাইনটিনের পরীক্ষার অপ্রতুলতার অভিযোগ উঠেছে দেশটিতে।

খাদ্য সংকটের আশংকা করোনায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সেন্ট মার্টিন্সে

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস থেকে নিজেদের কিছুটা নিরাপদে রাখতে সক্ষম হয়েছেন দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ টেকনাফ উপজেলার সেন্ট মার্টিন্সের বাসিন্দারা। গত ২০ মার্চ থেকে দ্বীপে পর্যটকবাহী সব জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এরপর সর্বশেষ বুধবার থেকে দ্বীপে যাতায়তকারী অন্যসব নৌযানও বন্ধ হয়।

এতে করে নতুন করে দ্বীপে কোন মানুষের আগমণ ও নির্গমন বন্ধ হয়ে যায়। তবে দ্বীপের বাসিন্দাদের উৎকণ্ঠা খাদ্য সংকট নিয়ে। খবরঃ কালের কণ্ঠ

সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, করোনাভাইরাস যেহেতু আক্রান্ত ব্যক্তির মাধ্যমে ছড়ায় সেহেতু দ্বীপে সব ধরনের মানুষের আসা যাওয়া বন্ধ থাকবে এটা সবার জন্য ভালো দিক। এলাকাবাসী সম্মিলিতভাবে দ্বীপে কোনো মানুষকে ঢুকতে দেবেনা বলে জানিয়েছেন। এছাড়া অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া নিজেরাও দ্বীপ না ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন বলে জানায়। তবে দ্বীপবাসী আশঙ্কা করছে এ পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ধরে চললে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসীর কষ্টের সীমা থাকবেনা।

সেন্ট মার্টিনসের বাসিন্দা আব্দুল মালেক জানান, পর্যটক আগমণ বন্ধ হওয়ার পর দ্বীপে মাছধরার ট্রলার ও যাত্রীবাহী সার্ভিস ট্রলারও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে এ অবস্থা দীর্ঘদিন বিরাজ করলে খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে। তাছাড়া সাধারণ মানুষ রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসাসেবাও ব্যাহত হতে পারে।

দ্বীপের আরেক বাসিন্দা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ জানান, ‘করোনাভাইরাসের কারণে দ্বীপে পর্যটন ব্যবসায় বন্ধ হওয়াতে মানুষের আয়ের পথ অনেকটা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সাধারণ মানুষ যারা দিনে এনে দিনে খায় তাদের কষ্ট হবে সবচেয়ে বেশি। এ মুহূর্তে দ্বীপে দরিদ্র মানুষের খাদ্য সহায়তা দেয়ার জন্য দাবি থাকবে আমাদের।’

মহা সংকটেও কিস্তি আদায় ছাড়ছে না এনজিওগুলো

করোনাভাইরাসের কারণে সবধরনের ক্ষুদ্র ঋণের কিস্তি আদায় বন্ধ ঘাষণা করা হলেও তা মানছেন না ভূরুঙ্গামারী উপজেলার এনজিওগুলো। মঙ্গলবার বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠানের মাঠকর্মীরা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় কিস্তির টাকা আদায় করায় জনমনে তৈরি হয়েছে তীব্র ক্ষোভ।

আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত এনজিও ঋণ শ্রেণিকরণ কার্যকর হবে না বলে নির্দেশনা জারি করেছে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)। সেই সঙ্গে নির্ধারিত সময় শেষে কোনো প্রকার জরিমানা ছাড়াই বকেয়া কিস্তি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ভূরুঙ্গামারীর এনজিওগুলো এ নির্দেশনা না মেনে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে কিস্তির টাকা আদায় করছে। কালের কণ্ঠের রিপোর্ট

উপজেলার কাশিম বাজার এলাকার বাসিন্দা উপেন্দ্রনাথ বাবু অভিযোগ করে বলেন, করোনাভাইরাস নিয়ে দেশ যখন আতঙ্কিত সে সময় টিএমএস নামের এক এনজিও এর ম্যানেজার ও মাঠকর্মীরা আগামী ২৮ তারিখের মাসিক কিস্তি অগ্রিম আদায়ে ব্যস্ত। একই এলাকার আর একজন ঋণগ্রহীতা শান্তণা রানী বলেন, আমার কোনো মাসের কিস্তি বাকি নাই। প্রতিমাসের ২৮ তারিখ আমি কিস্তির টাকা দিই। কিন্তু ২৮ তারিখ না আসতেই টিএমএসএস এর মাঠকর্মী কিস্তির জন্য বার বার চাপ দিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় আমাদের কোনো আয় নাই রোজগার নাই। তাই কিস্তির টাকা এখন কিভাবে দিই। কিন্তু তারা মানছে না।

বিষয়টি নিয়ে টিএমএমএস মাঠকর্মী ফারুক আহমেদ বলেন, ঋণগ্রহীতারা তো নিয়মিত কিস্তি পরিশোধের কমিটমেন্ট দিয়েই ঋণ নিয়েছেন। তা ছাড়া মাসিক কিস্তি পরিশোধের সময় যাদের পার হয়েছে কেবল তাদেরকেই চাপ দিচ্ছি। অগ্রিম কিস্তির চাপ দিইনি। চাপ না দেওয়ার জন্য নির্দেশের কথা বললে তিনি বলেন, অফিস তো টাকা চাচ্ছে।

টিএমএসএস কাশিম বাজার শাখার ব্যাবস্থাপক হারুন অর রশিদের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা রয়েছে তাই বাড়ি যাবার আগে কিস্তির টাকাগুলো ওঠানো তাদের জন্য জরুরি। তিনিও অগ্রিম কিস্তি আদায়ের অভিযোগ অস্বীকার করেন।

এনজিও 'উদ্দীপন' ভূরুঙ্গামারী শাখার ব্যবস্থাপক আজিজুল হক বলেন, কিস্তি চালু আছে তবে চাপ দিচ্ছি না। যারা দিতে পারছেন কেবল তাদেরটাই নিচ্ছি। নির্দেশের কথা মনে করিয়ে দেওয়ায় তিনি বলেন, আমি সকল মাঠকর্মীদের ডেকে পাঠাচ্ছি।

ভূরুঙ্গামারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফিরুজুল ইসলামকে বিষয়টি জানানো হলে তিনি ভুক্তভোগীদের লিখিত অভিযোগ করতে বলেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে কথিত আশ্বাস দেন।

'বাবারে, পেটে তো লকডাউন হয় না'

সারা দেশের ন্যায় নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলায় করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একই সাথে সাপ্তাহিক হাট-বাজার বন্ধ থাকায় স্থবির হয়ে পড়েছে উপজেলা।

বৃহস্পতিবার উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায় দোকানপাট বন্ধ থাকায় জনশূন্য হয়ে পড়েছে রাস্তাঘাট। এরই মধ্যে ভিন্নচিত্র চোখে পড়ে উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের প্রতাপনগর গ্রামে। সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, স্থানীয় নুরুদ্দিন মিয়ার দোতলা বাড়ির ছাদঢালাইয়ের কাজ চলছে। প্রায় ৩০-৩৫ জন নির্মাণশ্রমিক ছাদঢালাইয়ের কাজ করছেন। নুরুদ্দিন মিয়ার সন্ধান করলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নির্মান শ্রমিক বলেন, বাবারে, পেটে তো লকডাউন হয় না। কাজ না করলে খামু কি? পরিবারের সবাই অনাহারে মারা যাবে। সবাই শুধু মুখোশ আর হাতধোয়ার ঔষুধ দেয়, পেটে দেয়ার মতো খাবার তো কেউ দেয় না।

শ্রমিক সর্দার নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, সারাদেশে লকডাউন চললেও সাধারণ অসহায় ও দিনমজুরদের জন্য কোন ব্যবস্থা নেয়নি সরকার। এ ছাড়া কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও কারো জন্য কোন রকম খাদ্যদ্রব্য নিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি। এ অবস্থায় দিনমজুর শ্রেণির লোকেরা করোনা আগেই না খেয়ে মারা যাবে।

পাথরখনি লকডাউন, বেতনের দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট শ্রমিকদের

মধ্যপাড়া কঠিনশিলা খনির শ্রমিকেরা তাদের বকেয়া বেতন ভাতার দাবিতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি) এর কর্মকর্তাদের ১৪ ঘণ্টা অবরোধ করে রাখে। তবে, খনি কর্তৃপক্ষ আগামী ৭ এপ্রিলের মধ্যে তাদের বকেয়াসহ চলতি মাসের বেতন পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিলে আজ বুধবার বেলা ১২টায় শ্রমিকরা তাদের অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়। খবরঃ কালের কণ্ঠ

জানা যায়, মধ্যপাড়া কঠিনশিলা খনির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জিটিসির অধীনে সহস্রাধিক বাংলাদেশি শ্রমিক খনির ভূগর্ভস্থ ও উপরিভাগে কাজ করেন। এসব শ্রমিককে গত ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়নি। তা ছাড়া চলতি মার্চ মাসের বেতন বকেয়া রেখে মঙ্গলবার রাত ৯টায় খনির উৎপাদনসহ সব বিভাগের কাজ বন্ধ ঘোষণা করে নোটিশ ঝুলিয়ে দেয় জিটিসি।

জিটিসির ড্রিলিং অ্যান্ড ব্লাস্টিং অপারেটর মো. রফিকুল ইসলাম বুধবার বেলা ১টায় বলেন, আমাদের শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন না দিয়ে মঙ্গলবার রাত ৯টা থেকে খনির কার্যক্রম বন্ধের নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হলে শ্রমিকদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

মধ্যপাড়া কঠিন শিলাখনির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) কামরুজ্জামান বলেন, জিটিসির কাছে শ্রমিকদের পাওনা রয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসের পুরো বেতন। এ ছাড়াও চলতি মাসের বেতনও পাবেন তারা। তিনি আরো বলেন, ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সারা দেশ করোনাভাইরাসের কারণে লকডাউন শুরু হয়েছে। আমরা জিটিসির সঙ্গে কথা বলেছি। আগামী ৭ এপ্রিলের মধ্যে তাদের পাওনা পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছে। শ্রমিকদের আশ্বস্ত করা হয়েছে।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জিটিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) যাবেদ পাটোয়ারীর সঙ্গে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও কল রিসিভ না করায় তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

এবার ক্রুসেডারদের আস্তানা পেন্টাগনে করোনাভাইরাসের হানা

মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগনের চার দেয়ালের মধ্যে এবারে হানা দিয়েছে করোনাভাইরাস। পেন্টাগনের এক মেরিন কর্মকর্তা কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে মার্কিন সেনাবাহিনী।

ক্রুসেডার মার্কিন মেরিন কোরের মুখপাত্র ক্যাপ্টেন মনিকা উইট আরো জানান, আক্রান্ত মেরিন কর্মকর্তা চলতি সপ্তাহের গোড়ার দিকে ফিরেছেন। মেরিন কোরের সদর দফতরের পরিকল্পনা, নীতি এবং অভিযানবিষয়ক বিভাগে দায়িত্বে পালন করতেন তিনি। রিপোর্টঃ নয়া দিগন্ত

তার জীবন-সঙ্গীর কাছ থেকে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। বর্তমানে আমেরিকার ৫০ অঙ্গরাজ্যের সবগুলোতে চলছে করোনার প্রকোপ ।

করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে নিশ্চিত হওয়ার পর এ মেরিন কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় একঘরে হয়েছেন বা আইসোলেশনে চলে গেছেন। এদিকে তার কর্মস্থলকে জীবাণু মুক্ত করা হয়েছে বলেও জানান ক্যাপ্টেন উইট।

এ মেরিন কর্মকর্তার করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার বিশদ তদন্ত শুরু করেছে পেন্টাগন। তবে তিনি পেন্টাগনের প্রথম করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি হিসেবে নিশ্চিত হলেও শেষ ব্যক্তি নন। কারণ পেন্টাগনের অনেক কর্মীই করোনায় আক্রান্ত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তাদেরকে করোনা নির্ণয়ের পরীক্ষাও করা হয়েছে তবে এখনো ফলাফল পাওয়া যায় নি।

পেন্টাগনের ন্যাশনাল মিলিটারি কমান্ড সেন্টারের এক কর্মী এ সব সন্দেহভাজনদের অন্যতম। পেন্টাগনের এ কেন্দ্রটি সাধারণ ভাবে 'রণ কক্ষ' বা 'ওয়ার রুম' নামে পরিচিত। অন্যান্য অনেক নির্দেশের মতো প্রয়োজনে পরমাণু বোমা ফেলার নির্দেশও এখান থেকেই দেয়া হবে।

সর্বপ্রথম মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহামারিতে পৃথক থাকতে বলেছিলেন, মন্তব্য মার্কিন গবেষকের

মহামারির প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা পেতে একে অপরের থেকে আলাদা থাকা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। এই কথাটি সর্বপ্রথম যিনি বলেছিলেন, তিনি হলেন মহানবী হযরত মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সম্প্রতি এমন মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষক।

যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা ও সংবাদভিত্তিক ম্যাগাজিন 'নিউজউইক'র এক প্রতিবেদনে এসব কথা লিখেন মার্কিন গবেষক ড. ক্রেইগ কনসিডাইন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে অবস্থিত রাইস ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞান বিভাগের একজন অধ্যাপক। খবরঃ আমাদের সময়

ম্যাগাজিনে প্রকাশিত অনুচ্ছেদে মার্কিন গবেষক লিখেন, 'মার্কিন নিউজ নেটওয়ার্ক সিএনএন জানিয়েছে, ইমিউনোলজিস্ট ডা. অ্যান্থনি ফসি এবং মেডিকেল রিপোর্টার ডা. সঞ্জয় গুপ্তের মতো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলেছেন, সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি সুন্দর ব্যবস্থাপনায় হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে। তারা দাবি করেছেন, এসব উপায়ই কোভিড-১৯ থেকে বেঁচে থাকার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম।'

'আপনারা কি জানেন যে মহামারি চলাকালীন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং পৃথকীকরণের পরামর্শ কে দিয়েছিলেন?' যোগ করেন ড. ক্রেইগ কনসিডাইন। তিনি লিখেন, 'এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে... এমন এক সময় যখন মারাত্মক মহামারি সম্পর্কে কোনো বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। তারপরেও তিনি এসব রোগব্যাধিতে তার অনুসারীদের যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তা ছিল কোভিড-১৯ এর মতো প্রাণঘাতী রোগ মোকাবিলায় দুর্দান্ত পরামর্শ।'

এর উদাহরণ হিসেবে মার্কিন গবেষক মোহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন এর একটি বাণী উল্লেখ করেন। তিনি লিখেন- 'মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন বলেছেন, যখন

তুমি কোনো ভূখণ্ডে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার খবর শুনতে পাও তখন সেখানে প্রবেশ করো না। পক্ষান্তরে প্লেগ যদি তোমার অবস্থানস্থল পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে ওই জায়গা ত্যাগ করো না।'

তিনি আরও লিখেন, 'যারা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়েছে তাদের সুস্থ মানুষ থেকে দূরে থাকতে হবে। এভাবে বিভিন্ন সময়ে মানবজাতিকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগব্যাধিতে আক্রান্ত লোকদের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারেও উদ্বুদ্ধ করতেন।' মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে হাদিসগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

'সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো তিনি (নবী মুহাম্মদ) জানতেন কখন ধর্ম এবং কারণগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়; বলেন মার্কিন গবেষক।

তিনি বলেন, 'গত সপ্তাহগুলোতে কিছু লোক মারা গেছে এবং পরামর্শ দেওয়া হয় যে করোনাভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা ভালো। একই সঙ্গে মৌলিক নীতিগুলো মেনে চলা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং পৃথকীকরণ জরুরি।'

'১৪০০ বছর আগে নবী মুহাম্মদও এই কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মহামারিতে প্রার্থনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা চিকিতৎসার একমাত্র মাধ্যম', যোগ করেন ড. ক্রেইগ কনসিডাইন।

দিল্লিতে গেরুয়া সন্ত্রাসীদের হামলায় গৃহহীন মানুষের আশ্রয়ও কেড়ে নিলো করোনা আতঙ্ক

দিল্লিতে গেরুয়া সন্ত্রাসীদের আগুনে তাঁরা বাড়ি হারিয়েছেন। আশ্রয় ছিল ক্যাম্প। করোনা সেই ক্যাম্পও কেড়ে নিল। এ বার কোথায় যাবেন তাঁরা? খবর-ডয়চে ভেলে

আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তার ক্যাম্প

অন্ধকার, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

কতদিন এ ভাবে থাকতে হবে ক্যাম্পে? এরপর কোথায় যাবেন? বাড়ি সারাইয়ের টাকা কোথা থেকে আসবে? কিচ্ছু জানেন না ওঁরা। চোখ বন্ধ করলেই এখনও আগুনের দৃশ্য ভেসে আসছে বার বার।

মানসিক অসুখ

ক্যাম্পের চিকিৎসকদের বক্তব্য, অধিকাংশ মানুষ ট্রমায় ভুগছেন। তাঁদের কাউন্সেলিং প্রয়োজন।

দু'চোখ ভরা জল। গেরুয়া সন্ত্রাসীদের হামলায় কেড়ে নিয়েছে সব কিছু। বাড়ি বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কান্না আর আতঙ্ক সঙ্গী করে এ ভাবেই ক্যাম্পে জীবন কাটছে হাজার হাজার মানুষের।

চার দিন ধরে ধ্বংসলীলা চলেছে উত্তর পূর্ব দিল্লির এই এলাকায়। অনেক বাড়ি আস্ত নেই। ছাই হয়ে গিয়েছে সব কিছু।

এখনও রাস্তার দুই ধারে পোড়া পোড়া বাড়ি। কোনও বাড়ির ছাদ নেই। কোথাও ভেঙে পড়েছে দেওয়াল। পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া দোকান ঘরের ভিতর এখনও টাটকা সন্ত্রাস। মাস কেটে গিয়েছে, করোনায় লকডাউন দিল্লি। কিন্তু গণহত্যার ক্ষত মুছে যায়নি। শুনশান রাস্তার ধারে ইতিহাসের দলিল হয়ে জেগে রয়েছে জনমানবহীন কিছু কাঠামো।

উত্তরপূর্ব দিল্লির ভয়াবহ গণহত্যার পরে গৃহহীন, দিশাহীন মানুষদের জন্য বেশ কিছু ক্যাম্পতৈরি করা হয়েছিল। কোনও কোনও ক্যাম্প তৈরি হয়েছিল ব্যক্তি বা সংস্থার প্রচেষ্টায়। হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই সব অপরিসর আস্তানায়। তাঁদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শুনেছেন, পড়েছেন, দেখেছেন পাঠক। সেই তখনই ক্যাম্পের চিকিৎসকরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, করোনা ছড়িয়ে পড়লে অপরিসর ক্যাম্পে গায়ে গায়ে বেঁচে থাকা মানুষেরা আরও

বিড়ম্বনায় পড়বেন। পড়লেনও। মঙ্গলবার মালাউন সরকারের আদেশে তুলে দেওয়া হয়েছে প্রতিটি ক্যাম্প। ক্যাম্পের অধিবাসীদের বলা হয়েছে ফিরে যেতে নিজেদের বাড়ি। আর যাঁদের বাড়ি নেই, ধ্বংস্তুপে পরণত হয়েছে যাঁদের বাসা, তাঁদের বলা হয়েছে, বাড়ি খুঁজে নিতে।

করোনার কারণে যথেষ্ট আপত্তি সত্ত্বেও উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে শাহিনবাগকে। প্রায় ১০০ দিন ধরে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, জাতীয় নাগরিক পঞ্জি, এনপিআর নিয়ে রাস্তায় বসে পড়েছিলেন সাধারণ ঘরের অসংখ্য নারী। এর আগে রাজনীতি বা আন্দোলনের সঙ্গে যাঁদের কোনও সম্পর্কই ছিল না। শাহিনবাগ মডেল হয়ে গিয়েছিল গোটা দেশে। রাজ্যে রাজ্যে শাহিনবাগ তৈরি হয়েছিল। করোনার ওজুহাতে আপাতত সেই সমস্ত আন্দোলনও বন্ধ করা হয়েছে। হয়তো লকডাউন শেষ হলে নতুন করে আন্দোলন শুরু হবে। আন্দোলনকারীরা অন্তত সে কথাই বলছেন।

কিন্তু ক্যাম্পের মানুষেরা? অযাচিত বর্বর হিন্দু সন্ত্রাসীদের হামলায় কেড়ে নিয়েছিল যাদের সুখী গৃহকোণ। তাঁরা যেচে ক্যাম্পে আসেননি।

মেডিক্যাল ক্যাম্পে অন্তঃসত্ত্বা

২৮ সপ্তাহের শিশুকে পেটে নিয়ে মাঝ রাতে প্রাণ বাঁচাতে দৌড়েছিলেন মা। ক্যাম্পেই চলছে তাঁদের চিকিৎসা।

মাঝরাতে পেটে চার সপ্তাহের সন্তান নিয়ে যে মহিলা দেখে ছিলেন নিজের বাড়ি ছাই হয়ে যেতে, আক্রমণকারীদের তাড়া খেয়ে যিনি মাইলের পর মাইল দৌড়ে একটা ত্রিপলের আশ্রয় পেয়েছিলেন, কী হবে তাঁর? মাত্র এক সপ্তাহ আগে মুস্তাফাবাদের ক্যাম্পে এক মুখ আতঙ্ক আর ভয় নিয়ে সাংবাদিককে সেই মহিলা বলেছিলেন, "ওই রাতে পেটের বাচ্চাটা মরে গেলেই ভাল হত বোধহয়। ওর জন্ম হলে কোন পৃথিবী উপহার দেব ওকে? জন্মের মুহূর্তেই তো ও জেনে

যাবে ওর কোনও বাড়ি নেই, কোনও আশ্রয় নেই।'' বুধবার সেই মহিলাই ফোনের ও প্রান্তে কেবলই নিঃশ্বাস নিয়ে গেলন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়া আর কোনও অভিব্যক্তি নেই। জানেন না, এর পর এই ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতিতে পেটের বাচ্চাকে কোন আশ্রয়ে পৌঁছে দেবেন। ক্যাম্পে তাও খানিকটা আশ্রয় পেয়েছিলেন এখনও আহত, আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত কয়েক হাজার মানুষ। এ বার তাঁরা কোথায় যাবেন, কী করবেন, কেউ জানে না।

ক্যাম্পের দিকে দিকে এ ভাবেই ছড়িয়ে রয়েছে সব হারানো মুখ।

সরকার নির্দেশ দিয়েছে, যাঁদের বাড়ি এখনও সামান্য অক্ষত, তাঁরা যেন বাড়ি ফিরে যান। আর যাঁদের নেই, তাঁদের ভাড়াবাড়ি খুঁজে নিতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন এবং ক্যাম্পের স্বেচ্ছাসেবকরা বাড়ির ব্যবস্থা করছেন। তবে তা যথেষ্ট নয় বলেই মনে করছেন ক্যাম্পের বাসিন্দারা। পাঁচ সন্তানকে নিয়ে ক্যাম্পে ছিলেন শাবানা আনসারি। ফিরে যাওয়ার মতো বাড়ি নেই তাঁর। সব জ্বলে গিয়েছে। এক কাপড়ে সন্তানদের নিয়ে ক্যাম্পে চলে এসেছিলেন। বুধবার সকালে তাঁর প্রশ্ন, ''তিন হাজার টাকা আর কিছু চাল-ডাল নিয়ে এতগুলো বাচ্চাকে নিয়ে কোথায় বাড়ি খুঁজব? কে দেবে বাড়ি আমায়?'' দিল্লিতে এমনিতেই এখন বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। করোনা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই বাড়িওয়ালারা ভাড়া দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। লকডাউনের পরে বাড়ি পাওয়া আরও মুশকিল। পুলিশ রাস্তায় হাঁটতে চলতে দিচ্ছে না। পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বন্ধ। এই অবস্থায় ক্যাম্প থেকে বিতাড়িত মানুষেরা আরও অসহায় হয়ে পড়েছেন। অনেকেই বলছেন, ক্যাম্পে থেকে করোনা হলে অন্তত একটা হাসপাতালে পৌঁছনো যেত, অন্তত কিছুদিন মাথা গোঁজার একটা জায়গা পাওয়া যেত। এখন সেটুকুও নেই।

আর যাঁরা ফিরেছেন নিজেদের বাড়ি? দশ বছরের এক শিশু টেলিফোনে সাংবাদিককে বলেছেন, নিজের বাড়িতে ঢুকে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার। কেবলই মনে হচ্ছে হাতে অস্ত্র নিয়ে তাকে ঘিরে ধরে শেষ করে দেবে কিছু হিংস্র মানুষ। চোখ বুজতে হচ্ছে না, খোলা চোখেই দৃশ্যগুলি ভেসে আসছে বার বার। শিশুর বাবার বক্তব্য, "বাড়ি তো ফিরে এলাম। কিন্তু সামান্য জিনিস কিনতে পাড়ার দোকানে যেতেও ভয় হচ্ছে। যদি কোনও অঘটন ঘটে যায়। যে আগুনকে পিছনে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলাম, সেই আগুনের ভিতরেই আবার ঢুকে পড়লাম মনে হচ্ছে। এ ভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব।"

গোটা দিল্লির মুখে এখন কেবলই করোনা। উচ্চ-মধ্য-নিম্নবিত্ত, গরিব-এলিট সকলেই ২১ দিনের লকডাউনকে স্বাগত জানিয়েছেন। সকলেই বুঝতে পারছেন, করোনা ছড়াতে শুরু করলে কী সাংঘাতিক পরিস্থিতি তৈরি হবে। শুধু উত্তরপূর্ব দিল্লির এক বিশাল অঞ্চল করোনা আতঙ্ক টের পাচ্ছে না। জীবনই তাঁদের কাছে এখন সব চেয়ে বড় আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক্যাম্প থেকে উৎখাত হওয়া এই মানুষগুলির জন্য দ্রুত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায় না? অন্তত লকডাউনের ২১ টা দিন যাতে কোনও ভাবে জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন তাঁরা? পরের কথা পরে হবে। আপাতত এটুকু হোক। কিছু মানুষকে এ ভাবে বাঘের খাঁচা থেকে সিংহের গুহায় পাঠিয়ে দিলে মনুষ্যত্ব ক্ষমা করবে না।

চবি মেডিক্যাল সেন্টার থেকে সুরক্ষা উপকরণ জোর করে নিয়ে গেছে ছাত্রলীগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) মেডিক্যাল সেন্টার থেকে ১০০টি গ্লাভস, ২৭ বোতল হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও ১০টি মাস্ক জোর করে নিয়ে গেছে শাখা ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে চবি মেডিক্যাল সেন্টারের গুদাম থেকে সংগঠনটির কয়েকজন নেতা-কর্মী এসব নিয়ে যান।

সুরক্ষা উপকরণ নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবু তৈয়ব বলেন, ‘ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন টিপু আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনি ফোন করে বলেন, “ছাত্রলীগ মরে যাবে কিনা। এসব সুরক্ষা উপকরণ তাঁদের দরকার, দিতে হবে।” কিন্তু এসব গ্লাভস, মাস্ক, স্যানিটাইজার চিকিৎসকদের জন্য আমরা সংগ্রহ করেছি। অতিরিক্ত থাকলে দেওয়ার কথাও বলি। কিন্তু কয়েকজন নেতাকর্মী জোর করে এসব নিয়ে যান।’

ভারতে মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়ায় মুসল্লিদের উপর মালাউন পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জ

করোনা ওজুহাতে ২১ দিনের লকডাউন চলছে ভারতে। প্রায় জনমানব শূন্য প্রতিটি এলাকা। এ পরিস্থিতিতে দেওবন্দের একটি মসজিদে নামাজ চলাকালীন সময়ে মুসল্লিদের উপর নির্মম লাঠিচার্জ করেছে সন্ত্রাসী যোগী আদিত্যনাথ সরকারের মালাউন পুলিশ। নামাজ শেষে যারাই মসজিদ থেকে বের হয়েছে তাদেরকেই নির্মমভাবে লাটিচার্জ করেছে। খবর-ইসলামিক মিডিয়া দেওবন্দ

গতকাল বৃপস্পতিবার (২৬ মার্চ) ভারতের উত্তর প্রদেশের একটি মসজিদে এ ঘটনা ঘটে। দেওবন্দ ভিত্তিক ইসলামিক মিডিয়ার একটি ভিডিওটিতে দেখা যায়, যোগী সরকারের পুলিশের সন্ত্রাসীরা মুসল্লিদের মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় লাঠিচার্জ করছে।

এতে মুসল্লীরা দ্রুত মসজিদ ছাড়তে বাধ্য হয়। অনেকে নামাজ অর্ধেক পড়ে, কিন্তু পূর্ণ করার সুযোগ মেলেনি। পুলিশের লাঠিচার্জ দেখে মুসুল্লিরা এদিক-ওদিক দৌড়াতে থাকে। আবার অনেকে পায়ের জুতো রেখেই মসজিদ ত্যাগে বাধ্য হয়।

ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেছেন বিশিষ্ট ধর্মপ্রচারক "নোরা এলি"!

বিশিষ্ট ইসলাম ধর্মপ্রচারক বোন "নোরা এলি" গত ২৫ মার্চ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেছেন। এসময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর, তিনি ছিলেন একজন জার্মানি বংশোদ্ভূত , ১৮ বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এরপর ইসলাম নিয়ে অধ্যয়ন করে নিজেই হয়ে যান ইসলামের একজন সেবিকা।

বোন "নোরা এলি" ইউরোপিয় ধর্মপ্রাণ মুসলিম আলেম ও ফিকাহবিদের প্রতীক ছিলেন, তিনি একজন সুইস মহিলা, ১৯৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি জার্মান বংশোদ্ভূত বিখ্যাত সুইস চিকিৎসক "এলি ফুচেনেগার্ড" এর কন্যা।

নোরা এলি আঠারো বছর বয়সে এক মাত্র মনোনীত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এবং 20 বছরের কম বয়সে এই পর্দানশীন নও মুসলিমা নারী সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ সুইস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধর্মবিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করতেছিলেন। যা তাকে ইসলামের একজন দায়ী বা সেবিকা

হিসাবে রূপান্তরিত করে। এর ধারাবাহিকতায় সুইজারল্যান্ড, জার্মান এবং অস্ট্রিয়াতে কয়েক ডজন মহিলা তার হাতে সত্য ও ন্যায় ইনসাফের ধর্ম ইসলাম গ্রহন করেন।

নোরা এলি, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দয়া করুন, তিনি সুইজারল্যান্ডের অন্যতম শক্তিশালী মুসলিম রক্ষণশীল নারী হিসাবে বিবেচিত হন এবং তিনি সুইজারল্যান্ডে ওড়না নিষিদ্ধ করার আইনের বিরুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং আইনটি বাতিল করতে বাধ্য করেন।

তিনি জার্মান টিভি এবিডি (ABD)এর একটি টকশোতে বলেছিলেন: (আমি নিকাব পরার আগে যুবকরা আমাকে পণ্য হিসাবে বিবেচনা করত এবং আমার চাকচিক্য পোষাক কেবল আমার দেহের প্রতি তাদেরকে আকৃষ্ট করত, কিন্তু আমি যখন থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি এবং পরিপূর্ণরূপে পর্দা ও নিকাব পরতে শুরু করি, তখন যুবকরা আমার সাথে একজন ভদ্র মহিলার মতো আচরণই করতে শুরু করেছে।)

পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলি তাকে বিভিন্নভাবে প্ররোচিত করেছিল এবং তাকে অসম্মানিত করার অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের কোন চেষ্টাই ফলসই হয়নি।

নোরা এলি প্রায়শই ইউরোপে তার বক্তৃতা এবং সেমিনারগুলিতে যে শব্দটির প্রতিধ্বনি করেছিলেন তার মধ্যে একটি বিখ্যাত শব্দ যা তিনি ইসলাম সম্পর্কে বলেছেন যে, "ইসলাম ধর্ম হচ্ছে নারীদের জন্য সবচাইতে মজবুত এক দুর্গ এবং পর্দাতেই রয়েছে নারীর মান-সম্মান।"

এই পৃথিবীতে একটি মেয়ে যা চায় তার সবই ছিল নোরা এলির, অর্থাৎ, সৌন্দর্য, জ্ঞান, অর্থ ও বংশ, কিন্তু এই সমস্ত কিছুই তাকে ইসলাম থেকে বাধা দেয়নি

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিকযান ধ্বংস!

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (JNIM) এর জানবায মুজাহিদিন গত সোমবার মালির "মোপ্টি" প্রদেশের 'বুনী' এলাকায় জাতিসংঘের ক্রুসেডার "মিনোসোমা" জোট বাহিনীর এক দলকে টার্গেট করে সফল অভিযান চালিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ্, JNIM এর জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ক্রুসেডার জোটের একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়, এতে সামরিকযানে থাকা ক্রুসেডার সৈন্যরা হতাহতের শিকার হয়।

নাইজার | কুফ্ফার বাহিনীর উপর JNIM এর হামলা, নিহত 6 সৈন্য!

পূর্ব আফ্রিকার দেশ নাইজার সীমান্তের "তামু" শহরে গত ২৪ মার্চ দেশটির কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" এর জানবায মুজাহিদিন।

আলহামদুলিল্লাহ, JNIM এর জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় দেশটির ৬ কুফ্ফার সৈন্য নিহত এবং কতক সৈন্য আহত হয়।

অন্যদিকে মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন ১টি গাড়ি, ২টি মোটরবাইক, ৪টি ক্লাশিনকোভ সহ অনেক যুদ্ধাস্ত্র।

বুর্কিনা-ফাসো | মুরতাদ বাহিনীর সামরিক বহরে হামলা, ১৫টি মোটরবাইক গনিমত!

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (JNIM) এর জানবায মুজাহিদিন গত ২২ মার্চ আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা-ফাসোর "বানাহ" শহরে ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম বুর্কিনার ত্বাগুত সরকারের মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক বহর লক্ষ্য করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় মোটরবাইকে আরহী মুরতাদ সৈন্যরা বাইক ছেড়ে দ্রুত সামরিকযানে আরোহণ করে এবং দ্রুত উক্ত শহর ছেড়ে পলায়ন করে।

এই যুদ্ধ মুজাহিদদের হামলায় ১ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো অনেক সৈন্য আহত হয়। অন্যদিকে মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন ১৫টি মোটরবাইক, ১৫টি ক্লাশিনকোভ সহ আরো অনেক যুদ্ধাস্ত্র।

২৬শে মার্চ, ২০২০

বাংলাদেশের চিকিৎসকদের নিজেদের টাকায় মাস্ক কেনার আদেশ

বাংলাদেশে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসাসেবার সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীরা কিছুই পাচ্ছেন না। ডাক্তারদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে আওয়ামী সরকার। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পিপিই(পারসোনাল প্রটেকটিভ ইকুইপমেন্ট) যা ডাক্তারদের নিজেদের সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন সেগুলোর সরবরাহই করছে না বাংলাদেশ সরকার। জীবনবাজি রেখে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন চিকিৎসকরা। সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারদের নিজেদের টাকা দিয়েই মাস্ক কিনতে বলার নোটিস দেওয়া হয়েছে।

এমনিভাবে, ঢাকার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ হাসপাতাল কর্মীদের নিজ দায়িত্বে মাস্ক জোগাড়ের জন্য নোটিস জারি করেছে।

হাসপাতালের পরিচালক এক নোটিসে বলেছেন, "সম্পদের স্বল্পতার জন্য হাসপাতালের তরফ থেকে সবাইকে মাস্ক সরবরাহ করা যাচ্ছেনা। এমতাবস্থায় ঝুঁকি এড়ানোর জন্য সকলকে নিজ উদ্যোগে মাস্ক ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করা হলো।"

নাম প্রকাশ না করার শর্তে মিটফোর্ড হাসপাতালের একজন চিকিৎসক বিবিসিকে বলেন, ডাক্তার-নার্সদের নিরাপত্তাকে সরকার আদৌ কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে - এই নোটিস জারির পর তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

ঢাকার একাধিক হাসপাতালের চিকিৎসাকর্মীরা বিবিসির সাথে কথা বলার সময় পিপিই (পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট) অর্থাৎ নিজেদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ঘাটতি নিয়ে অভিযোগ করেছেন।

আওয়ামী সরকার মুজিব বর্ষ পালনে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে কিন্তু চিকিৎসকদের জন্য পিপিই এর ব্যবস্থাই করতে পারছেনা। ১৬ কোটি জনগনের জন্য মাত্র ২৯ টি আইসিউএর ব্যবস্থা করেছে। করোনা টেস্ট করার জন্য পর্যাপ্ত কিট জোগাড় করতেই পারেনি। জনগনের জীবনের কোনো মূল্যে যেনো সরকারের কাছে নেই।

এছাড়াও ভারতে সাধারণ মানুষের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। আওয়ামী সরকার ত্রাণ দেওয়া তো দূরের কথা, খাবার কিনতে ঘর থেকে বের হওয়া মানুষদের পুলিশ বাহিনী দিয়ে পিটিয়ে ঘরে ফেরত পাঠাচ্ছে। বাজারে খাদ্যদ্রব্যের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাচ্ছে। ক্ষুধার্ত,আতংকিত জনগনের হাতে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছানোর জন্য আওয়ামী সরকারের কোনো কার্যক্রম এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি। সারা বাংলায় করোনা ভাইরাসের চাইতেও

আওয়ামী সরকারের এসকল অব্যবস্থাপনাই সাধারণ জনগণের কাছে বেশী আতংকের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডাক্তাররা পিপিই না পেলেও ব্যবহার করছে সরকারি প্রশাসনিক কর্মকর্তারা!

বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনাভাইরাস কোভিড-১৯ প্রতিরোধে যখন দেশে ডাক্তাররা ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের (পিপিই) সংকটে আছেন, তখন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা না মেনে পিপিই ব্যবহার করছেন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। রিপোর্ট- ডেইলি স্টার।

গত ১৫ মার্চ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) সহযোগিতায় 'করোনাভাইরাস ২০১৯ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) এর যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার' মর্মে একটি নির্দেশনা প্রচার করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। নির্দেশনায় বলা হয়, বিশ্বব্যাপী পিপিই তথা স্বাস্থ্য সেবা দাতাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের ঘাটতি রয়েছে এবং এ পরিস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে দেশের স্বাস্থ্য সেবাদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সঠিক নিয়মে যৌক্তিকভাবে সামগ্রীসমূহ ব্যবহার করতে হবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ছাড়াও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর তাদের সংরক্ষিত পিপিই স্বাস্থ্যসেবায় ব্যবহার করার জন্য দিয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুমন আচার্য্য তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি ছবি পোস্ট করেন। সেখানে দেখা যায় প্রশাসনের কর্মকর্তারা পিপিই পরে দাঁড়িয়ে আছেন। এই পোস্টটি উপজেলা প্রশাসনের ফেসবুক পেজ থেকেও শেয়ার করা হয়। পোস্টে লেখা ছিল, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১২টি এবং প্রশাসনের সার্বক্ষণিক নিয়োজিত কর্মকর্তাদের জন্য ৯টি পিপিই প্রদান করা হয়। যোগাযোগ করা হলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুমন আচার্য্য বলেন, 'উপজেলা প্রশাসনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের দেওয়া পিপিই থেকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দায়িত্বরতদের কিছু পিপিই দেওয়া হয়েছে এবং কিছু প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য রাখা হয়েছে।'

পিপিইর যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার সম্পর্কে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনার ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন না বলে জানান। তিনি বলেন, 'যদি এগুলো আমাদের ব্যবহারের প্রয়োজন না থাকে, তবে তা স্বাস্থ্য সেবার দায়িত্বপ্রাপ্তদের কাছে প্রয়োজন অনুযায়ী হস্তান্তর করবো।'স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় পরিচালক ডা. দেবপদ রায় বলেন, 'প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের, এমনকি আমারও পিপিই

ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। কারণ, আমরা সরাসরি আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে যাই না। এগুলো তাদেরই দরকার যারা আক্রান্ত রোগীকে সরাসরি সেবা দেবেন।' হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করতে পিপিইর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ডা. দেবপদ রায় বলেন, 'এই দায়িত্ব গ্রাম পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, স্থানীয় কাউন্সিলের প্রতিনিধি, পুলিশ ও প্রশাসন মিলে নিশ্চিত করছে। আর হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করতে তো সন্দেহভাজন আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে যেতে হয় না। কয়েক মিটার দূরত্ব নিশ্চিত করলেই হয়। সেক্ষেত্রে পিপিই প্রয়োজন নেই।'এই রিপোর্ট প্রকাশের আগেই ছবিটি ফেসবুক থেকে ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে।

কমিউনিস্ট চীন সরকার সারা বিশ্বের কাছে আসল তথ্য গোপন করছে- জেনিফার জং

চীনের মানবাধিকার কর্মী, অ্যাক্টিভিস্ট 'জেনিফার জং' তার ট্যুইটারে করোনা ভাইরাস এর ব্যাপারে এমন কিছু তথ্য ও সন্দেহ উপস্থাপন করেছেন যা করোনা ভাইরাস নিয়ে কমিউনিস্ট চীন সরকারের ভূমিকা নিয়ে নানাধরণের প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। তিনি ট্যুইটারে বলেছেন চীনের মোবাইল ব্যবহারকারীর বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৮.১১৬ অর্থাৎ প্রায় ৮১ লক্ষ মানুষ নিখোঁজ হয়ে গেছেন। মোবাইল ব্যবহারকারীদের এই রেকর্ড সংখ্যা জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে কমেছে। এই সময়ে চীনে করোনা ভাইরাস সবচেয়ে দ্রুতগতিতে ছড়িয়েছিল। জেনিফার জং মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা এত দ্রুতগতিতে হ্রাসের উপরে ভিত্তি করে প্রশ্ন করেছেন এতো মানুষ হঠাৎ কোথায় নিখোঁজ হয়ে গেলেন! এই সমস্ত ব্যবহারকারীরা কি অন্য সিম কার্ড নিয়ে নিয়েছেন! না এই সব ব্যবহারকারীরা অন্য জগতে তাদের মোবাইল নিয়ে যেতে পারেননি। নিজের ট্যুইটে জেনিফার জং চীনের সেই রিপোর্ট প্রমাণ হিসেবে দিয়েছেন। জেনিফার জং সন্দেহ করেছেন যে করোনা ভাইরাসের আক্রমণে এই ৮১ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। চীনে ইউহান শহরে বহুসংখ্যক মৃতদেহ আগুণে পুড়ানো হয়েছিল, কিন্তু কতলোককে সেখানে তারা আগুণে পুড়িয়েছিল তার হিসাব কারো কাছেই নেই। জেনিফার জং এর এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পরেই ওয়াশিংটন জার্নাল, নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া হয়েছিল। কারণ তার এই রিপোর্ট প্রকাশের পর সংবাদিকরা নতুন করে এনিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করছিল। আর চীন এটা কখনোই চায়না যে নিহতের সঠিক কোন পরিসংখ্যান দুনিয়ার মানুষ জানতে পারুক। এই সমস্ত সংস্থার সাংবাদিকেরা তাদের সংবাদে বলেছিলেন, করোনা ভাইরাসের আক্রমণে ঠিক কতো মানুষের মৃত্যু হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান চীন সরকার প্রকাশ করছে না এবং সারা বিশ্বের কাছ থেকে তারা সত্যতা লুকোচ্ছে।

চীনে ২০১৯ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এই ভাইরাস প্রথম আক্রমণ করেছিল। চীন এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ভাবনাচিন্তা করে সারা বিশ্ব থেকে লুকিয়েছে এবং বিশ্বকে সচেতন করেনি। মানবাধিকার কর্মী, অ্যাক্টিভিস্ট জেনিফার জং তার ট্যুইটারে গত ২৩ মার্চ, ২০২০ তারিখ একটি ভিডিও পোস্ট করে তিনি লিখেছিলেন, চীনের হাসপাতালে এখন করোনা আক্রান্ত মানুষদের ভর্তি নেওয়া হচ্ছে না। কারণ কমিউনিস্ট চীন সরকার সারা বিশ্বের কাছে এই সংবাদ দিতে চায় যে চীন থেকে করোনা ভাইরাস নিঃশেষ হয়ে গেছে, চীনে করোনা আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি নেই।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের শহিদী হামলায় 33 এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত!

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ২৫ মার্চ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে দেশটির পার্লামেন্ট ভবনের পিছনে দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীকে লক্ষ্যবস্তু করে একটি সফল শহিদী হামলা চালিয়েছিলেন। উক্ত সফল অভিযান সম্পর্কে প্রকাশিত প্রাথমিক ফলাফল থেকে জানা যায় যে, ৯ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ২৪ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর সামরিকযান ধ্বংস, হতাহত কতক মুরতাদ সৈন্য।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন এর জানবায মুজাহিদিন ২৬ মার্চ মালির মোপ্তি প্রদেশের বাই ও বানকাস শহরের মধ্যবর্তী সড়কে দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল অভিযান পরিচালানা করেছেন। এর মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়, এসময় সামরিকযানে ও বাহিরে থাকা কতক মুরতাদ সৈন্য হতাহতের শিকার হয়।

করোনা নিয়ে মিথ্যা কথা বলছে চীন: এখনো ২ কোটিরও বেশি মানুষ 'নিখোঁজ'!

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাসের সুতিকাগার চীনের উহান শহর। তবে বর্তমানে করোনা ভাইরাস বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শঙ্কার ব্যাপার হলেও, এর প্রভাব কমতে শুরু করেছে বলে বুঝাতে চায় চীন। *সূত্র: ডেইলি স্টার*

তবে চীনের একটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সাইট দাবি করেছে, দেশটি করোনা নিয়ে মিথ্যা কথা বলছে।

কারণ হিসেবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সাইটটি বলছে, ভ্রমণ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং অনলাইনে কেনাকাটার জন্য চীনের নাগরিকদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। এবার চীনে প্রায় ২ কোটি ১৫ লাখ মানুষ এখনো তাদের মোবাইলে রেজিস্ট্রেশন করেননি। চীনের সরকারের পক্ষ থেকে এখনো এ নিয়ে কিছু বলা হয়নি।

ধারণা করা হচ্ছে, এই ২ কোটি ১৫ লাখ মানুষ কোয়ারেন্টাইনে আছেন অথবা মারা গেছেন। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সাইটের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে, বিশ্বে করোনার প্রভাব কম দেখাতে চীনের সেনাবাহিনী হয়তো এই ২ কোটি ১৫ লাখ মানুষকে হত্যা করেও থাকতে পারে।

চীনের সরকারের দেয়া তথ্য অনুযায়ী গত ডিসেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ৮১ হাজার ২শ ৮৫ জন; মারা গেছেন ৩ হাজার ২শ ৮৭ জন।

কাশ্মীরে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এক ব্যক্তি নিহত

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দখলকৃত কাশ্মীরের শ্রীনগরে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

স্থানীয় বক্ষব্যাধি হাসপাতালে তিন দিন আগে তার মৃত্যু হয়েছে। তিনি উচ্চরক্তচাপ ও স্থূলতা সমস্যায়ও ভুগছিলেন।

কর্মকর্তারা বলেন, কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত এক ব্যক্তি হৃদরোগে মারা গেছেন। উপত্যকাটিতে এছাড়াও আর চার জনের শরীরে নতুন করে কোভিড-১৯ রোগ শনাক্ত হয়েছেন।- খবর এনডিটিভির

শ্রীনগরের মেয়র এক টুইটবার্তায় বলেন, করোনাভাইরাসে উপত্যকাটিতে প্রথমবারের মতো কোনো প্রাণহানি ঘটেছে। মৃতের পরিবারকে আমরা গভীর শোক জানাচ্ছি।

এই ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা আরও চার জন বুধবার করোনাভাইরাসে পজেটিভ শনাক্ত হয়েছেন। তাদের কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। কাজেই কাশ্মীরে সর্বমোট ১১ জন এই প্রাণঘাতী ভাইরাসে আক্রান্ত হন।

করোনাভাইরাস: ১ দিনে আমেরিকায় আক্রান্ত ১০ হাজার

আমেরিকায় অসম্ভব গতিতে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। গতকাল (বুধবার) শুধু একদিনেই মারা গেছে ২০০ ব্যক্তি। এর ফলে আমেরিকার করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৯২১-এ। খবর- পার্সটুডের

গতকাল (বুধবার) আমেরিকায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ১০ হাজারের বেশি মানুষ। এ নিয়ে আমেরিকায় আক্রান্তের ঘোষিত সংখ্যা দাড়িয়েছে ৬৬ হাজার ১৩২।

এছাড়া, করোনাভাইরাসে মারা গেছেন কমপক্ষে ৯৪৭ জন। এ পরিস্থিতিতে নিউ ইয়র্ক ও ক্যালিফোর্নিয়াসহ ১৮টি অঙ্গরাজ্যে ঘরে থাকার নির্দেশনা জারি করেছে সরকার। এতে দেশটির অন্তত অর্ধেক মানুষ সংকটে পড়েছেন।

এদিকে, নিউ জার্সির একটি হাসপাতালে বুধবার রাতে করোনা ভাইরাসে মারা গেছেন ভারতীয় শেফ ফ্লোয়েড কারডোজ।

বিশ্ববাসী যখন করোনা নিয়ে ব্যস্ত তখনও নগর দখলের যুদ্ধমহড়া চালাল ক্রুসেডার আমেরিকা এবং ইউএই

সংযুক্ত আরব আমিরাত বা ইউএই এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার সেনা আবুধাবিতে যৌথ যুদ্ধমহড়া চালিয়েছে। করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যেই এ মহড়া চালানো হয়।

নেটিভ ফারি'২০ নামের এ মহড়া ইউএই'র রাজধানী আবুধাবির আল-হামারা সেনাঘাঁটিতে চালান হয়। ঘাঁটিতে কৃত্রিম ভাবে তৈরি একটি নগরী দখলের অনুশীলন করেছে যৌথ বাহিনী। কৃত্রিম নগরীতে বহুতল ভবন, আধুনিক ঘরবাড়ি, হোটেল, বিমানবন্দর, তেল শোধনাগার এবং কেন্দ্রীয় মসজিদসহ সব ধরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। রিপোর্ট পার্সটুডের

মহড়ায় অংশ নেয়ার জন্য চার হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েন করা হয়। মহড়ার মার্কিন সাঁজোয়া বহরের যানবাহনসহ সামরিক সরঞ্জাম পার্শ্ববর্তী দেশ কুয়েত থেকে আনা হয়। এ ছাড়া, ভারত মহাসাগরের দ্বীপ দিয়াগো গার্সিয়া থেকেও আনা হয়েছে এসব অনেক সামরিক সরঞ্জাম ।

২০০৮ সাল থেকে আমেরিকা এবং ইউএই নিয়মিত দ্বিবার্ষিক এ মহড়া চালিয়ে আসছে এবং এবারে এর ২০তম পর্ব অনুষ্ঠিত হলো।

ইয়ামানে কথিত আরব জোটের আরেক বর্বরতা প্রকাশ করল হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

যুদ্ধকবলিত ইয়ামানের আল-মারাহ এলাকায় সৌদি নেতৃত্বাধীন কথিত আরব জোটের সন্ত্রাসীরা ভয়াবহ বর্বরতা চালিয়েছে বলে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে। সংস্থাটি বলছে, ওই এলাকার বেসামরিক লোকজনের ওপরে যেমন সৌদি সন্ত্রাসীরা চরম অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে, তেমনি বহু বেসামরিক মানুষকে তারা গুম ও অপহরণ করেছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, গত বছরের জুন মাস থেকে এই বর্বরতা চালিয়েছে সৌদি সেনারা। দারিদ্রপীড়িত ইয়েমেনের ওপরে সৌদি আরব যে বেআইনি আগ্রাসন চালিয়েছে তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে এই বর্বরতা।

নিউইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক উপপ্রধান মাইকেল পেজ এসব তথ্য তুলে ধরেছেন। তিনি জানান, বেসামরিক জনগণের ওপরে গ্রেপ্তার অভিযান ও নির্যাতন নিপীড়ন চালানোর পাশাপাশি তাদের অনেককে আটক করে সৌদি আরবে চালান করা হয়েছে। রিপোর্ট পার্সটুডের।

এদিকে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে পশ্চিমা দেশগুলো অস্ত্র বিক্রি করার কারণে ইয়ামানে আরব জোটের আগ্রাসন প্রলম্বিত হচ্ছে এবং দিন দিন মারাত্মক আকার ধারণ করছে

করোনা পরীক্ষার কিট নেই বিআইটিআইডিতে !

বৃহত্তর চট্টগ্রামের রোগীদের করোনার ভাইরাস পরীক্ষার জন্য স্থাপিত একমাত্র হাসপাতাল সীতাকুণ্ডের ফৌজদারহাটে অবস্থিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস (বিআইটিআইডি)। দেশে করোনা ভাইরাস আতংক ছড়িয়ে পড়ার পর রোগিদের শুশ্রুষার জন্য বিশেষায়িত এই হাসপাতালে ৫০ শয্যার আইসোলেশন বিশিষ্ট ওয়ার্ড স্থাপন করা হয়। কিন্তু এরপর এক মাসেরও বেশি সময় অতিবাহিত হলেও এখনো এখানে করোনা পরীক্ষার কোন কিট আসেনি। ফলে করোনা পরীক্ষার ট্রেনিং নিয়েও সন্দেহভাজন রোগিদের জন্য কিছুই করতে পারছেন না তারা। খবর- কালের কণ্ঠ

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রামে ক্রমবর্ধমান করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগিদের চিকিৎসায় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ফৌজদারহাটে অবস্থিত বিআইটিআইডিতে প্রায় এক মাস আগে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট পৃথক আইসোলেশন স্থাপন করা হয়। এই হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মামুনুর রশিদের নেতৃত্বে একটি টিমকে করোনা চিকিৎসার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই টিমের ৩ সদস্য ইতিমধ্যে ঢাকায় আইইডিসিআর এ করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসার বিষয়ে ট্রেনিংও সম্পন্ন করে এসেছেন। কিন্তু তাদের এই ট্রেনিং কোন কাজেই লাগছে না এই দীর্ঘ সময়েও করোনা পরীক্ষার জন্য আবশ্যকীয় উপাদান কীট না আসায়।

প্রতিষ্ঠানটির সহযোগী অধ্যাপক ডা, মামুনুর রশিদ জানান, বিআইটিআইডিতে সন্দেহভাজন করোনা রোগিদের পরীক্ষা করা হচ্ছে-এমন খবর ছড়িয়ে পড়ায় সুদূর কক্সবাজারসহ বৃহৎ চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সামান্য জ্বর-সর্দি আক্রান্ত রোগিরাও করোনা আক্রান্ত কিনা পরীক্ষা করতে ছুটে আসছেন। কিন্তু আমাদের কাছে করোনা পরীক্ষার কোন কীট না আসায় আমরা সন্দেহভাজনদের নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় সেই নমুনা পাঠাচ্ছি। তারপর কয়েকদিনের মধ্যে সেখান থেকে রিপোর্ট আসলে আমরা জানাচ্ছি যে তাদের কি হয়েছিলো। এক কথায় এই রিপোর্টের জন্য রোগিদের এবং ডাক্তারদের কয়েকদিন অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে। আমরা তাৎক্ষনিক কোন রিপোর্ট দিতে পারছি না। যদি করোনা পরীক্ষার কীট পাওয়া যেত তাহলে ৪-৫ ঘন্টার মধ্যেই পরীক্ষার রিপোর্ট দেওয়া যেত।

এদিকে ডাক্তাররা চেষ্টা করলেও দূর দুরান্ত থেকে এখানে এসেও তাৎক্ষনিক পরীক্ষার সুযোগ না পেয়ে হতাশও হচ্ছেন অনেকে। এখানে আসা চট্টগ্রামের এক রোগির নিকটাত্মীয় মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ফৌজদারহাট হাসপাতালে করোনার ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। আমার এক আত্মীয় রোগি কয়েকদিন জ্বর ও গলা ব্যাথার কারণে ঐ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গেলে তারা জানান, পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিতে কয়েকদিন সময় লেগে যাবে। তাছাড়া তার রোগটি করোনা

নয় বলে ডাক্তাররা প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করছেন। একথা শুনে ঐ আত্মীয় নিজেই তাৎক্ষনিক রিপোর্ট পেতে ঢাকায় চলে যান।

রোগিদের দ্রুত সেবা না দেওয়া গেলে হাসপাতালে এসব ইউনিট করে কি লাভ হচ্ছে এমন প্রশ্নই তুলেছেন আরো অনেকে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিআইটিআইডি এর পরিচালক ডা. মোঃ এম.এ হাসান বলেন, আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত। আমাদের তিন চিকিৎসক এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রস্তুত। কিন্তু করোনা পরীক্ষার কীট এখনো পাচ্ছি না। পাব বলে আশা করছি কয়েকদিন ধরেই। কিন্তু না পাওয়ায় কিছুই করতে পারছি না। ঠিক কবে এই কীট আসবে তাও তিনি নিশ্চিত করতে পারেননি। তবে আজ-কাল যেকোন সময় কীট আসবে এমন অপেক্ষায় আছেন তিনি।

আইইডিসিআরের ব্যর্থতা-‘নো টেস্ট, নো করোনা’

জ্বর, গলাব্যথা, কাশি, শ্বাসকষ্ট আর তীব্র পেটব্যথা নিয়ে গত ১২ দিন ধরে ভুগছেন রাজধানীর বাসিন্দা আতিকা রোমা। তিনি জানান, এসব উপসর্গ নিয়ে জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (আইইডিসিআর) যোগাযোগ করা হয়। সেখান থেকে প্রথমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাপসাতাল এবং পরে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে যেতে বলা হয়। তবে এরপর বলা হয়, বাইরে বা হাসপাতালে থাকলে ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে, তাই হাসপাতালে থাকার দরকার নেই, আগে রক্ত পরীক্ষা করা হোক।

তখন সিদ্ধান্ত হয় বাসা থেকে পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হবে এবং বাসাতেই শতভাগ আইসোশনে থাকতে হবে। মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) বাসা থেকে আইইডিসিআর-এর লোকজন এসে নমুনা নিয়ে যাওয়া কথা ছিল। আতিকা বলেন, এই আসছি, সেই আসছি বলে কোনও খবর নেই। সোম ও মঙ্গলবার একাধিক বার তাদের একই তথ্য দিয়েছি।

রাজধানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক মুশফিকা ইসলামের অভিজ্ঞতাও প্রায় অভিন্ন। গলাব্যথা দিয়ে শুরু, পরে কাশি ও জ্বরে ভোগা মুশফিকা বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘গত তিন দিন ধরে রাতের বেলায় শ্বাসকষ্ট হয়েছে। কোনোকিছুই খুব তীব্র নয়, কিন্তু যেহেতু সিম্পটমগুলো ওভার ল্যাপিং, সঙ্গে আমার রয়েছে কোমরবিডিটি, তাই আইইডিসিআরে যোগাযোগ করি। সব শুনে তারা স্যাম্পল নিতে হবে জানিয়ে ফোন নম্বর এবং ঠিকানা নেয়। দ্রুততম সময়ে আসবে বলেও জানায় তারা। যেহেতু একদিন পার হয়ে গেছে তাই বুধবার (২৫ মার্চ) আবার কল করলে

তারা জানান, লিস্টটা অনেক লম্বা, দুই থেকে তিন দিন সময় লাগতে পারে, অপেক্ষা করতে হবে।'

মুশফিকা বলেন, 'খুব দ্রুত স্যাম্পল কালেকশন করার সুযোগ নেই জানিয়ে তারা (আইইডিসিআর) আরও জানান, অনেক বেশি মানুষ তাদের কাছে রিপোর্ট করছে, কিন্তু সে তুলনায় তাদের লোকবল কম। ফলে সময় লাগবে।'

আতিকা বা মুশফিকার মতো আরও কয়েকজন বাংলা ট্রিবিউনের কাছে একই ধরনের অভিযোগ করেন। তারা বলেন, তারা সময়মতো আইইডিসিআরের হটলাইনে যোগাযোগ করতে পারছেন না। এমনকী যোগাযোগ করেও তারা করোনার জন্য পরীক্ষা করাতে পারছেন না।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশে করোনাভাইরাসের পরীক্ষা কেবল আইইডিসিআরে হচ্ছে, এতে করে সঠিক সংখ্যার রোগী পাওয়া যাচ্ছে না। যেখানে হাজার হাজার পরীক্ষা দরকার সেখানে ২৪ ঘণ্টায় ৮২ জনের পরীক্ষা করার বিষয়টি হাস্যকর।

তারা বলছেন, যেখানে বিশ্বজুড়ে প্রথম ১ লাখ রোগী হয়েছে ৬৭ দিনে, পরের ১ লাখ হয়েছে তারও দ্রুততম সময়ে, খুব অল্প সময়ে রোগী সংখ্যা বেড়েছে, আর গত ২৪ ঘণ্টায় ৮২ জনের পরীক্ষা করা হলেও নতুন করে কেউ শনাক্ত হয়নি বলে জানিয়েছে আইইডিসিআর।

বিষয়টিকে 'অস্বাভাবিক' অভিহিত করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটা হচ্ছে কেবল সব জায়গায় পরীক্ষার সুযোগ না থাকায়। এভাবে হলে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন কোথায় গিয়ে ঠেকবে সেটা কল্পনাও করা যাচ্ছে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তারা।

গত ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর কথা জানায় আইইডিসিআর। এখন পর্যন্ত ৭৯৪ জনের পরীক্ষা করেছে আইইডিসিআর। এর মধ্যে ৩৯ জন কোভিড-১৯ রোগী হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন।

যদিও বুধবার আইইডিসিআর পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা কমিউনিটি ট্রান্সমিশন প্রসঙ্গে বলেন, 'দুটো ক্ষেত্রে আমরা ইনভেস্টিগেশন করছিলাম, তবে এখন পর্যন্ত সেটার সোর্স অব ইনফেকশন জানা যায়নি। সেক্ষেত্রে এটা লিমিটেড স্কেলে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হয়ে থাকতে পারে বলে আমরা মনে করছি।'

মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) কোভিড-১৯ নিয়ে আয়োজিত স্বাস্থ্য অধিদফতরের একটি বিশেষ বৈঠকে উপস্থিত একাধিক জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক নাম গোপন রাখার শর্তে বাংলা ট্রিবিউনকে

বলেন, একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের হাতে নমুনা পরীক্ষা করার 'ক্ষমতা' থাকায় তারা বিব্রত। তাই সরকার এখন এই প্রতিষ্ঠানের বাইরেও পরীক্ষা করার ভেবেছে এবং সে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রথম থেকে যদি এটা করা হতো তাহলে আরও পরীক্ষা করা সম্ভব হতো এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতো বলে মনে করেন তারা।

তবে মঙ্গলবারের বৈঠকে আইসিডিডিআরবি'র কথা বলা হলেও আইইডিসিআর থেকে বুধবারের সংবাদ সম্মেলনে সেটা বলা হয়নি। আর এসব পরীক্ষাগুলো কে বা কারা সমন্বয় করবে সেটাও পরিষ্কার না।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টেস্টের বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) ডেফিনেশনের কথা বলে আইইডিসিআর। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডেফিনেশন তো আরও রয়েছে, ওরা (আইইডিসিআর) যে ডেফিনেশন দিচ্ছে সেটা দিয়ে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বোঝা যাবে না।

জানতে চাইলে চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানী আতিক আহসান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'গতবছর ডেঙ্গুর সময় থেকেই আইইডিসিআরের ভূমিকা হতাশাজনক মনে হয়েছে, এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আইইডিসিআরের দায়িত্ব ছিল সরকারকে বোঝানো, সেখানে তারাই বিষয়টি বুঝতে পেরেছে বলেও মনে করি না আমি। রাজনীতিবিদরা পাবলিক হেলথ বা আউটব্রেক বোঝেন না, তাদের বুঝবার কথাও নয়। তাদের বোঝানোর কথা আইইডিসিআরের, কিন্তু সেটা তারা করেনি, তারা ফেইল করেছে। এটা আইইডিসিআরের ব্যর্থতা।'

আইইডিসিআর বোঝেনি কী হতে যাচ্ছে এবং এ জন্য কী করা দরকার মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'পরীক্ষা ব্যবস্থা এখন ছড়িয়ে দিতে হবে। নয়তো সঠিক রোগী পাওয়া যাবে না। শুরু থেকেই যে সবার সাহায্য নেওয়া দরকার ছিল সেটা তারা হয় বুঝতে পারেনি, নয়তো বুঝতে চায়নি। আর প্রতিষ্ঠানটি সেটি এখনও বুঝতে পারছে কিনা, সে নিয়েও আমি নিশ্চিত নই।'

'টেস্ট যদি করা হয়, সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলে রোগীর সংখ্যা ওই জায়গায় পৌঁছাবে, কিন্তু টেস্টই যদি না করা হয় তাহলে সে রোগীর সংখ্যা দশ গুণ বাড়বে। আর এটা যত দিন যাবে ততই দ্বিগুণ হারে বাড়বে', বলেন আতিক।

করোনার টেস্ট ঠিকমতো না করতে পারলে করোনা নিয়ে কারো কথা বলাই উচিত নয় বলে মন্তব্য করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম। বাংলা ট্রিবিউনকে তিনি বলেন, 'টেস্ট না করে তারা (আইইডিসিআর) কী করে বলেন রোগী সংখ্যার কথা? আইইডিসিআরে যেসব ফোন কল যায়,

তার মধ্যে থেকে নমুনা শুনে বিশ্লেষণ করে টেস্ট করে, কিন্তু যারা কল করেন না তাদের কী করবে না?'

তিনি বলেন, 'কোয়ারেন্টিন অ্যাভয়েড করে যারা ছড়িয়ে পড়েছে তাদের নিয়ে কী করা হচ্ছে, সেটাও বুঝতে পারছি না। তাই কেবলমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে টেস্টের ব্যবস্থা না রেখে যারা বিদেশ থেকে এসেছে এবং তাদের সংস্পর্শে সাসপেক্টেড যারা রয়েছে, তাদের টেস্ট করতে হবে।'

শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজের ভাইরোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. জাহিদুর রহমান বলেন, 'কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়া থেকে বৈশ্বিক মহামারিতে রূপ নেওয়া পর্যন্ত আইইডিসিআর একটানা মিথ্যাচার করে আসছে। কর্তৃত্ব ধরে রাখতে গিয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কোভিড-১৯-এর পরীক্ষা করার ব্যবস্থা থাকার পরও সেসব জায়গায় পিসিআর করতে দিচ্ছে না।'

কোভিড-১৯ প্যানডেমিকের এই পর্যায়ে (লেভেল-৩) সবচেয়ে জরুরি কাজ টেস্টিং মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'রাষ্ট্র সাসপেক্টেড সবার টেস্ট করতে বাধ্য, আর আইডিসিআর ব্যর্থ হবে সেটাই স্বাভাবিক। তাই যত দ্রুত সম্ভব সারাদেশে কমপক্ষে ১৫-২০টি ল্যাবে পিসিআর মেশিন বসিয়ে প্রতিটি সাসপেক্টেড কেইস টেস্ট করতে হবে।'

আফ্রিকাতে করোনা থেকে বাঁচতে পাদ্রীর উপদেশে 'ডেটল' খেয়ে ৫৯ জনের মৃত্যু!

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণণ থেকে বাঁচা যাবে খ্রিস্টান পাদ্রীর এমন উপদেশে তরল জীবাণুনাশক 'ডেটল' পান করে ৫৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাকগোউড়ু এলাকার লিম্পোপোমেড খ্রিস্টান চার্চের ফাদার রুফুস ফালা সম্প্রতি করোনাভাইরাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তার ভক্তদের ডেটল খাওয়ান। গির্জার মধ্যে তিনি নিজহাতে ভক্তদের এই ডেটল পান করান। কেনিয়া টুডের বরাতে ভারতীয় গণমাধ্যম ওপিইন্ডিয়া এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।

ডেটল পান করে ৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও চারজন মারাত্মক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ফাদারের অনুসারীরা মনে করেছিল ডেটল পান করলে তারা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হবেন না।

এ সম্পর্কে ফাদার রুফুস ফালা দাবি করেছেন, তিনি জানতেন ডেটল খাওয়া মারাত্মক ক্ষতির কারণ। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা (গড) তাকে এটি খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি নিজে সবার আগে ডেটল খেয়েছেন বলেও দাবি করে ফাদার রুফুস ফালা। তবে তিনি কি পরিমাণ খেয়ে বেঁচে আছেন এবং তার ভক্তরা কতখানি খাওয়ার কারণে মারা গেছেন তা জানা যায়নি।

তবে ডেটল খাবার উপদেশ এবারই প্রথম দেননি ফাদার রুফুস ফালা। এর আগে তিনি তার ভক্তদেরকে রোগ থেকে মুক্তি পেতে শরীরকে সংক্রমণ মুক্ত করতে ডেটল খাবার পরামর্শ দিয়েছেন বলে ডেইলি সান সাউথ আফ্রিকা জানিয়েছে।

আফ্রিকার ৫৪টি দেশের মধ্যে এরইমধ্যে ৪০টি দেশে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে।

হাত ধোয়া গুরুত্বপূর্ণ কেন

যে কোনো জীবাণুর সংক্রমণ থেকে বাঁচতে প্রথমেই প্রয়োজন পরিচ্ছন্নতা। আর হাত থেকে জীবাণু সবচেয়ে বেশি ছড়ায় তাই সবার আগে হাত জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। হাত পরিষ্কার রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস, যার মাধ্যমে সহজেই অনেক ধরনের অসুস্থতা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। টয়লেট ব্যবহারের পর ভালোভাবে হাত না ধোয়ার কারণে জীবাণু সবচেয়ে বেশি ছড়ায়। সূত্রঃ আমাদের সময়

ডায়রিয়া বা পেটের যে কোনো সমস্যা হতে পারে টয়লেট থেকে বা বাচ্চার ডায়াপার বদলানোর পর ভালোভাবে হাত পরিষ্কার না করলে। এ ছাড়া হাঁচি-কাশি থেকে জীবাণুর সংক্রমণ হয়। দূষিত কোনো কিছুর সংস্পর্শে এলেও মানুষের হাতে জীবাণু আসতে পারে। হাঁচি-কাশির সময় মুখে হাত দিলে লেগে থাকা এই জীবাণু যদি ধুয়ে না ফেলা হয় তা হলে শুধু যিনি বাহক তিনিই নন, তার সংস্পর্শে যারাই আসবেন সবাই-ই সংক্রমিত হতে পারেন। শিশুরা যেন দিনে অন্তত ১০/১২ বার হাত ধোয়ার অভ্যেস করে সেদিকে খেয়াল রাখুন।

প্রভাবশালী হওয়ায় গ্রেফতার হয়নি তরুণীর চুল কেটে দেওয়া সেই বখাটে

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে বিয়েতে রাজী না হওয়ায় এক তরুণীর চুল কেটে দেওয়া সেই বখাটে আল আমিন (২৫) ঘটনার তিন দিন অতিবাহিত হলেও গ্রেফতার হয়নি। উল্টো মামলা তুলে নেওয়ার জন্য ভয়ভীতি দেখাচ্ছে আসামী পক্ষ। কালের কণ্ঠের রিপোর্ট

জানা গেছে, আড়াইহাজার পৌর সভার চামুরকান্দী গ্রামের ফয়েজ খন্দকারের বখাটে ছেলে আল আমিন ৬ মাস ধরে কামরানীরচর গ্রামের বিল্লালের মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে আসছিল। কিন্তু ওই তরুণী তাতে রাজী হয়নি। এতে তরুণীর ওপর ক্ষিপ্ত ছিল আল আমিন। শনিবার সন্ধ্যায় তরুণী বরপা থেকে বাড়ী ফেরার পথে কৃষ্ণপুরা গ্রামের কাছে এলে তাকে ৪-৫ জন যুবক রাস্তা থেকে তুলে আল আমিন এর বাড়ীতে নিয়ে যায় ।

সেখানে নিয়ে তাকে বিয়ে করার জন্য তাকে চাপাচাপি করে। এতে রাজী না হওয়ায় আল আমিন ও তার লোকজন তার চুল কেটে দেয় এবং হাতে, গালে সিগারেটের আগুন দিয়ে ছ্যাঁকা দেয়। সেই সঙ্গে তাকে মারপিও করে। এর পর তাকে মেরে ফেলোর জন্য বাড়ীর পাশে চকে নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে তরুণীর মা মোমেলা বেগম বাদী হয়ে রোববার আড়াইহাজার থানায় আলআমিন, সহযোগি কামালের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত আরো ২ জনকে আসামী একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের ৩দিন অতিবাহিত হলে ও মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত আসামী গ্রেফতার হয়নি।

নির্যাতিত তরুণী অভিযোগ করে বলেন, আলআমিন আমাকে প্রতিনিয়ত মামলা তুলে নেওয়ার জন্য ভয়ভীতি দেখাচ্ছে।

মামলার বাদী তরুণীর মা জানান, আমরা গরীব মানুষ হওয়ায় মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে স্থানীয় প্রভাবশালী মহল।

বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভে আওয়ামী দালাল পুলিশের গুলিতে নিহত ১

দিনাজপুরের বিরলে রুপালি জুট মিলে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে সুরত আলী (৩৬) নামে একজন নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৫ মার্চ) রাত সাড়ে ১০টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। বিরল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ নাসিম হাবিব বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। খবর: বাংলা ট্রিবিউন

নিহত সুরত আলী বিরল পৌরসভা এলাকার হোসনা গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে। ওই মিলটি বিরল উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল লতিফের বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, তিন সপ্তাহের বকেয়া বেতনের দাবিতে বুধবার সন্ধ্যা থেকে শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় পুলিশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়লে সুরত আলী নিহত হন। এই সংঘর্ষের ঘটনায় প্রায় ১০ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা।

লকডাউন: ভারতীয় মালাউন পুলিশের বাড়াবাড়িতে ১৫০০০ লিটার দুধ, ১০০০০ কেজি সবজি নষ্ট

করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে গোটা ভারতজুড়ে। অতিজরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হওয়ায় দেয়া হয়েছে কড়া নিষেধাজ্ঞা। এ আদেশ অমান্য করলেই রীতিমতো পিটিয়ে মানুষজনকে ঘরে ফেরাচ্ছে পুলিশ। তবে সেক্ষেত্রে মালাউন পুলিশের বাড়াবাড়িতে সৃষ্টি হয়েছে নতুন বিপত্তি। *সূত্র: এনডিটিভি*

অবরুদ্ধ পরিস্থিতিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহেও বাধা দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে দেশটির বেশ কিছু ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান। তাদের অভিযোগ, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওষুধ বা মুদি সামগ্রী পৌঁছে দিতে নিয়োজিত কর্মীদের নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। অনেক সময় মারধর, এমনকি গ্রেফতারও করা হয়েছে।

এর ফলে এমন অভুতপূর্ব পরিস্থিতির মধ্যেই তৈরি হয়েছে নতুন সংকট। বিপুল পরিমাণ পণ্য ফেলে দিতে হচ্ছে। এপর্যন্ত অন্তত ১৫ হাজার লিটার তরল দুধ ও ১০ হাজার কেজি সবজি নষ্ট হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা।

বিগ বাস্কেট, ফ্রেশ মেনু ও পর্টিয়া মেডিকেলের মতো অনলাইন প্ল্যাটফর্মের প্রমোটার কে গণেশ বলেন, গত কয়েকদিনে পুলিশ বহু ডেলিভারি এজেন্টকে হেনস্থা করেছে, মারধর করেছে, একজনকে গ্রেফতারও করেছে।

তিনি বলেন,সরকার করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারিভাবে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে খাবার, মুদির দোকানের জিনিসপত্র, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম ডেলিভারিতে বাধা দেয়া যাবে না। কিন্তু অনেক নিরাপত্তাকর্মী মনে হয় সেই নির্দেশের অর্থ বুঝতে পারেননি।

ভারতীয় পুলিশের সমালোচনা করে গণেশ বলেন, তারা জানে না অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিবহনে বাধা দেয়া যায় না। অনেকের সঙ্গেই তারা খারাপ ব্যবহার করছে। মারধর করছে। কেরালায় আমাদের এক স্বাস্থ্যকর্মী এক রোগীর বাড়িতে যাচ্ছিলেন। তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

একারণে লকডাউন নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত নিরাপত্তাকর্মীদের প্রতি তার অনুরোধ, এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন, তাদের মারবেন না।

২৫শে মার্চ, ২০২০

অবরুদ্ধ অবস্থায় বিপাকে নিম্ন আয়ের মানুষ

প্রাণঘাতী নভেল করোনাভাইরাসের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছু সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। এর ভয়াবহতা আঁচ করে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তনও নিয়ে আসছে অনেক মানুষ। পথের চা-পানের টঙ দোকানে বসে-দাড়িয়ে অযথা আড্ডায় রাজা উজির মারার দৃশ্য দেখা যায় না।

আগের মতো আয়েশ করে চা পান বা সিগারেটে সুখটানের দৃশ্য চোখে পড়ে না। তবে এই সচেতনতার মধ্যেও স্বল্প ও ক্ষুদ্র আয়ের কিছু মানুষ পড়েছেন বিপাকে। তারা চোখে অন্ধকার দেখছেন। এই অবস্থায় নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিও তাদের হতাশ করেছে। এখন নিত্যপণ্য ও ওষুধের দোকান বন্ধের নির্দেশনায় তারা আরো ভেঙ্গে পড়েছেন। এই অবরুদ্ধ অবস্থায় এসব মানুষ সহযোগিতা দাবি করেছেন। কালের কণ্ঠের রিপোর্ট

সোমবার (২৪ মার্চ) দুপুরে সরেজমিন সুনামগঞ্জ জেলা শহরের স্বল্প ও ক্ষুদ্র আয়ের বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে কথা হয়। দেখা গেছে রিকশা, অটোরিকশায় যাত্রী কম। সেলুনেও ভিড় নেই। ভিড় কমেছে ছোট বড় কাপড়ের দোকান, প্রসাধনী, হোটেল রেস্টুরেন্টসহ স্বল্প ও ক্ষুদ্র আয়ের মানুষের জীবন চালানোর নানা মাধ্যমে। তাছাড়া ছোট প্রতিষ্ঠান গুলিতে মালিকদের আয় কমে যাওয়ায় শ্রমিকদের নিয়ে টেনশনে আছেন ব্যবসায়ীরা।

মঙ্গলবার দুপুর ১২টা। পৌর মার্কেটে সিড়ির নিচে দীর্ঘ একযুগ ধরে চায়ের দোকান দিয়ে সংসার নির্বাহ করেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সুজন মিয়া। এই আয়েই তার সংসার চলে। তার দোকানে আরো দুইজন কর্মচারী আছে দিনমজুর হিসেবে।

সুজন মিয়া জানান, গত এক সপ্তাহে তার বিক্রি কমে এসেছে। এখন দোকানে ভিড় নেই। সিঁড়ির নিচে আড্ডাও জমছে না। চা, পানের চাহিদাও কমেছে। এই অবস্থায় চলা মুশকিল। এখন দোকান বন্ধের সরকারি নির্দেশনায় চোখে অন্ধকার দেখছেন সুজন। তাছাড়া চালডাল ও নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণেও জীবন নিয়ে নাভিশ্বাস উঠেছে তাদের।

সুজন মিয়া বলেন, আমার চলার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আমার দোকানের দুই দিন মজুরের অবস্থাও আরো খারাপ। তারা দিনমজুর হিসেবে শ্রমমূল্য পেতো। এখন দোকান বন্ধ থাকায়

তারাও বেকার। আমাদের কারই আয় রোজগার নেই। নিত্যপণ্যের দোকানেও জিনিষের দাম বেশি। তিনি ও তার দোকান শ্রমিকদের সহায়তা প্রয়োজন বলে জানান সুজন মিয়া।

পৌর মার্কেটেরই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মানবেন্দ্র কর। তার ছোট্ট দোকানে কাপড় ও বইয়ের যৌথ ব্যবসা। কর্মচারী তিনজন। এখন বিক্রি একেবারে কমে গেছে তার দোকানে। ক্রেতা আসছেন না আগের মতো। সবাই এক রুদ্ধশ্বাস সময় অতিবাহিত করছেন। মানবেন্দ্রকর বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে শহরে আগের তুলনায় মানুষের উপস্থিতি কমেছে। জীবন বাঁচানো নিয়ে সবাই যেখানে শঙ্কিত সেখানে নতুন কাপড় চোপরের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহ কমেছে। আমাদের বিক্রি বাট্টা কমে যাওয়ায় এবং দোকান বন্ধের নির্দেশনায় এখন চোখে অন্ধকার দেখছি। কিভাবে যে দিনগুলো অতিবাহিত করবো সেটা নিয়ে চিন্তিত।

বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী জ্যোতিষ বৈদ্য বলেন, বাজারে মানুষের উপস্থিতি কম। আগের তুলনায় বিক্রিও কম। এভাবে চলছে দোকানভাড়া ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করাই কঠিন হবে। সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন। তিনি বলেন, একেবারে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আমি। যে পণ্য বিক্রি করি তা এখন বেশি দামে কিনতে হচ্ছে।

রিকশাচালক আমিরুল ইসলাম শহিদ মুক্তিযোদ্ধা জগৎজ্যোতি পাবলিক লাইব্রেরির সামনে রিকশা থামিয়ে সিটে বসে ঝিমুচ্ছিলেন। তার মুখে মাস্ক লাগানো। তিনি জানালেন, একটি সংগঠন তাকে একটি মাস্ক ও সাবান উপহার দিয়েছে। এই মাস্ক লাগিয়েই তিনি এখন রিক্সা নিয়ে বের হন।

আমিরুল বলেন, রিকশা নিয়ে বের হলে কি হবে আগের মতো প্যাসেঞ্জার মিলে না। তাই রিকশাভাড়া ৬০ টাকা পরিশোধ করে যা আয় হয় তা দিয়ে পরিবারের ভরণ পোষণ চলে না। তাছাড়া পরিবহন বন্ধের নির্দেশনা ও মানুষকে ঘর থেকে বের হওয়ার সরকারি নির্দেশনার কারণে তিনি করবেন ভেবে ওঠতে পারছেননা। আমিরুল এই অবস্থায় সহযোগিতা দাবি করলেন।

শহরের কার্লস হেয়ার একটি ব্যস্ত সেলুন। তিনজন কারিগরের সবাই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু গত এক সপ্তাহ ধরে ৩-৪টি করে কাজ করতে পারেন একেকজন। দৈনিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল ক্ষৌরকাররা এখন বিপাকে পড়েছেন।

এই সেলুনের কারিগর রাজু বলেন, আমি প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। কিন্তু গত এক সপ্তাহ ধরে ৩-৪টি কাজ করছি। মানুষ সেলুনে আসছে না।

তিনি বলেন, এই আয়েই আমার ৫ সদস্যের সংসার চলছে। এখন দোকান বন্ধের নির্দেশনায় মনটা খারাপ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, আমরা যারা নিম্ন ও স্বল্প আয়ের মানুষ তাদেরকে সহায়তা দেওয়া উচিত।

বাঘাবাড়ি নৌবন্দর অচল হওয়ায় শ্রমিকের ঘরে কান্না

করোনাভাইরাস সংক্রমনের কারণে গত এক সপ্তাহ ধরে সারবাহী কোন জাহাজ সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলায় অবস্থিত বাঘাবাড়ি নৌবন্দরে যাচ্ছেনা। এ অবস্থায় বন্দরে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আর তারই প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া প্রায় সাত শ' শ্রমিকের পরিবার পরিজন পড়েছেন অর্থকষ্টে। অনাহারে থাকতে হচ্ছে অনেককে। রিপোর্টঃ কালের কণ্ঠের

বাঘাবাড়ি নৌবন্দরের শ্রমিক আজিবর খান বলেন, 'প্রায় সাত শ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন। পরিবার পরিজন নিয়ে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছেন।'

নৌবন্দরের লেবার এজেন্ট আব্দুস সালাম ব্যাপারী বলেন, 'করোনার প্রভাবে প্রায় এক মাস বাঘাবাড়ি নৌবন্দরে জাহাজ চলাচল কমে গেছে। সর্বশেষ এক সপ্তাহে সারবাহী কার্গো-জাহাজ আসা একেবারে বন্ধ। এ অবস্থায় শ্রমিকরা কর্মহীন, উপার্জনহীন। এ পরিস্থিতি চললে সার সরবরাহ বন্ধ হয়ে চলতি সেচ মৌসুমে উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় সারের সংকট তৈরী হতে পারে।'

এবার বি.বাড়িয়ায় জায়েজ বিবাহ বন্ধ করলো তাগুত ইউএনও

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সদর উপজেলার সুলতানপুর ইউনিয়নের বিরামপুর গ্রামের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর সঙ্গে সোমবার রাতে পৌর এলাকার ভাদুঘর গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী এক যুবকের বিয়ের কথা ছিল। আর সারাদেশে জায়েজ বিয়ে বন্ধের পায়তারার অংশ হিসেবে তাগুত বাহিনীর সদস্যরা বিরামপুর গ্রামে এই বিবাহ বন্ধ করে দেয়। রিপোর্টঃ যায়যায়দিন

তাগুত বাহিনীর কথিত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ভ্রাম্যমাণ আদালত কথিত বাল্যবিবাহ থেকে রক্ষা করার নামে এই বিয়ে বাতিল করে দেয়। শরীয়ার অনুমোদিত বিয়ে ভেঙে দিয়ে বারবার স্পর্ধা দেখিয়ে যাচ্ছে এই তাগুত সরকারের বাহিনী। সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাগুত পঙ্কজ বড়ুয়া উপজেলার সুলতানপুর ইউনিয়নের বিরামপুর গ্রামে এ বিয়ে ভেঙে দেয়।

দু'মুঠো খাবার নিয়ে চিন্তিত কোটি কোটি ভারতবাসী

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বসবাস ভারতে । দেশটির দুই তৃতীয়াংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে । ৬৮.৮ শতাংশ মানুষের দৈনিক আয় ২ ডলারের কম । আর ৩০ শতাংশ মানুষের দৈনিক আয় ১.২৫ ডলারের কম । দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী দিনমজুর, জীবন যুদ্ধ করে কোন রকম বেঁচে আছে । এরূপ বাস্তবতায় করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের বিস্তার রোধে গতমঙ্গলবার সমগ্র ভারত লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে । এবং জনসাধারণকে ঘরে অবস্থান করতে বলা হয় । লকডাউন ঘোষণার পর এই দিনমজুরেরা কীভাবে জীবন যাপন করছেন, তা আজ বুধবার বিবিসির প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

দিল্লির নয়ডায় লেবার চকে নির্মাণশ্রমিকেরা লাইন ধরে বসে থাকেন। ভবন নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলো সেই শ্রমিকদের ভাড়া করে।

"গত রোববার প্রাথমিক লকডাউনের সময় প্রতিবেদক সেই এলাকা ঘুরে দেখেন, তা সুনসান পড়ে রয়েছে। ওই রকম একটি ব্যস্ত এলাকায় কেউ যা কোনো দিন কল্পনাও করতে পারেননি, তা–ই শোনা গেছে, পাখির কিচিরমিচির ডাক। পাখির ডাক শুনে প্রতিবেদক নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এক কোণে বসে আছেন কিছু লোক।

নিরাপদ দূরত্ব রেখে প্রতিবেদক তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন, যাঁদের একজন উত্তর প্রদেশের বান্ডা জেলার রমেশ কুমার।

রমেশ বললেন, 'আমি দিনে ৬০০ রুপি আয় করি। এ দিয়ে চলে পাঁচজনের সংসার। অল্প দিনের মধ্যেই ঘরে খাবার ফুরিয়ে যাবে। আমি করোনাভাইরাস ভয় করি। কিন্তু আমি আমার ছেলেমেয়েকে অভুক্ত দেখতে পারি না।'

ভারতে কোটি কোটি দিনমজুরের অবস্থা রমেশের মতো। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লকডাউন ঘোষণার পর আগামী তিন সপ্তাহের জন্য তাঁরা আয়ের আর পথ দেখছেন না।

ভারতে ৫০০ জনের করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছে ১০ জন। উত্তরের উত্তর প্রদেশ, দক্ষিণের কেরালা, রাজধানী দিল্লিসহ বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকার রমেশের মতো দরিদ্র মানুষকে সরাসরি অর্থ সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

মোদি সরকারও লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্ত দিনমজুরদের সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তথ্য অনুসারে, ভারতে কমপক্ষে ৯০ শতাংশ কর্মশক্তি অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। তারা নিরাপত্তাকর্মী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, রিকশাওয়ালা, হকার, ময়লা সংগ্রহকারী এবং গৃহকর্মী।

বেশির ভাগের পেনশন, অসুস্থতাজনিত ছুটি, বেতনসহ ছুটি বা কোনো ধরনের বিমা–সুবিধা নেই। অনেকের ব্যাংক হিসাব নেই। নিত্যদিনের চাহিদা মেটাতে তাঁদের নগদ অর্থের ওপর নির্ভর করতে হয়।

বিপুলসংখ্যক অভিবাসী শ্রমিক। এর মানে হচ্ছে, তাঁরা নিজের রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে এসেছে কাজের প্রয়োজনে।

উত্তর প্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব বলেছেন, এখানে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। তিনি স্বীকার করেন, কোনো সরকার এর আগে এ ধরনের পরিস্থিতির মুখে পড়েনি। তিনি বলেন, সব সরকারকে বিদ্যুতের গতিতে কাজ করতে হবে। কারণ, পরিস্থিতি প্রতিদিন পাল্টাচ্ছে। এলাকাভিত্তিক বড় রান্নাঘর করতে হবে। রান্না করা খাবার লোকজনকে সরবরাহ করতে হবে। হাতে নগদ অর্থ বা চাল, আটা তুলে দিতে হবে। কে কোন রাজ্য থেকে এসেছে, সেসব বাছবিচার করা যাবে না।

অখিলেশ যাদব নিজের রাজ্য নিয়ে বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। উত্তর প্রদেশ ভারতের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য। সেখানে ২২ কোটি লোকের বাস।

উত্তর প্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, তাঁর কর্মীদের একটি দল অন্য রাজ্য থেকে আসা লোকজনকে শনাক্ত করছে। যাদের সাহায্য প্রয়োজন, তাদের সবাইকে সাহায্য করবে সরকার।

কৃষ্ণ লাল নামে রিকশাচালক জানান, চার দিন ধরে তাঁর কোনো আয় নেই। তিনি বলেন, ‘পরিবারের সদস্যদের খাওয়ানোর জন্য আমার অর্থ দরকার। শুনেছি, সরকার আমাদের অর্থ দেবে। কিন্তু সেই অর্থ কখন, কীভাবে নিতে হবে, তা জানা নেই আমার।’

কৃষ্ণ লালের বন্ধু একটি দোকানে পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে কাজ করেন। তিনি জানালেন, খাবার কেনার মতো অর্থ নেই তাঁর কাছে। তিনি বলেন, ‘দুদিন ধরে দোকান বন্ধ। আমাকে কোনো অর্থও দেওয়া হয়নি। আমি জানি না দোকান কবে খুলবে। আমি খুব ভয় পাচ্ছি। আমার পরিবার আছে। কীভাবে আমি তাদের খাওয়াব?’

খেটে খাওয়া মানুষদের অনেকেই জানেন না করোনাভাইরাস কী, কেন পুরো দেশ অবরুদ্ধ, কেন মানুষের যাতায়াত বন্ধ।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক ব্যক্তি বলেন, তিনি কয়েক বছর ধরে এলাহাবাদ স্টেশনে জুতা পলিশ করেন। কিন্তু এখন স্টেশনে কোনো মানুষ দেখা যাচ্ছে না। কেন লোকজন স্টেশনে আসছে না, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। তিনি বলেন, 'আমি বুঝতে পারছি না কী হচ্ছে। কিছুদিন ধরে লোকজন স্টেশনে আসছে না। শুনেছি, কারফিউয়ের মতো কিছু চলছে। কিন্তু কেন?'

কথোপকথনের সময় বিনোদ প্রজাপতি নামের এক ব্যক্তি যেচে এসে কথা বলা শুরু করেন। তিনি জানান, স্টেশন এলাকায় তিনি পানির বোতল বিক্রি করেন। বললেন, 'আমি করোনাভাইরাসের ব্যাপারে সব জানি। পুরো বিশ্ব লড়ছে। যাদের থাকার জায়গা রয়েছে এবং সামর্থ্য রয়েছে, তারা বাড়ি থেকে বের হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের মতো মানুষের জন্য নিরাপত্তা ও ক্ষুধার মধ্যে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে হবে। আমাদের কোনটা বেছে নেওয়া উচিত?' "

উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা বিহীন লকডাউন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে দিচ্ছে । হু হু করে বাড়ছে খাদ্যাভাব । দুনীতিবাজ সরকার ও পুঁজিপতি মহাজনরা স্বাচ্ছন্দ্যে থাকলেও কোটি কোটি দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী নিজেদের জীবন নিয়ে শংকিত ।

বেহাল সড়কে ভোগান্তি ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের সাধারণ মানুষের

ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের ময়লা মোড় থেকে বগার মোড় হয়ে নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় ভোগান্তি বেড়েছে হাজার হাজার মানুষের। ব্যাহত হচ্ছে এলাকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন।

সরেজমিনে গিয়ে কথা হয় চরকালিবাড়ি এলাকার জালাল উদ্দিন, মোজাম্মেল হোসেন, মুনসুর আলীর সঙ্গে। তারা বলেন, ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা চরকালিবাড়ি। ময়লা মোড় থেকে বগার মোড় হয়ে নদীর পাড় পর্যন্ত সাড়ে ৩ কিলোমিটার রাস্তাটি হচ্ছে এখানকার মানুষের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে রাস্তায় কোনো সংস্কারকাজ না হওয়ায় প্রতিনিয়ত ভাঙছে সেটি, হয়ে গেছে সরু। শুকনো মৌসুমে ধুলাবালু আর বর্ষাকালে কাদায় থাকে পরিপূর্ণ। যায়যায়দিনের রিপোর্ট

স্থানীয় ধান ব্যবসায়ী আবু বকর সিদ্দিক বলেন, 'আমরা সিটি করপোরেশনের মধ্যে পড়েছি তাতে খুবই আনন্দিত ছিলাম। কয়েকদিন আগেও ৪০ টাকা শতাংশ হিসেবে জমির ট্যাক্স দিয়েছি। কিন্তু কই আমরা তো কোনো সিটির সুবিধা ভোগ করতে পারছি না। রাস্তাটার কারণে আমাদের এলাকায় কেউ আত্মীয় করতে চায় না। এভাবে আর কতদিন চলবে।'

মক্কা-মদিনায় আন্তঃপ্রদেশীয় যাতায়াত অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা

করোনাভাইরাসের বিস্তার প্রতিরোধে সৌদি আরবে আন্তঃপ্রদেশীয় যাতায়াত অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর বৃহস্পতিবার (২৭ মার্চ) মক্কা, মদিনা ও রিয়াদে বিকাল ৩ টা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছে। খবর- কালের কণ্ঠ

সৌদিতে গত রবিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে চলছে রাত্রিকালীন ২১ দিনের কারফিউ। এ আইন অমান্যকারীদের করা হচ্ছে ১০ হাজার সৌদি রিয়াল জরিমানা ও গ্রেপ্তার।

এখন পর্যন্ত সাড়ে সাতশ'র বেশি করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে সৌদিতে। সেই সঙ্গে প্রথম একজন মারা গেছেন বলে নিশ্চিত করেছেন দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

'এই দেশে জন্মাইসেন, এখনও বেঁচে আছেন এইটা বোনাস'

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ থাকা এক রোগী সেবা না পেয়ে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এবং এর পরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরার ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

আতিকা রমা নামের ওই নারী সোমবার দুপুরে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে নিজের আইডিতে অসুস্থ হওয়া, করোনার লক্ষণ, আইইডিসিআরের সঙ্গে যোগাযোগ করাসহ বিস্তারিত অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। সেখানে তিনি মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরাকে তুলোধুনা করেন। মাত্র ১ ঘণ্টার মধ্যে তার স্ট্যাটাসটি প্রায় দুই হাজার শেয়ার হয়। খবর-কালের কণ্ঠ

আতিকা রমার স্ট্যাটাসটি পাঠকদের জন্য হুবহু তুলে ধরা হলো;

“এই দেশ এই দেশের সিস্টেম একজন নাগরিক হিসেবে কি আমার???? গত ১২ দিন ধরে আমি জ্বর, প্রচন্ড গলা ব্যথা, শুকনা কাশি, কফ, প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট এবং ফাইনালি তীব্র পেট ব্যথায়

ভুগছি। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সকল লক্ষণ নিয়ে যখন অপেক্ষা করছিলাম তখন বন্ধুরা জোর করে যোগাযোগ করে IEDCR এর হেল্প লাইনে। তার মধ্যে ইন্ডিয়া থেকে গেস্ট এসেছিল। তাদেরকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে গিয়ে তারা বৃদ্ধ মানুষ হওয়ায় তাদের লাগেজের ট্রলিটা খালি হাতে ধরে বোর্ডিং পাসের জন্য ট্রলি ঠেলে নিয়ে গেছিলাম। এরপর ইমিগ্রেশনের গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেছি।

তখন প্রতিদিন চায়নায় মানুষ মরছে করোনা ভাইরাসের প্রকোপে। কিন্তু আমার তা মাথায় ছিল না। এয়ারপোর্টের ট্রলি জীবন কেড়ে নেয়ার ক্ষমতা রাখতে পারে ভাবিনি। এরপর যা হওয়ার হয়েছে।

এটা ছিল ১০ মার্চের ঘটনা। ১২ তারিখে একটা আইসক্রিম খেয়েছিলাম শখ করে, প্রায় সাথে সাথেই গলা ব্যথা শুরু হয়েছিল। এরপর ১৪ তারিখে তীব্র গলা ব্যথা আর শরীর কাঁপিয়ে জ্বর। জ্বরে তেমন কিছু মনে হয়নি, কিন্তু এরকম গলা ব্যথা আমার জীবনে আগে কখনও হয়নি। মনে হয়েছিল কেউ গলা চেপে ধরেছে এবং নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। অথচ আমার চেস্ট পরিষ্কার। দীর্ঘদিন এজমা থাকায় আমি জানি কোনটা এজমার এট্যাক। কিন্তু এটা ঠিক সেরকম ছিল না। তীব্র গলাব্যথার জন্য ছিল এই শ্বাসকষ্ট। আমার খালাতো বোন বারডেমের মেডিসিনের ডাক্তার। আমার ডায়াবেটিসের চিকিৎসাও উনি করেন। ওনাকে জানানো মাত্র এন্টিবায়োটিক দেন। খেতে শুরু করি।

কিন্তু শ্বাসকষ্ট থামে না, থামে না তীব্র গলা ব্যথাও। এভাবে ৯ দিন যাবার পর অবস্থা দিনকে দিন খারাপ হতে শুরু করে। যুক্ত হল নেবুলাইজার। দিনে ৬ বার ইনহেলারের সাথে যুক্ত হয় ৬ বার নেবুলাইজার। কিন্তু এগুলো সবই সাময়িক। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভাল থাকা যায় তারপর যে কে সেই। তীব্র গলা ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, পেট ব্যথা, কাশি মাঝে মাঝে জ্বর।

ভাইয়া তার এক বন্ধুর কাছে নিয়ে গেল। সেই ডাক্তার খুবই ইয়ার্কির মুডে জানাল এটা সিম্পল ঠান্ডা জ্বর, করোনা টরোনা নয়। আমার বন্ধু রানু আমার অবস্থা দেখে রেগে টেগে সমস্ত শক্তি দিয়ে IEDCR. এর হেল্পলাইনে যোগাযোগ করে পুরো ইতিহাস বলল। IEDCR কুর্মিটোলা হাসপাতালের এক প্রতিনিধি নাম ফারহা চৈতি উদ্বিগ্ন হয়ে ফোন করলেন। সব শুনে জানালেন ঐদিন রাতেই তারা আমাকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাবে কারন আমি করোনা ভাইরাস সাসপেক্টেটেড। আমি রাত টুকু সময় নিলাম সব কিছু গোছানোর জন্য। ঠিক হল সকাল ৮টায় ওনাদের এম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাবে একটা টিম এসে। সারা রাত ঘুমাতে পারলাম না নানান চিন্তায়। সকাল ৮ টার আগে নিজেকে পুরোপুরি প্রস্তুত করলাম। নাহ তাদের কোন খবর

নেই। নেই তো নেই। নিজেই সকাল ৯টার দিকে চলে গেলাম কুর্মিটোলা হাসপাতালে। গিয়ে ডাক্তার ফারহা চৈতিকে ফোনের পর ফোন করলাম। উনি ধরলেন না। কি করবো কিচ্ছু জানিনা। এখান থেকে সেখান ছুটে বেড়ালাম সেই অসুস্থ শরীরে। ডাক্তার চৈতি ফোন করলেন বেলা ১১:৩০ এ। উনি যে আনতে যাননি বা যাবার কথা ছিল তার ধারপাশ দিয়েও গেলেন না। এদিকে হাসপাতালে প্রচন্ড ভীড়। লোকে লোকারণ্য। গায়ে গায়ে মানুষ বসে আছে এমারজেন্সির সামনে। কোন ডাক্তার নাই। এমার্জেন্সির টিকিট কেটে আমি দূরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার প্রচন্ড শ্বাস কষ্ট আর তীব্র শীতের অনুভূতি হল। আমি উইন্ডব্রেকার পরে যাবার পরও ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছিলাম। কিন্তু এমার্জেন্সি সার্ভিস বলে সেখানে কিছু নেই। নেই একজনও ডাক্তার। এদিকে অপেক্ষা করছে শত শত নারী পুরুষ শিশু। আর তাদের যা তা ভাষায় ধমক দিয়ে যাচ্ছে আনসার সদস্যরা। আমি দূর থেকে সব দেখছি এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি কোন ভাবেই এখানে থাকা যাবে না। লোকে উন্মুক্ত ভাবে হাঁচি কাশি দিচ্ছে, থক থক করে থুতু ফেলে ভরিয়ে দিচ্ছে।

আমার খালাতো ভাই ফোন করলেন এবং অবস্থা জানতে চাইলেন। IEDCR এর চিফ মীরজাদি সেবরিনা ফ্লোরা ওনার পরিচিত। ওনার সাথে যোগাযোগ করলেন। ফ্লোরা ম্যাডাম সাথে সাথে কুর্মিটোলা থেকে বেরিয়ে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে যেতে বললেন আমাকে। ততোক্ষণে আমি ভীষণ ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত এবং হতাশ। সময় চেয়ে নিলাম। বাসায় ফিরে আমাকে গোসল করতেই হবে এবং খেতে হবে। তারপর যেতে হবে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে। সেখানে ফ্লোরা ম্যাডাম আমার জন্য সকল ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

বাসায় ফিরে ঘন্টাখানিক গোসল করলাম এমন ঘিনঘিনে অনুভূতি হয়েছে কুর্মিটোলা হাসপাতালে। সুস্থ মানুষ সেখানে অসুস্থ হতে বাধ্য। এরপর তৈরি হচ্ছি কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে যাবার জন্য, কিন্তু মন কোন ভাবেই সায় দিচ্ছে না। কারন IEDCR এর প্রস্তুতি নিয়ে আমি ভীষণ সন্দিহান। এরা ঠিক ভাংগা কলসির মত। এরপর মীরজাদি সেবরিনা ফ্লোরা আমার খালাতো ভাইকে জানালেন আমাকে করোনা ভাইরাস সম্ভবত এটাক করেনি। বাইরে বা হাসপাতালে থাকলে আমাকে ভাইরাস এটাক করবে। তাই হাসপাতালে থাকার দরকার নাই। আগে ব্লাড টেস্ট হোক। আমি হাসপাতালে থাকার ব্যাপারে একটুও আগ্রহী ছিলাম না নোংরা পরিবেশ এবং তাদের সার্ভিস কোয়ালিটি দেখে। মনে হয়েছিল ওখানে থাকলে আমি মারা যাব। আমি বাসায় থাকতে চাইলে ফ্লোরা ম্যাডাম রাজি হলেন। সিদ্ধান্ত হল বাসা থেকে আগে টেস্টের জন্য স্যাম্পল কালেক্ট করা হবে এবং আমাকে বাসার ভেতরে ১০০% isolation এ থাকতে হবে। পরের দিন অর্থাত গতকাল বাসা থেকে IEDCR এর লোকজন এসে ব্লাডের স্যাম্পল নিয়ে যাবে। সারাদিন অপেক্ষা।

এই আসছি সেই আসছি বলে এখন পর্যন্ত কোন খবর নাই। গতকাল এবং পরশুদিন একাধিক বার তাদেরকে একই তথ্য বার বার দিয়েছি। আসছি আসবো বলে তাদের কোন খবর নাই।

গতকাল সারাদিন রাত তীব্র শ্বাস কষ্টে ভুগেছি। ৮/১০ বার নেবুলাইজ করেছি, ইনহেলার দিয়েছি আর অপেক্ষা করেছি একটা সঠিক ডায়াগনোসিস হোক। জানি কেন এমন সমস্যা হচ্ছে। গলার ব্যথা, শ্বাসকষ্ট পেট ব্যথা কিছুই ঠিক হচ্ছে না।

সর্বোচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগের ফলাফল যদি এই হয়, তবে ধরেই নিচ্ছি বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কেউ নেই। IEDCR একটা স্টুপিড প্রতিষ্ঠান এবং তাদের চিফ মীরজাদি সেবরিনা ফ্লোরা হলেন সেই স্টুপিড নেতা। আপনারা হেল্প লাইনে ফোন করে দেখেন কি ধরণের ব্যবহার করে এরা। স্যাম্পল কালেকশনের জন্য এই নম্বরে কল করেন 01550064901 দেখবেন একই তথ্য আপনাকে কতবার দিতে হচ্ছে। প্রতিটা হেল্পলাইনে কি ভাবে কথা বলছে এক একজন। ফোন করেন কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে এই নম্বরে Control room Kuwait Bangladesh hospital-01830 769803 দেখেন কেমন ব্যবহার করবে আপনার সাথে।

গতকাল থেকে তীব্র শ্বাস কষ্টে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। নিজে নিজে নেবুলাইজ করছি। হ্যাঁ আমি আর কারো কাছে যাব না। আমার কোন চিকিতসার দরকার নেই। IEDCR এবং মীরজাদি সেবরিনা ফ্লোরার উপর ওহি নাজিল হইসে আমি সুস্থ আছি। তারা এখন বিভিন্ন জায়গার চাপে পরে ব্লাড নিতে আসলে আমি দেব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কারন টেস্টের রিপোর্ট কি হবে আমি জানি। এবং এও বিশ্বাস করি এই ব্লাড ড্রেনে ফেলে দেয়া হবে এবং বলা হবে আল্লামা মীরজাদি সেবরিনা ফ্লোরাতো আগেই টেস্টের রিপোর্ট জানতেন।

হ্যাঁ আমার কিছুই হয়নি। আমি একদম সুস্থ আছি। এই কয়দিন অসুস্থ হওয়ার নাটক করলাম। নাটকের অংশ হিসেবে দিনে রাতে নিজে নিজে নেবুলাইজ করলাম, ইনহেলারের পর ইনহেলার দিলাম। নাটকের অংশ হিসেবে এখনও ভুগছি, শ্বাসকষ্ট, গলা ব্যথা পেট ব্যথা নিয়ে। IEDCR একটা আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিষ্ঠান। ওনাদের ওপর নিয়মিত ওহি নাজিল হচ্ছে। আর করোনা ভাইরাস তেমন কোন ঘটনা না। এই দেশে জন্মাইসেন এইতো বেশী। এখনও বেঁচে আছেন এইটা বোনাস।

আমি ভীষণ ভাবে বিপর্যস্থ। এরকম দীর্ঘ শ্বাসকষ্ট এবং মানসিক যন্ত্রণায় অনেক দিন ভুগিনি। আমি যদি কোন কারনে মরে যাই সেই দায় আমার, তা রাষ্ট্রের না, IEDCR এর না এবং মীরজাদি সেবরিনা ফ্লোরার মত একজন সুপার ওহিপ্রাপ্ত নারীরও না। মীরজাদি সেবরিনা ফ্লোরা সিম্পিলি একটা সরকারের পা চাটা গোলাম, এটুকু মনে রাখবেন।

বল্টু ভাইরাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কনসার্ন। তাদের ব্যবস্থা করে রেখেছি। পৃথিবীর আর কোন কিছুর প্রতি আমার কোন দায় নেই। আমি এতটা মানসিক ভাবে এবং শারীরিক ভাবে বিপর্যস্থ যে ঠিক জানিনা কি কি ভুল করতে পারি কারন সঠিক ভাবে ভাব্বার মত মানসিক অবস্থায় আমি নেই।

উইশ ইউ হ্যাপি করোনা লাইফ। এই মিথ্যাবাদী, ইতর মানুষের দেশে জন্মে আমি ভীষণ লজ্জিত। এই দলকানা ধর্ম কানা মানুষের দেশে জন্মে আমি লজ্জিত। আমাকে সবাই ক্ষমা করবেন।

পুনশ্চ: লেবু চা গরম চায়ের বয়ান কেউ দিতে আইসেন না। এগুলাই করতেসি। আমি বলতে চেয়েছি একজন নাগরিক হিসেবে আমার সঠিক চিকিতসা পাওয়ার অধিকারের কথা। আজাইরা জ্ঞান দিবেন না। মাথা ভয়াবহ গরম আছে। যা কিছু ঘটায় ফেলতে পারি। কারন এখন আর আমি কিচ্ছু মানবো না। সেই সব ডাক্তারদের জন্যও করুণা যারা ডায়াগনোসিস ছাড়া রোগ নির্ধারণ করে। ঘেন্না ঘেন্না ঘেন্না।”

ভারতে ২১ দিনের ‘লকডাউন’ : ‘দিন এনে দিন খাওয়া’ মানুষেরা পড়েছেন মহা বিপদে

টানা ২১ দিন ‘লকডাউন’ ঘোষণা করায় ভারতের ‘দিন এনে দিন খাওয়া’ মানুষেরা পড়েছেন মহা বিপদে।

দিনভিত্তিক মজুরির শর্তে ভারতের বিশাল একটা জনগোষ্ঠী কাজ করে থাকে। বিভিন্ন কলকারখানাই তাদের আয়ের প্রধান উৎস। সারা দেশ অচল হয়ে যাওয়ায় আয়ের এই উৎস বন্ধ হয়ে গেছে।

উত্তর প্রদেশের এক দিনমজুর, যিনি প্রতিদিন ৬০০ রুপি আয় করে ঘরে ফেরার সময় চালডাল কেনেন। বিবিসিকে তিনি বলছিলেন, ‘প্রতিদিন আমার পাঁচজনকে খাওয়াতে হয়। করোনাভাইরাসের ঝুঁকি আমি জানি। কিন্তু ছেলেমেয়েকে তো খাবার দিতে হবে।’

চীনের হুবেই প্রদেশের রাজধানী উহান থেকে ছড়িয়ে পড়ার পর নভেল করোনাভাইরাসে ভারতে ৫০০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ১০ জন।

এই অবস্থায় সংক্রমণ থামাতে লকডাউন ঘোষণা করার সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিম্ন আয়ের মানুষদের অর্থ সরবরাহের কথা বলেছে।

কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি কতটা রাখা হবে তা নিয়ে চিন্তায় আছেন খেটে খাওয়া মানুষ। রাজপাল সিং নামের একজন যেমন বলছিলেন, 'বলা হচ্ছে অর্থ দেয়া হবে। কিন্তু সেটি কীভাবে তা এখনো আমরা জানি না। আর দিলেও কতদিন, কত করে দেয়া হবে, তাও বলা হয়নি। এই অবস্থায় আমরা শঙ্কিত।'

করোনায় আক্রান্ত হবে ১০ লাখ ইসরাইলি ইহুদি

বিশ্বজুড়ে আধিপত্য এখন কেবল করোনারভাইরাসের। বাকি সবই ফিকে এ অদৃশ্য মারণাস্ত্রের কাছে। ইতিমধ্যে গোটা বিশ্বকে গ্রাস করেছে করোনা। চীনের উহান শহরে উৎপত্তির পর করোনা পৌঁছে গেছে ইসরাইলে।

মঙ্গলবার পর্যন্ত দেশটিতে করোনা রোগীর সংখ্যা ১৬৫৬ জন। এ সংখ্যা প্রতিনিয়তই বাড়ছে।

দেশটিতে করোনা রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখে ধারণা করা হচ্ছে দ্রুতই ১০ লাখ ইসরাইলি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে। যাদের মধ্যে মারা যেতে পারেন ১০ হাজার মানুষ। খবর: যুগান্তর

দ্য জেরুজালেম পোস্ট জানিয়েছে, গত ১৮ মার্চ ১১ হাজার ইসরাইলির ওপর করোনাভাইরাস শনাক্তের পরীক্ষা চালায় ইসরাইলের স্বাস্থ্য বিভাগ। সেখানে, ৪৩৩ জনের ফলাফল কভিড-১৯ পজিটিভ আসে। যা মোট নমুনার ৪ শতাংশ।

এরপর গত মঙ্গলবার, ২৭ হাজার ৫৪ জনের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে সব মিলিয়ে ১৬৫৬ জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়, যা ৬.১ শতাংশ।

এমন ফলাফলের পর স্যামসন আজুটা আশদুদ ইউনিভার্সিটির সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ পরিষেবার প্রধান ড্যানিয়েল গ্রুপেল বলেন, এমন হারে বৃদ্ধি পেতে থাকলে ইসরাইলের এক-তৃতীয়াংশ বাসিন্দা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হবে।

গ্রুপেলের এমন বক্তব্যের আগেই সোমবার মন্ত্রিসভার সাত ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানইয়াহু।

তিনি স্বাস্থ্য বিভাগসহ সংশ্লিষ্টদের হুঁশিয়ারি দেন, 'মারাত্মক এ করোনার লাগাম টেনে না ধরতে পারলে আগামী এক মাসে ১০ লাখ ইসরাইলি কভিড-১৯ এ আক্রান্ত হতে পারে। এতে মারা যেতে পারে ১০ হাজার ইসরাইলি।'

প্রধানমন্ত্রীর এমন হুঁশিয়ারির পর দেশটির ম্যাগান দাউদ-আদম মেডিকেলের পরিচালক রাফায়েল স্টুরগো বলেন, আমরা যতটুকু পরীক্ষা করতে পেরেছি তার ৪ শতাংশ রোগী পেয়েছি। হতে পারে আরও অনেক ইসরাইলি ভাইরাসটি বহন করছেন যাদের পরীক্ষা করা হয়নি। তবে এই আক্রান্তের হার ১০ থেকে ১২ শতাংশে পৌঁছুলে আমি মনে করি ইসরাইল হবে চীন-ইতালির মতো সবচেয়ে বেশি করোনায় বিধ্বস্ত দেশ।

এদিকে এন১২ চ্যানেলকে দেশটির এক সরকারি কর্মকর্তাদের অভিযোগ, এমন মহামারী পরিস্থিতিতেও সাধারণ ইসরাইলিরা এমনকি বেশ কয়েকজন মন্ত্রী করোনাভাইরাসের দ্রুত সংক্রমণের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন না।

এদিকে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব রুখতে সব করোনা রোগীর মোবাইল ফোন ট্র্যাক করার কার্যক্রম চালু করেছে নেতানিয়াহু সরকার।

এর মাধ্যমে সব করোনা রোগীদের গতিবিধি অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেক তথ্য তাদের কাছে এসেছে। করোনা পরীক্ষা করার আগে ওই ব্যক্তি কোথায় গেছেন, কার সংস্পর্শে এসেছেন সব খবরই জানা যাচ্ছে এই পদ্ধতিতে।

উল্লেখ্য, ইসরাইলের স্বাস্থ্য বিভাগ জানাচ্ছে, দেশটিতে সব মিলিয়ে এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার কোয়ারেন্টিনে আছেন। একাত্তর হাজার ঊনত্রিশ জনকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২১৪ জন। এ নিয়ে দেশটিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার ৬৫৬ জনে পৌঁছল। এদের মধ্যে ৩১ জনের অবস্থা গুরুতর। আর ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দুই জন।

কঠিন মুহূর্তেও এনজিওগুলোর কিস্তি আদায় অব্যাহত, বিপাকে নিম্ন আয়ের মানুষ

করোনাভাইরাস সংক্রমণ এড়াতে দেশের বিভিন্ন স্থানে দোকান-পাট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। লোকজন চলাচলও সীমিত করে দেয়া হয়েছে। ফলে নিম্ন আয়ের মানুষদের কর্মসংস্থান কমে গেছে।

এতে দিনমজুর-ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আয় নেই বললেই চলে। এমন পরিস্থিতিতেও বিভিন্ন স্থানে চলছে এনজিওর ঋণ আদায় কার্যক্রম। এতে এনজিওর ঋণ গ্রহণকারী দরিদ্র মানুষ এখন বিপাকে। তাদের দাবি পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ঋণ আদায় স্থগিত করার। সূত্র:যুগান্তর

মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের কারণে সব ধরনের ক্ষুদ্র ঋণ আদায় বন্ধ ঘোষণা করলেও তা মানছে না এনজিও সংস্থাগুলো।

ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল): ভূঞাপুরে এনজিওর কিস্তি দিতে হিমশিম খাচ্ছে নিম্ন আয়ের মানুষ। করোনাভাইরাস আতঙ্কে হাট-বাজারে মানুষ নেই। এতে নিম্ন আয়ের মানুষের আয় নেই। খেটে খাওয়া মানুষেরা হয়ে পড়ছেন বেকার। এমতাবস্থায় এনজিওর সাপ্তাহিক ও মাসিক কিস্তির টাকা জোগাড় দূরের কথা খাবার কেনার টাকা জোগাড়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের।

উপজেলায় শতাধিক এনজিও নিয়মিত ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এসব এনজিও থেকে কয়েক হাজার মানুষ ঋণ সংগ্রহ করেছেন। এতে ঋণগ্রহীতারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

ভুক্তভোগীরা জানায়, কিস্তির টাকা না দিলে কর্মীরা জন্য রাত অবধি বসে থাকেন, গালমন্দ করেন, হুমকি দেন। গোবিন্দাসী এলাকার ভ্যানচালক আমিনুর জানান, করোনাভাইরাসের কারণে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক বিরাজ করায় মানুষ ঘর থেকে কম বের হন। সারা দিনে ভ্যান চালিয়ে যে উপার্জন হয় তাতে সংসারই হয় না আবার কিস্তি দেব কোথায় থেকে।

ফলদা বাজার হাটের মুদি দোকানদার হাসান জানান, হাটে লোকজন প্রয়োজন ছাড়া আসছে না। বেচাকেনা খুবই কম। ইভাবে চললে সংসার চালান খুবই কঠিন।

ইউএনও নাসরীন পারভীন বলেন, এনজিওগুলোর কিস্তি আদায়ের বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।

গাইবান্ধা: করোনাভাইরাস দুর্যোগে কিস্তি মওকুফে সংশ্লিষ্টদের বাধ্য করাসহ ৭ দফা দাবিতে মঙ্গলবার বাসদ (মার্কসবাদী) শহর শাখার উদ্যোগে গাইবান্ধা পৌর মেয়র শাহ মাসুদ জাহাঙ্গীর কবীর মিলনের হাতে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এর আগে পৌরসভা চত্বরে বাসদ (মার্কসবাদী) শহর শাখার সংগঠক আবু রাহেন শফিউল্যাহ খোকনের সভাপতিত্বে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা সদস্য নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, লীজা উল্যাহ, মাসুদা আকতার প্রমুখ।

গুরুদাসপুর (নাটোর): নাটোর জেলা প্রশাসক মো. শাহরিয়াজ হতদরিদ্রদের আয় কমায় সব এনজিওর ঋণ আদায় বন্ধের অনুরোধ জানিয়েছেন। তবে এনজিও কর্মকর্তারা সে আদেশ অমান্য করে ঋণের কিস্তি আদায় করছেন বলে জানা গেছে।

উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এনজিও থেকে ঋণগ্রহীতা জাহানার বেগম, আসমা খাতুন, রোকেয় বেগমসহ অন্তত ২০ জনের সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান থেকে তারা ঋণ নিয়েছেন। প্রায় সবাই ওই ঋণের টাকা নিয়ে অটো ভ্যান ক্রয় করেছেন। তাদের স্বামীরা অটো ভ্যান চালিয়ে সংসার চালান। খাবার কেনার পর সেখান থেকে বাঁচিয়ে ঋণের কিস্তি দেন।

তারা জানান, দুই সপ্তাহ হল করোনার কারণে মানুষজনের চলাফেরা কমে গেছে। আগে ৩ থেকে ৫শ' টাকা রোজগার হতো। বর্তমানে ১০০ টাকা কামাই হয় না। তা দিয়ে স্বামী-সন্তান নিয়ে সংসারই চলে না, কিস্তি দেবে কোথায় থেকে। কিন্তু এনজিওর স্যারেরা এসে জবরদস্তি করছে। এমনকি গালমন্দও করছে।

ইউএনও মো. তমাল হোসেন বলেন, জেলা প্রশাসক স্যার নির্দেশ দিয়েছেন জুন পর্যন্ত কোনো এনজিওর ঋণের কিস্তি নেয়া যাবে না। কোনো এনজিও নিলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রায়পুর (লক্ষ্মীপুর): ইউএনও করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের কিস্তি জুন পর্যন্ত না নেয়ার নির্দেশ দিলেও তা উপেক্ষা করে রায়পুরের ২৩ এনজিও তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। মঙ্গলবার সকালে সরেজমিনে কয়েকটি এনজিওর মাঠকর্মীদের কিস্তি উত্তোলন করতে দেখা গেছে।

উপকূলীয় অঞ্চল চরআবাবিল ও চরবংশী ইউনিয়নের কয়েকটি জেলে পরিবার গ্রামে এনজিও কর্মীরা কিস্তি আদায়ের জন্য বাড়িতে বাড়িতে অবস্থান করছে। দিনমজুর ও জেলে পরিবারকে কিস্তি পরিশোধে চাপ সৃষ্টি করতে দেখা যায়।

কুয়াকাটা (পটুয়াখালী): করোনাভাইরাস আতঙ্কে সবকিছু বন্ধ ঘোষণা করলেও এখনও বন্ধ হয়নি কুয়াকাটায় এনজিও কর্মীদের ঋণের কিস্তি আদায়। মঙ্গলবার সকালে বেসরকারি সংস্থা আশার মাঠকর্মীরা কুয়াকাটা পৌরসভার ইসলামপুর মহল্লার বিভিন্ন বাড়িতে ঘুরে কিস্তি টাকা আদায় করেছেন। এ ঘটনায় স্থানীয় অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

২৩ মার্চ পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক এনজিওর কিস্তি আদায় বন্ধ ঘোষণা করছেন। কিন্তু এনজিও কর্মকর্তারা তা মানছেন না। কিস্তির টাকা পরিশোধে অনেকে অনীহা প্রকাশ করলে এনজিও কর্মীরা তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। নতুন করে ঋণ নিতে অসুবিধা হবে বলেও সতর্ক করা হচ্ছে ওই সব এনজিওর পক্ষ থেকে।

জাহিদ হোসেন নামে এক এনজিও মাঠকর্মী বলেন, কিস্তি আদায়ে আমাদের ওপরের কোনো নির্দেশ পাইনি। তাই আদায় করছি।

সরেজমিনে, মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) সকালে বেসরকারি এনজিও গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার ও কর্মী রহিমপুর ইউনিয়নের ধর্মপুর গ্রামে বিভিন্ন বাড়িতে ঘুরে কিস্তির টাকা আদায় করেন। এঘটনায় স্থানীয় অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেও নতুন করে লোন নিতে ঝামেলা হবে বলে এবিষয়ে নাম প্রকাশ করতে অনিহা প্রকাশ করেছেন অনেকে।

দিল্লির সাড়া জাগানো শাহীনবাগের প্রতিবাদ মঞ্চ তুলে দিল মালাউন পুলিশ

করোনাভাইরাসের কারণে লকডাউনের অংশ হিসেবে দিল্লি শাহীনবাগের ধরনা মঞ্চ তুলে দিয়েছে পুলিশ। দিল্লির যে শাহীনবাগ ভারতের বিতর্কিত ও মুসলিম বিদ্বেষী নতুন নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিল, মঙ্গলবার সকালে দিল্লি পুলিশ সেই ধরনা মঞ্চ জোর করে তুলে দিয়েছে। খবর বিবিসির।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাতটা নাগাদ দিল্লি পুলিশের একটি দল শাহীনবাগে গিয়ে ধরনা মঞ্চ খালি করে দেওয়ার দাবি জানায়। কিন্তু সেখানে অবস্থানরত যে প্রতিবাদকারী ছিলেন, তারা তাতে বাধা দিলে আধঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ জোর করে তাদের তুলে দেয়।

ঘটনাস্থল থেকে ছয় জন মহিলা ও তিন জন পুরুষ-সহ মোট নয়জনকে আটক করা হয়।

এর ফলে সেই গত ১৫ই ডিসেম্বর বিকেল থেকে নাগরিকত্ব আইন ও প্রস্তাবিত এনআরসি-র বিরুদ্ধে শাহীনবাগে লাগাতার যে আন্দোলন চলছিল, ঠিক ১০১ দিনের মাথায় এসে পুলিশি হস্তক্ষেপে তার অবসান হল।

শাহীনবাগে অবশ্য গত দু-তিন দিন ধরেই একটা সময়ে মাত্র পাঁচজন করে প্রতিবাদকারী ধরনা মঞ্চে থাকছিলেন – যাতে ১৪৪ ধারার শর্ত লঙ্ঘিত না হয়। বাকিরা ধরনা মঞ্চে তাদের চটি বা চপ্পল রেখে আন্দোলনের প্রতি তাদের উপস্থিতি ও সংহতি প্রকাশ করছিলেন।

গত সাড়ে তিন মাসে শাহীনবাগ দেশের নানা প্রান্ত থেকে প্রভূত সমর্থন পেয়েছে এবং ভারতের বহু শহরে শাহীনবাগের ধাঁচে প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল। ভারতের সীমানা পেরিয়ে গোটা পৃথিবীতে এ আন্দোলন সাড়া জাগিয়েছে।

এদিকে কলকাতা থেকে জানানো হয়েছে, শহরের পার্ক সার্কাসে শাহীনবাগের ধাঁচে যে লাগাতার ধরনা চলছে তার আয়োজকরাও সেটি এখন সীমিত আকারে চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

গত রাতে তারা জানান, এখন থেকে পার্ক সার্কাসের মঞ্চে মাত্র সাতজন করে নারী-পুরুষ প্রতিবাদকারী থাকবেন। বাকিরা নিজেদের চটি রেখে দিয়ে আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করবেন।

এই বছর হজ্ব ও উমরাহ বন্ধ ঘোষণা হতে পারে : সৌদি রাষ্ট্রদূত

এই বছর ২০২০ সালে হজ্ব ও উমরাহ বাতিল হতে পারে।এই জন্য সকল হজ সংস্থাকে হোটেল, প্রশিক্ষক বা এয়ারলাইনের টিকিটের সাথে কোন প্রকারের চুক্তি না করার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

সৌদি রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ আহমদ আল আবদান গতকাল ২৪ মার্চ এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে হজ্ব বন্ধ করতে এখনও কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন,করোনাভাইরাস অব্যাহতভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে, ফলে এ বছরের জন্য হজ্ব স্থগিত হতে পারে।

প্রতি বছর সাধারণত হজ্ব জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে শুরু হয়। সরকারীভাবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে হোটেল বা বিমান সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোন রকম কার্যক্রম পরিচালনা না করে।

এর আগে দেশটি ভাইরাসের বিস্তার রোধে উমরাহ হজ্ব এর জন্য ভিসা প্রদান স্থগিত এবং মক্কা ও মদিনার দুটি পবিত্র মসজিদ মসজিদ আল হারাম এবং মসজিদ আল নববিতে জামাতে নামাজ স্থগিত করেছে।
প্রসঙ্গত, সৌদি আরবে এ খবর লেখা পর্যন্ত করোনভাইরাস আক্রান্ত হয়ে ১জন মৃত্যুবরণ ও ৭৬৭ আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা যায়।

বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে করোনা পরীক্ষাই হচ্ছে না

যত দিন যাচ্ছে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। দেশে আক্রান্তের সংখ্যা কত এর সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রধান টেড্রোস অ্যাধনম ঘেব্রেইয়েসাস যেখানে বারবার

বলছেন, নির্বিচারে পরীক্ষা করতে হবে। আক্রান্তদের আলাদা করে ফেলতে হবে। কিন্তু গত দুই মাসে বিদেশফেরত প্রায় ৭ লাখ মানুষ কোথায় আছে, প্রশাসন জানে না। এদের মধ্যে কতজন আক্রান্ত তারও কোনো হিসাব নেই। বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, দেশের মধ্যে এটা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। মফস্সল শহরগুলোতে পরীক্ষাই হচ্ছে না। ফলে কেউ আক্রান্ত হলে সে অবস্থায়ই ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। *খবর:দৈনিক ইত্তেফাক*

গতকাল বিকালে নিয়মিত প্রেসব্রিফিংয়ে আইইডিসিআরের পরিচালক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা জানান, নতুন করে মঙ্গলবার এক জনের মৃত্যু হয়েছে। আরো ছয় জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ৪ এবং আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৯ জনে।

এদিকে মফস্সল শহরে করোনা পরীক্ষার কোনো সুযোগই নেই। হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসক, নার্সসহ সহকারীরা চরম আতঙ্কে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন। অধিকাংশ হাসপাতালে জ্বর নিয়ে গেলে দেখছেনই না চিকিৎসকরা। তারা সরাসরি আইইডিসিআরের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দিচ্ছেন। অথচ আইইডিসিআরের হটলাইটে বারবার চেষ্টা করেও ফোনে ঢোকা যাচ্ছে না। কেউ সরাসরি সেখানে গেলেও ঢুকতে দিচ্ছে না। ফলে মানুষ কীভাবে পরীক্ষা করবে, তারা করোনায় আক্রান্ত কি না, সে উপায় খুঁজে পাচ্ছে না।

এই পরিস্থিতিতে স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত ছুটি দেওয়া হলেও স্রোতের মতো মানুষ গ্রামে চলে যাচ্ছেন। এর মধ্যে কার করোনা আছে, আর কার নেই, তা-ও বোঝার সুযোগ নেই। ট্রেনের ওপরে-নিচে শুধু মানুষ আর মানুষ। অন্যদিকে রাজধানীর কাওরান বাজারে রাতেরবেলায় সবজি বিক্রির সময় শত শত ক্রেতা-বিক্রেতা ধাক্কাধাক্কি করে চলাফেরা করছেন। এদের মধ্যে যদি এক জনও আক্রান্ত থাকেন তাহলে শত শত মানুষের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। সবমিলিয়ে করোনা মোকাবেলায় চরম সমন্বয়হীনতা দেখা যাচ্ছে।

পরীক্ষা করানোই দুঃসাধ্য : আইইডিসিআর এখন পর্যন্ত ৫ শতাধিক মানুষের পরীক্ষা করেছে। তার মধ্যে আক্রান্ত ধরা পড়েছে ৩৯ জন। আর মারা গেছে ৪ জন। এর বাইরে প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট, জ্বর ও গলা ব্যথা নিয়ে খুলনায় মারা গেছেন দুই জন, সিলেটে এক জন ও কিশোরগঞ্জের ভৈরবে এক জন। তারা করোনায় আক্রান্ত ছিলেন কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ার করে বলেছেন, এখনই যদি নির্বিচারে হাজার হাজার মানুষের পরীক্ষা করে আক্রান্তদের পৃথক না করা যায় তাহলে আমাদের পরিস্থিতি ইতালির চেয়েও ভয়াবহ হতে পারে।

নোয়াখালীর এক কিশোরকে গতকাল মঙ্গলবার দেখা গেল আইইডিসিআরের সামনে ঘোরাফেরা করতে। জানতে চাইলে ওই কিশোর বললেন, কয়েক দিন আগে সৌদি আরব থেকে তার এক আত্মীয় দেশে এসেছেন। তার সঙ্গে তিনি মেলামেশাও করেছেন। গত দুই দিন হলো তিনি জ্বর, কাশি আর শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। স্থানীয় হাসপাতালে গেলে চিকিৎসকরা আইইডিসিআরের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছেন। নিজে এখানে এসেও ভেতরে ঢুকতে পারছেন না। কীভাবে পরীক্ষা করাবেন, তা-ও বুঝতে পারছেন না এই যুবক।

মিরপুরের টোলারবাগের এক বাসিন্দা টেলিফোনে ইত্তেফাককে বলেন, 'আমার পরিবারের এক জন জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। আমি টানা কয়েক ঘণ্টা চেষ্টা করেও আইইডিসিআরের হটলাইনে ঢুকতে পারিনি। একদিন পর টেলিফোন সংযোগ পাওয়ার পর সেখান থেকে এক জন সবকিছু শোনার পর বললেন, যেহেতু পরিবারের কেউ বিদেশ থেকে আসেনি, তাই তাদের এই পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। অথচ হাসপাতালে গেলে ভর্তি করছে না। এই পরিস্থিতিতে আমরা কী করব? সরকারি হাসপাতালেও সাধারণ রোগের চিকিৎসা সেবা মিলছে না।'

সংসদীয় কমিটিতে ক্ষোভ:স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির গতকালের বৈঠকে কমিটির সভাপতি শেখ ফজলুর করিম সেলিম স্বাস্থ্য সচিব ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালকের উদ্দেশ্যে বলেন, গত চার মাসে আপনারা চিকিৎসকদের সরঞ্জাম ও কিট আনতে পারেননি। তাহলে আপনারা এতদিন করেছেন কী? অযথাই কথা বলে সরকারকে বেকায়দায় ফেলেছেন। বৈঠকে উপস্থিত অধিকাংশ সংসদ সদস্যই করোনা মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

কক্সবাজারে বৃদ্ধা আক্রান্ত :কক্সবাজার প্রতিনিধি জানান, কক্সবাজারে ওমরাফেরত এক বৃদ্ধার শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। ঢাকায় পাঠানো নমুনার পরীক্ষার রিপোর্টে এ ভাইরাসের উপস্থিতির তথ্য এসেছে বলে জানিয়েছেন কক্সবাজার সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক (সুপার) ডা. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন। আক্রান্ত বৃদ্ধা ভর্তির পর থেকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালের বিশেষ কেবিনে রয়েছেন। আক্রান্ত এই নারী (৭৫) গত ১৩ মার্চ ওমরা হজ শেষে সৌদি আরব থেকে ফিরেছেন। তার পরিবারের প্রায় সবাই হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন। হাসপাতালের একাধিক চিকিৎসক-নার্স ও ক্লিনারকে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে।

আখাউড়ায় চিকিৎসককে ঢাকায় প্রেরণ :আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) সংবাদদাতা জানান, আখাউড়া আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় নিয়োজিত থাকা এক চিকিৎসককে

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। দুই দিন ধরে জ্বর-সর্দি ও গলা ব্যথায় ভোগার পর গতকাল সকালে তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়।

সৈয়দপুরে করোনা সন্দেহে একজন হাসপাতালে : স্টাফ রিপোর্টার, রংপুর জানান, রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন বিভাগের করোনা ইউনিটে এক যুবককে আক্রান্ত সন্দেহে ভর্তি করা হয়েছে। তার বাড়ি সৈয়দপুরের বাশবাড়ি গ্রামে।

পিরোজপুরে প্রয়োজনীয় পিপিই নেই :পিরোজপুর অফিস জানায়, করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সংক্রমণ থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে চিকিৎসা দেওয়ার কাজে নিয়োজিতদের জন্য পিরোজপুরে পর্যাপ্ত পিপিই নেই। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগে ২০০ পিপিই প্রয়োজন হলেও রয়েছে ৯৯টি। জেলার সিভিল সার্জন ড. হাসনাত ইউসুফ জাকি জানান, যারা স্পর্শকাতর যেমন-কম্পাউন্ডার, ওয়ার্ডবয়, সুইপারের কাজে নিয়োজিত থাকেন, করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিলে মহামারি ঠেকাতে তাদেরও নিয়োজিত করার প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে সবারই পিপিই থাকা জরুরি।

মানিকগঞ্জে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে নার্সরা : মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, ডাক্তাররা তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকরণই ইতিমধ্যে হাতে পেয়েছেন বলে দাবি করলেন মানিকগঞ্জ জেলার সিভিল সার্জন ডা. আনোয়ারুল আমিন আকন্দ। তিনি জানান, বর্তমানে পিপিই এসেছে ৩০০টি, গ্লাভস ৯০০ পিস ও ফেস মাস্ক ২০০টি। ইনডোরে কর্মরত নার্সরাও স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছেন। সদর হাসপাতালের কর্মরত শিশু বিভাগের নার্স দিলরুবা সুলতানা বলেন, 'এখানে আমাদের সরকারিভাবে কোনো নিরাপত্তা উপকরণ দেওয়া হয়নি।'

কুমিল্লায় চিকিৎসকদের মাঝে শঙ্কা :কুমিল্লা প্রতিনিধি জানান, কুমিল্লায় পিপিই সংকটের কারণে চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা সহকারীদের মাঝে তাদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার বিষয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। পিপিই চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত সরবরাহ এখনো পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন কুমিল্লার সিভিল সার্জন ডা. মো. নিয়াতুজ্জামান।

যশোরে নার্স-ব্রাদারদের মনোবল ভেঙে পড়েছে :যশোর অফিস জানায়, করোনা ভাইরাস আতঙ্কে যশোরের চিকিৎসক-নার্স-ব্রাদারসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের মনোবল ভেঙে পড়েছে। আবার প্রয়োজনীয় প্রতিরোধকের অভাবে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। যশোর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. দিলীপ কুমার রায় জানান, মঙ্গলবার রাতের পালা থেকে তাদের

গাউনসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী দেওয়া হবে। এখনো পর্যন্ত জেলা থেকে কোনো স্যাম্পল আইইডিসিআরে পাঠানো হয়নি।

নোয়াখালীতে চাহিদার তুলনায় পিপিই এক ভাগও মেলেনি :নোয়াখালী প্রতিনিধি জানান, নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতাল ও জেলার ৯টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও স্টাফদের সুরক্ষায় পিপিই সরবরাহ অত্যন্ত নগণ্য। জেনারেল হাসপাতাল ও জেলা সিভিল সার্জন দপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পিপিই যে চাহিদা পাঠানো হয়েছে তার একভাগও এখনো পাওয়া যায়নি।

ভারতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি শতাধিক কাশ্মীরি মেডিকেল শিক্ষার্থীদের

বেনাপোল স্থলবন্দরে আটকা পড়েছেন শতাধিক কাশ্মীরি মেডিকেল শিক্ষার্থী। গতকাল মঙ্গলবার সকালে তারা ভারতে ঢুকতে চেয়েও পারেননি।

বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন ওই শিক্ষার্থীদের পাসপোর্ট ও ভিসা যাচাই করে তাদের ছেড়ে দেয়ার পর স্থলবন্দরের ভারত অংশে অর্থাৎ পেট্রাপোল থেকে তাদের ফিরিয়ে দেয়া হয়। খবর বিবিসির।

বেনাপোল স্থলবন্দরের উপপরিচালক মোহাম্মদ মামুন কবির তরফদার সাংবাদিকদের বলেন, ভারতের নাগরিকরা বাংলাদেশে ঢুকেছে, বেরও হচ্ছে; কিন্তু বাংলাদেশি নাগরিক এবং বিশ্বের অন্য যে কোনো দেশের নাগরিকদের ভারতে ঢোকা বন্ধ ১৩ মার্চ থেকে।

তিনি আরো বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে সোমবার পশ্চিমবঙ্গ ঘোষণা করেছে লকডাউন। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় পাসপোর্টধারীদের বেনাপোলে ভিড় বেড়েছে। প্রচুর ভারতীয় নাগরিক সোমবার তাদের নিজ দেশে ঢুকেছে। কিন্তু বিপত্তি হয়েছে মঙ্গলবার সকালে যখন কাশ্মীরের ছাত্রছাত্রীরা ভারত ঢুকতে যায়।

কাশ্মীরের এসব শিক্ষার্থী বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে পড়ালেখা করেন।

বেনাপোল বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছে, আটকেপড়া শিক্ষার্থীদের অর্ধেকই নারী, তারা সবাই এখন বন্দরের বাইরে বারান্দায় অপেক্ষা করছেন।

কাশ্মীরের ওই শিক্ষার্থীরা হয় জানত না, নতুবা দেরি করে ফেলেছে। এখন আমরা ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করছি।ভারতের ইমিগ্রেশন বলছে, ভারতের সিদ্ধান্ত পেট্রাপোল এখন কাউকে নিতে পারবে না। আর কেউ বের হলেও তাকেও নেবে না। একেবারে লকডাউন।

কাশ্মীরের শিক্ষার্থীরা বেনাপোলের স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষকে বলছেন, তারা কাল জানতে পেরেছে এবং তারা দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলে এসেছে। সবার কাছে ভারতীয় পাসপোর্ট, লিগ্যাল ভিসা; আমরা এখন কী করব জানি না।

একমাত্র সমাধান আকাশের কাছে মন্তব্য ইতালির প্রধানমন্ত্রী জুসেপ্পের

ইতালির বাতাসে শুধু লাশের গন্ধ। প্রতিদিন লাশের সারি এতোই দীর্ঘ হচ্ছে যে লাশ সমাহিত করার লোক পাওয়া যাচ্ছে না।

সরকারের আদেশ মেনে সবাই নিজ ঘরে কোয়ারেন্টাইনে অবস্থান করছেন। কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়েও এখনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি ইতালি।

সেখানে এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৬০ হাজারের বেশি। মারা গেছে ছয় হাজারের বেশি মানুষ। রাইজিংবিডির রিপোর্ট

এ অবস্থায় ইতালির প্রধানমন্ত্রী জুসেপ্পে কন্তের কণ্ঠে হতাশা।

টুইটারে তিনি লিখেছেন, ‘আমরা সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি। আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে মারা গেছি। আর কী করতে হবে তা আমরা জানি না। পৃথিবীর সমস্ত সমাধান শেষ হয়ে গেছে। এখন একমাত্র সমাধান আকাশের কাছে।’

তার এ বক্তব্য বিশ্ববাসীকে নাড়া দিয়েছে।

করোনা ভাইরাসে ইতালির মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে লোম্বারদিয়া অঞ্চল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সামরিক বাহিনী নামানো হয়েছে। লকডাউন কার্যকর করতে সেখানে কাজ করছে সামরিক বাহিনী।

করোনা আক্রান্তদের ফেলে পালিয়েছে স্পেনের বহু বৃদ্ধাশ্রম কর্তৃপক্ষ

করোনাভাইরাস মহামারি মোকাবিলায় সহায়তা দিচ্ছে স্পেনের সেনাবাহিনী। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তল্লাশি অভিযানের সময় পরিত্যক্ত বৃদ্ধাশ্রমে অসুস্থ রোগী এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে শয্যায় পড়ে থাকা মৃতদেহও খুঁজে পেয়েছে সেনা সদস্যরা। মঙ্গলবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, স্প্যানিশ প্রসিকিউটররা এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে। যথাযথ সরঞ্জামের অভাবে করোনা আক্রান্ত মৃতদেহ সৎকার না করার ঘোষণা দিয়েছে স্পেনের কর্তৃপক্ষ

মহামারির রুপ নেওয়া করোনাভাইরাসে ইউরোপে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত দেশগুলোর একটি স্পেন। সোমবার একদিনেই দেশটিতে রেকর্ড ৪৬২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এনিয়ে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা দুই হাজার ১৮২ জনে পৌঁছেছে। দেশটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই ভাইরাসে মৃতদের মরদেহ সংরক্ষণের জন্য মাদ্রিদের একটি স্কেটিং মাঠকে সাময়িক মর্গ হিসেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বৃদ্ধাশ্রমগুলোতে সংক্রমণ ঠেকানোয় সহায়তা দিতে সেনাবাহিনীকে তলব করেছে স্পেন। স্প্যানিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্গারিটা রোবেলস বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল টেলেসিনোকে বলেন, 'বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে বৃদ্ধাশ্রমে করা আচরণের বিষয়ে কঠোর হতে যাচ্ছে সরকার'। তিনি বলেন, 'নির্দিষ্ট কয়েকটি পরিদর্শনের সময় বেশ কয়েক জন বৃদ্ধকে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থায় পেয়েছে সেনাবাহিনী, কোনও কোনও ক্ষেত্রে শয্যায় পড়ে থাকা মৃতদেহও পাওয়া গেছে'। করোনাভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পর কর্মীরা এসব আশ্রম ছেড়ে গেছে বলে জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। বাংলা ট্রিবিউনের রিপোর্ট

স্পেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালভাদর ইলা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, বৃদ্ধাশ্রমগুলোকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। তিনি বলেন, এসব আশ্রমগুলোতে সর্বোচ্চ নজরদারি চালানো হবে।

এবার ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করল সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ

সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হামলায় সোনামসজিদ স্থলবন্দর সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ইসমাইল হোসেন (৩০) গুরুতর আহত হয়েছেন। রোববার দুপুরে শিবগঞ্জ নির্বাহী অফিসার কার্যালয়ের তৃতীয় তলায় হামলার ঘটনা ঘটে। ক্যাডাররা সশস্ত্র থাকায় ইসমাইলকে রক্ষায় কেউ এগিয়ে যেতে সাহস পায়নি। রিপোর্টঃ যুগান্তরের

এ সময় উপজেলা পরিষদের একটি সভা চলছিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ (শিবগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য ডা. সামিল উদ্দিন আহম্মেদ শিমুল। চিৎকার শুনে সভা থেকে বের হয়ে তিনিসহ অনেকেই ব্যবসায়ীকে রক্ষায় এগিয়ে যান কিন্তু তাদেরকেও ধাওয়া করে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। এমপি শিমুল বলেন, উপজেলা পরিষদের মতো সরকারি দফতরে একজন ব্যবসায়ীর ওপর এ ধরনের হামলা নিন্দনীয়।

হামলাকারীরা শিবগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যানের অনুসারী বলে জানা গেছে। এদিকে আহত ইসমাইল ফের হামলার ভয়ে রাজশাহী নগরীর একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, হামলার আগে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ ক্যাডাররা এমপি শিমুলের প্রতিপক্ষ গ্রুপের নেতা শিবগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে তার চেম্বারে সাক্ষাৎ করেন। উপজেলা চেয়ারম্যানও ঘটনার সময় পরিষদের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বন্দরের ব্যবসায়ীদের অভিযোগ সোনামসজিদ স্থলবন্দরে চাঁদাবাজির নিয়ন্ত্রণ নিতেই এই হামলা চালানো হয়েছে। তারা সোমবার দুপুরে সোনামসজিদ স্থলবন্দর এলাকায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে ইসমাইলের ওপর হামলাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন। এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য বন্দরের কাস্টমস এসি সাইফুর রহমানেরও অপসারণ দাবি করেছেন তারা।

হামলার ঘটনায় ইসমাইল বাদী হয়ে রোববার রাতে শিবগঞ্জ পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান হিমেল (২৫), সাধারণ সম্পাদক আলী রাজ, সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াদ খানসহ ১৫ জনকে আসামি করে শিবগঞ্জ থানায় একটি মামলা করেছেন। হামলাকারীদের অন্যতম পৌর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াদ খান উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতিকুল ইসলাম খান টুটুলের আপন ভাগ্নে বলে জানা গেছে।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, সোনামসজিদ স্থলবন্দর সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের বিষয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিয়ে রোববার দুপুরে শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের তিনতলায় এমপি শিমুলের উপস্থিতিতে একটি সমঝোতা সভা চলছিল। এ সময় সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের ক্যাডাররা লোহার রড, চেইন, চাইনিজ কুড়াল, চাপাতি, রামদা, বোমার ব্যাগ নিয়ে জয় বাংলা স্লোগান দিতে দিতে ভবনের তৃতীয় তলায় ওঠে।

সেখানে অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ইসমাইলকে পেয়ে এলোপাতাড়ি পেটাতে শুরু করে। পেটাকে পেটাতে রক্তাক্ত করে তাকে ভবনের নিচে নামিয়ে আনার চেষ্টা করে। এ সময় এমপি

শিমুলসহ উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মিটিং ছেড়ে ইসমাইলকে উদ্ধারে এগিয়ে গেলে সন্ত্রাসীরা তাদেরকেও ধাওয়া করে।

২৪শে মার্চ, ২০২০

করোনা বিষয়ে সচেতন করতে নির্বোধ ওসির অদ্ভুত কান্ড

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে দেশজুড়ে সব ধরনের জনসমাগম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটিয়েছেন রাজশাহীর চারঘাট মডেল থানার ওসি সমিত কুমার কুণ্ডু।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে সোমবার বিকেলে উপজেলা সদরে চারঘাট বণিক সমিতির সদস্যদের নিয়ে সমাবেশ করেছেন ওসি। পরে ওই সমাবেশের ছবি ওসি তার ফেসবুক আইডিতে পোস্ট করেন। ছবিতে ওই সমাবেশে প্রায় অর্ধশতাধিক ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে।

জাগোনিউজ২৪ থেকে জানা যায়, জনসমাগম নিষিদ্ধ সত্ত্বেও ওসির এমন কাণ্ডে অনেকেই বিরূপ মন্তব্য করেছেন। অনেকেই একে 'অসচেতন কাণ্ড' বলেও মন্তব্য করেছেন।

এ বিষয়ে কথা বলতে ওসি সমিত কুমার কুণ্ডুর সরকারি মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি।

দেশের বিভিন্ন জায়গার মতো ঘাটাইলেও বেহাল সড়ক, দুর্ভোগ

ঘাটাইলের বুক চিড়ে বয়ে যাওয়া প্রধান সড়কটির নির্মাণ কাজের ধীরগতির কারণে দুর্ভোগে উপজেলাবাসী। শহরজুড়ে স্থায়ী জলাবদ্ধতা, রাস্তার (বিটুমিন) ইট, বালু, সিমেন্ট ও পিচের ঢালাই তুলে ফেলায় ব্যাপক ধুলোর ঝড় এবং নিয়মিত সড়ক দুর্ঘটনাসহ ত্রিভুজ সংকটের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন ঘাটাইলবাসী। লোক সংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকে অত্র উপজেলাটি ঘনবসতি হওয়ার কারণে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান ও জীবিকার সন্ধানে শহরে আসতে হয়। ধুলোর ঝড় মাথায় নিয়ে শহরে প্রবেশ করলে পড়তে হয় নতুন এক বিড়ম্বনায়।

শহরের রাস্তাটা বর্তমানে এতই নাজেহাল যে, হাঁটু পর্যন্ত পানি মাড়িয়ে রাস্তা পারাপার হতে হচ্ছে। রাস্তার দুই ধারে জলাবদ্ধতার কারণে দোকান পাট বন্ধ রয়েছে। বিশেষ করে ফুটপাতের দোকানিরা ও টং দোকানের স্বল্প আয়ের মানুষরা না খেয়ে মরার উপক্রম হয়েছে। এতে একদিকে যেমন ঠাণ্ডা কাশি ও শ্বাস কষ্ট রোগ দেখা দিচ্ছে অপরদিকে করোনা সন্দেহে হাসপাতাল ও ওষুধের দোকানে গিয়েও চিকিৎসা নিতে পারছে না।

মানবজমিন বরাতে জানা যায় এখানে তার উপর নিত্যদিনের সড়ক দুর্ঘটনা লেগেই আছে। আর এ সবের জন্য বহুল প্রত্যাশিত এলেঙ্গা-জামালপুর মহাসড়ক নির্মাণ কাজের ধীরগতিকেই দায়ি করছেন ভুক্তভোগী এসব মানুষ। নির্মাণ কাজের ধীরগতির কারণে ঘাটাইল হয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহের চার জেলায় সড়কপথে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনে চরম ভোগান্তি হচ্ছে। জানা যায়, টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা থেকে ঘাটাইল মধুপুর হয়ে জামালপুর পর্যন্ত ৭৭ কি.মি. সড়ক উন্নয়নে কাজ চলছে। এজন্য বরাদ্দ প্রায় ৫শ' কোটি টাকা। ৫টি প্যাকেজে আগামী ২০২০ সালের জুনে কাজ শেষ হওয়ার কথা। সড়কের ১ থেকে ৩নং প্যাকেজে কাজ করছেন ঢাকার ওয়াহিদ কনস্ট্রাকশন। আর ৪ ও ৫নং প্যাকেজে কাজ পেয়েছেন জামিল অ্যান্ড কোম্পানি। কাজের গতি খুবই হতাশাজনক। বিশেষ করে ঘাটাইল পৌর শহরে ১ কিলোমিটার এবং মধুপুর পৌরশহরের মালাউড়ি থেকে মধুপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত ১ কিলোমিটার সড়কে দেড় ফিট উঁচু রিজিট পেভমেন্ট ঢালাই হওয়ার কথা। এক বছরে ঠিকাদার এসব স্থানে সড়কের দুইপাশ খোঁড়াখুঁড়ির পর মাত্র ১৫০ গজ ঢালাইয়ের কাজ শেষ করেছে। পেভমেন্টে নিয়মিত পানি না দেয়ার কারণে তা ফেটে চৌচির হচ্ছে। সরজমিনে দেখা যায়, সড়কের এক পাশ যানবাহন চালু রেখে অপরপাশে পেভমেন্ট ঢালাইয়ের কাজ করায় ভাঙ্গাচোরা সরু অংশ দিয়ে টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর ও শেরপুর জেলার হাজার হাজার যানবাহন চলাচল করছে। ব্যাপক যানবাহনের চাপে সড়কের অনেক অংশ দেবে গেছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই হাঁটু পানি জমে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কখনো কখনো যানবাহন কাদায় আটকে ফেঁসে যায়। তখন দুদিকে দীর্ঘ যানজট দেখা দেয়। প্রশস্তকরণের জন্য আবার সড়কের কোথাও কোথাও দুপাশের মাটি খুঁড়ে ৫/৬ ফুট গর্ত করে রাখা হয়েছে। খোঁড়াখুঁড়িতে সরু সড়কে দুটি বড় যানবাহন ক্রস করতে পারে না। এ কারণে ঘাটাইল পৌরবাসী রোদে, ধুলা, বৃষ্টিতে কাদা ও প্রাত্যহিক যানজটে নাকাল হতে হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ জনগণকে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। অথচ এ ব্যাপারে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় প্রশাসনের কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেই। সড়কের উন্নয়নকাজের মধ্যে ঘাটাইল উপজেলা সদরের পৌর এলাকার হাসপাতাল মোড় থেকে বীরঘাটাইল পর্যন্ত অংশের এক কিলোমিটার সড়কের নির্মাণকাজ চলছে ঢালাইয়ের মাধ্যমে। এ কাজের ধীরগতির কারণে

প্রতিদিন যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে মাত্র এক কিলোমিটার রাস্তা পার হতে দেড় থেকে দুই ঘণ্টা সময় লাগছে। পাশাপাশি রোদে ও ধুলার কারণে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে যাত্রী, পথচারী, স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের। অন্যদিকে সামান্য বৃষ্টিতে কাদার সৃষ্টি হয়ে যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে সড়কটি। সড়কের এক পাশ যান চলাচলের উপযোগী না করে অপরিকল্পিতভাবে অন্য অংশের কাজ শুরু করায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। সড়ক প্রশস্তকরণ কাজে খোঁড়াখুঁড়ির কারণে পৌর এলাকায় বন্ধ হয়ে গেছে পানি নিষ্কাশনের প্রায় সব ড্রেনের মুখ। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই দেখা দিচ্ছে স্থায়ী জলাবদ্ধতা। এ ছাড়া পানি জমে থাকায় সড়কে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এসব গর্তে যানবাহন আটকে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। হাঁটু পানি ভেঙে সড়ক পারাপার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। যানবাহনের চাকার মাধ্যমে পথচারীদের গায়ে লাগছে ময়লা পানি। বিষয়টি নিয়ে একের পর এক গণমাধ্যমে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও কর্তৃপক্ষের কোন দায়িত্ব বা টনক নড়েনি। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঘাটাইল ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বেলায়েত হোসেন বলেন, সড়কের কাজের ধীরগতির কারণে ব্যবসায়ীরা চরম বেকায়দায় রয়েছে। ধুলা-কাদার মধ্যে ঠিকমতো তারা ব্যবসা করতে পারছে না, অধিকাংশ দোকান বন্ধ রাখতে হয়েছে।

দেশের কঠিন মুহূর্তেও সন্ত্রাসী আ'লীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, পুলিশসহ আহত ২৫

মাদারীপুর সদর উপজেলার পেয়ারপুর ইউনিয়নে এলাকার বরাইলবাড়ী গ্রামে এলাকার আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সদর উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও পেয়ারপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান খানের সঙ্গে সদর উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ দপ্তর সম্পাদক লাভলু তালুকদার গ্রম্নপের মধ্যে সোমবার সকালে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ৫ পুলিশসহ আহত হয়েছে অন্তত ২৫ জন। গুরুতর আহতরা মাদারীপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

যায়যায়দিন সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার আধিপত্য নিয়ে সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পেয়ারপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মজিবুর রহমানের সঙ্গে সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ দপ্তর সম্পাদক লাভলু তালুকদারের বিরোধ চলে আসছিল। এরই সূত্রে ধরে ও গরুতে ধান খাওয়াকে কেন্দ্র করে সোমবার সকালে দুই গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাধে। এ সময় বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এ সময় ৫ পুলিশ সদস্য এবং দুই গ্রুপের

আরও ২০ জন আহত হয়।সংঘর্ষে আহতরা মাদারীপুর সদর হাসপাতালসহ আশপাশের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

সদর উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও পেয়ারপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান খানের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগে চেষ্টা করে তাকে পাওয়া যায়নি।

সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ দপ্তর সম্পাদক লাভলু তালুকদার বলেন, মজিবর খান ও তার ভাইরা এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রমে লিপ্ত থাকে। সামান্য বিষয় নিয়ে এ সংঘর্ষে লিপ্ত হয় সে এবং তার লোকজন। সংঘর্ষে প্রায় ১০ জন আহত হয়েছে।

সরকারের উদাসীনতায় সাগর-রুনি হত্যা মামলা প্রতিবেদন দাখিলের সময় ৭২ বার পেছাল

সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার তারিখ ফের পিছিয়েছে। সোমবার এ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল।

তবে নির্ধারিত দিনে প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেননি তদন্ত কর্মকর্তা র‍্যাবের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খন্দকার শফিকুল আলম। তাই ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শাহিনুর রহমান আগামী ৩০ এপ্রিল প্রতিবেদন দাখিলের নতুন দিন ধার্য করেন। এ নিয়ে প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ ৭২ বারের মতো পেছাল।

সর্বশেষ গত ৩ মার্চ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হাইকোর্টে দাখিল করা অগ্রগতির প্রতিবেদনে বলেন, সাগর-রুনি হত্যাকান্ডের ঘটনায় দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি জড়িত ছিল। সাগরের হাতে বাঁধা চাদর ও রুনির টি-শার্টে ওই দুই ব্যক্তির ডিএনএ'র প্রমাণ মিলেছে।

২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকার পশ্চিম রাজাবাজারে সাংবাদিক দম্পতি মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সরওয়ার ও এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেরুন রুনি তাদের ভাড়া বাসায় নির্মমভাবে খুন হন। পরদিন ভোরে তাদের ক্ষত-বিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। খবরঃ যায়যায়দিন

ওই বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি রুনির ভাই নওশের আলী রোমান বাদী হয়ে শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা দায়ের করেন। প্রথমে মামলাটির তদন্ত করেন শেরেবাংলা নগর থানার একজন কর্মকর্তা। ১৬ ফেব্রুয়ারি মামলার তদন্তভার পড়ে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) উত্তরের পুলিশ পরিদর্শক মো. রবিউল আলমের ওপর।

দুই মাস পর হাইকোর্টের আদেশে মামলাটির তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নকে (র‍্যাব)। সেই থেকে সাত বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এখনো তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেনি সংস্থাটি।

সাপ্তাহিক ইনফোগ্রাফি | পূর্ব আফ্রিকায় মুজাহিদদের হামলায় কুফ্ফার বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান!

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ১৪ মার্চ হতে ২০ মার্চ পর্যন্ত সোমালিয়া ও কেনিয়াতে কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ২৮টি অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে শতাধিক কুফ্ফার সৈন্য হতাহত হয়।

বিস্তারিত দেখুন ইনফোগ্রাফিতে

https://alfirdaws.org/2020/03/24/34943/

ক্রুসেডার যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি ভয়ানক, লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু

বিশ্বজুড়ে চলছে করোনা তাণ্ডব। প্রতিদিনই লাফিয়ে বাড়ছে করোনায় মৃতের সংখ্যা। এরই মধ্যে গেল ২৪ ঘন্টায় যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্ত হয়ে নতুন ১৩১ জনের মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে। প্রাণঘাতী করোনায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১১ হাজার মানুষ। রিপোর্টঃ কালের কণ্ঠের

ধীরে ধীরে ভীতিকর হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি। ইতালি ও যুক্তরাজ্যের পর যুক্তরাষ্ট্রও সেই ভয়াবহতার দিকে যাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একদিনে যুক্তরাষ্ট্রে ১৩১ জন মানুষ মারা গেছে যা সোমাবারে বিশ্বে চতুর্থ সর্বোচ্চ। একই সাথে নতুন করে ১১ হাজার মানুষের করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা সোমবারে পৃথিবীর সর্বোচ্চ যা ইতালির দ্বিগুণ।

আন্তর্জার্তিক গণমাধ্যম সিএনএন ও ওয়াল্ড ও মিটারের দেওয়া তথ্য মতে, করোনায় মৃতের সংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীতে ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে শুধুমাত্র নিউ ইয়র্কে মৃতের সংখ্যা ১৫৭।

ওয়াল্ড ও মিটারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী রোববার পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩২ হাজার ৩৫৬ জন। মৃতের সংখ্যা ৪১৪ জন। ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে সোমবার মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৪৫ জন, আর করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৪৩ হাজার ৪৪৯।

এদিকে করোনার ওষুধ ক্লোরোকুইন খেয়ে মৃত্যু হয়েছে অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যের এক ব্যক্তির। তবে একই ওষুধ খেয়ে বেঁচে আছেন তার স্ত্রী।

লক ডাউনে দিন মজুরদের খুঁজে খুঁজে দান করার আহ্বান জানিয়েছেন আল্লামা তাকি উসমানি

লক ডাউনে দিন মজুরদের খুঁজে খুঁজে দান করার আহ্বান জানিয়েছেন পাকিস্তানের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ আল্লামা তাকি উসমানি। গতকাল এক টুইটে তিনি লক ডাউনে বেকার হয়ে পড়া লোকদের সহায়তায় স্থানীয় বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

আল্লামা তাকি উসামানি লেখেন, দয়া করে আপনার আশপাশের সে সব লোকদেরকে খুঁজে বের করুন যারা দিন আনে দিনে খায়। যারা দিন মজুর। তাদের উপর দয়া করুন। তাদের নগদ টাকা দান করুন। এটি সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ করবে। এটি উত্তম সদাকাও হবে, যা এই মহামারি দূর করার জন্যে অনেক বড় মাধ্যম।

https://twitter.com/muftitaqiusmani

সাপ্তাহিক ইনফোগ্রাফি | বিগত সপ্তাহে মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান!

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন গত ১৪ মার্চ হতে ২০ মার্চ পর্যন্ত আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ২১৬টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে হতাহত হয়েছে ১১৬৮ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য।

বিস্তারিত জানতে দেখুন ইনফোগ্রাফি:

https://alfirdaws.org/2020/03/24/34937/

পবিত্র কুরআনকে করোনা ভাইরাসের সঙ্গে তুলনা করে পোস্ট দিয়েছে বিজেপি সন্ত্রাসী

করোনা ভাইরাস নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কিত পোস্ট দিয়েছে ভারতের আলিপুরদুয়ারের বিজেপির সন্ত্রাসী রতন তরফদার। রতন তরফদার আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক।

পুলিশ জানায়, আলিপুরদুয়ার শহরের বাবুপাড়ার বাসিন্দা রতন তরফদার গত সোমবার সকালে ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন।

'করোনা ভাইরাস' ও 'কোরান' এ দুটি শব্দকে সম্পর্কিত করে তার এ পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক বিতর্ক তৈরি করে।

আটকের দিন বিকেলে সন্ধ্যায় ঘটনাটি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন জেলার পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি। তিনি বলেন, করোনা ও কোরানকে এক জায়গায় এনে ভয়ংকর পোস্ট করেন রতন তরফদার। ধর্ম নিয়ে সে কটূক্তি করেছে।

এই ঘটনায় জেলাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। তাই পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে তাকে আটক করা হয়েছে।

বঙ্গ রিপোর্টে জানা গেছে, মালাউন রতন তরফদার সন্ত্রাসী দল আরএসএসের নেতা। সে আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক। এ মালাউনের আটকের ঘটনায় সন্ত্রাসীদের বিভিন্ন মহলে শোরগোল পড়ে গেছে। আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির সভাপতি মালাউন গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা তাকে শুধু আটকের ঘটনারকেও পুলিশের অতি সক্রিয় ভূমিকা হিসেবে তুলে ধরেছে।

করোনা প্রতিরোধে লকডাউন নিয়ে আলোচনা-প্রস্তুতি-পরিকল্পনা কিছুই নেই

'লকডাউন' যে সংস্থাগুলো প্রয়োগ করবে, তাদের মধ্যে না আছে আলোচনা, না কোনো প্রস্তুতি, না পরিকল্পনা। তারা তাকিয়ে আছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনার দিকে। অধিদপ্তর যেভাবে বলবে, সেভাবে কাজ করবে, এমনই ইচ্ছা তাদের। গতকাল সোমবার সকালে সংস্থাগুলোর কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানিয়েছে প্রথম আলো।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে রোগটির উৎপত্তিস্থল চীনের হুবেই প্রদেশের উহানে প্রথম কঠোরভাবে 'লকডাউন' ব্যবস্থা জারি করে কর্তৃপক্ষ। সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে উহানে লকডাউন ঘোষণার পর শহর ঢোকা ও বেরোনো বন্ধ হয়ে যায়, অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগত গাড়ি রাস্তায় বের করাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। খোলা রাখা হয় শুধু খাবার ও ওষুধের দোকান। শুরুর দিকে বাড়ি

থেকে বের হওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা না হলেও পরে এক পরিবারের একজনকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আগেই ছুটিতে ছিল, সেই ছুটি বাড়িয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। এরপর স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শুরু করে। দিন চারেক আগে, যুক্তরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান এক প্রতিবেদনে লিখেছে, লকডাউনের প্রভাব কতটা কী হবে, তা নিয়ে সংশয় থাকলেও এর সুফল পায় চীন। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে তাইওয়ান ও সিঙ্গাপুর।

বাংলাদেশ কী করছে? রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) উপদেষ্টা ও এপিডেমিওলোজিস্ট মুশতাক হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, নির্দেশনা জারি করবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

আজ সোমবার ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, লকডাউন–সম্পর্কিত কোনো নির্দেশনা এখনো পাননি। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল হাই প্রথম আলোকে বলেন, কোথাও লকডাউন করা হবে কি না, সে সিদ্ধান্ত আসবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে। অধিদপ্তর এখনো কিছু জানায়নি। সিদ্ধান্ত এলে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইনে যেভাবে বলা আছে, সেভাবে কাজ করবেন তাঁরা। দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাহ মোহাম্মদ ইমদাদুল হক বলেন, এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

লকডাউন বাস্তবায়নের কাজে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সিটি করপোরেশনকে প্রশাসনের সহযোগিতা করার কথা। লকডাউন হলে এর আওতায় থাকা মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের কাজগুলো কীভাবে হবে, তা জানতে চাইলে গতকাল দুপুরের দিকে প্রথম আলোকে বলেন, এখন পর্যন্ত লকডাউনের নির্দেশনা এলে কী করতে হবে, সে ব্যাপারে কোনো চিঠিপত্র আসেনি। কোনো সমন্বয় সভা হয়েছে কি না, তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাঁর জানা নেই। তাঁর টেবিলে কোনো চিঠিপত্র আসেনি। ঢাকার জেলা প্রশাসক আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খানও বলেছেন, একই কথা। নির্দেশনা পেলে তবেই ব্যবস্থা।

কোন লক্ষণ লাগে না করোনায় : চীনের গোপন নথি ফাঁস

কোনো লক্ষণ ছাড়াই করোনাভাইরাসের নীরব বাহকের সংখ্যা মোট আক্রান্তের তিন ভাগের এক বলে খবর প্রকাশ হয়েছে। চীন সরকারের গোপন নথির বরাত দিয়ে এই এ খবর জানিয়েছে সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট।

পত্রিকাটির খবরে বলা হয়েছে, চীনে যারা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের প্রতি তিনজনের একজনের শরীরে করোনায় আক্রান্তের লক্ষণ ছিল না কিংবা অনেক দেরিতে প্রকাশ পেয়েছিল।

এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে দুই লাখ ৮০ হাজার মানুষ, মারা গেছে ১৩ হাজারের বেশি।

ফেব্রুয়ারির শেষভাবে চীনে ৪৩ হাজার মানুষ কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়। তাদের কারও মধ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের কোনো লক্ষণ শুরুতে ছিল না। ডাটা বলছে, এ পরিস্থিতিকে বলা হচ্ছে অ্যাসিম্পটোমেটিক। তাদের কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছিল, তাদের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল। কিন্তু নিশ্চিত আক্রান্ত বলে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ওই সময়ে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার।

লক্ষণ ছাড়া করোনা ভাইরাস কতটা সংক্রামক তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা একমত হতে পারেননি। একজন রোগীর শরীরে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় সাধারণত পাঁচ দিনের মাথায়। যদিও এই লক্ষণ তিন সপ্তাহ পর্যন্ত সুপ্ত থাকে।

সবচেয়ে বড় বাধাটা হলো, একেক দেশ একেকভাবে করোনায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যার হিসাব করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরীক্ষা করে দেখার পর যাদের ফল পজিটিভ আসছে তাদেরই আক্রান্ত বলে ধরে নিচ্ছে। তাদের শরীরে করোনার লক্ষণ প্রকাশ পাক বা না পাক। দক্ষিণ কোরিয়াও তাই করেছে। কিন্তু চীনা সরকার ফেব্রুয়ারির ৭ তারিখ করোনাভাইরাস নিয়ে দেশটির যে নির্দেশনা তাতে কিছু পরিবর্তন এনেছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ইতালিও যাদের শরীরে কোনো লক্ষণ নেই তাদের পরীক্ষা করছে না। তবে যারা দীর্ঘ সময় রোগীদের চিকিৎসা সেবায় যুক্ত ছিলেন তাদের ক্ষেত্রে লক্ষণ না থাকলেও পরীক্ষা করা হয়েছে।

চীনে গত ফেব্রুয়ারিতে ৪৩ হাজার জনের মধ্যে কতজন নীরব বাহক ছিলেন এবং তাদের কতজনের মধ্যে পরে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় তা এখনো পরিষ্কার নয়। সরকার গত শনিবার পর্যন্ত যে ৮১ হাজার ৫৪ জনের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিল, এই ৪৩ হাজার তাদের বাইরে। কিন্তু

মার্চের প্রথম সপ্তাহে রোগীর সংখ্যা কমে যায় অনেক। এর অর্থ ওই ৪৩ হাজারের শরীরে আর রোগ লক্ষণ প্রকাশই পায়নি। অর্থাৎ তারা ভাইরাসটি বহন করলেও অসুস্থতার কোনো লক্ষণ ছিল না।

চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া যারাই আক্রান্তের সংস্পর্শে এসেছে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল, তাই তাদের ভাইরাসটির সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করেছে। হংকং এমনকি বিমানবন্দরেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করে, যাত্রীদের শরীরে রোগের লক্ষণ থাকুক বা নাই থাকুক। এদিকে ইউরোপের বেশির ভাগ দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র যাদের শরীরে লক্ষণ দেখা দিয়েছে তাদের পরীক্ষা করেছে। এই দেশগুলোয় রোগ বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

'কোরিয়ায় এই মুহূর্তে লক্ষণ ছাড়া করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি । হয়তো ব্যাপকভিত্তিক পরীক্ষা নিরীক্ষার কারণেই এমনটা ঘটেছে,' দক্ষিণ কোরিয়ার সিডিসির পরিচালক জিয়ং ইউন কাইওং এক সংবাদ সম্মেলনে এ গত ১৬ মার্চ এ কথা জানান। ডায়মন্ড প্রিন্সেস জাহাজ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হতে পারে। ইয়োকোহামা জাপানে এই জাহাজটি কয়েক সপ্তাহ কোয়ারেন্টিনে ছিল এটি। এই জাহাজের সব আরোহী এবং ক্রুদের পরীক্ষা করা হয়। ওই জাহাজের ৭১২ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়, যদিও ৩৩৪ জনের কোনো লক্ষণ ছিল না। এই তথ্য জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিবেদন বলছে, ইতালিতে লক্ষণ প্রকাশ পায়নি এমন রোগীর সংখ্যা মোট আক্রান্তের ৪৪ শতাংশ।

চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও হংকং নিউমোনিয়ার যে কেসগুলো এসেছিল জানুয়ারি ২৩ এ উহান লকডাউন হওয়ার আগে এই কেসগুলোই ছিল সংক্রমণের উৎস। এর হার ছিল ৭৯ শতাংশ। এই রোগীদের মধ্যে করোনাভাইরাসের খুবই মৃদু বা কোনো লক্ষণই ছিল না।

অস্টিনে ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাসের গবেষণা বলছে, 'যাদের শরীরে কখনো কোনো লক্ষণই দেখা যায়নি তারা চীনের ৯৩ টি শহরের সাড়ে ৪শ কেসের ১০ শতাংশের জন্য দায়ী। ইমার্জিং ইনফেকশাস ডিজিজেস নামে জার্নালে এই গবেষণা প্রতিবেদনটি ছাপা হওয়ার অপেক্ষায় আছে। লক্ষণ নেই এমন রোগীদের মধ্যে বড়দের চেয়ে শিশুদের সংখ্যাই বেশি,' গবেষক নিশিউরা লিখেছেন ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ইনফেকশাস ডিজিজ প্রকাশনায়।

২৩শে মার্চ, ২০২০

সরকারি বাহিনীর দখলে, দূষণে মরছে পঞ্চগড়ের ৩৩ নদী

সরকারি তথ্যমতে, পঞ্চগড় জেলার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে ছোট-বড় ৩৩টি নদী। অবশ্য নদী গবেষকরা বলছেন, এ জেলার ওপর দিয়ে ৪৬টি নদী প্রবহমান। তাদের মতে, এত নদী অন্য কোনো জেলায় নেই। তাই পঞ্চগড়কে নদীর জেলাও বলছেন তারা।

বর্তমানে প্রায় অধিকাংশ নদীই অর্ধমৃত। দখল আর দূষণের কবলে পড়ে স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলেছে এসব নদী। নদীর বুকজুড়ে এখন ফসলের মাঠ। রিপোর্ট বিডি প্রতিদিনের

অপরিকল্পিতভাবে নদীতে ফেলা হচ্ছে ময়লা-আবর্জনা। নদীর বুকে বিভিন্ন আবাদ করছেন চাষিরা। ব্যবহার করছেন সার ও কীটনাশক। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে নদীর মাছ ও নানা জাতের প্রাণী। ফলে জেলার পরিবেশ প্রকৃতি বিপন্ন। পঞ্চগড়ের করতোয়া, ডাহুক, পাম, ছেতনাই, তালমা, গোবরা- এ ৬টি নদীর ১৩৩ জন দখলদার প্রায় ৪০ একর জমি দখল করে রেখেছে বলে নদী রক্ষা কমিশনের তালিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। তবে এ তালিকা মানতে নারাজ স্থানীয় পরিবেশবাদীরা। তাদের দাবি, প্রায় সব নদীতেই দখলদার রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের যোগসাজশে শক্ত শিকড় গেড়েছেন এসব দখলদার। এদিকে নদী পাড়ে গড়ে ওঠা শহর, হাট-বাজারের ময়লা-আবর্জনা নদীতে ফেলা হচ্ছে

প্রশাসনের কোনো উদ্যোগ নেই। অভিযোগ উঠেছে, পানি উন্নয়ন বোর্ড নদী দখলমুক্ত করার নামে শুধু দরিদ্রদের উচ্ছেদ করছে। প্রভাবশালীরা পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা ও প্রশাসনের যোগসাজশে নদী দখল করে তুলেছেন স্থায়ী স্থাপনা, গড়েছেন বাগান, নির্মাণ করেছেন বিনোদন পার্ক। জেলা শহরের তালমা এলাকায় প্রশাসনের নাকের ডগায় তালমা নদীর প্রায় সাড়ে ৮ একর জমি দখল করে হিমালয় বিনোদন পার্ক গড়ে তুলেছেন শাহীন নামের এক ব্যবসায়ী। বাংলো, সুইমিং পুল, শিশুদের বিভিন্ন রাইডিং, জীবজন্তুর প্রতিকৃতিসহ নদীর ওপর স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। তার পাশেই প্রায় সাড়ে ৭ একর জমি দখল করে স্থাপনা তুলেছে সৌদি বাংলা এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ইকো ফ্রেন্ড লিমিটেড। নদীর কিছু অংশ দখল করে সীমানাপ্রাচীর তুলেছেন জেলা কৃষক লীগ নেতা আপেল মাহমুদও। বোদা উপজেলায় করতোয়া ও পাম নদীর

তিন একরেরও বেশি জমি দখল করে ইউক্যালিপটাসসহ বিভিন্ন গাছের বাগান গড়ে তুলেছেন নাবিলা অরচার্ড অ্যান্ড লিমিটেডের দাউদ খালিদ সারোয়ার। অথচ এসব দখলদারদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নিতে দেখা যায়নি। এ ছাড়া নদী রক্ষা কমিশনের তালিকায় কাজী অ্যান্ড কাজী টি এস্টেট লিমিটেড, জেমকন টি এস্টেট লিমিটেড, পঞ্চগড় টি কোম্পানি লিমিটেড, কাঞ্চনজঙ্ঘা টি কোম্পানি লিমিটেডসহ বড় বড় প্রতিষ্ঠান ও প্রভাবশালীদের নামও রয়েছে। এদিকে শহর হাট-বাজারের আশপাশে প্রবহমান প্রায় সব নদীতেই ফেলা হচ্ছে ময়লা-আবর্জনা। জেলা শহরের করতোয়া নদীতে রাতের অন্ধকারে ময়লা-আবর্জনা ফেলছে হোটেল মালিকরা। তেঁতুলিয়া উপজেলা শহরে গোবরা, বোদায় পাম ও দেবীগঞ্জ উপজেলা শহরের ময়লা-আবর্জনা করতোয়া নদীতে ফেলা হচ্ছে। ফলে এসব নদী সংকুচিত হয়ে প্রায় মৃত নদীতে পরিণত হয়েছে। অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনের ফলে মরে গেছে ডাহুক নদী। ভারত থেকে বয়ে আসা নদীটি এখন মরা খালে পরিণত হয়েছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের করা নদী দখলদারদের তালিকা ধরে সারা দেশের মতো পঞ্চগড়েও ২৩ ডিসেম্বর উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় প্রশাসন। ওই দিনই জেলা শহরের করতোয়া নদীর তুলারডাঙ্গা বাঁধ ঘেঁষে গড়ে তোলা ৯৬টি দরিদ্র পরিবারের ঘরবাড়ি উচ্ছেদ করেই অভিযানের ইতি টানেন সংশ্লিষ্টরা। অথচ নদী রক্ষা কমিশনের প্রকাশিত নদী দখলদারদের তালিকায় থাকা পঞ্চগড়ের প্রভাবশালীদের স্থাপনা উচ্ছেদে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন পঞ্চগড়ের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, নদী রক্ষা কমিশন পঞ্চগড়ের নদী দখলদারদের যে তালিকা প্রকাশ করেছে তা সম্পূর্ণ নয় বলে আমরা মনে করি। প্রত্যেকটি নদীতেই দখলদার রয়েছে। এ ছাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ড ও প্রশাসন যে অভিযান পরিচালনা করছে সেটিকে নামমাত্র বলাই ভালো। নদীতে চাষাবাদের ফলে নদীর মাছসহ অন্যান্য জলজপ্রাণী বিলুপ্তির দিকে। আমাদের দাবি নদী বাঁচানোর স্বার্থে প্রত্যেক নদী থেকেই দখলদারদের উচ্ছেদ করে নদীর স্বাভাবিক গতিধারা ও প্রকৃতি ফিরিয়ে দিতে হবে। অভিযোগ অস্বীকার করে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান বলেন, শীতের কারণে উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত রেখেছিলাম। ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক নদীর দখলদারদের উচ্ছেদ করা হবে। সে যতই প্রভাবশালী হোক।

রাজনীতিবিদদের তোরণই এখন মরনফাঁদ

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে রাজনৈতিক দলের তোরণ। এ তোরণগুলো প্রায় দুই মাস আগে নির্মাণ করা হয়েছে। এতে নির্মিত তোরণের রশি ও বাঁশ পুরাতন হয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে । ফলে যেকোন মুহূর্তে বড় ধরনের বিপদের আশঙ্কা রয়ে গেছে।

শনিবার রাতে ধামরাইয়ের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়ো হাওয়ায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ধামরাইয়ের থানা বাসস্ট্যান্ডে একটি তোরণ দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে মহাসড়কের ওপর। এতে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আর অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান পথচারীসহ মহাসড়কের চলাচলরত যানবাহনের যাত্রীরা। এ তোরণগুলো অপসারণ করা না হলে যেকোনো মুহূর্তে বড়ধরনের দুর্ঘটনা আশঙ্কা করছে পথচারীসহ যানবাহনের চালকরা।

সরেজমিনে দেখা যায়, ধামরাইয়ের ইসলামপুর থেকে বারবাড়িয়া পর্যন্ত ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ওপর সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ,যুবলীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা শুভেচ্ছা ও স্বাগতম লেখা ব্যানার সম্বলিত ইসলামপুর,বাটা গেট,থানাবাসষ্ট্যান্ড, ঢুলিভিটা, জয়পুরা, কালামপুর, বাথুলি,বারবাড়িয়া,শ্রীরামপুর এলাকায় প্রায় ১৫টি বাঁশের তোরণ দন্ডায়মান রয়েছে। এ তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে প্রায় দেড়-দুই মাস আগে। রোদে পুড়ে ও বৃষ্টিতে ভিজে তোরণের বাঁশ ও বাঁধা রশি পুরাতন হয়ে নড়বড়ে হয়ে গেছে। এসব ঝুঁকিপূর্ণ তোরণের নীচ দিয়ে প্রতিদিন চলাচল করছে যাত্রীবাহী বাসসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন। এসব তোরণ অপসারণ করা না হলে যেকোন মুহূর্তে তোরণগুলো প্রাণনাশের কারণ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পথচারী ও যানবাহনের চালকসহ যাত্রীরা। রিপোর্ট কালের কণ্ঠের

বাসচালক হায়াত আলী, ট্রাক চালক তোফাজ্জল হোসেনসহ একাধিক চালকরা বলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নড়বড়ে তোরণের নিচ দিয়ে প্রতিদিন যেতে হচ্ছে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে। তাদের দাবি জরুরী ভিত্তিতে তোরণগুলো অসপারণ করা দরকার।

দি একমি ল্যাবরেটরিজ ওষধ কারখানার শ্রমিক শিউলি বেগম ও রাহিমা বেগম বলেন, পায়ে হেঁটে কর্মস্থলে যাতায়াতের সময় তোরণের নিচ দিয়ে যেতে ভয় লাগে কখন যেন মাথার ওপর নড়বড়ে তোরণটি পড়ে যায়।

এ বিষয়ে ধামরাই উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা সামিউল হক বলেন, মহাসড়কের নিরাপত্তা হাইওয়ে পুলিশের। তাঁরা ইচ্ছে করলে এগুলো অপসারণের ব্যবস্থা করতে পারেন।

প্রসঙ্গ চলতি মাসের ৯ মার্চ কালামপুর-বালিয়া-মির্জাপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের মাদারপুর মিলগেট এলাকায় একটি গাছ একটি চলন্ত ইজিবাইকের ওপর আছড়ে পড়লে ঘটনাস্থলেই ইজিবাইকের পাঁচ যাত্রী নিহত এবং চারজন আহত হন।

চিকিৎসা সামগ্রী না থাকায় চিকিৎসা দেওয়া ডাক্তারও করোনায় আক্রান্ত, ধিক্কার আওয়ামী সরকারকে

মিরপুরের টোলারবাগে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া রোগীর চিকিৎসা দেওয়া ডাক্তারও এবার কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। ডা. পলাশ নামে ওই চিকিৎসক রাজধানীর ডেল্টা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক। খবরঃ আমাদের সময়

জানা গেছে, গতকাল রোববার শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এই চিকিৎসকের। শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করলে তার নমুনা সংগ্রহ করে জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)। পরে সেই পরীক্ষায় ডা. পলাশের শরীরে কোভিড-১৯ এর উপস্থিতি পাওয়া যায়।

আজ সোমবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহকারী সার্জন প্রেমাংশু বিশ্বাস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘ডা. পলাশ ই এম ও, ডেল্টা হাসপাতাল

টোলারবাগের মারা যাওয়া প্রথম কোভিড পেশেন্টকে তিনিই রিসিভ করেছিলেন সেদিন ডেল্টা হাসপাতালে। তার ছিল না কোনো প্রোটেকশন, যেভাবে আমরা এখনো রোগী দেখছি। তখনো সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির কোভিড শনাক্ত হয়নি। ভর্তি করার পর, তিনি কোভিড শনাক্ত হন এবং আইসিইউতে মারা যান।

ডা. পলাশেরও আজ কোভিড পজিটিভ এসেছে। শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়ায় এখন ডা. পলাশও আইসিইউতে। রোগী দেখার জন্য একটা পারসোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট তাকে দিতে পারেনি এই রাষ্ট্র!

ধিক্কার.....’

ডা. পলাশ টোলারবাগের যে রোগীর চিকিৎসা করেছিলেন তিনি গত শনিবার মারা যান। হাসপাতালের ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার হিসেবে কাজ করছেন ৩০ বছর বয়সী এই চিকিৎসক।

এদিকে, ডেল্টা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চারজন চিকিৎসক, ১২ জন নার্স এবং তিনজন স্টাফকে করোনা আক্রান্তের শঙ্কায় হোম কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়েছে। তারা গত ২০ মার্চ করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া রোগীর চিকিৎসায় নিয়োজিত ছিলেন।

সারা বিশ্বে কোভিড-১৯, সিরিয়ায় কোভিভ-১৮!

নোবেল করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ এ পুরো বিশ্বে চলছে মহাআতংক। প্রতিদিন মারা যাচ্ছেন হাজার-হাজারো মানুষ। প্রতিটি রাষ্ট্রই বাধ্য হচ্ছে লকডাউন জারি করতে। ভাইরাসের কারণে বাধ্য হয়ে বন্ধ করতে হয়েছে স্কুল-কলেজ,অফিস-আদালত, কল-কারখানা,ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেঙে পড়ছে প্রতিটি ধনী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো। ভাইরাসের থেকে বাঁচতে মানুষ আতঙ্কিত ও পঙ্গপালের মত দিশেহারা। অন্যভাবে বললে ঠিক যেন সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মুসলিমদের মত অবস্তা। গোটা বিশ্ব যেমন আজ বাধ্য হয়ে লকডাউন অবস্তা , টিক সেভাবেই বছরের পর বছর সিরিয়ায় ছিল ক্রুসেডার সৃষ্ট লকডাউন অবস্থা। কারন,দেশটিতে ক্রুসেডার ইরান-রাশিয়া জোট ও কসাই বাশার আল-আসাদ সরকারের উপর্যুপরি বোমা হামলায় সারা বছরই হাজার হাজার মানুষ নিহত ও আহত হয়েছেন।পিতা-মাতা হারিয়ে অনাথ ও এতিম হয়েছেন হাজার হাজার শিশু।গৃহহীন হয়ে পালিয়ে বাঁচতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ সিরিয়ান মুসলিমদের। প্রতিটি দেশের ধারে ধারে ঘুরতে হয়েছে শরনার্থী হিসেবে। দীর্ঘ ৯বছর ধরে বাড়ি-ঘর, স্কুল-কলেজ, রাস্তা-ঘাট,ক্লিনিক ও হাসপাতালগুলোতে বিমান হামলার ঘটনাগুলো ঠিক যেন কোভিড-১৮।

এদিকে সারাবিশ্ব যখন করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত এবং এ থেকে বাঁচতে মরিয়া এ অবস্থায়ও ক্রুসেডার জোট সিরিয়ায় হামলা বন্ধ করেনি। "হোয়াইট হেলমেট সিভিল ডিফেন্স" খবর অনুযায়ী,গত শুক্রবার সন্ত্রাসী বাহিনী সন্ধায় উত্তর আলেপ্পোর আযায শহরে বোমা হামলা চালিয়েছে, ফলে ২জন নিহত ও ১৭ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। এক দিকে করোনা ভাইরাস অন্য দিকে ক্রুসেডার জোটের বোমা হামলা।উপর্যুপরি একটার পর একটা হামলায় লক্ষ লক্ষ মাজলুম মুসলিম গৃহহীন হয়ে আশ্রয় নিয়েছে আশ্রয়

শিবিরগুলোয়। কিন্তু একসাথে এত মানুষ একত্রে থাকার কারনে ভাইরাসের ঝুঁকি বাড়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও নিরুপায় হয়ে থাকতে হচ্ছে একত্রে।এমনকি ভাইরাসের প্রকোপ থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হাত ধৌত করার মত সাবান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রীও নেই।শীতপ্রধান দেশে এই ভাইরাসের সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব বেশি হওয়ায় মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে এইসব মানুষ।

এদিকে সন্ত্রাসী বাশার আল-আসাদ সরকারের জেলে বন্দী রয়েছে কমপক্ষে ২,০০,০০০লক্ষ সিরিয়ান মুসলিম। জেলে বন্দী এইসব মানুষের মুক্তির কোন ব্যবস্থা না থাকায় ভাইরাসে সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে তারা। বরাবরের মতো এবারও নিরব ও মুখে কুলুপ এঁটেছে বিশ্ব মিডিয়া।

সোমালিয়া | হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের হামলায় 17 এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত!

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ ও দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালানা করে আসছেন দেশটিতে অবস্থানরত সবচাইতে জনপ্রিয় জিহাদী তানযিম "হারাকাতুশ শাবাব"।

এরি ধারাবাহিকতায় ২৩ মার্চেও দখলদার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব (আল-কায়েদা শাখা) আল-মুজাহিদিন।

শাহাদাহ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী শুধু রাজধানী মোগাদিশুতেই হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের পরিচালিত ৪টি হামলায় এক পুলিশ অফিসারসহ ৮ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৯ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় জুমল্যান্ডের ১ অফিসারসহ ৪ সৈন্য হতাহত!

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ২২ মার্চ সোমালিয়ার জুবা রাজ্যের "কুকানী" শহরে কুফফার জুমল্যান্ড প্রশাসনের বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন

ওয়াকালাতুশ শাহাদাহ এর বরাতে জানা যায় যে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় জুমল্যান্ড প্রশাসনের উচ্চপদস্থ ১ অফিসার ও ১ কমান্ডার নিহত হয়। আহত হয় আরো

৩ এরও অধিক কুফফার সৈন্য। এছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় জুমল্যান্ড প্রশাসনের একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়।

যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হবে দেওবন্দের বাৎসরিক পরীক্ষা

যথা সময়েই অনুষ্ঠিত হবে দারুল উলূম দেওবন্দের বাৎসরিক পরীক্ষা। খবর দেওবন্দ মিডিয়ার।

দেওবন্দ মিডিয়া জানিয়েছে আজ ইউপির এসডিএম পান্ডে দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম আবুল কাসেম নোমানীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। এসময় তিনি দারুল উলুমের পরীক্ষা হল পরিদর্শন করেন। হল রুমের শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা পরিদর্শন শেষে দারুল উলুম কর্তৃপক্ষকে দ্রুত পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা কিভাবে ঘরে ফিরবে দেওবন্দ মুহতামিমের এমন প্রশ্নের জবাবে এসডিএম পান্ডে বলেন, যাদের ঘর-বাড়ি কাছাকাছি তাদের জন্য আমরা বাসের ব্যবস্থা করব। আর যারা দিল্লি বা দূরের শিক্ষার্থী তাদের জন্য ট্রেনের ব্যবস্থা করা হবে।

এছাড়াও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা পেতে দ্রুত পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ছুটি দেওয়ার অনুরোধ জানান এসডিএম পান্ডে।

এসডিএম আরো বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে দেওবন্দ ও আশপাশ এলাকায় বেশ কয়েকদিন লাগাতার কারফিউ জারি থাকবে। দিনে মাত্র দুই ঘন্টা দোকান খোলা থাকবে। এই সময়ের ভিতরেই সবাইকে প্রয়োজনীয় কাজ সারার নির্দেশ দিয়েছেন এসডিএম পান্ডে।

করোনা ডামাডোলের আড়ালে বাড়ছে এডিস মশার প্রকোপ!

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকে বৈশ্বিক মহামারি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। দেশেও এখন পর্যন্ত প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। সম্ভাব্য খারাপ পরিস্থিতির আশঙ্কায় নেওয়া হচ্ছে নানাবিধ প্রতিরোধী পদক্ষেপ। অথচ গত বছরের প্রথম তিন মাসের তুলনায় এ বছরের তিন মাসে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি, ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশার ঘনত্বও বেশি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এখনই আগাম পদক্ষেপ না নেওয়া না হলে এবারও ডেঙ্গু

পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে। করোনারকারণে সব 'ফোকাস' সেদিকে চলে গেছে। তাই ডেঙ্গু প্রতিরোধের দিকটা দুর্বল হওয়ার শঙ্কা তাদের।

সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) জানায় ২২ মার্চ পর্যন্ত করোনায় মোট সংক্রমণের সংখ্যা ২৭। দেশে এ পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দুই জন মারা গেছেন। এছাড়া, বিভিন্ন হাসপাতালে আইসোলেশনে আছেন ৪০ জন।

জানতে চাইলে স্বাস্থ্য অধিদফতের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার পরিচালক ডা. শাহনীলা ফেরদৌসি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'গতবারের তুলনায় চলতি বছর রোগী ভর্তির সংখ্যা বেশি ঠিকই, তবে গতবার কিছুটা ইনফরমেশন গ্যাপ ছিল, তথ্যগুলো সেভাবে শুরুর দিকে আসেনি। আবার গত মাসে প্রকাশিত পোস্ট মনসুন সার্ভে অনুযায়ী এবারে আবাসিক এলাকায় এডিস মশার ঘনত্ব কম, কিউলেক্স মশার ঘনত্ব বেশি।'

৫ মার্চ শুরু হয়ে ১৫ মার্চ পর্যন্ত'প্রি মনসুন সার্ভে' হয়েছে। তখন কিছুটা বৃষ্টি ছিল, যা এডিস মশা বাড়ার উপযোগী।

'করোনা ভাইরাস মোকাবিলার পাশাপাশি ডেঙ্গু নিয়েও সমানভাবে কাজ চালাতে হবে এবং পুরো সজাগ থাকতে হবে', বলেন ডা. শাহনীলা ফেরদৌসী।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ববিদ ড. কবিরুল বাশার বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'চলতি বছরের প্রথম এই তিনমাসে এডিস মশার যে ঘনত্ব পেয়েছি সেটা অনেক বেশি। এবারে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যাও বেশি। অর্থাৎ ডেঙ্গুর সিজনে রোগীর সংখ্যা বাড়বে যদি আগাম পদক্ষেপ না নেওয়া হয়।'

তিনি বলেন, "করোনা ভাইরাসের কারণে সব 'ফোকাস' চলে গেছে সেদিকে, তাই শঙ্কা হচ্ছে ডেঙ্গুর দিকটা দুর্বল না হয়।' তিনি আগাম পদক্ষেপ হিসেবে এডিস মশা নিধনে এবং এডিস মশার প্রজননস্থল কমানোর ওপর জোর দেন।

'এডিসের ব্রিডিং প্লেস ম্যানেজমেন্টের জন্য মার্চ থেকে মে—এই তিনমাস কাজ করতে হবে এবং মে জুন থেকে স্প্রের কাজ করতে হবে,' বলেন কবিরুল বাশার।

জানতে চাইলেস্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশনস সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের সহকারী পরিচালক ডা. আয়শা আক্তার বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন,'কেবল গত বছরের তুলনায় নয়, বলতে গেলে গত ১৮ বছরের তুলনাতেই চলতি বছরের শুরুতে রোগীর সংখ্যা বেশি। কিন্তু

গতবছর যখন রোগী সংখ্যা ১ লাখের বেশি হয়ে গেলো, একদিনেই যখন ২ হাজার ৪০০-এর বেশি রোগী ভর্তি হলো, তাহলে সে হিসাবে একটা মিনিমাম সংখ্যায় নামতেতো সময় লাগবে।'

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে খাবার তালিকা

করোনাভাইরাস মোকাবিলার প্রস্তুতি চলছে পুরো পৃথিবীতে। আমরাও চেষ্টা করছি। এর প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে আমরা প্রচুর খাবারদাবার কিনে রাখছি ঘরে। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছি, ঘরে জমা করে রাখার ফলে খাবারগুলোর গুণগত মান আদৌ বজায় থাকবে কি না? যে খাবার আমরা কিনে ঘরে জমা করেছি, সেগুলো আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা শক্তিশালী করার পক্ষে যথেষ্ট কি না? কারণ, করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো। পাশাপাশি যথাযথ কর্তৃপক্ষের দেওয়া স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নির্দেশাবলি সঠিকভাবে পালন করা।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধের প্রথম ধাপ হলো ব্যক্তিগত সচেতনতা গড়ে তোলা এবং প্রত্যেকের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্থাৎ ইমিউন সিস্টেম বাড়িয়ে তোলা। এর ফলে করোনাভাইরাস সংক্রমণের যে মারাত্মক লক্ষণ অর্থাৎ শ্বাসযন্ত্র এবং পরিপাকতন্ত্রের সংক্রমণ, সেগুলো সহজে প্রতিরোধ করা সম্ভব। সহজভাবে বললে, যেকোনো ভাইরাস হলো প্রোটিন যুক্ত অণুজীব, যার কারণে মানুষ জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট এমনকি মারাত্মক নিউমোনিয়া (নতুনভাবে) হতে পারে। তা ছাড়া এই ভাইরাস ভয়ংকর প্রাণঘাতী রোগ তৈরি করতে পারে খুব সহজে। তাই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বেশি পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে প্রতিদিন।

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হলো কিছু ভিটামিন, মিনারেল ও এনজাইম, যা শরীরের ক্ষতিকর ফ্রি র‍্যাডিক্যালের (দেহের কোষ, প্রোটিন ও DNA ক্ষতি করে এমন কিছু) বিরুদ্ধে লড়াই করে, শরীরের কোষগুলোকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়ে শরীরে জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। প্রধান অ্যান্টি-অক্সিডেন্টগুলো হলো বিটা ক্যারোটিন, ভিটামিন এ, সি, ই, লাইকোপেন, লুটেইন সেলেনিয়াম ইত্যাদি।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ যে খাবারগুলো বেশি করে খেতে হবে, সেগুলো হলো:

বিটা ক্যারোটিন: উজ্জ্বল রংয়ের ফল, সবজি। যেমন গাজর, পালংশাক, আম, ডাল ইত্যাদি।
ভিটামিন এ: গাজর, পালংশাক, মিষ্টি আলু, মিষ্টিকুমড়া, জাম্বুরা, ডিম, কলিজা, দুধজাতীয় খাবার।
ভিটামিন ই: কাঠবাদাম, চিনাবাদাম, পেস্তাবাদাম, বাদাম তেল, বিচিজাতীয় ও ভেজিটেবল অয়েল, জলপাইয়ের আচার, সবুজ শাকসবজি ইত্যাদি।
ভিটামিন সি: আমলকী, লেবু, কমলা, সবুজ মরিচ, করলা ইত্যাদি।

এছাড়া যে খাবার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, সেগুলোর একটি তালিকা দেওয়া হলো। এ খাবারগুলো আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে তো বাড়িয়ে তুলবেই, সেই সঙ্গে আরও বিভিন্নভাবে আপনার শরীরকে সুস্থ থাকতে সহায়তা করবে।

সামগ্রিকভাবে উদ্ভিজ্জ খাবারই হলো অ্যান্টি–অক্সিডেন্টের সবচেয়ে ভালো উৎস, বিশেষ করে বেগুনি, নীল, কমলা ও হলুদ রংয়ের শাকসবজি ও ফল। এ ছাড়া যে ধরনের খাবারগুলো আপনার প্রয়োজন, সেগুলোর একটি তালিকা দেওয়া হলো।

১. সবজি: করলা (বিটা ক্যারোটিনসমৃদ্ধ), পারপেল/লাল পাতা কপি, বিট, ব্রোকলি, গাজর, টমেটো, মিষ্টি আলু, ক্যাপসিকাম, ফুলকপি।

২. শাক: যেকোনো ধরনের ও রঙের শাক।

৩. ফল: কমলালেবু, পেঁপে, আঙুর, আম, কিউই, আনার, তরমুজ, বেরি, জলপাই, আনারস ইত্যাদি।
৪. মসলা: আদা, রসুন, হলুদ, দারুচিনি, গোলমরিচ।

৫. অন্যান্য: শিম বিচি, মটরশুঁটি, বিচিজাতীয় খাবার, বার্লি, ওটস, লাল চাল ও আটা, বাদাম।
৬. টক দই: এটি প্রোবায়োটিকস, যা শ্বাসযন্ত্র ও পরিপাকতন্ত্র সংক্রমণের ঝুঁকি প্রতিরোধ করে।

অন্যদিকে শাকসবজি, ফল, বাদামজাতীয় খাবার শরীরে নিউটোভ্যাক্স ভ্যাকসিনের অ্যান্টিবডি প্রক্রিয়াকে উন্নত করে, যা স্টেপটোকোক্কাস নিউমোনিয়া প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

৭. চা: গ্রিন টি, লাল চায়ে এল-থেনিন এবং ইজিসিজি নামক অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট থাকে, যা আমাদের শরীরে জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অনেক যৌগ তৈরি করে শরীরে রোগ প্রতিরোধব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে।

৮. এ ছাড়া ভিটামিন বি-৬, জিংক–জাতীয় খাবার (বিচিজাতীয়, বাদাম, সামুদ্রিক খাবার, দুধ ইত্যাদি) শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির কোষ বৃদ্ধি করে। তাই এ ধরনের খাবার বেশি খেতে হবে।

৯. উচ্চ মানের আমিষজাতীয় খাবার (ডিম, মুরগির মাংস ইত্যাদি) বেশি করে খেতে হবে। ১০. অ্যান্টি–অক্সিডেন্টের খুব ভালো কাজ পেতে হলে খাবার রান্নার সময় অতিরিক্ত তাপে বা দীর্ঘ সময় রান্না না করে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় রান্না করতে হবে।

ওপরের খাবারগুলো ছাড়াও নিউমোনিয়া প্রতিরোধে উচ্চ আমিষযুক্ত খাবার বেশি করে খেতে হবে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত কোষ ও টিস্যু দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে এবং পাশাপাশি নতুন টিস্যু তৈরি হবে। এর সঙ্গে দরকার পর্যাপ্ত ঘুম। অপর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুম শরীরে কর্টিসল হরমোনের চাপ বাড়িয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, তাই পর্যাপ্ত ঘুমাতে হবে।

যে খাবার বাদ দিতে হবে

সব ধরনের কার্বনেটেড ড্রিংকস, বিড়ি, সিগারেট, জর্দা, তামাক, সাদাপাতা, খয়ের ইত্যাদি। এগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় বাধা দিয়ে ফুসফুসে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়, ঠান্ডা খাবার, আইসক্রিম, চিনি ও চিনির তৈরি খাবার (যা ভাইরাসের সংক্রমণে সহায়তা করে)।

এ লেখার উদ্দেশ্য সঠিক পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে প্রত্যেকের শরীরে রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা উন্নত করতে সহায়তা করা, যাতে শুধু করোনাভাইরাস নয়, সব ধরনের ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলায় আপনি শারীরিকভাবে সক্ষম থাকতে পারেন।

লেখক: প্রধান পুষ্টিবিদ ও বিভাগীয় প্রধান, পুষ্টি বিভাগ

ভারতে ট্রেন চলাচল বন্ধ!

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দমনে ভারতে সব ধরনের যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার।

আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত দেশটিতে এক্সপ্রেস, মেইল, লোকাল ও প্যাসেঞ্জারসহ সব ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে। সেইসঙ্গে কলকাতা মেট্রো পরিষেবাও বন্ধ হতে যাচ্ছে।

গতকাল রোববার ভারতের রেল মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। খবর আনন্দবাজার।

জানা যায়, রোববার দিবাগত রাত থেকে ভারতের সব যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত আর কোনো যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করবে না। মালামালবাহী রেলগাড়ির ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে না বলে জানিয়েছে রেল মন্ত্রণালয়।

দেশটিতে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৮৩ জনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে ৩৩২ জনের শরীরে ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেলো। ভাইরাসটির কারণে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের।

ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভাইরাস সংক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ভারত। যদি এ পর্যায়ে ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে পরিস্থিতি ভায়াবহ হয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা করেছেন তারা।

করোনা প্রতিরোধে নিরাপদ নন বাংলাদেশের চিকিৎসক-নার্সরাই

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর টোলারবাগে প্রাণ হারানো বৃদ্ধকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন যে চিকিৎসক, তিনিও আক্রান্ত হয়েছেন (করোনা পজিটিভ)। রবিবার রাতে চিকিৎসকের পারিবারিক বন্ধু ডা. শরীফ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'যে বৃদ্ধ মারা গেছেন তার চিকিৎসা দিয়েছেন আক্রান্ত ডাক্তার। গতকাল (শনিবার) সকাল থেকেই তার সমস্যা শুরু হয়েছিল। আজ (রবিবার) দুপুর নাগাদ শ্বাসকষ্ট শুরু হয়।

উল্লেখ্য, তিনি ডেল্টা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক হিসেবে টোলারবাগের ওই বৃদ্ধকে চিকিৎসা দিয়েছিলেন। তার পরিবারের সদস্যরা এখনও হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন। এর আগে বৃদ্ধের মৃত্যুর পর তার চিকিৎসায় নিয়োজিত ওই হাসপাতালের চার চিকিৎসক, ১২ জন নার্স ও তিনজন স্টাফকে হোম কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়েছে। তাদেরই একজন চিকিৎসক করোনা পজিটিভ হিসেবে শনাক্ত হন। জানা যায়, রবিবার (২২ মার্চ) তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। তাতে এই তথ্য পাওয়া যায়।

কারণ কোনো রকম পার্সোনাল প্রোটেকশন ইক্যুইপমেন্ট (পিপিই) ছাড়াই চিকিৎসা কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের। নার্সসহ অন্যান্য স্টাফদেরও নেই

নিরাপত্তামূলক কোনো ব্যবস্থা। এ অবস্থায় চরম ঝুঁকির মধ্যে পড়তে যাচ্ছেন তারাসহ সাধারণ রোগীরাও।

চিকিৎসকরা বলছেন, শুধু নিজেদের সুরক্ষার জন্য নয়, রোগীসহ অন্যদের সুরক্ষার জন্য পিপিই লাগবে। সবাই আতঙ্কের মধ্যে আছে, সবার পরিবার আছে। কেউ আক্রান্ত হলে পরিবারও আক্রান্ত হবে। তাই চিকিৎসকরা কোয়ারেন্টাইনে চলে গেলে জনবল সংকট দেখা দেবে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) রোববারে দেয়া তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২৭ জন। সঠিক আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। তাদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে তিনজন। এছাড়া করোনাআক্রান্ত সন্দেহে কোয়ারেন্টাইনে আছেন ১৭ হাজার মানুষ। যদিও গত ১৫ দিনে বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছে প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার বাংলাদেশি।

উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে গত শনিবার মারা যাওয়া মিরপুরের টোলারবাগের ওই বৃদ্ধ ছিলেন দেশে করোনায় আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগী। তবে তিনি বা তার পরিবারের কেউ বিদেশ থেকে না আসায় এই ঘটনায় কমিউনিটি ট্রান্সমিশন স্বীকার করে নিয়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণার দাবি ওঠে। তবে বিষয়টি নিঃসন্দেহ হতে আরও সময় চেয়েছে আইডিসিআর। যদিও ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার এক প্রতিবেশী পরদিন রবিবার (২২ মার্চ) রাতে মারা যান।

২২শে মার্চ, ২০২০

সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ কর্তৃক নাগরপুরে শিক্ষিকা লাঞ্ছিতের ঘটনায় শিক্ষক পরিষদের প্রতিবাদ সভা

টাঙ্গাইলের নাগরপুরে সরকারি কলেজের সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের কয়েকজনের হাতে রসায়ন বিভাগের শিক্ষিকা শামীমা ইয়াসমীনকে লাঞ্ছিতের ঘটনায় প্রতিবাদ সভা করেছে নাগরপুর সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদ। শনিবার সকালে কলেজ শিক্ষক মিলনায়তনে এ প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

নাগরপুর সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. মুক্তা মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় শিক্ষকরা কলেজের রসায়ন বিভাগের শিক্ষিকা শামীমা ইয়াসমীনকে লাঞ্ছিতের ঘটনায় তীব্র নিন্দা, ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। খবরঃ বিডি প্রতিদিন

কলেজ ছাত্র সংসদের ছাত্রলীগ মনোনীত সাবেক ভিপি আল-মামুনসহ ঘটনায় জড়িত সকলের শাস্তির দাবিতে কর্মবিরতিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

এ সময় মো. মুক্তা মিয়া বলেন, দোষীদের শাস্তির দাবিতে আগামী ২৩ মার্চ কর্মবিরতি, ২৪ মার্চ স্থানীয় এমপি, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে স্মারক লিপি প্রদান, শিক্ষাবোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বখাটেদের সনদ বাতিলের জন্য আবেদন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ঘটনার সার্বিক বিষয় অবহিতকরণ, স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারদলীয় নেতৃবৃন্দকে অবহিতকরণসহ আমরা নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছি।

এবার বকেয়া বেতনের দাবিতে মালিবাগে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বকেয়া বেতনের দাবিতে রাজধানীর মালিবাগে আজ রবিবার বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। তারা সড়কে অবস্থান নিয়ে নানা ধরনের স্লোগান দেন।

এসময় শ্রমিকরা জানান, কেউ ৫ মাস, কেউ ৬ মাস বেতন পাইনি। আমাদের একটাই দাবি, বেতন পরিশোধ করতে হবে। বিডি প্রতিদিনের রিপোর্ট

মালিকের কাছে বেতন চাইলে বেতন ছাড়াই বের করে দেয়। মারধর করে। মামলা, পুলিশের ভয় দেখায়।

খোরাসান | তালেবানদের নিকট কমান্ডারসহ ৪৬ আফগান সৈন্যের আত্মসমর্পণ!

ইমারতে ইসলামিয়ার সম্মানিত উমারাগণ ত্বাগুতের বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদের পাশাপাশি "দাওয়াতী কমিশন" এর মাধ্যমে আফগান বাহিনীর মাছে দাওয়াতী কার্যক্রমও চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরি ধারাবাকিতায় ২২ মার্চ "দাওয়াতী কমিশন" ও হাক্কানি উলামায়ে কেরামের মেহনতের ফলে মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে ৪৩ আফগান সৈন্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

আত্মসমর্পণকারী এসকল সৈন্যরা আফগানিস্তানের বাগলান, লাগমান ও বদাখশান শহর হতে তালেবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। এর মধ্যে শুধু বাগলাম প্রদেশ হতেই তালেবান মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করে ২৮ আফগান সৈন্য।

মালি | মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটিতে JNIM এর হামলা, নিহত ৩০ এরও অধিক!

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (JNIM) এর জানবায মুজাহিদিন গত ২১ মার্চ মালির ঘাউ প্রদেশের "তারকানাত" শহরে অবস্থিত দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

JNIM এর অফিসিয়াল "আয-যাল্লাকা" মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে অভিযানটি সফলভাবে সম্পূর্ণ করেন এবং ঘাঁটি বিজয় করেনেন। এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ৩০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়। আহত হয় আরো অনেক সৈন্য। বাকি সৈন্যরা ঘাঁটি ছেড়ে পলায়ন করে।

ঘাঁটিটি বিজয়ের পর মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে ৯টি অত্যাধুনিক ভারী "দাশকা", ৩০টি ক্লাশিনকোভ, ৫টি বিকা, spg9 & rpg7 ২টি মিসাইল, ১টি 60+কামান, কয়েকটি সামরিকযান ও গাড়িসহ বিপুল পরিমান হালকা যুদ্ধাস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

মিরপুরে করোনায় মৃত ব্যক্তির মতোই অবস্থা পুরো বাংলাদেশের

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মিরপুরের এক বাসিন্দা গতকাল শনিবার মারা গেছেন। এরপর তিনি যে বাসাটিতে থাকতেন, সেটি লকডাউন করা হয়েছে। করোনাভাইরাসে বাবার মৃত্যু নিয়ে তাঁর ছেলে নিজের ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছেন।

একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা এই ছেলে প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর বাবার মৃত্যু নিয়ে নানা ধরনের ভুল তথ্য ও বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ দেওয়া হচ্ছে। এটি পরিষ্কার করতে তিনি ফেসবুকে স্ট্যাটাসটি দিয়েছেন। তাঁর পরিবার এখন বাসায় কোয়ারেন্টিনে আছেন।

পোস্টটি হুবহু তুলে দেওয়া হলো:

'পিতার মৃত্যু এবং সন্তানের ব্যর্থতা আমি কখনো ভাবিনি যে আমার পিতার মৃত্যুর ঘটনা আমাকে এই ভাবে লিখতে হবে। কিন্তু কিছু মিডিয়ার মিথ্যা রিপোর্ট দেখে আমি বাধ্য হলাম ফেসবুকে কিছু সত্য প্রকাশ করতে।

গত ১৬ তারিখে আব্বা অসুস্থ বোধ করলে আমাদের ড্রাইভার ওই দিন বিকেলে তাঁকে কল্যাণপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসে। ওই সময় আমরা ভাইয়েরা সবাই অফিসে। আমি অফিস থেকে বাসায় এসে শুনলাম ডাক্তার ধারণা করছে উনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং কোভিড–১৯ টেস্ট এর জন্য প্রস্তাব করেছে। অতঃপর ওই রাত্রেই আমরা টেস্ট এর জন্য IEDCR (আইইডিসিআর) এর হান্টিং নম্বরে ফোন দেওয়া শুরু করি। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর তাদের সঙ্গে আমরা কমিউনিকেশন করতে সমর্থ হই, তারা আমাদের জানায় যেহেতু অসুস্থ ব্যক্তি বিদেশ ফেরত না এবং বিদেশফেরত কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে উনি আসেন নাই, সেহেতু এই টেস্ট ওনার জন্য প্রযোজ্য নয়, আমি তাদের বলেছিলাম উনি মসজিদে যান এবং ওখান থেকে এই ভাইরাস আসতে পারে কি না। তারা আমাদের বলেছেন যে এই ভাইরাস বাংলাদেশে কমিউনিটিতে মাস লেভেলে এখনো সংক্রমিত হয়নি সুতরাং আপনারা চিন্তা করেন না, এটা সাধারণ শ্বাস কষ্টের প্রবলেম।

ওই রাত্রেই আনুমানিক সাড়ে ১০টায় আমি তাঁকে শ্যামলীর একটি বড় হাসপাতালে নিয়ে যাই এবং আমাদের পরিচিত একজন স্পেশালিস্ট ডক্টরকে দেখাই। উনি আমাকে বলেন, রোগীর নিউমোনিয়া হয়েছে। তাঁকে নিউমোনিয়ার ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। তবে বাংলাদেশের কোনো হসপিটাল এই রোগীর ভর্তি নেবে না, আপনারা বাসায় ট্রিটমেন্ট করেন। আমি ওই রাতে বাসায় চলে আসি এবং আব্বাকে নেবুলাইজার দেওয়া এবং মুখে খাওয়া অ্যান্টিবায়োটিক দিতে থাকি। পরের দিন ১৭ তারিখে দুপুরে আমি আব্বাকে নিয়ে যাই শ্যামলীর ওই হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে। তারা রোগী দেখে বলে যে রোগীর অবস্থা ভালো না, তাঁকে আইসিইউ সাপোর্ট দিতে হবে। এবং তাদের আইসিইউ তারা দিতে পারবে না। এরপর আমি অন্য একটি হাসপাতালে কথা বলি। ওরা বলে ওদের আইসিইউ খালি আছে। আমরা দ্রুত আব্বাকে নিয়ে কেয়ার হাসপাতালে যাই এবং আইসিইউতে ভর্তি করি। ১৫ মিনিট পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাদের বললেন এই রোগী তারা রাখতে পারবে না।

অতঃপর আমরা রোগী নিয়ে কল্যাণপুর একটি হসপিটালে যাই। তারা আমাকে কেবিন দিয়ে সাহায্য করে কিন্তু তাদের আইসিইউ খালি নেই। রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টায় হাসপাতালের ডাক্তার আমাকে বলেন, এই রোগীর আইসিইউ লাগবে, আপনারা দ্রুত আইসিইউর ব্যবস্থা

করেন। আমি বিভিন্ন হাসপাতালে কথা বলতে থাকি, কোথাও আইসিইউ খালি নেই। অতঃপর মিরপুরের ওই হাসপাতাল তাদের আইসিইউ দিতে রাজি হয়। আমি এবং আমার ছোট ভাই রাত্রে ৪টার সময় আব্বাকে নিয়ে সেখানে আসি এবং দুপুর ১২টার পর থেকে আব্বা লাইফ সাপোর্টে চলে যান। ১৮ তারিখ দুপুর থেকে আমরা এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ IEDCR–এর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি কিন্তু ব্যর্থ হই। অতঃপর ১৯ তারিখ বিকেলে IEDCR রাজি হয় এবং রাত্রে টেস্ট করে এবং পরের দিন ২০ তারিখ দুপুরে IEDCR আমাদের জানায় যে রিপোর্ট পজিটিভ। আমাদের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বলে ১৫ দিন।

রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর থেকে ওই হাসপাতাল আমাদের প্রেশার দিতে থাকে লাইফ সাপোর্ট খুলে দেওয়ার অনুমোদন দেওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা অনুমতি না দিয়ে তাদের বলতে থাকি ট্রিটমেন্ট দিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু তারা আর রোগীর কাছেও যায়নি এবং আমাদের আইসিইউর ভেতর ঢুকতেও দেয়নি। যাহোক আমার আব্বু অবশেষে ২১ তারিখ ভোর তিনটার সময় ইন্তেকাল করেন।

আমরা সন্তানরা ব্যর্থ, পিতার সঠিক ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করতে এবং এমনকি তাঁর জানাজাতে আমরা উপস্থিত থাকতে পারিনি। সন্তান হিসেবে, একজন পুত্র হিসেবে এর চেয়ে কঠিন কষ্ট আর কিছুই হতে পারে না। আমার বুকে পাথর বেঁধে বাসায় অবস্থান করছি সরকারের আইন মেনে ১৫ দিন। কিন্তু কিছু পেজ এবং ফ্রন্ট লাইনের মিডিয়া আমাদের নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে যে আমার ভগ্নিপতি বিদেশ থেকে আমাদের বাসায় এসেছে, যেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমার দুই ভগ্নিপতি, বড় বোন এবং তার স্বামী চিটাগংয়ের দুটি সরকারি কলেজের অধ্যাপক। অন্য ভগ্নিপতি জাপানে থাকে। সে গত এক বছরের মধ্যে আসেনি, আমার বাবা যেদিন আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে চলে যায়, সেদিন মানে ১৯ তারিখে আমার বড় বোন এবং বড় দুলাভাই চিটাগং থেকে আমাদের বাসায় আসে এবং তারাও হোম কোয়ারেন্টিন পালন করছে।

আমাদের এই বিপদের সময় দয়া করে আমার পরিবার সম্পর্কে মিথ্যা রিপোর্ট করবেন না। এখন পর্যন্ত আমাদের পরিবারের বাকি সদস্যরা সুস্থ আছে। কারও মধ্যে করোনার লক্ষণ দেখা দেয়নি, আমার ছোট ভাই এবং আমার ড্রাইভারের কোভিড–১৯ টেস্ট করা হয়েছে, যেটা নেগেটিভ এসেছে। আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন আল্লাহ আমাদের হেফাজত করেন, বাংলাদেশের সবাইকে যেন আল্লাহ হেফাজত করেন। আমিন।

'লক ডাউন' ভারতের রাজস্থান

ভারতের হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রোববার, এক দিনের জন্য সারা ভারতে 'জনতার কারফিউ'-এর আড়ালে, আদতে 'লক ডাউন' ঘোষণা করেছে। আরো এক ধাপ এগিয়ে দেশটির রাজস্থান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এই লক ডাউন বাড়িয়ে ৩১ মার্চ পর্যন্ত করেছেন। অর্থাৎ, আগামী ১০ দিন একরকম বন্ধই চলবে রাজস্থানে। লক ডাউন চলাকালীন রাজ্যের প্রতিটি সীমান্ত সিল করার নির্দেশ দিয়েছেন অশোক গেহলট। তবে, সবজি বাজার খোলা রাখতে বলেছেন। খোলা থাকবে ওষুধের দোকানও। পাওয়া যাবে দুধ-সহ ডেয়ারি পণ্যও। তবে, অন্যান্য দোকানপাট, মল-মার্কেট-সহ বাকিসব লক ডাউন থাকবে। দেশে রাজস্থান ভারতের প্রথম রাজ্য হিসেবে টানা ১০ দিন লকডাউন ঘোষণা করেছে। নয়া দিগন্তের রিপোর্ট

এর আগে করোনাভাইরাস সংক্রমণকে 'মহামারী' ঘোষণা করে রাজস্থানে ১৪৪ ধারা জারি করেন মুখ্যমন্ত্রী। গত বুধবার তিনি এই নির্দেশিকা জারি করেন। যার জেরে রাজ্যের কোনো এলাকায় ৪ জনের বেশি ব্যক্তির জমায়েত নিষিদ্ধ হয়। লক ডাউনের সঙ্গে ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১৪৪ ধারাও বলবৎ থাকবে।

গত বুধবার রাজস্থানের ঝুনঝুনুতে একই পরিবারের তিনজনের শরীরে করোনাভাইরাসের জীবাণু ধরা পড়ে। ইতালি থেকে গত ৮ মার্চ ওই পরিবারের সদস্যরা ভারতে ফিরেন। বিদেশ ফেরত ওই পরিবারের সদস্যদের রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য জয়পুরের এমএমএস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। রিপোর্ট পজিটিভ আসার পরেই আক্রান্ত পরিবারের বাসভবন থেকে ১ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে কারফিউ জারি করা হয়।

করোনা আক্রান্ত সন্দেহে রাজস্থানে এখন পর্যন্ত মোট ৪৬৭ জনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৪৪৫ জনের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। ১৮ জনের রিপোর্ট এখনো আসেনি।

এদিকে, শনিবার রাত পর্যন্ত গোটা ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩১৫ জন। এর মধ্যে শুধু শনিবারই ৭৯ জনের করোনা ধরা পড়ে। কেরালায় আক্রান্তের সংখ্যা শনিবার ৫০ ছাড়িয়েছে।

মসজিদে ঢুকে মুসল্লীকে পেটালো সন্ত্রাসী যুবলীগ নেত্রী

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে নুরুচ্ছাবাহ্ পূর্নিমা নামে এক সন্ত্রাসী যুব মহিলা লীগ নেত্রী মসজিদে প্রবেশ করে মুসল্লীকে জুতা দিয়ে পিটিয়েছে। শনিবার দুপুরে উপজেলার ৫ নং ওচমানপুর ইউনিয়নের বাঁশখালী এলাকার মাজহার উল্লাহ মুহুরী বাড়ি জামে মসজিদে এই ঘটনা ঘটেছে। এতে এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

আমেরিকা প্রবাসী নুরুচ্ছাবাহ্ পূর্নিমা সন্ত্রাসী যুব মহিলা লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় কমিটির মহিলা বিষয়ক সম্পাদেকর দায়িত্ব পালন করছেন। নয়া দিগন্তের রিপোর্ট

ভুক্তভোগী মুসল্লী এস এম শহীদ জানান, শনিবার জোহরের নামাজের জন্য আমি মসজিদে প্রবেশ করার পথে পূর্ণিমা নামের এই মহিলা দাঁড়িয়ে থাকে। আমি তাকে নামাজের জামাত শুরু হচ্ছে বলে সরে দাঁড়াতে বলে মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করার সময় সে মসজিদের সামনে থাকা জুতা নিয়ে আমাকে মারলে জুতা মসজিদের ভেতরে ঢুকে যায়। এরপর সে ভেতরে ঢুকে জুতা দিয়ে আমাকে মারধর করেন। তখন সকল মুসল্লী এগিয়ে তাকে নিভৃত করেন। কি কারণে আমাকে জুতা দিয়ে মারলো? আমার অপরাধ কি? আমি তার বিচার চাই।

মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য ও নিয়মিত মুসল্লী মো. খোরশেদ আলম বলেন, এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনা আমার জীবনে দেখিনি। মহিলা মসজিদে ঢুকে শহীদ নামে এক মুসল্লীকে জুতা দিয়ে মারধর করে। এরপর আমরা এসে তাকে নিভৃত করি। মহিলা হওয়ার কারণে সকল মুসল্লীকে সংঘযত থাকতে হয়েছে। ওই মহিলার উপযুক্ত বিচার হওয়া প্রয়োজন।

এলাকাবাসী জানান, নুরুচ্ছাবাহ্ পূর্নিমার সাথে তার চাচা আবু ছালেকের জায়গা সংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছে। ওইদিন বিরোধপূর্ণ জায়গায় ঘর নির্মাণ নিয়ে চাচার সাথে ঝামেলা হয়। তার চাচা জোহরের নামাজ আদায় করতে মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করে। নামাজ শেষ করে বের হওয়ার সময় তাকে ধরবে এজন্য সে (পূর্নিমা) মসজিদের সামনে অপেক্ষা করতে থাকে। এসময় মুসল্লী শহীদের সাথে ঝামেলা হয়।

এই বিষয়ে শনিবার সন্ধ্যা ৭ টা ৫৪ মিনিটে মোবাইলফোনে নুরুচ্ছাবাহ্ পূর্নিমা বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করে জুতা দিয়ে কাউকে মারধর করিনি। বরং শহীদ নামে ওই ছেলেটি আমাকে ধাক্কা দেয়। মুসল্লীরা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে। তারা সবাই দলবল নিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে আমার বাবার বাড়ি দখল করে রাখছে। পরে কথা বলবে বলে ব্যস্ততা দেখিয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন।

বেশিরভাগ করোনা রোগী এই ছয়টি লক্ষণের কথা বলছেন

করোনার আতঙ্কে কাঁপছে বিশ্ব। প্রতিদিনিই হাজার হাজার নতুন মানুষ করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে। একজন করোনা আক্রান্ত রোগীর কি কি লক্ষণ দেখা দিতে পারে তা জানা একজন মানুষের জন্য আবশ্যক। ঠান্ডা, জ্বর, কাশি ছাড়াও আরো বেশ কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে একজন করোনা রোগীর। কালের কণ্ঠের রিপোর্ট

করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা কয়েকজন বলেছেন করোনার ছয়টি প্রধান লক্ষণ সম্পর্কে।

প্রথম: পুরো শরীর জুড়ে অসহনীয় ব্যাথা থাকবে। মনে হতে পারে আপনার মাথায় প্রচন্ড ব্যাথা হচ্ছে, সেই সাথে চোখ জ্বালা, গলা ব্যাথা। এগুলো করোনা রোগীর প্রথম লক্ষণ।

দ্বিতীয়ত: কানের ভেতরে মাঝামাঝি এবং ভেতরের অংশের মাঝখানে ইউচটাচিয়ান টিউব থাকে। মাঝে মধ্যে ইউচটাচিয়ান টিউবে চাপ দিয়ে দেখতে হবে ব্যাথা আছে কিনা।

তৃতীয়: প্রচন্ড মাথা ব্যাথা থাকবে। মনে হতে পারে কেউ মাথায় সজোরে আঘাত করছে।

চতুর্থ: চোখ জ্বালা, চুলকানি থাকতে পারে। সেই সাথে শরীরে জ্বর থাকবে।

পঞ্চম: প্রচন্ড গলা ব্যাথা থাকবে। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হবে, খাবার খাওয়ার সময়ও অনেক ব্যাথা হবে গলায়।

ষষ্ঠ: পুরো শরীরে ব্যাথা থাকবে। কেবল কান বা বুকে নয়। সেই সাথে হাত এবং পায়েও ব্যাথা থাকবে।

করোনার প্রকোপ সত্ত্বেও ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখবে: সন্ত্রাসী ট্রাম্প

গোটা বিশ্বের মতো ইরান যখন প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস মোকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছে তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে বলে জানিয়েছেন। আমেরিকায় করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে শুক্রবার হোয়াইট হাউজে এক সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান।ইরানসহ গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের কথা তুলে ধরে একজন সাংবাদিক ট্রাম্পের কাছে জানতে চান, তিনি ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবেন কিনা? এর উত্তরে ট্রাম্প নেতিবাচক

উত্তর দেন। এদিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও বিশ্ব জনমতকে ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে বলেছেন, ইরানের জন্য মানবিক ত্রাণ বা ওষুধসামগ্রী পাঠানো হলে তা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। তিনি এমন সময় এ দাবি করলেন যখন মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে খাদ্য, ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রীর মতো জরুরি পণ্য আমদানি করতে পারছে না ইরান।

২১শে মার্চ, ২০২০

করোনাভাইরাস: পরীক্ষার সময়সূচীতে পরিবর্তন আনলো দেওবন্দ

এবার করোনার কারণে পরীক্ষার সময়সূচীতে পরিবর্তণের ঘোষণা দিয়েছে ঐতিহ্যবাহী দীনি বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দ। মাদরসাটির সমপানী পরীক্ষা আগামী সোমবার ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে।

আজ শনিবার দেওবন্দের মুহতামিম আল্লামা আবুল কাসেম নোমানী স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

জরুরি এ বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়, বিশ্বব্যাপী করোনার কারণে দারুল উলুম দেওবন্দ সমাপনী পরীক্ষার সময়সূচীতে পরিবর্তন এনেছে। মাদরাসার বার্ষিক পরীক্ষা আগামী ২৩ মার্চ শুরু হয়ে শেষ হবে ৩ এপ্রিল। ৩ এপ্রিল মাদরাসা বন্ধ ঘোষণা করা হবে। মাদরাসার হিফজ নাজেরা নূরানী বিভাগের পরীক্ষা ২৭,২৮,২৯ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, প্রত্যেক কিতাবের ৫টি প্রশ্ন থেকে ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। যে দু'কিতাব এক সঙ্গে পরীক্ষা, ৬টি প্রশ্ন থেকে ১টি ১টি উত্তর দিতে হবে।

প্রতিদিন ২ বেলা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সকাল সাড়ে ৭ থেকে সাড়ে ১০টা, দুপুর ২.৩০ থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত। পরীক্ষার হলে করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর মাঝে এক মিটার করে ফাঁকা রাখতে হবে।

জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে ইভিএমে কথিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত

করোনাভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কার মাঝেই শনিবার তিন সংসদীয় আসন ঢাকা-১০, গাইবান্ধা-৩ ও বাগেরহাট-৪-এ কথিত উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯ নিয়ে শুক্রবার রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন, ইভিএমে ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি রয়েছে। নয়া দিগন্তের খবর

তিন আসনে ভোটার রয়েছেন ১০ লাখের বেশি। ভোটগ্রহণ সকাল ৯টায় শুরু হয়ে টানা বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলবে।

ঢাকা-১০ আসনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এবং গাইবান্ধা-৩ ও বাগেরহাট-৪ আসনে প্রচলিত ব্যালট পেপার ব্যবহার করা হবে।

এবার হোয়াইট হাউজে করোনা ভাইরাসের হানা

এবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকারি কার্যালয় ও বাসভবনেও হানা দিয়েছে করোনা ভাইরাস। প্রথমবারের মতো সেখানেও খোঁজ মিলেছে করোনা আক্রান্ত রোগীর। এর মধ্য দিয়ে হোয়াইট হাউজও অনিরাপদ হয়ে উঠল। ওই ব্যক্তি ভাইস-প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সের এক কর্মী।

শুক্রবার হোয়াইট হাউজের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। খবর সিএনএন'র।

পেন্সের মুখপাত্র কেটি মিলার ওই বিবৃতিতে জানান, শুক্রবার সন্ধ্যায় আমরা জানতে পারি যে, ভাইস প্রেসিডেন্টের অফিসের এক কর্মী করোনায় আক্রান্ত।

এর আগে করোনায় আক্রান্ত হতে পারেন ভেবে ট্রাম্পের পরীক্ষা করা হয়, কিন্তু তার নেগেটিভ আসে। তবে এখন পর্যন্ত ভাইস প্রেসিডেন্টের করোনা টেস্ট করা হয়নি।

আমেরিকায় দিন দিন করোনার প্রকোপ বাড়ছে। এ পরিস্থিতিতে লোকজনকে ঘরে থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত দেশটিতে অন্তত ২৬৪ জন করোনায় মারা গেছেন। আক্রান্ত হয়েছেন ১৯ হাজার ৬৫৮ মানুষ।

করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের নামে তথ্য গোপনের হিড়িক

দক্ষিণ এশিয়ায় এখনো করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) বিস্তার হার কম। তবে অনেকে বলছেন যে এর কারণ হলো অপ্রতুল পরীক্ষা ও সত্য আড়াল করা। বলা হচ্ছে, ভারতসহ সব দেশই ‘তথ্য গোপনকারী’ এবং এসব দেশের মহামারীটি মোকাবিলা করার সামর্থ্য নেই। সত্য আড়াল করা প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। কারণ পাশ্চাত্যে যে ধরনের মানসম্পন্ন তথ্য সহজলভ্য, এখানকার ব্যবস্থায় তা নেই। অনেকে বলছেন, চীনই পরিকল্পিতভাবে গোপন করার কাজটি করছে। বর্তমানে দেশটি বিপদমুক্ত।

বিষয়টি কেবল স্বাস্থ্যগত নয়। পাশ্চাত্যের বিশেষজ্ঞরা ইতোমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কারণেই চীন যেভাবে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে, তারা তেমনভাবে করতে সক্ষম নয়। সমাজকে প্রস্তুত ও সঙ্ঘবদ্ধ করার সক্ষমতা চরমভাবে সংকল্পবদ্ধ করে এবং চীনা নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে যে এমন কাজ করা কেবল চীনের পক্ষেই সম্ভব এবং ইউরোপের পরিস্থিতি প্রমাণ করেছে যে এই দেশগুলো মহামারী ভালোভাবে মোকাবিলা করতে পারে না।

মূল কথা হলো, ভাইরাস নিয়ন্ত্রণ সক্ষমতা সহজাতভাবে সবার মধ্যে থাকে না, তা তারা যত উন্নতই হোক না কেন। এই সক্ষমতা চীনের আছে, পাশ্চাত্যের নেই। বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করলে প্রশ্ন জাগবে, মহামারীর পর পরবর্তী সঙ্কট তথা অর্থনৈতিক, সামরিক বা ভাইরাস-সংশ্লিষ্ট সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো কোন মডেলের দিকে নজর দেবে?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, স্প্যানিশ ফ্লুর (এতে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ আক্রান্ত হয়েছিল বলে জানা যায়) পর এমন ধরনের আর কিছুই আসেনি। মৃত্যু হার প্রায় ২.৫ ভাগ, গড় ফ্লু প্রাদুর্ভাব হার ১ ভাগ। বর্তমানে করোনাভাইরাসের হার প্রায় ১.৫ ভাগ। খবরঃ সাউথ এশিয়ান মনিটর

বিশ্বায়ন ও দক্ষিণ এশিয়া

বিশ্বায়ন বলতে বৈশ্বিক উদ্বেগ ও সহযোগিতা উভয়টিই বোঝায়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এটা অনেকটাই ছিল ইতিবাচক। কিন্তু ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখিয়েছে যে এর অপর দিকটিও প্রাণঘাতী হতে পারে। একসময় যুদ্ধ ছিল মামুলি বৈশ্বিক ঘটনা। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মহামারী ও দুর্ভিক্ষও হানা দিয়েছিল। বর্তমানে লোকজন ও পরিষেবার চলাচলের ফলে অরক্ষণীয় পরিবেশের সৃষ্টি করেছ, কারণ কোনো দেশই আর নিঃসঙ্গ নয় বা অর্থনৈতিকভাবে কেউ স্বাধীন

নয়। চিকিৎসা আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু সরকারি গণস্বাস্থ্য কিভাবে সামাল দেয়া হবে, সেটাও বিবেচনা করতে হবে।

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ও বাইরের লোকজন এখনো সর্বোচ্চ অবস্থাটি দেখেনি। ফলে পরিস্থিতি অস্পষ্ট। তবে ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক অবস্থা দুর্বল নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। পাকিস্তান ভালো করছে না। এর কারণ প্রতিবেশী ইরানের অবস্থা খুবই খারাপ, আর চীনের সাথে রয়েছে তার সীমান্ত। সমালোচকেরা বলছেন, মহামারী ব্যবস্থাপনার চেয়ে রাজনৈতিক অগ্রাধিকারই অনেক নীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করছে। তবে পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধুর দক্ষতা প্রশংসনীয়। তারা প্রমাণ করেছে যে শান্তভাবে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করলে ক্ষতি কমানো যায়।

স্বাস্থ্য কাঠামো ও নজরদারি ব্যবস্থায় স্বল্প বিনিয়োগ-সংবলিত প্রবাসী আয়ের ওপর নির্ভরশীল দেশের জন্য ভয়াবহভাবে আক্রান্ত দেশগুলো, বিশেষ করে ইউরোপ থেকে আগত অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে আওয়ামী সরকার। কোয়ারেন্টাইন নিয়ে প্রতিবাদ হয়েছে, ফিরে আসা অনেকে প্রকাশ্যেই হোম কোয়ারেন্টাইনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছে। এর ফলে সামাজিক পর্যায়ে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

করোনা+ডেঙ্গু

এখন পর্যন্ত সংক্রমণ শনাক্তের হার বেশ কম। কিন্তু অনেকে মনে করছে, শনাক্তহীন ঘটনা অনেক বেশি। বিধিনিষেধ আরোপ করার আগেই চীনসহ আক্রান্ত দেশ থেকে অনেক অভিবাসী এসে পড়েছিল। এ ধরনের গণস্বাস্থ্যগত ইস্যু ব্যবস্থাপনায় দুর্বল রেকর্ডের অধিকারী একটি দেশের জন্য ডেঙ্গু মওসুম বোঝার ওপর শাকের আটি হিসেবে দেখা দেবে। ইতোমধ্যেই ডেঙ্গুর উচ্চ হার দেখা গেছে, একই সময়ে গত বছরের তুলনায় এবারের হারটি অনেক বেশি। এটি ইতোমধ্যেই নাজুক হয়ে ওঠা স্বাস্থ্য কাঠামোকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে।

ফলে সামনের পথটি ভালো মনে হচ্ছে না, ভরসা স্থাপন করা যেতে পারে আবহাওয়ার ওপর। গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া ভাইরাসটির জন্য অনুকূল নয় বলে বলা হলেও বিজ্ঞান কিন্তু এ ব্যাপারে নাজুক। গড়ে প্রত্যাবর্তন হার বেশ ভালো হলেও অনেকেই এর পরিণাম বুঝতে পারছে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোয়ারেন্টাইনে থাকা সত্ত্বেও এক বিদেশফেরত শ্রমিক বিয়ে করেছেন। কর্তৃপক্ষ বউভাত অনুষ্ঠান বাতিল করলেও মূল সমস্যাটি এতে প্রকট হয়ে পড়েছে। বড় ধরনের ক্ষতি ছাড়াই মহামারীটি কার্যকরভাবে সামাল দেয়ার মতো ব্যবস্থা নেই।

বেশির ভাগ লোকই অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে ইতোমধ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সঙ্কট মোকাবিলায় বিশ্বব্যাংকের ১০০ মিলিয়ন ডলারের তহবিলটির সাথে আরো অনেক মিলিয়ন ডলার যোগ হবে মহামারীটির প্রকোপ কমা মাত্র অর্থনীতি পুনর্গঠনে।

এখন সবাই দম বন্ধ করে আছেন এই আশায় যে কোনো না কোনো কারণে, কেউ অবশ্যই নিশ্চিত নয়, প্রত্যেকে যেমনটা আশঙ্কা করছে, পরিস্থিতি তেমন নাও হতে পারে।

জবাবদিহি নেই অসম্পন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে

কাজ শেষ না করেই ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ১৫৭ উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপ্তি ঘোষণার বিষয়টি অগ্রহণযোগ্য। আশ্চর্যজনক হল, এসব প্রকল্পের কোনোটিরই শতভাগ কাজ সম্পন্ন হয়নি; এমনকি এর মধ্যে শূন্য থেকে দুই শতাংশ অগ্রগতির প্রকল্পও রয়েছে।

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) এডিপি অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদনে এমন চিত্রই উঠে এসেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, অসম্পন্ন কোনো প্রকল্প, বিশেষ করে ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত কোনো প্রকল্প যদি ৮০ ভাগ সম্পন্নের পর সমাপ্ত ঘোষণা করা হয় তাহলে সেটি পুরোপুরি কাজে লাগে না।

ফলে অর্থের অপচয় হয়। অন্যদিকে বাকি ২০ ভাগ কাজ শেষ করতে পুনরায় নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হয়। নতুন প্রকল্পের কাজ শেষ হতে-না-হতেই দেখা যায়- আগে যেসব কাজ করা হয়েছিল, তা নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয়বার অপচয়ের ঘটনা ঘটে। বস্তুত অপচয়ের দুষ্টচক্রে পড়ে যায় এসব প্রকল্প। রিপোর্টঃ যুগান্তর

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা এবং সরকারের সক্ষমতার মধ্যে সমন্বয় করে প্রকল্পের অনুমোদন দেয়ার কথা বলা হলেও প্রতিবছরই মাত্রাতিরিক্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি খারাপ প্রবণতা। জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় কোনো প্রকল্প অনুমোদনের পর তা নির্দিষ্ট মেয়াদকালে শেষ করা না গেলে কিংবা অসম্পূর্ণ অবস্থায় থেকে গেলে রাষ্ট্র আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; পাশাপাশি জনদুর্ভোগ ও হয়রানির মাত্রাও বাড়ে।

১৫৭ উন্নয়ন প্রকল্প শতভাগ বাস্তবায়িত না হওয়ায় নির্দিষ্ট অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থেকে পিছিয়ে আসতে হয়েছে আমাদের। উদ্বেগের বিষয় হল, প্রতিবছর প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ভুল প্রমাণিত হচ্ছে এবং এর ফলে এডিপির বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হচ্ছে। কাজেই বিভিন্ন উন্নয়ন

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা এমনভাবে নির্ধারণ করা উচিত, যাতে সেগুলো পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

সাধারণত কর্মপরিকল্পনা ছাড়াই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা, জমি অধিগ্রহণের জটিলতা, অর্থ ছাড়ে বিলম্ব, দরপত্র মূল্যায়নে দীর্ঘসূত্রতা, সমীক্ষা ছাড়াই প্রকল্প গ্রহণ, দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের অভাব, ঠিকাদারদের পেশাদারিত্বের অভাব ইত্যাদি সমস্যার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে কিংবা অসমাপ্ত অবস্থায় রয়ে যায়।

করোনা আতংকেও স্থগিত হচ্ছে না কথিত সিটি নির্বাচন

চট্টগ্রাম নগরের পাড়া-মহল্লা, এমনকি ঘরে ঘরেও যাচ্ছেন প্রার্থীরা। সঙ্গে বিরাট কর্মী-সমর্থক বাহিনী। একজন মেয়র প্রার্থী এলেন তো কিছুক্ষণ পরই হয়তো কাউন্সিলর প্রার্থী। এক–একটি এলাকায় চার-পাঁচজন পর্যন্ত কাউন্সিলর পদপ্রার্থী আছেন। সুতরাং নগরের প্রতিটি ঘরে দিনে অন্তত একজন প্রার্থী যে সদলবলে জনসংযোগ করতে আসবেন, এটা প্রায় নিশ্চিত। এ ছাড়া প্রার্থীদের সবারই ন্যূনপক্ষে একটি কার্যালয় আছে (মেয়র প্রার্থীর ক্ষেত্রে আরও বেশি), সেখানে আড্ডা বা জটলা হচ্ছে, মিছিল-সমাবেশে লোকজন জড়ো হচ্ছে। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনের এই জোর প্রস্তুতি দেখে কে বলবে বিশ্বের আরও দেড় শতাধিক দেশের মতো এ দেশেও করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছে! কে বলবে সরকারের নানা মহল থেকে জনসমাগম, সভা-সমাবেশ বন্ধের নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে!

সরকার প্রথম থেকেই প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি রয়েছে বলে আশ্বস্ত করে আসছে জনগণকে। আমাদের দেশ ইউরোপের চেয়েও কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে বলে প্রচার করতে দ্বিধা করছেন না কোনো কোনো জনপ্রতিনিধি। কিন্তু যাঁরা কিছুমাত্র খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা জানেন এসব বক্তৃতা কতটা অসার ও বাস্তবতাবর্জিত। সত্যটা হচ্ছে, রোগের নমুনা পরীক্ষার জন্য আছে নগণ্যসংখ্যক কিট। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকেরা কতটুকু সুরক্ষিত, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। আক্রান্ত বিভিন্ন দেশের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিলে বোঝা যায়, শুরুতে এর গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ হলে চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়।

সরকারের পক্ষ থেকে জনসমাগম এড়িয়ে চলার কথা বলা হচ্ছে। ইতিমধ্যে স্কুল-কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এ নিয়ে খুব একটা সচেতনতা তৈরি হয়েছে বলে মনে হয় না।‘অতিসতর্ক’ অন্য একদল ভবিষ্যতে বাজারে জরুরি পণ্যের ঘাটতি হতে পারে ভেবে

বেশি বেশি পণ্যসামগ্রী কিনে বাজারকে অস্থিতিশীল করে তুলছেন। এর সবকিছুই যে প্রকৃত সচেতনতা ও নাগরিক বোধের অভাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং এ দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বড় আকার ধারণ করলে কী হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) কঠোর পদক্ষেপ না নিলে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পরিস্থিতি মারাত্মক হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ৬৫০ কোটি ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫৫ হাজার ৯০০ কোটি টাকা) সহজ শর্তে ঋণ ঘোষণা করেছে। সব মিলিয়ে করোনাভাইরাসের সংক্রমণকে যে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই, সেই বার্তা আমরা পেয়েছি। এমনকি আমাদের হাইকোর্টও গত বুধবার (১৮ মার্চ) করোনাকে মহামারি ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সরকারের পদক্ষেপসমূহও জানাতে বলেছেন এক দিনের মধ্যে।

এ রকম একটি অবস্থার মধ্যেও চট্টগ্রাম নগরের মানুষ সিটি করপোরেশন (চসিক) নির্বাচনের প্রচারণায় অতিষ্ঠ। করমর্দন বা কোলাকুলি থেকে বিরত থাকার জন্য যতই নির্দেশনা প্রচার হোক, খোদ মেয়র বা কাউন্সিলর প্রার্থীরা যদি নিজের ঝুঁকি অগ্রাহ্য করে হাটে-মাঠে-বাজারে সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশে হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে নাগরিকের পক্ষে নিজের দুটি হাত লুকিয়ে রাখার উপায় কী? অর্থাৎ উভয় পক্ষ এ ক্ষেত্রে অসহায়। প্রার্থীরা সবাই যে খুব আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে এ প্রক্রিয়ায় জড়িত আছেন তা নয়। চসিক নির্বাচনে বিএনপির মেয়র পদপ্রার্থী শাহাদাত হোসেন এক নির্বাচনী সভায় করোনাভাইরাসের কারণে মানুষের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও ভীতির কথা উল্লেখ করেছেন। নির্বাচন পেছানোর পক্ষে মত দিয়েছেন। রাজনীতিক পরিচয়ের বাইরে শাহাদাত একজন চিকিৎসক। সুতরাং ঝুঁকির কথাটা তাঁর মাথায় থাকা স্বাভাবিক। অবশ্য নির্বাচনী প্রচারণার শুরু থেকেই আওয়ামী লীগ প্রার্থী রেজাউল করিম চৌধুরীও এই ভাইরাস নিয়ে সতর্ক থাকার কথা বলে আসছেন জনসাধারণকে। রিপোর্টঃ প্রথম আলোর

কিন্তু নির্বাচন কমিশনার অনড়। তারা সিটি করপোরেশন নির্বাচন প্রস্তুতি নিয়ে এগোচ্ছে। উপরন্তু করোনা পরিস্থিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে একটি নির্দেশনা দিয়েছে। এই নির্দেশনার শিরোনাম 'জনস্বাস্থ্য নিরাপদ রেখে নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালন।' এতে বলা হয়েছে, প্রার্থীরা যেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে সভা-সমাবেশ, গণজমায়েত ইত্যাদি যতদূর সম্ভব পরিহার করে চলেন। এখানে প্রশ্ন ওঠে, 'যতদূর সম্ভব' মানে কতদূর? জমায়েত এড়িয়ে কথিত নির্বাচনী প্রচারের পরামর্শ অনেকটা শরীর না ভিজিয়ে জলে নামার প্ররোচনার মতো। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী যদি ভোটারের ঘরে ঢুকে মুরব্বির পায়ে ধরে সালাম করে তাঁর

সঙ্গে কোলাকুলি করে ভোট প্রার্থনা করেন, সে ক্ষেত্রে আমি দূর থেকে সালাম জানালে চলবে? এখানে আচরণবিধির সমমাত্রা পর্যবেক্ষণ করবে কে?

চসিক নির্বাচন স্থগিত করা না–করা নিয়ে মতভিন্নতা আছে কাউন্সিলর পদপ্রার্থীদের মধ্যে। তাঁদের অধিকাংশই কথিত নির্বাচন না পেছানোর পক্ষে। তাঁদের এ অবস্থানের কারণ বোধগম্য। ইতিমধ্যে শ্রম-সময় ও অর্থ ব্যয় হয়েছে তাঁদের।

কঠিন পরিস্থির শিকার ইরান: একদিকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা অন্যদিকে করোনা ভাইরাস

আমেরিকা নতুন করে ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ইরানসহ সারা বিশ্ব যখন হিমশিম খাচ্ছে তখন মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে চিকিৎসা পরিসেবা মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে। পরিস্থিতিকে ইরানের ওপর সর্বোচ্চ চাপ সৃষ্টির সুযোগ হিসেবে নিয়েছে আমেরিকা।

সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে তেহরানের পরমাণু কর্মসূচি এবং দেশটির জাতীয় তেল কোম্পানিতে সহযোগিতার দায়ে ইরানের পাঁচ পরমাণু বিজ্ঞানী ও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা জানিয়েছে মার্কিন বাণিজ্য-কর্তৃপক্ষ। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও জানিয়েছেন, ইরানের পেট্রোক্যামিকেল খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লেনদেনে জড়িত থাকায় দেশটির তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ওয়াশিংটন কালো-তালিকাভুক্ত করেছে। ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর একটি সামাজিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ও এর পরিচালকরাও কালো-তালিকার মধ্যে পড়েছে বলে পম্পেও জানান। খবর- পার্সটুডে

পর্যবেক্ষকরা বলছেন, ইরানের ওপর সর্বোচ্চ চাপ সৃষ্টির অংশ হিসেবে ট্রাম্প প্রশাসন নতুন করে এ নিষেধাজ্ঞা দিল। পরমাণু সমঝোতা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে আমেরিকা একের পর এক নিষেধাজ্ঞা দিয়েই চলেছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, ওষুধ ও অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রীসহ মানবিক অতি গুরুত্বপূর্ণ বহু পণ্য এসব নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রয়েছে। ফলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বহু মানুষ চিকিৎসা সংকটে ভুগছে এবং এ পর্যন্ত বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

একদিকে করোনা ভাইরাসের আক্রমণ অন্যদিকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ইরানকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছে।

স্পেনে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত হাসান কাশকাভি বলেছেন, 'ইরান একমাত্র দেশ যাকে এ ধরনের কঠিন পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করতে হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'ব্যাংক ও অর্থলেনদেনের ওপর নিষেধাজ্ঞার কারণে চিকিৎসা খাতে জরুরী পণ্য আনতে পারছে না ইরান।' তবে আন্তর্জাতিক ব্যাপক চাপের মুখে মার্কিন কর্মকর্তারা সম্প্রতি এ ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার কথা বলছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান করোনা ভাইরাস মোকাবেলার বিষয়টিকে রাজনৈতিকীকরণের বিরোধিতা করেছেন।

এদিকে, আন্তর্জাতিক সমালোচনা সত্বেও সব দিক থেকে ইরানকে পঙ্গু করে ফেলার মার্কিন ষড়যন্ত্র থেমে নেই বরং তাদের নিষেধাজ্ঞার তালিকা ক্রমেই বাড়ছে। করোনা মোকাবেলাসহ চিকিৎসা খাতে ইরান যাতে কোনো সুবিধা করতে না পারে সেজন্য বিদেশ থেকে যে কোনো ওষুধ আমদানির পথে বাধা সৃষ্টি করছে আমেরিকা। তবে ইরানকে নতজানু করতে ব্যর্থ হওয়ায় ট্রাম্প প্রশাসন ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে। মার্কিন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ পল পিলার ইরানের ওপর সর্বোচ্চ চাপ সৃষ্টির মার্কিন নীতির ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, যারা ইরানের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টির পক্ষপাতী তারাও এ ক্ষেত্রে মার্কিন ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছেন।

ইসরাইলী ইহুদিদের সঙ্গে ভারতীয় মালাউনদের ৮৮০ কোটি রুপির এলএমজি চুক্তি সই

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ১৬,৪৭৯টি লাইট মেশিন গান (এলএমজি) সংগ্রহের জন্য বৃহস্পতিবার ইসরাইল ইউপন্স ইন্ডাস্ট্রিজের সঙ্গে ৮৮০ কোটি রুপির চুক্তি সই করেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং চুক্তিটি অনুমোদন করেছেন।

চুক্তি করা নেগেভ ৭.৬২ ইনটু ৫১ মিলিমিটার এলএমজি হলো একটি কমব্যাট-প্রুভেন উইপন। বিভিন্ন দেশে অস্ত্রটি ব্যবহার করা হচ্ছে বলে সরকারের এক বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। এই এলএমজি ভারতীয় মালাউন বাহিনীকে আরো ভয়ংকর করে তুলবে।

১৯৯২ সালের অযোধ্যা থেকে ২০২০ সালের দিল্লি: সন্ত্রাসী দল বিজেপি'র মূল টার্গেট মসজিদ

ফেব্রুয়ারির শেষ তিন দিন। নয়া দিল্লির উত্তর পূর্বাঞ্চলে মুসলিম বাসিন্দাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছিলো ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ও হিন্দু সংখ্যাগুরু আদর্শের সমর্থকরা। ৫৩ জন নিহত হয়, যাদের বেশিরভাগ মুসলমান, আহত হয় তিনশ'র ওপরে। এই গণহত্যা নিয়ে

শত শত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় সংবাদ মাধ্যমে। এগুলোতে দেখা যায় মহাসড়ক থেকে শুরু করে ঘিঞ্জি গলি পর্যন্ত শত শত মুসলিম বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাছাই করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়েছে।

১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ধ্বংসযজ্ঞের একটি সুস্পষ্ট রূপ ফুটে উঠেছে। সেসব এলাকায় মুসলিম বাড়িঘর ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান তুলনামূলক কম, সেখানে হামলা হয়েছে সবচেয়ে নারকীয়। স্থানীয় রাজনৈতিক দলের কর্মী যারা নির্বাচনের সময় ভোট চাইতে আসে তারাই বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলিমদের সহায়-সম্পত্তির হদিস হামলাকারীদের কাছে সরবরাহ করেছে, এটা স্পষ্ট।

তবে এই ঘটনায় আরেকটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে, যেসব মহল্লা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানকার মসজিদগুলো ছিলো হামলাকারীদের বিশেষ টার্গেট। ৪৮ ঘন্টার সহিংসতায় অন্তত ১৪টি মসজিদ ও একটি সুফি দরগাহ আংশিক বা পুরোপুরি তছনছ বা পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কিছু মসজিদ মুসলিম বসতির এতটাই গভীরে অবস্থিত যে স্থানীয় কেউ দেখিয়ে না দিলে সেগুলো সহজে খুঁজে বের করা যেতো না। বড়-ছোট কোন মসজিদই রেহাই পায়নি। অথচ পুরো এলাকায় একটি হিন্দু মন্দিরের গায়ে আঁচড়ও লাগেনি।

যেন ভূমিকম্প

হামলার শিকার সবচেয়ে বড় মসজিদটি হলো গোকালপুরির জান্নাতি মসজিদ। এলাকাটি প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক এলাকা। তিন তলা মসজিদটি ১৯৭০'র দশকে তৈরি এবং দৃষ্টিনন্দন আরবী ক্যালিগ্রাফির কারুকার্য খচিত। মসজিদের আশেপাশে হিন্দুদের বসতি বেশি। তারা বলেছেন মধ্যরাতে মসজিদের উপর যখন হামলা শুরু হয় তাদের মনে হয়েছিলো যে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। তারা মসজিদ থেকে ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলি উড়তে দেখেন। জেলার দরিদ্রতম এলাকা মিলান গার্ডেনের মদিনা মসজিদে প্রকাশ্য দিনের বেলা হামলা করে ২০ জনের মতো গেরুয়া সন্ত্রাসীদের একটি দল।

মসজিদ ও মুসল্লিরা একেবারে শুরু থেকেই সন্ত্রাসী দল বিজেপি ও তাদের আদর্শিক মিত্র রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর টার্গেট।

মধ্যযুগে নির্মিত ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে বিজেপি দেশব্যাপী যে রাজনৈতিক প্রচারণা চালায় সেটাই তাদেরকে ক্ষমতার শীর্ষে যেতে সহায়তা করে। বিজেপির দাবি তীর্থ নগরী অযোধ্যার এই মসজিদ হিন্দু দেবতা রামের জন্মস্থানের উপর নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদ ভেঙ্গে সেখানে মন্দির নির্মাণের দাবি করে তারা। তার জের ধরে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়ে ১৯৯২

সালের ডিসেম্বরে তারা মসজিদটি গুড়িয়ে দেয়। ওই ঘটনা ছিলো জাতি হিসেবে ভারতীয়দের জীবনের উপর একটি কালো ছায়াপাত। ওই ঘটনার জেরে শত শত মানুষ মারা যায়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিজেপি তার আসন সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করতে সক্ষম হয়, ৮৫ থেকে ১৬১।

২০০২ সালে কসাই নরেন্দ্র মোদি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে গুজরাটে মুসলিম গণহত্যা বাঁধায় মসজিদের জায়গায় হিন্দু মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে। সেখানেও হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়। সেখানেও দিল্লির মতো বেছে বেছে মুসলিম বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়। সেখানে প্রায় ৫০০ মসজিদ ও দরগাহ ধ্বংস করা হয়। আহমেদাবাদে মধ্যযুগে নির্মিত সবেচেয়ে বিশিষ্ট জায়গায় অবস্থিত অত্যন্ত সম্মানিত হিসেবে গণ্য একটি দরগাহ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়। দরগাহ ধ্বংসের পর মাত্র ৩৬ ঘন্টার মধ্যে তার উপর দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়। ২০০২ সালের শেষ দিকে রাজ্যের নির্বাচনে মোদি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আবার ক্ষমতা ফিরেন এবং বিজেপি প্রমাণ করে মুসলিম-বিরোধী রাজনৈতিক সহিংসতা তাদেরকে সুবিধা করে দেয়।

২০১৪ সালে মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভিজিল্যান্ট আর্মিতে পরিণত হয় আরএসএস। এই সংগঠনের সঙ্গে মোদি সরকারের অনেকে সরাসরি জড়িত। আরএসএস জাতীয় রাজধানীর বিভিন্ন অংশের মসজিদ ও জুমার নামাজকে টার্গেট করে। তারা মসজিদের মাইকে আযান দেয়া নিষিদ্ধ করার জন্য আদালতে মামলা করে। জুমার নামাজে বার বার বাধা দেয়। অসংখ্যবার মসজিদের বাইরে হিন্দুত্ববাদী স্লোগান দিয়ে, পটকা ফাটিয়ে নানা ধরনের উষ্কানীমূলক কর্মকাণ্ড চালায়।

গত বছর সুপ্রিম কোর্ট রায়ে, বাবরি মসজিদ গুড়িয়ে দেয়া অবৈধ ঘোষণা করা হলেও সেখানে মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেয়া হয়। আদালতের রায় বিজেপির গোড়া সমর্থকদের আরো চাঙ্গা করে তুলেছে। মসজিদ ভেঙ্গে সেই জায়গায় মন্দির নির্মাণকে যারা সমর্থন করেন তাদের খুশি করে এই রায়।

এরপরও ভারতের মুসলিমরা আদালতের রায় মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে নিজেদের প্রস্তুত করে নিচ্ছিল।

মনোভাব বুঝতে ভুল

আদালতের রায়ের পর মুসলমানদের মনোভাব বুঝতে বিজেপি ভুল করে বলে মনে হচ্ছে। এর এক মাস পর পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নাগরিকত্ব সংশোধিনী আইন (সিএএ) পাস করে, যা মুসলমানদের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক। এই নতুন আইনের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন প্রতিবাদ শুরু হয়। নয়া দিল্লিতে ছাত্র বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করা হয় বর্বর হস্তে। এর জের ধরে সারা

দেশে প্রতিবাদ বিক্ষোভ শুরু হয়, প্রতিবাদের নতুন আইকনিক ধরন শাহিন বাগের অবস্থান কর্মসূচি শুরু হয়। ৯০ দিনের বেশি সময় ধরে সেখানে সব বয়সী মুসলিম নারী ভারতীয় সংবিধান নিয়ে বসে আছে। তারা সংবিধানের সব নাগরিকের সমান অধিকারের দাবি করছে। দাবি করছে চিন্তার স্বাধীনতা ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতার।

বিজেপি ও মোদি সরকার এই শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকে 'দেশদ্রোহী' হিসেবে আখ্যা দেয়। বিক্ষোভকারীদের সন্ত্রাসী ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হিসেবে উল্লেখ করে। দিল্লির রাজ্য নির্বাচনে বিজেপি'র প্রচারণা মূল লক্ষ্য হয় বিক্ষোভকারীদের প্রতি বিষোদগার। জুনিয়র ইউনিয়ন মন্ত্রী 'গুলি মারো গাদ্দারো কো' বলে বিক্ষোভকারীদের গুলি করে মারার হুমকি দেন। মোদির ডান হাত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দিল্লির ভোটারদের প্রতি শাহিন বাগের বিক্ষোভকারীদের তাড়াতে তার দলকে ভোট দিতে বলেন।

কিন্তু নির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবি ঘটে।

দিল্লিতে হামলার ঘটনার কয়েক ঘন্টা আগে নির্বাচনে হেরে যাওয়া বিজেপি প্রার্থী কপিল মিশ্র পুলিশকে অবিলম্বে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিতে বলেন। তা নাহলে তার সমর্থকরা হামলা করে তাদের সরিয়ে দেবে বলে হুঁশিয়ার করে দেন। তখন মন্দির ও মূর্তি ভাঙ্গার মিথ্যা গুজব ছড়ানো হয়। মুসলমানদের উপর যখন নৃশংস হামলা চলে তখন পুলিশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখে, কোথাও কোথাও হামলাকারীদের সহায়তা করে। দিল্লি পুলিশ অমিত শাহের নিয়ন্ত্রণে।

নয়া দিল্লির মোস্তফাবাদে একটি মসজিদের মিনারে হিন্দুত্ববাদিদের পতাকা ওড়ানো হয়েছে

শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারী ও ক্ষুব্ধ তরুণদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের সুযোগে হিন্দুত্ববাদী শক্তি পুরো মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভয়ংকর সহিংসতা চালায়। পুড়িয়ে দেয়া মসজিদ থেকে যখন ধুঁয়া উড়ছিলো তখনো হিন্দুত্ববাদী তরুণদের সেখানে গিয়ে মন্দির ও হনুমানের পতাকা ওড়াতে দেখা গেছে।
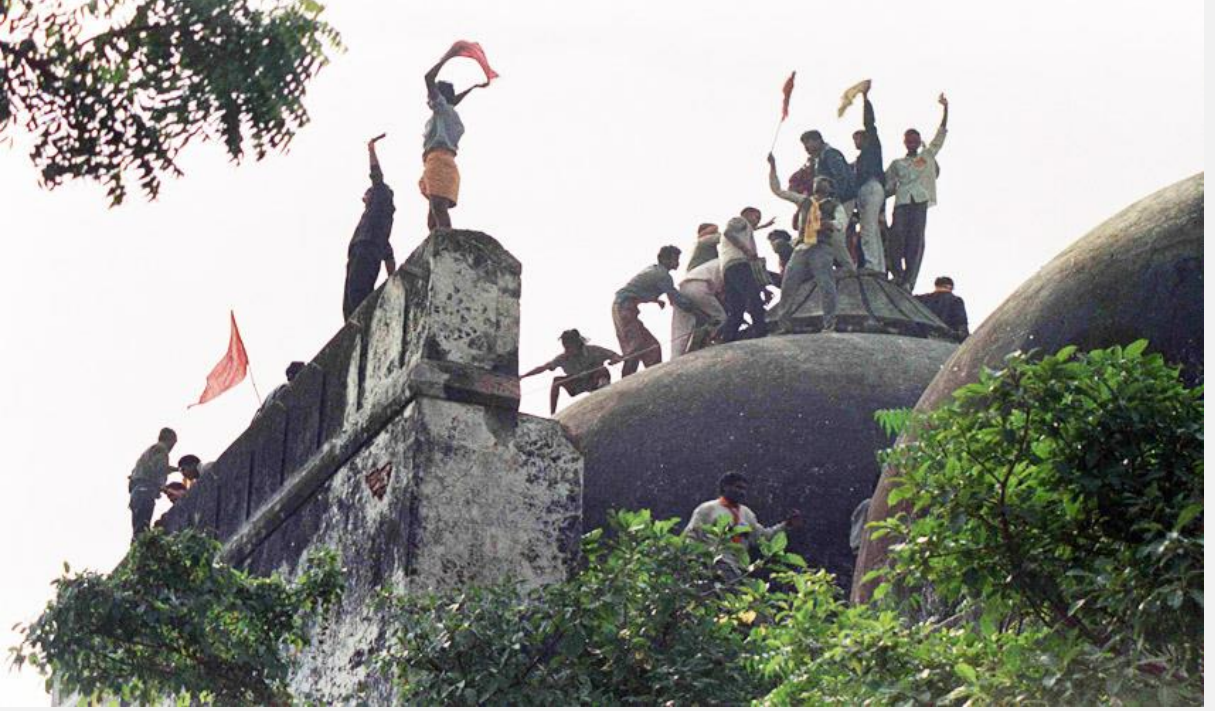
১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার আগে এর গম্বুজে উঠে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের উল্লাস

উত্তর দিল্লির মসজিদগুলো আধুনিক সুশোভিত ভবন। মধ্যযুগের মসজিদের মতো এগুলোর গম্বুজ নেই। ফলে বাবরি মসজিদের উপর উঠে হাঁতুড়ি-শাবল নিয়ে গম্বুজ ভাঙ্গার দৃশ্য এখনকার দিল্লিবাসী হয়তো দেখেননি। কিন্তু তারা যা দেখেছেন সেটা শুধু মসজিদেরই ধ্বংস ছিলো না, পুরো ভারতের ধ্বংস তারা দেখেছেন। তারা এমন এক ভারতকে গুড়িয়ে যেতে দেখেছেন যেখানে সবার চিন্তার স্বাধীনতা রয়েছে।

২০শে মার্চ, ২০২০

জনসমাগমের নির্দেশনা নিজেই ভাঙল ইসি

করোনার কারণে জনসমাগম এড়িয়ে চার পাঁচজন নিয়ে কথিত নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে লিখিত নির্দেশনা দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন (ইসি)। কিন্তু আজ শুক্রবার ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের নামে নিজেরাই জনসমাগম করে সেই নির্দেশনার বরখেলাপ করল ইসি।

২৯ মার্চের চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ নগরের চারটি স্কুল ও কলেজে প্রায় পাঁচ হাজার কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্কুল–কলেজের শিক্ষক, ব্যাংকার, কর কর্মকর্তা, হিসাব কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন অংশ নেন। তাঁদের সকলের চোখেমুখে ছিল আতঙ্ক এবং ক্ষোভ। কোনো স্যানিটাইজারও দেওয়া হয়নি তাঁদের।

আবদুল মোরশেদ নামের এক ব্যাংক কর্মকর্তা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এই ধরনের জনসমাগম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখানে একজন যদি ভাইরাস বহন করেন, তাহলে সবার মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে। এটা আত্মঘাতী।

নগরের মোগলটুলী আজমিরি উচ্চবিদ্যালয় এবং গ্রামার স্কুলে মোরশেদসহ অন্তত দেড় হাজার ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নেন। প্রতিটি কক্ষে ২৫ থেকে ৩০ জনকে ইভিএমে কীভাবে ভোট নিতে হবে, তা হাতেকলমে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন ইসির কারিগরি প্রশিক্ষকেরা। কারও কারও মুখে মাস্ক থাকলেও বেশির ভাগই ছিল সুরক্ষাবিহীন। এক বেঞ্চে গাদাগাদি করে চারজনকে বসিয়ে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। খবরঃ প্রথম আলো

মরিয়ম আকতার নামের এক স্কুলশিক্ষক বলেন, ‘কোনোভাবেই এই নির্বাচন এখন হওয়া উচিত নয়। সরকারি চাকরি করি বলে আমরা আসতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু এটা করোনা–ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে সবাইকে।’

জানতে চাইল নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘পরবর্তী নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত আমাদের নির্বাচনের প্রস্তুতি চালিয়ে নিতে হবে। তার অংশ হিসেবে এই প্রশিক্ষণ।’

আলিশান বাড়ি নির্মাণ ডিসি অফিসের কেরানির

গ্রামের সহজ-সরল মানুষদের ভুল বুঝিয়ে জমি ক্রয়। এরপর সেই জমি সরকারি প্রকল্পে বিক্রি করে মাত্র এক বছরের ব্যবধানে ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের শিক্ষা শাখায় কর্মরত অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক শহিদুল ইসলাম এখন কয়েক কোটি টাকার মালিক। শহিদুল হঠাৎ করেই এত সম্পদের মালিক হওয়ায় শহরজুড়ে বইছে নানা আলোচনা-সমালোচনার ঝড়।

ডিসি অফিসে ১৫ হাজার টাকা বেতনের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী শহিদুল শহরের বড় মাঠের পাশে নির্মাণ করছেন ছয়তলা ফাউন্ডেশনের আলিশান বাড়ি।

এরই মধ্যে সম্পন্ন হতে চলেছে তিনতলা। বাড়িটিতে রয়েছে লিফটের ব্যবস্থা। এ ছাড়া শহরের গোয়ালপাড়ায় নিজের আট শতক জমির ওপর বসতভিটা, সদরের শিংপাড়া এলাকায় ৬০ শতক জমি ও আবাদি এক একর জমি রয়েছে বলে জানান শহিদুল। খবরঃ বিডি প্রতিদিন

জেলা প্রশাসক কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৪ সালে ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অফিস সহায়ক পদে যোগ দেন শহিদুল ইসলাম। ২০১১ সালে পদোন্নতি পেয়ে তিনি সেখানেই অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে নিয়োজিত আছেন। হঠাৎ করেই এত টাকার মালিক কীভাবে- এমন প্রশ্নের জবাবে শহিদুল জানান, ২০১৮ সালে জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার গোয়াগাঁও গ্রামের চিহারু মোহাম্মদের ছেলে ইমাম উদ্দীনের কাছে ৬৫ শতক জমি কিনেছিলেন ৯ লাখ টাকায়। সেই জমি সরকারি একটি প্রকল্পে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে ২০১৯ সালে সরকারের কাছে তিনি দেড় কোটি টাকায় বিক্রি করেন। সেই টাকা দিয়ে শহরের জেলা স্কুল বড় মাঠের দক্ষিণ পাশে ৬.১৪ শতক জমি কিনে ওই জমিতে ছয়তলাবিশিষ্ট বাড়ি নির্মাণকাজ শুরু করেছেন সাত মাস হলো। বাড়িটির আয়তন সাড়ে তিন হাজার বর্গ ফুট। নির্মাণে ব্যয় হবে কোটি টাকার বেশি। সব টাকাই তিনি বৈধভাবে আয় করেছেন বলে দাবি শহিদুলের।

তবে জমির মালিক ইমাম উদ্দীন জানালেন উল্টো কথা। তিনি বলেন, "শহিদুল আমাকে বলেছেন, 'একটি প্রকল্পের কাজে সরকার জমিগুলো কিনবে আপনারা সরকারের কাছে জমি বিক্রি করলে টাকা পেতে দেরি হবে, ঘুরে ঘুরে টাকা তুলবেন, অনেক ঝামেলা হবে। এ ছাড়া হয়রানিসহ নানা বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি হবে। ' এমন ভুলভাল বুঝিয়ে আমারসহ স্থানীয় আরও কয়েকজনের কাছ থেকে শহিদুলসহ কয়েকজন জমিগুলো অল্প দামে কিনে নেন। এর মধ্যে শহিদুলের কাছে আমি ৬৫ শতক জমি বিক্রি করি। তিনি প্রতি শতকে দাম দিয়েছেন আমাকে ৪৫ হাজার টাকা করে। অথচ সেই জমি বিক্রি করে শহিদুল এখন কোটিপতি!'

ওই এলাকার জমিবিক্রেতা ইমাম উদ্দীন, সিরাজ উদ্দীন, এনামুল হক, কাশিমসহ অন্যরা অভিযোগ করে বলেন, 'সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে পাওয়ার গ্রিড নির্মাণের জন্য আমাদের জমিগুলো অধিগ্রহণ করবে সরকার। এমন সিদ্ধান্তের বিষয় আগে থেকেই জানতেন ডিসি অফিসে কর্মরত শহিদুল। আমাদের ভুল বুঝিয়ে দ্রুততম সময়ে জমিগুলো কিনে নেন তিনি। পরে কয়েকগুণ দামে সরকারের কাছে জমি বিক্রি করে তিনি এখন কোটিপতি। ৯ লাখ টাকার জমি ক্রয় করে সরকারের কাছ থেকে দেড় কোটি টাকার বেশি পেয়েছেন তিনি। সে সময় কয়েকজন জমি বিক্রি করেননি শহিদুলদের কাছে। তারা পরে সরকারের কাছে জমির দাম প্রতি শতকে দুই লাখ

টাকার বেশি পেয়েছেন। কিন্তু আমরা জমি বিক্রি করেও দিয়েছিলাম, রেজিস্ট্রিও করে দিয়েছিলাম। পরে আর কিছুই করার ছিল না। আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। ’ স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সরকারি অফিসের তথ্য সাধারণ মানুষের জানার বাইরে। সরকার কোন সময় কোন স্থানে বড় বড় স্থাপনা নির্মাণ করবে, কখন কোন স্থানের জমি অধিগ্রহণ করবে, সে খবর তাদের দফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়া বাইরের লোকজনের জানার ক্ষমতা নেই। অথচ শহিদুলের মতো কর্মচারীরা ডিসি অফিসে চাকরি করেন বলেই এমন খবর আগে থেকে জেনে তা কাজে লাগিয়ে নিরীহ মানুষকে ঠকিয়ে, ভুল বুঝিয়ে জমি কিনছেন। পরে সেই জমি বেশি দামে বিক্রি করছেন। এতে ন্যায্য মূল্য ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। শহিদুলের কাছে জমি বিক্রি করে এখন আফসোস করছেন উল্লেখ করে ইমাম উদ্দীন জানান, সরকারি অফিসের লোকদের ফাঁদে যেন আর কেউ পা না দেয়। বিষয়টি তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি ন্যায্য পাওনা ফেরত দেওয়ার দাবিও জানান তিনি।

দেশেই ৫ কোটি টাকার সন্ধান পাপিয়ার

বহুল আলোচিত সন্ত্রাসী যুব মহিলা লীগ নেত্রী শামীমা নূর পাপিয়ার ৫ কোটি ১০ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। অটো গ্যারেজের মালিকের মেয়ে। এক সময় তাদের তেমন কিছুই ছিল না। কিন্তু গত ৫ বছরে অর্থ বিত্ত অর্জন করে আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়ে গেছেন।

গাড়ি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কিনে বনেছেন শত কোটি টাকার মালিক। দেশে গাড়ির ব্যবসার পাশাপাশি বিদেশে দিয়েছেন বার। আর সবই করেছেন অন্যায় ও অপকর্মের উপর ভর করে।

ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের ব্ল্যাকমেইল, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা ও দেহ ব্যবসাই তাদের মূল পেশা।

বিডি প্রতিদিন সূত্র জানায়, মামলার এজাহার প্রায় প্রস্তুত। এজাহারে ৫ কোটি ৯ লাখ ৭৭ হাজার ৭৬১ টাকা লন্ডারিংয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, পাপিয়া রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে ৪ মাস ১০ দিন অবস্থান করেন। গত বছর ১২ অক্টোবর থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ওই অভিজাত হোটেলে তার নামে বরাদ্দ কক্ষের সংখ্যা ছিল ২৬টি। তিনি হোটেল বিলই দেন ৩ কোটি ২৩ লাখ ২৪ হাজার ৭৬১ টাকা। এছাড়া ঢাকায় কার এক্সচেঞ্জ শোরুমে তার বিনিয়োগের পরিমাণ এক কোটি টাকা, কেএমসি এন্টারপ্রাইজ ও কেএমসি কার ওয়াশ অ্যান্ড সলিউশন নামের একটি প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেছেন ২০ লাখ টাকা। এছাড়া রাজধানীর ইন্দিরা

রোডের একটি ফ্ল্যাটে বছরে ৬ লাখ টাকা ভাড়া পরিশোধ করেছেন এবং পাপিয়ার কাছে নগদ ৬০ লাখ টাকাও পাওয়া যায়।

এর বাইরে এজাহারে পাপিয়ার দুটি সঞ্চয়ী, দুটি চলতি হিসাব এবং তিনটি স্থায়ী আমানতের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। এতে অর্থের পরিমাণ কয়েক লাখ টাকা। এসবই এজাহারে উল্লেখ করা হচ্ছে। পাপিয়া দম্পতির বৈধ কোনো আয় না থাকলেও তারা বিপুল পরিমাণ অর্থ অর্জন করেছেন।

তবে তাদের অবৈধ আয়ের একটি বড় অংশ বিদেশে পাচার করেছেন। তবে ঠিক কি পরিমাণ অর্থ তারা দেশের বাইরে পাচার করেছেন তা তদন্তে বেরিয়ে আসবে। এজাহারে তাদের যেসব স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের খোঁজ পাওয়া গেছে তাও উল্লেখ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

তার কাছে থেকে ১টি বিদেশি পিস্তল, ২টি পিস্তলের ম্যাগজিন, ২০টি পিস্তলের গুলি, ৫ বোতল দামি বিদেশি মদ, ৫৮ লাখ ৪১ হাজার টাকা, ৫টি পাসপোর্ট, ৩টি চেকবই, বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা, বিভিন্ন ব্যাংকের ১০টি ভিসা ও এটিএম কার্ড পাওয়া যায়।

ভারতে ত্রিশ কোটি মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের আশংকা !

কাশ্মীর অবরোধ , বাবরি মসজিদ, নাগরিকত্ব সংশোধন আইন, দিল্লি পগরম সহ নানা ইস্যুতে উগ্র আচরণের কারণে বর্তমান বিশ্বে আলোচনার শীর্ষে রয়েছে ভারত । এরই মধ্যে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শীর্ষ একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ভারতে করোনাভাইরাসের হুমকি নিয়ে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে।

ওয়াশিংটন এবং দিল্লি-ভিত্তিক সেন্টার ফর ডিজিজ, ডিনামিক্স, ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিসির পরিচালক ড. রামানান লাক্সমিনারায়ানান বিবিসিকে বলেছেন, ভারত হবে করোনাভাইরাস মহামারির পরবর্তী 'হট-স্পট' এবং দেশটিকে অতি জরুরী ভিত্তিতে 'করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের সুনামির' জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

তিনি বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা অনুমান করতে যে গাণিতিক সূত্র অনুসরণ করা হয়েছে, তা ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলেও কমপক্ষে ৩০ কোটি লোক এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

তিনি বলেন, এই ৩০ কোটি মানুষের মধ্যে ৪০ থেকে ৮০ লাখ মানুষের শারীরিক অবস্থা জটিল আকার ধারণ করতে পারে, যাদেরকে হাসপাতালে নিতে হবে।

ড. নারায়ানান ভয়াবহ এই চিত্র এমন দিনে দিলেন যেদিন সরকারি হিসাবে ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা মাত্র ১৪৯। তবে এই বিশেষজ্ঞ মনে করেন, পরীক্ষা কম হচ্ছে বলে সংখ্যা এত কম।

"এখন যেসব দেশে মহামারি চলছে, সেসব দেশের পরিস্থিতি থেকে ভারত সম্ভবত দুই সপ্তাহ পেছনে রয়েছে। ইটালি বা স্পেনে এখন আমরা যেটা দেখছি বা চীনে আমরা সম্প্রতি যেমন দেখেছি, আগামী ক সপ্তাহের মধ্যে ভারতকেও তেমন সুনামির মত রোগীর স্রোতের মুখোমুখি হতে হবে।"

ড. নারায়ানান বলেন, জনসংখ্যার ঘনত্বের কারণে ভারত বিশেষ হুমকির মুখোমুখি।

ভারত কতটা প্রস্তুত?

ড. নারায়ানান মনে করেন, ইউরোপের আক্রান্ত দেশগুলোর তুলনায় ভারতের চিকিৎসার অবকাঠামো অনেক দুর্বল।

ভারতে বর্তমানে ৭০হাজার থেকে ১ লাখের মত আইসিইউ বেড রয়েছে, যেটা ৪০ থেকে ৮০ লাখ রোগী সামলানোর জন্য নিতান্তই অপ্রতুল বলে মনে করছেন ড. নারায়ানান।

তিনি বলেন, "সুনামি ধেয়ে আসছে ভারতের দিকে। আপনি যদি বসে বসে দেখেন, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবেন। বাঁচার জন্য আপনাকে জান-প্রাণ দিয়ে ছুটতে হবে।"

কলেজ শিক্ষিকাকে গালাগাল ও শারীরিক হেনস্থা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতার

টাঙ্গাইলের নাগরপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপিসহ কয়েকজন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতাকর্মী ওই কলেজের এক নারী প্রভাষককে শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় উপজেলা শহরের বাজারে কেনাকাটা করাকালে ওই প্রভাষক এ ঘটনার শিকার হন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সন্ত্রাসী বাহিনীর ওই সদস্যরা হলো নাগরপুর সরকারি কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি ও কলেজ ছাত্রলীগ শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক আল-মামুন, উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাদিকুর রহমান বিপ্লব।

ভুক্তভোগী ওই শিক্ষক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ঘটনাটি বর্ণনা তুলে ধরেন। এক স্ট্যাটাসে তিনি লেখেন, ‘আমরা কি ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি। নিজে আজ শত

শত মানুষের সামনে নাগরপুরের বাজারে মাত্র ৩-৪ জন ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীদের কাছে চরমভাবে নিগৃহীত ও শ্লীলতাহানীর শিকার হলাম, তখন একটি মানুষও আমাকে বাঁচাতে এগিয়ে এলো না। নাগরপুর সরকারি কলেজ, টাঙ্গাইলের একজন শিক্ষক হিসেবে নিজের কলেজের সাবেক ভিপি ও ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসী মামুন ও তার সহযোগী ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসী বিপ্লব ও বাবু কর্তৃক শারীরিকভাবে হেনস্তার শিকার হলাম তা কতটা অভাবনীয় তা বলে বুঝাতে পারব না।

তারা শত শত মানুষের মাঝখানে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং কাপড় ধরে টানাটানি করে, একপর্যায়ে টান দিয়ে আমার মাথার কাপড় খুলে ফেলে।

ঘটনার প্রেক্ষিতে আমি প্রশাসনের কাছে থানায় অভিযোগ দেব এই কথা বলে আমার নিজের পরিচয় দেওয়ার পর তার আরও আস্ফালন করে বলে যে ডিসি, এসপি, ইউএনও, ওসি তাদের পকেটে থাকে। তাদের কেউ কিছু করতে পারবে না। আমি সরকারি কলেজে প্রভাষক এটা শুনে যেন তাদের উৎসাহ আরও বেড়ে যায়।

একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আমার যদি এমন অবস্থা হয় তাহলে নাগরপুরের অন্যান্য মেয়েদের কি অবস্থা আমি চিন্তা করতে পারছি না।

ঘটনার প্রেক্ষিতে আমি নাগরপুরের ইউএনও স্যারের সাথে কথা বলে থানায় প্রাথমিকভাবে অভিযোগ দিয়েছি আজ মামলা করব বলে স্থির করেছি। আমি নাগরপুর টাংগাইলের এই ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীদের বিচার চাই। এবং আমি তাদের বিচার নিশ্চিত করা না পর্যন্ত শান্ত হবো না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। খবরঃ আমাদের সময়

এ ছাড়া নাগরপুরের রাস্তাঘাটে তারা যেন নারীদের আর কোনোভাবে হেনস্তা করতে না পারে তার জন্য যা যা করা দরকার আমি করব।

ঘটনার পূর্ণ বিবরণী মানসিক অবস্থায় দেওয়া সম্ভব নয়। একটু সুস্থির হলে আমি ঘটনার বিবরণ সবার সামনে তুলে ধরব। ঘটনাটি রাত্রিবেলায় হওয়ায় উপযুক্ত সকল কর্তৃপক্ষকে জানানো সম্ভব হয়নি।

তবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় কে জানানো হয়েছে।

আমি যেন মানসিকভাবে শক্ত থাকতে পারি তার দোয়া সকলের কাছে চাচ্ছি এবং সবার নিজ নিজ অবস্থান থেকে আমাকে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করছি।

‘তনুকে সবাই ভুলে গেছে’- মামলারও কোনও অগ্রগতি নেই

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের ছাত্রী সোহাগী জাহান তনু হত্যার চার বছর পেরিয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময় পরও খুনি শনাক্ত করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। মামলারও কোনও অগ্রগতি নেই। তনুর মা আক্ষেপ নিয়ে বলেন, সবাই তনুকে ভুলে গেছে। তবে মা হিসেবে আমি তো ভুলতে পারি না। মৃত্যুর আগে একটাই আশা তার, মেয়ের হত্যাকারীদের বিচার দেখা।

২০১৬ সালের ২০ মার্চ সন্ধ্যায় কুমিল্লা সেনানিবাসের ভেতরে একটি বাসায় টিউশনি করতে গিয়ে আর ফেরেনি তনু। পরে স্বজনরা খোঁজাখুঁজি করে রাতে বাসার অদূরে সেনানিবাসের ভেতর একটি জঙ্গলে তনুর মরদেহ পায়। পরদিন তার বাবা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অফিস সহায়ক ইয়ার হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে কোতয়ালী মডেল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।

থানা পুলিশ ও ডিবি’র পর ২০১৬ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে মামলাটির তদন্তের দায়িত্ব পায় সিআইডি কুমিল্লা। দুদফা ময়নাতদন্তে কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ফরেনসিক বিভাগ মৃত্যুর সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করেনি। শেষ ভরসা ছিল ডিএনএ রিপোর্ট।

২০১৭ সালের মে মাসে সিআইডি তনুর জামা-কাপড় থেকে নেওয়া নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা করে তিন পুরুষের শুক্রানু পাওয়ার কথা গণমাধ্যমকে জানিয়েছিল। পরে সন্দেহভাজনদের ডিএনএ ম্যাচিং করার কথা থাকলেও তা করা হয়েছে কিনা—এ নিয়েও সিআইডি বিস্তারিত কিছু বলছে না।

সর্বশেষ সন্দেহভাজন হিসেবে তিন জনকে ২০১৭ সালের ২৫ অক্টোর থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত সিআইডির একটি দল ঢাকা সেনানিবাসে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদ করা ব্যক্তিরা তনুর মায়ের সন্দেহ করা আসামি বলেও সিআইডি জানায়। তবে তাদের নাম জানানো হয়নি।

তনুর মা আনোয়ারা বেগম বলেন, সারা বাসায় মেয়ের স্মৃতি। যেদিকে তাকাই তাকে দেখি। তাকে ভুলতে পারি না। মেয়ের কাপড়গুলো রেখে দিয়েছি। মাঝে মাঝে বের করে দেখি। কাপড়ে মেয়ের গায়ের ঘ্রাণ নিই। আর চোখের পানি ফেলি। দুই বছর ধরে সিআইডি কোনও যোগাযোগ করছে না। তনুর বাবা এবং আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছি। আগের মতো বিভিন্ন অফিসে যেতে

পারি না। মৃত্যুর আগে মেয়ের হত্যাকাণ্ডের বিচার দেখে যেতে চাই। তনু হত্যা মামলাটি তদন্তে সিআইডি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আমরা চাই দ্রুত তনু হত্যার আসামি সনাক্ত হোক।

শরিয়ার হুকুম অমান্য করলেও এখন করোনা আতঙ্কে দেশজুড়ে মদের বার বন্ধ রাখার নির্দেশ

ইসলামি শরিয়ার বিধানে মদ, জুয়া, পতিতালয় নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করে তাগুত্ব সরকারগুলো সেগুলো বন্ধ না করে প্রকাশ্য মদদ দিয়ে টিকিয়ে রেখেছে। অবশেষে আল্লাহর গযব নভেল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সারা দেশে সব হোটেল, রেস্তোরাঁ ও ক্লাবের বার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হলো। এর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছিলেন, বারগুলো বন্ধের সময় নাকি এখনো হয়নি।

বৃহস্পতিবার মাদক দ্রব্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত বার বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়। অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ মামুন স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনা করে করণীয় সম্পর্কে জানানো হবে। বৃহস্পতিবার থেকেই এ নির্দেশ কার্যকর করা হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাদক দ্রব্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জামাল উদ্দিন গণমাধ্যমকে বলেন, “বর্তমান পরিস্থিতির কারণে হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও ক্লাবের বারগুলো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এসব জায়গায় যেহেতু জটলা হয়, জনসমাগম হয় সে কারণে এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।”

করোনার আতঙ্কে জুমা-জামাত বন্ধ করা যাবে না: মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

করোনা পরিস্থিতির কারণে মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশেই সাময়িকভাবে স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে জুমা এবং মসজিদে এসে জামাতে নামায আদায়। বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত জটিল আকার ধারণ না করলেও সংক্রমণের খবর পাওয়া যাওয়ার পর থেকেই জাতীয় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে জুমা-জামাত বন্ধ করা হবে কি না-এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন উঠানো হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে জুমা-জামাত স্থগিত করে দেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন মারকাযুদ্দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকা’র রঈস, মাসিক আল কাউসারের সম্পাদক, বিশিষ্ট ফকীহ মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ। সে আলোচনায় তিনি বলেন-

জুমা এবং জামাতের নামাজ ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য। ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের দ্বিতীয়টিই হল নামাজ। কুরআনে কারিমে শুধু নামাজ আদায় করতে বলা হয়নি, নামাজ কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছে। তাফসিরের বিখ্যাত গ্রন্থসমূহে নামাজ কায়েমের ব্যাখা করা হয়েছে হক আদায় করে জামাতের সাথে নামাজ পড়া। সুতরাং জামাতের নামাজ বন্ধ করে দেওয়ার সুযোগ ইসলামে নেই বলা চলে।

মিডিয়ার অতিরঞ্জনের কারণেই যেন বর্তমানে করোনা ভাইরাস নিয়ে এতোটা শঙ্কা তৈরি হয়েছে বিশ্বময়। পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে এমন মহামারির উপস্থিতি কম নয়। কিন্ত মহামারির কারণে জুমা, জামাত এবং মসজিদ বন্ধ হওয়ার প্রশ্নটি এবারই প্রথম। শরিয়তেও জুমা ও মসজিদ বন্ধ করার ব্যাপারটি সমর্থিত নয়।

এলাকা ভিত্তিক আক্রান্ত ব্যক্তিরা মসজিদে যাবেন না, ঘরেই ব্যক্তিগতভাবে নামাজ আদায় করবেন। প্রয়োজনে তারা হোম কোয়ারিন্টিনে অবস্থান করবেন। আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান এ রকমই। কিন্তু সংক্রমণের অজুহাতে মসজিদ, জুমা, জামাতে নামাজ বন্ধ করাটা যুক্তিনির্ভর হতে পারে না। বাংলাদেশে কল-কারখানাগুলোতে এক সাথে যে পরিমাণ মানুষ কাজ করে মসজিদে জামাতে নামাজ পড়া মানুষের সংখ্যা সে তুলনায় খুব বেশি বলা যায় কি! তাহলে মসজিদে জামাত ও জুমা বন্ধের প্রসঙ্গটা কতটা যৌক্তিক।মসজিদের তুলনায় কল-কারখানাগুলোর প্রতি ফোকাস দেওয়া কি গুরুত্বের দাবি রাখে না!

মহামারির এই সময়ে আল্লাহমুখী হওয়াটা সবার কাম্য। বর্তমানে মানুষের মাঝে মসজিদমুখী হওয়ার প্রবণতাও বেশ লক্ষণীয়। আতঙ্কের এই সময়ে মসজিদমুখী মানুষগুলো যেন আল্লাহ তায়ালার কাছেই মনের প্রশান্তি খুঁজে পেতে চাইছে। ভয় থেকে বাঁচতে আল্লাহ তায়ালার কাছেই আশ্রয় চাইছে। হঠাৎ করে মসজিদ বন্ধ করে দিলে এরা শেষ আশ্রয়টা পাবে কোথায়!

তবে কারো মাঝে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে তার মসজিদে যাওয়া তো শরিয়তও সমর্থন করে না। এমন ব্যক্তি ঘরেই জুমার পরিবর্তে যোহর আদায় করবেন। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করলেও মনে হয় না মসজিদ বন্ধ করার মত পরিস্থিতি এসেছে।

জুমার নামাজ, জামাত এবং মসজিদ বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান সৌদি আরব আমাদের অনুসরণীয় হতে পারে না। বর্তমান সৌদি সরকার কতটা শরিয়ত বান্ধব এটিও একটি প্রশ্ন সাপেক্ষ ব্যাপার।হাদিসে স্পষ্টভাবে আক্রান্ত এলাকার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বণ করতে বলা

হয়েছে। কিন্তু আক্রান্ত এলাকার পরিবর্তে একে বৈশ্বিক রূপ দিয়ে এর কারণে নামাজ, জামাত জুমা বন্ধ করা যৌক্তিক হতে পারে না।

নরসিংদীতে মাদরাসা ছাত্রীকে গভীর রাতে ঘর থেকে তুলে নিয়ে হত্যা

নরসিংদীর পলাশে দশম শ্রেণির এক মাদরাসা ছাত্রীকে গভীর রাতে ঘর থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত আফিয়া আক্তার (১৫) পলাশ উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের চরকাবর্দী গ্রামের আজহার আলীর মেয়ে। এ ঘটনায় আবার নিহতের পরিবারের চার সদস্যকেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।

নিহতের স্বজনরা জানান, মঙ্গলবার দিবাগত রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে ঘুমিয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। ঘরের দুটি রুমের একটিতে বোনদের সাথে একই খাটে ঘুমাচ্ছিলেন আফিয়া। ভোররাতে আফিয়ার বড় বোনের বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনে জেগে উঠেন পরিবারের সদস্যরা। এসময় তারা দেখতে পান আফিয়া ঘরে নেই, ঘরের প্রধান দরজা খোলা ও ঘরের মেঝের একপাশের সিঁধকাটা।

রাতেই পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুজির পর ঘরের পেছনের একটি কচু ক্ষেতের পাশ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় আফিয়াকে উদ্ধার করেন। এ সময় তার মাথায় ইটের আঘাত ও গলায় গামছা প্যাঁচানো ছিল। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে নরসিংদী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনবোন ও এক বোনের জামাইসহ পরিবারের চার সদস্যকে আটক করেছে। এ তথ্য জানিয়েছে পলাশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন।

জমিজমা বিরোধে ভাইয়ের হাতে ভাই খুন!

জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে ভাড়াটে সন্ত্রাসী এনে আপন বড় ভাইকে কুপিয়ে হত্যা করেছে ছোট ভাই। ওই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো তিনজন। নিহতের নাম আব্দুস সাত্তার মোল্লা। তিনি শ্যামনগর উপজেলার ধুমঘাট চরাচকের ছবেদ মোল্লার ছেলে।

বুধবার (১৮ মার্চ) রাত ১০টার দিকে মারাত্মক আহতাবস্থায় খুলনা মেডিকেল কলেজে নেওয়ার পরপরই মারা যান আব্দুস সাত্তার। আহতরা হলেন, আব্দুস সাত্তার মোল্লার ছোট ভাই রশিদ মোল্লা, রশিদ মোল্লার ছেলে এনামুল ও এনামুলের স্ত্রী আয়শা খাতুন। তারা শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

রশিদ মোল্লার জামাতা আনারুল ইসলাম বলেন, আমার শ্বশুরেরা তিন ভাই। এর মধ্যে আব্দুস সাত্তার মোল্লা ও রশিদ মোল্লার সাথে গফুর মোল্লার জমি জায়গা নিয়ে বিরোধ ছিল। বুধবার সকালে এ নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। বিকালে গফুর মোল্লা বহিরাগত লোকজন ভাড়া করে এনে দা, লোহার রডসহ দেশীয় অস্ত্র দিয়ে আব্দুস সাত্তার মোল্লা ও রশিদ মোল্লার উপর হামলা চালায়। এতে আব্দুস সাত্তার মোল্লা, তার ছোট ভাই রশিদ মোল্লা, রশিদ মোল্লার ছেলে এনামুল ও এনামুলের স্ত্রী আয়শা খাতুন আহত হয়। তাৎক্ষণিক তাদের উদ্ধার করে শ্যামনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থা হওয়ায় আব্দুস সাত্তার মোল্লাকে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়। তবে অবস্থার অবনতি হলে তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার। বুধবার (১৮ মার্চ) রাত ১০টার দিকে খুলনা মেডিকেলে পৌঁছানোর পরপরই মৃত্যু হয় আব্দুস সাত্তার মোল্লার।

১৯শে মার্চ, ২০২০

শাম | আল-কায়েদার সফল হামলায় হতাহত ১৫ এরও অধিক কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ সৈন্য!

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন তাদের নেতৃত্বাধীন "অপারেশণ ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর জানবায মুজাহিদদের সাথে নিয়ে ১৯ মার্চ বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ইদলিবের "জাবাল আয-যাওয়াইয়া" অঞ্চলের "ফাতিরা" গ্রামে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর পয়েন্ট এবং সৈন্য দলের উপর এক তীব্র ও সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

"ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশণ রুম কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, মুজাহিদদের উক্ত বরকতপূর্ণ সফল অভিযানে মুরতাদ বাহিনীর ১৫ এরও অধিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এছাড়াও মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে গনিমত লাভ করেছেন বহু অস্ত্র ও গোলাবারুদ।

والحمد لله ربّ العالمين

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের পৃথক পৃথক হামলায় 73 এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত!

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন গত ১৮-১৯ মার্চ রাতে কুন্দুজ, গজনী, হেলমান্দ ও সার্পাল প্রদেশে পৃথক পৃথক কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আল-ইমারাহ কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮-১৯ মার্চ মধ্যরাতে কুন্দুজ প্রদেশে তালেবান মুজাহিদদের পৃথক ৩টি হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১৯ সৈন্য নিহত এবং ১৫ সৈন্য আহত হয়।

এমনিভাবে গজনী প্রদেশের "শালগার" জেলার "কাবুল-কান্দাহার" মহাসড়কে আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি কনভয়ে হামলা চালান। যাতে ১২ সৈন্য নিহত এবং ৪ সৈন্য আহত হয়। এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ।

এদিকে হেলমান্দ প্রদেশে তালেবান মুজাহিদদের পৃথক দুটি হামলায় নিহত হয় ১৬ সৈন্য, আহত হয় আরো কতক মুরতাদ সৈন্য। ধ্বংস হয় মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক ও ১টি রেঞ্জার গাড়ি।

বিপরীতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর হামলায় আহত হন ৩ জন জানবায তালেবান মুজাহিদিন।

অপরদিকে রাত ১২ টায় সার্পাল প্রদেশের লাগবাগ জেলায় অবস্থিত আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি সাসরিক ঘাঁটিতেও অভিযান চালান তালেবান মুজাহিদিন। এতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১টি রেঞ্জার গাড়ি ধ্বংস হওয়া ছাড়াও ৬ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়।

খোরাসান | বলখ প্রদেশে তীব্র লড়াই, ৫টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস, ৩ কমান্ডারসহ ২৪ সৈন্য নিহত!

ইসারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রকাশিত এক রিপোর্ট হতে জানা যায় যে, ১৯ মার্চ বৃহস্পতিবার সকাল বেলায় আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশের "দৌলতা-বাদ" জেলায় অবস্থিত আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ চৌকিতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন IMA এর আল্লাহ ভীরু জানবায তালেবান মুজাহিদিন।

যার ফলে আফগান মুরতাদ বাহিনীর এক সৈন্য নিহত হয়। এরপর আফগান মুরতাদ বাহিনীর নতুন একটি দল এসে এই যুদ্ধে অংসগ্রহণ করে, এরপর যুদ্ধের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং তা দীর্ঘ ৪ ঘন্টা যাবত চলতে থাকে।

ফলাফর সরূপ তালেবান মুজাহিদদের দূরদর্শী তীব্র সফল হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৪টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি ৩ কমান্ডারসহ আরো ২৩ আফগান মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়। আহত হয় আরো ৪ সৈন্য।

এই অভিযান হতে মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন ১টি এন্টি ইয়ার্ক্রাফ্ট গান, ১টি হাওয়াই মেশিনগান, ৪টি ক্লাশিনকোভ সহ আরো অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জামাদি।

উল্লেখ্য যে, আফগান মুরতাদ বাহিনীর পাল্টা হামলায় শাহাদাত বরণ করেন একজন তালেবান মুজাহিদ, ইনশাআল্লাহ।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৭ এরও অধিক সৈন্য হতাহত, বন্দী আরো ১ সৈন্য।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ১৯ মার্চ সোমালিয়া জুড়ে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ৫টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

মুজাহিদদের এসকল হামলায় দেশটির অর্থমন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তাসহ ৭ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদগণ বন্দী করেন আরো ১ মুরতাদ সৈন্যকে।

অন্যদিকে সোমালি গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষহতে মোগাদিশুর রাস্তায় রাস্তায় লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরাগুলোও ধ্বংস করতে শুরু করেছেন মুজাহিদিন। এরি ধারাবাকিতায় আজ রাজধানীর "মক্কা আল-মুকারামা" সড়কের চারপাশে থাকা কমপক্ষে পাঁচটি সিসিটিভি ক্যামেরা ধ্বংস করেছেন মুজাহিদিন।

বুর্কিনা-ফাসো | মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর সামরিকযান ধ্বংস, হতাহত অনেক।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" (JNIM) এর জানবায মুজাহিদিন গত ১৮ মার্চ বুধবার বুর্কিনা-ফাসোতে মালির সীমান্তবর্তী একটি শহরে

ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম সরকারের মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এতে বুর্কিনা-ফাসোর মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়, এসময় সামরিকযানটিতে থাকা সকল মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়। বাকি সৈন্যরা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে।

করোনা আক্রান্ত হাজারো দখলদার ইসরাইলি সন্ত্রাসী সেনা

হাজার হাজার দখলদার সন্ত্রাসী ইসরাইলি সেনা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে বলে গতকাল ১৮ মার্চ খবর প্রকাশ কিরেছে মিডলইস্ট মনিটর। ইসরাইলি নিরাপত্তা কর্মকর্তারা বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে বলে জানান।

ওয়ালাহ নিউজ ওয়েবসাইট অনুসারে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী গত কয়েকদিনে সিনিয়র অফিসারসহ ৪,২৬৭জন অভিশপ্ত সেনা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কোয়ারেনটাইনে রয়েছে। বর্তমানে এ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে সম্ভাবনা রয়েছে।

আরব ৪৮.কম জানিয়েছে,আক্রান্ত সৈন্যদের অন্যের সাথে যোগসাজশের সুযোগ কমাতে আইডিএফ ৩০ দিনের জন্য সামরিক ঘাঁটিগুলিতে কারফিউ জারি করেছে।

অন্যদিকে ইহুদিদের ঘনিষ্ঠ সহচর আমেরিকায় এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ১৬০জন এবং ইতিমধ্যেই সামরিক বাহিনীর সদস্যসহ করোনা আক্রান্ত হয়েছে ১০৬৯২ জন । ক্রমেই আক্রান্তের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে । যা দেশটিকে ক্রমেই অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ।

সিরীয় শরণার্থী সংকট: উন্মোচিত হলো ইউরোপের কুৎসিত চেহারা

পশ্চিমা ক্রুসেডারদের আগ্রাসনের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে ও আফ্রিকার যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্রগুলোর লাখো মানুষ নিজ দেশে মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়ে জীবন বাঁচাতে ইউরোপে পাড়ি জমাতে বাধ্য হচ্ছে। এসকল ভোগবাদী দেশে মানবাধিকারের প্রকৃত চর্চা না থাকায় তারা নানামুখী অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নির্যাতন ও ক্রমান্বয়ে আগ্রাসন অব্যাহত রাখার কারণে আবারো

ইউরোপের শরণার্থী সঙ্কট গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। শরণার্থীর চাপে আধুনিক ইউরোপের মানবতার ধ্বজাধারী উদারবাদীদের মুখোশ খসে তাদের কুৎসিত চেহারাটাও বেরিয়ে এসেছে। নতুন করে সিরিয়ার ইদলিবে আগ্রাসনের কারণে তুরস্কের সীমান্তে ক্রমেই বাড়ছে শরণার্থীর চাপ। এদিকে কয়েক দিন আগে সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেয় ৪০ লাখের অধিক শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়া তুরস্ক। ফলে ফের শরণার্থী সঙ্কটের মুখে পড়েছে ইউরোপ।

সীমান্ত খুলে দেয়ার পরেই গ্রিস দিয়ে ইউরোপে ঢোকার চেষ্টা করে শরণার্থীরা। এ সময় গ্রিস প্রসাশন এসব শরণার্থীদের সাথে খুবই নৃশংস-অমানবিক আচরণ করে। ইউরোপীয় দেশগুলো শরণার্থীদের জন্য তাদের সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে, তাদের ফেরত পাঠানোর জন্য আঘাত করা হচ্ছে ও তাদের নৌকা ডুবিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাদের ওপর গুলি চালানো হচ্ছে। এসব ঘটনা মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাকে পদদলিত করছে। ইউরোপীয়দের এমন আচরণে স্তব্ধ পুরো বিশ্ব।

ইউরোপ অভিমুখী শরণার্থীদের সাথে অমানবিক ও পাশবিক আচরণ করছে গ্রিসের পুলিশ ও কোস্টগার্ড। কখনো অভিবাসী বোঝাই নৌকা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছে। কখনো কখনো শরনার্থীদের এই প্রচন্ড শীতে শরীরের কাপড় এমনকি পরনের প্যান্ট খোলে চালাচ্ছে শারীরিক নির্যাতন। আবার কখনো নৌকাগুলো ডুবিয়ে নৌকাডুবিয়ে দেবার মতো নিশংস ঘটনা ঘটেছে। সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমগুলোতে এমনই কিছু লোমহর্ষক ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। একটি ভিডিওয়ে দেখা যায়, গ্রিক উপকূলের কাছে সাগরের মধ্যে শরণার্থীবোঝাই একটি ডিঙ্গিনৌকা ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে কোস্টগার্ড কর্মকর্তারা। এ সময় নৌকা লক্ষ্য করে মুহুর্মুহু গুলি ছুড়তেও দেখা যায়। যদিও গুলি নৌকায় না লেগে কাছাকাছি পানিতে পড়ে।

ইউরোপের অনেক জাতিরাষ্ট্রই এখন মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। শরণার্থীদের চাপে তাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে, এই ছুতো দেখিয়ে তারা চায় না কোনো শরণার্থী ইউরোপে প্রবেশ করুক। অথচ তারা নিজেদের মানবাধিকারের দর্পণ হিসেবে উপস্থাপন করতে চায় বিশ্ববাসীর কাছে। মুসলিম দেশসমূহে আগ্রাসন চালিয়ে শরনার্থী সংকট তারাই সৃষ্টি করেছে। মুসলিম দেশগুলোর মূল সমস্যার পেছনে ইউরোপীয়রাই দায়ী। তারা এক দিকে আফ্রো-এশিয়ার এসব দেশগুলোতে অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করে, আবার তারাই নিজেদের মুখে মানবাধিকার ও উন্নয়নের বুলি আওড়াতে ব্যস্ত থাকে। তাদের আধিপত্যের লড়াইয়ে বলি হয় নিরীহ আদম সন্তানেরা। নিজ দেশ হারিয়ে তারা আজ পরবাসী। জীবন বাঁচাতে মাইলের পর

মাইল পাড়ি দিচ্ছে। ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকায় নিজের প্রাণ বাজি রাখে একটু শান্তিতে বাঁচার আশায়। একটু বাঁচার জন্য ছুটে যাচ্ছে অজানা গন্তব্যে । আর এই নিষ্পেষিত মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই টুকু কেড়ে নিতে উদ্যত হচ্ছে ইউরোপীয় দেশগুলো ।

'আমার মতো কেউ যেন গোমূত্র পান না করে'

ফেসবুক করোনাভাইরাসের আতঙ্কে 'গোমূত্র' পান করেছিলেন শিবু গরাই। এরপর গলা ও বুকে ব্যথা নিয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন শিবু। মেডিসিন ওয়ার্ডে জায়গা মেলেনি, তাই মেঝে ভরসা। সেখানে শুয়ে শিবু অবশ্য বলছেন, 'খুব ভুল করেছি। করোনা ঠেকাতে আমার মতো আর কেউ যেন গোমূত্র পান না করেন।' খবর আনন্দবাজার পত্রিকার।

ঝাড়গ্রাম শহরের চার নম্বর ওয়ার্ডের জামদা এলাকায় থাকেন শিবু। বাড়িতেই কাপড়ের দোকান রয়েছে তাঁর। স্ত্রী ও দুই ছেলে নিয়ে সংসার। কয়েক দিন আগে বন্ধুদের সঙ্গে মায়াপুরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফেরার সময়ে সেখান থেকে ১৮০ টাকা দিয়ে কিনে আনেন গোমূত্রের শিশি। এতে লেখা 'গো-আরক'। ৪২ বছরের শিবুর ভাষ্য, বিক্রেতা জানিয়েছিলেন, এক থেকে দুই ছিপি পরিমাণ ওই 'গো-আরক' নিয়মিত খেলে শরীরের রক্তদোষ কাটে। করোনাসহ শারীরিক নানা ব্যাধি থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

করোনাভাইরাসের ভয় কাটাতে বিশ্বাস করেই গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক ছিপি গো–আরক পান করেন শিবু। এরপরই শরীরে নানা অস্বস্তি শুরু হয়। গলা ও বুক জ্বলতে থাকে। স্বজনেরা শিবুকে ঝাড়গ্রাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শারীরিক অবস্থা দেখে শিবুকে ভর্তি করে নেয়।

গতকাল বুধবার শিবু বলেন, 'পরিবারে আমিই রোজগেরে। তাই আমার করোনা হলে ব্যবসা লাটে উঠবে—এমন আশঙ্কাতেই গোমূত্রের আরক খেয়েছিলাম। অন্ধবিশ্বাসে ভেবেছিলাম, প্রতিষেধকের কাজ করবে। অসুস্থ হয়ে বুঝেছি কী ভুল করেছি।'

হাসপাতাল সূত্রের খবর, শিবুর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা হচ্ছে। এখন তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।

সড়কের পাশে আবর্জনার ভাগাড়, দুর্গন্ধে জনদুর্ভোগ

বগুড়ার ধুনট উপজেলায় হুকুম আলী-সোনামুখী বাইপাস সড়কের পাশে আবর্জনার স্তুপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভরণশাহী এলাকার বাইপাস সড়কটি যেন আবর্জনা ফেলার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। এতে পরিবেশ দূষিত হওয়ার পাশাপাশি আবর্জনার দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে পথচারীসহ এলাকার মানুষ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২০০১ সালে ৯টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত হয়েছে ধুনট পৌরসভা। আয়তন ৫.৯২ বর্গ কিলোমিটার। প্রতিষ্ঠার পর থেকে হাজারো নাগরিক সমস্যার মধ্যে বর্তমানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যাটি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। পৌর এলাকায় দৈনিক প্রায় ৩ মেট্রিক টন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। কিন্ত এই বর্জ্য ফেলার জন্য পৌর এলাকায় নির্ধারিত জায়গা ও ডাস্টবিনের অভাব রয়েছে। খবরঃ কালের কণ্ঠের

ফলে যত্রতত্রভাবে ফেলা হচ্ছে পৌর এলাকার ময়লা-আবর্জনা। এই ময়লা-আবর্জনার বড় অংশটি ফেলার জন্য বাইপাস সড়কের পাশ বেছে নিয়েছেন পৌর কর্তৃপক্ষ। সড়কের পাশে তো ফেলা হচ্ছেই। কোথাও আবার সড়কের পিচের উপর পর্যন্ত আবর্জনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। দিন যত যাচ্ছে সড়কের পাশে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ ততই বড় হচ্ছে। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

এদিকে সড়কের পাশে গড়ে উঠা ময়লার ভাগাড়ের কারণে পথচারীদের নাকে রুমাল দিয়ে চলাচল করতে হয়। এ সময় পথচারীদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে উৎকট গন্ধে। এতে ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে এলাকার পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য। এছাড়া সড়কের পাশে আগুন লাগিয়ে আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলায় মরার উপক্রম হয়েছে সড়কের পাশের গাছগুলোর।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এসব ময়লা-আবর্জনার অধিকাংশই পচনশীল পদার্থ। কাঁচা বাজারের শাকসবজি, হোটেলের বাসি-পচা খাবার এবং বাসাবাড়ির ময়লার প্রায় ৮০ শতাংশ পচনশীল। ফলে এগুলো ফেলার অল্প সময়ের মধ্যেই পচে গিয়ে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে পলিথিন নিষিদ্ধ হলেও ময়লার ভাগাড় পলিথিনে সয়লাব। পচনশীল পদার্থ নষ্ট হয়ে গেলেও পলিথিনগুলো থেকে যাচ্ছে অক্ষত। এসব পলিথিন বৃষ্টির পানিতে ভেসে আশপাশের ফসলি জমিতে পড়ে জমির উর্বরাশক্তি নষ্ট করছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ইবনে সউদ বলেন, সড়কের পাশে স্তূপ করে রাখা আবর্জনা ও মরা মুরগির বিষ্ঠার গন্ধে চলাচল করতে কষ্ট হয়। নাক-মুখ চেপে শ্বাস বন্ধ করে এই সড়কে হাঁটতে হয়। আমরা এ দুর্গন্ধ থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই। রাস্তার পাশে খোলা জায়গায় এভাবে ময়লা-আবর্জনা

ফেলা পরিবেশ সংরক্ষণ আইনবিরোধী কাজ। পৌরবাসীর সুযোগ-সুবিধা এবং স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন শহর গড়ে তোলার সব কাজ করা উচিত।

আবারো গণধর্ষণ, কি হচ্ছে দেশে?

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার সলঙ্গায় নবম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীকে কৌশলে ডেকে নিয়ে (১৫) দলবেঁধে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

কালের কণ্ঠের বরাতে জানা যায়, বুধবার দুপুরে নির্যাতিত স্কুলছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে ছয় যুবকের বিরুদ্ধে তার মেয়েকে দলবেঁধে ধর্ষণের অভিযোগ এনে থানায় মামলা করেন।

মামলার সূত্র ধরে তিনি আরো বলেন, বেশ কিছুদিন আগে আব্দুল আলীম নামের যুবক অজ্ঞাত কোনো বাড়িতে নিয়ে ভয়-ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এরপর আলীম তার বন্ধু সাত্তারকে ডেকে এনে তার হাতে তুলে দেয়।

নির্যাতিত কিশোরী রাতেই তার ভাইকে ফোন করলে তিনি এসে উদ্ধার করেন। বিষয়টি নিয়ে আতঙ্ক ও সম্মানের ভয়ে গোপনে রাখে পরিবারের লোকজন।

করোনাভাইরাস ছড়িয়েছে বিল গেটসরাই !

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস ছড়ানোর পেছনে মার্কিন প্রযুক্তি ব্যবসায়ী বিলিয়নিয়ার বিল গেটস ও বিনিয়োগ মোগল খ্যাত জর্জ সরোসের মতো অতি ধনীদের হাত রয়েছে। ভাইরাসটি পরিকল্পিতভাবে ছড়ানো হয়েছে। এই দাবি করেছেন খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও মানবাধিকারকর্মী পিয়ার্স করবিন। তিনি ব্রিটিশ রাজনীতিক ও লেবার পার্টির নেতা জেরেমি করবিনের বড় ভাই। সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইলের এক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে।

নিজের অনুসারী ও ভক্তদের উদ্দেশে পিয়ার্স করবিন বলেন, করোনা ছড়ানো হয়েছে ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে। এর নেপথ্যে রয়েছে বিল গেটস ও জর্জ সরোসের মতো অতি ধনী ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা।'

ওই বিজ্ঞানী বলেন, বিষাক্ত ভ্যাকসিনের মাধ্যমে বিশ্বের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও কমিয়ে ফেলাই এর লক্ষ্যে। করোনার ভ্যাকসিন না নেয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি। বিশ্বজুড়ে মহামারী পরিস্থিতির মধ্যে সোমবার এক টুইট বার্তায় এসব কথা বলেন পিয়ার্স।

তিনি বলেছেন, এর উদ্দেশ্য, জোরপূর্বক বিষাক্ত ভ্যাকসিনের মাধ্যমে পৃথিবীর জনসংখ্যা কমিয়ে ফেলা। কারণ তাদের মতে, জনসংখ্যার কারণে পরিবেশ ও জলবায়ুর ক্ষতি হচ্ছে। করোনা ভ্যাকসিনকে ‘না’ বলুন।’

প্রসঙ্গত, বিশ্বের অতি ধনীদের নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে বহু বছর ধরেই সোচ্চার পিয়ার্স করবিন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কথা বলে গত বছর সেপ্টেম্বরই প্রথমবারের মাধ্যমে শিরোনাম হন তিনি। ইইউকে তিনি 'ফোর্থ রাইখ' অভিহিত করে কঠোর সমালোচনা করেন।

ইবির অর্ধশত কোটি টাকার মেগা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের টেন্ডারবাজি

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) অর্ধশত কোটি টাকার একটি মেগা প্রকল্পের কাজ ছাত্রলীগের এক কেন্দ্রীয় নেতাকে পাইয়ে দিতে ইবির ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলীকে দফায় দফায় হুমকি দেয়া হয়েছে।

ইবির প্রকৌশল অফিসের একাধিক কর্মকর্তা জানান, মেগা প্রকল্পের চলমান কাজকে ঘিরে এর আগেও স্যারের ওপর (আলিমুজ্জামান টুটুল) চাপ সৃষ্টি করা হয়। তার কাছ থেকে কয়েক দফা টাকাও নেয় প্রভাবশালী ওই চক্রটি। এর মধ্যে ইবি ছাত্রলীগের দুই সদস্যের কমিটির বিতর্কিত দুই নেতা পলাশ ও রাকিবও রয়েছেন।

টুটুল তার ওপর হামলার শঙ্কার কথা জানিয়েছেন। ইবি প্রশাসনের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘মেগা প্রকল্পের যে কাজ চলছে, তা থেকে একটি চক্র নিয়মিত কমিশন নেয়। প্রকৌশলী টুটুল নিজে কোনো কমিশন নেন না। তারপরও ওই চক্রের চাপে তিনি কমিশন নিতে বাধ্য হন। সেই অর্থ যায় কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্রলীগ নেতা পলাশ ও রাকিবের পকেটে।

অভিযোগ রয়েছে, কেন্দ্রীয় নেতাদের ৪০ লাখ টাকায় ম্যানেজ করে ইবির নেতা হন পলাশ ও রাকিব। একপর্যায়ে শোভন ও রাব্বানির কমিটি বাতিল হলে চাপে পড়েন তারা। তবে বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটিকে তারা ম্যানেজ করে আসছেন। ইবির ভিসি প্রফেসর ড. হারুন-উর-রশিদ আশকারী বলেছেন, ‘টুটুল অনেক ভালো ছেলে। কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করে মেগা

প্রকল্পের কাজ হবে না। প্রয়োজনে কাজ বাতিল হবে। কারা চাপ সৃষ্টি করছে, আমি জানি না। তবে টুটুল যে কোনো সহযোগিতা চাইলে আমি করতে প্রস্তুত আছি।'

টুটুলের পরিবারের এক সদস্য বলেন, ইবির উন্নয়নে তার অবদান অনেক। তিনি কাজ করতে চান। তবে একটি মহল বারবার তাকে চাপ সৃষ্টি করছে। তার কাছ থেকে অর্থ নিচ্ছেন। আবার কাজও জোর করে নিতে চান। হুমকিধমকি দেয়ায় তিনি অনেকটা ভেঙে পড়েছেন।

এবার ভারতীয় মালাউন বাহিনীতেও করোনা ভাইরাস

এবার ভারতীয় সেনাবাহিনীতেও করোনা ভ্াইরাসের থাবা পড়েছে। লেহ– মোতায়েন ভারতীয় সেনার এক জওয়ান কোবিড–১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। আইসোলেশনে রাখা হয়েছে তাকে। এই প্রথম ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোনও জওয়ানের শরীরে এই ভাইরাস মিলল। *খবর আনন্দবাজার পত্রিকার*।

৩৪ বছরের ওই জওয়ান ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর লাদাখ স্কাউটের সদস্য, যারা 'স্নো ওয়ারিয়র্স' নামে পরিচিত। কিছু দিন আগে ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিলেন ওই সদস্য।

সেইসময়ই, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ইরান সফর শেষে বাড়ি ফেরেন তার বাবা। তার পরই অসুস্থ হয়ে প ড়েন তিনি।

সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, দেশে ফিরে প্রথমে অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই জওয়ানের বাবা। ২৯ ফেব্রুয়ারি লাদাখ হার্ট ফাউন্ডেশনে কোয়রান্টিনে রাখা হয় তাকে। গত ৬ মার্চ সেখানে তার শরীরে কোভিড–১৯ ভাইরাস ধরা পড়ে।

সেই অবস্থায় পরিবারকে সাহায্য করার পাশাপাশি গত ২ মার্চই কাজে যোগ দেন ওই সদস্য। বাবার শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়ার পর দিনই তাকেও কোয়রান্টিনে রাখা হয়। সোমবার ডাক্তারি পরীক্ষায় তার শরীরেও ওই প্রাণঘাতী ভাইরাস মেলে।

এই মুহূর্তে লেহ–র এসএনএম হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে ওই সদস্যকে। তার স্ত্রী, দুই সন্তান এবং এক বোনকেও আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

অন্য দিকে, করোনার লক্ষণ দেখা দেওয়ায় পুণের সেনা প্রশিক্ষণ শিবিরেও এক সেনা অফিসারকে কোয়রান্টিনে রাখা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত তার ডাক্তারি পরীক্ষা হয়নি।

এদিকে সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ভারতে করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন তিন জন।

“হে পথিক! দাঁড়াও, দিল্লি কুতুব মিনারের আত্মকথা শোনে যাও”

শহর বলে কথা। ব্যস্ত জীবন, ব্যস্ত নগরী। তাও আবার ছিমছাম ছোট্ট শহর নয়, ভাগ্যান্বেষী অগণিত মানুষের দিল্লী শহর। আযানডাকা ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কর্মব্যস্ত মানুষ ও নানা রকম যান বাহনের বিরক্তিকর শব্দদূষণ চলতে থাকে। এসবের মাঝে কতক্ষণ আর এক ধ্যানে কাজ করা যায়। নাহ! মনে হচ্ছে মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। কী করা যায়। হ্যাঁ, কিছু সময়ের জন্য অবকাশ চাই। দেহ মন দু’টোই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু একেবারে অলস ভাবেও তো সময় কাটানো মুশকিল- এতে তো কুড়েমি পেয়ে বসবে। কোথাও ঘুরে এলে কেমন হয়? ঐতিহাসিক কোন স্থানে? হ্যাঁ, তাই বরং ভালো।

অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলাম কুতুব মিনার যাবো। এতে একই সঙ্গে দুই কাজ হবে। বিনোদন ও মুসলিম শাসনের স্মৃতিচারণ। দেরি না করে বেরিয়ে পড়লাম। গন্তব্য দিল্লীর উপকণ্ঠে অবস্থিত কুতুব মিনার। অনেকটা পথ পেরিয়ে পৌঁছুলাম কুতুব মিনার। কুতুব মিনার সম্বন্ধে ইতিহাসে যা পড়েছি সবকিছুই এখন আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে। এ এক অন্য রকম শিহরণ। প্রথম দর্শনেই আমি অবাক হলাম। গগনছোঁয়া সুবিশাল বপু। দৃষ্টিনন্দন ও মহামূল্যবান লাল মর্মর পাথরে নির্মিত তার দেহ খানি। এক কথায় নির্মাণশৈলি ও স্থাপত্য বিদ্যার এক অমর অক্ষয় কীর্তি যেন। সত্যি, এর নির্মাতা ও প্রকৌশলীদের মননশীল রুচিবোধের প্রশংসা করতে হয়। আশ্চর্য! যাদের মেধা, শ্রম ও অর্থ ব্যয়িত হলো এর নির্মাণে তারা আজ কোথায়? তাদের অস্থিমজ্জাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তাদের এ কীর্তি এখনো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে আরো বহুকাল এভাবেই সে নিজের অস্তিত্ব অটুট রাখতে পারবে।

মানুষ কত দুর্বল! পক্ষান্তরে তাদের সৃষ্ট পাথুরে একটি মিনার কত মজবুত। মিনারের পাদদেশে নির্মিত থরে থরে সাজানো প্রাসাদ আর মাজারগুলো পরিদর্শন করছি আর এসব ভাবছি। একরকম আচ্ছন্নই ছিলাম। হঠাৎ একটি শব্দ কানে আসতেই বাস্তবে ফিরে এলাম। কে যেন আমাকে ডাকছে। হে পথিক! দাঁড়াও, আমার কথা শোন! কে ডাকছে শোনার জন্য পেছনে ফিরে তাকালাম; কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। একটু অবাকই হলাম। কৌতূহলবশত আশপাশে খুঁজলাম একবার, দুইবার- একি কাউকে তো দেখছি না। আশপাশটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কাউকে পেলাম না। মানুষ থাকা তো দূরের কথা কাক পক্ষীটিও নেই। পুরো এলাকাটিই একদম নীরব নিস্তব্ধ।

বোবা ও বধির প্রস্তর-খণ্ডগুলোই শুধু দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলোতে আমার হাক ডাকের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে আমাকেই বিভ্রান্ত করছে।

ধাঁধাঁ ভেবে যখন আবার মিনারদর্শনে মনোনিবেশ করলাম ঠিক তখনই আরেকটি আওয়ায প্রতিধ্বনিত হলো- শোন হে পথিক! এবার স্পষ্ট বুঝতে পারলাম শব্দটি মিনারের দিক থেকে আসছে। তাই মিনারটির কাছাকাছি গিয়ে শব্দের উৎস যে দিকে সে দিকে কান পাতলাম। এ কি আশ্চর্য! এ দেখি মানুষের কণ্ঠ নয় স্বয়ং মিনার কথা বলছে! এমন কাণ্ড কখনও আমি দেখিনি- পাথর কথা বলে। পুনরায় আওয়াজ ভেসে এল, জনাব ভয় পাবেন না, শুনুন! একদম স্পষ্ট, পূর্বাপেক্ষা জোড়ালো। অবাক হবার কী আছে? যে সত্তা প্রত্যেককে বাকশক্তি দেন তিনিই আমাকে বাকশক্তি দিয়েছেন। এতক্ষণ একটু আধটু ভয় কাজ করছিল, একথা শোনার পর অনেকটা কৌতূহলী হয়েই তার বক্তব্য শোনার জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম।

মিনার বলা শুরু করলো- আমি একটি মিনার। এখানে অবস্থান করছি সুদীর্ঘ সাত শতাব্দীর অধিক সময় ধরে। এক মুহূর্তের জন্যও এ স্থান ত্যাগ করিনি; এক পলকের জন্যও চোখ বন্ধ করিনি। এ সুদীর্ঘকাল যাবত আমি প্রত্যক্ষ করে চলেছি কালের বিবর্তন ও রাজা বাদশা, আমির উমারাদের পরিবর্তন। যেন আমি কোন কেন্দ্রবিন্দু, যাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে ঘটনা প্রবাহের চাকা। এই সুদীর্ঘ সময়ে যা দেখেছি তাতে আনন্দিত হওয়ার বিষয় খুব কমই ছিল; পক্ষান্তরে ব্যাথা ও বেদনার বিষয় ছিল অনেক যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ আমাকে পাষাণ পাথর বানিয়েছেন বলেই বোধহয় এখনও স্থির রয়েছি, আর না হয় এত কষ্টের ভার সহ্য করা সম্ভব হতো না কিছুতেই। তবে এটা অস্বীকার করা যাবে না কিছুতেই যে, এ সুদীর্ঘ সময়ে আমি ন্যায়পরায়ণ কোন শাসক দেখিনি, সৎ মানুষদের দেখিনি; আলেমদের সংস্পর্শ পাইনি- যাদের দেখে আমার চক্ষু শীতল হয়েছে, কষ্টের ভার কিছুটা হলেও লাঘব হয়েছে।

এবার শুনুন তাহলে আমার ইতিবৃত্ত; জীবনে যা দেখেছি তারই সরল বর্ণনা আপনাকে দিচ্ছি। শুনেছি সুলতান মাহমুদ গজনবী নাকি এ উপমহাদেশটি ইসলামের নামে বিজয় করে উত্তর হতে দক্ষিণ পর্যন্ত সুবিশাল সাম্রাজ্যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে বহু রাজা বাদশাহর বিশাল বিশাল সৈন্য বাহিনীকে একের পর এক চরমভাবে পরাজিত করেন এবং ইসলাম যে সংখ্যাধিক্যের উপর বিজয় লাভ করে আরেক বার এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এটা হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শুরুর কথা। এর ঠিক দেড় শতাব্দী পর সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘূরী ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন। এ অঞ্চলে মুসলমানদের অবস্থান সুসংহত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অতুলনীয়। তার ত্যাগের বিনিময়ে মুসলমানরা পেয়েছে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। তবে বাস্তব অর্থে এ দেশকে যিনি বিজয়

করেছেন তিনি আর কেউ নন- তাপস সম্রাট শায়খ মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ., যার মাধ্যমে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে। মূলত, তাঁর বিচূর্ণ হৃদয়ের বিগলিত দুআ'ই সুলতান ঘূরীর জন্য ঢাল-তরবারীর চে' বেশি কাজ দিয়েছে।

এসব ঘটনা যখনকার তখন অবশ্য আমি ছিলাম না। কারণ, আমার জন্ম সপ্তম শতাব্দীতে। সুলতান কুতুবুদ্দীন কুওয়াতুল ইসলাম জামে মসজিদের মিনার স্বরূপ আমাকে নির্মাণ করেন। তবে আমার নির্মাণকার্য পরিসমাপ্ত হয় সুলতান শামছুদ্দীনের হাতে। সেই জন্মের পর থেকে আজো পর্যন্ত নিঃসঙ্গতাই যেন আমার সঙ্গী। যাক সে কথা। সুলতান ঘূরীর পর তার ক্রীতদাস শামছুদ্দীন তার স্থলাভিষিক্ত হন। এটাই ইসলামের বিশেষত্ব- কি আযাদ কি দাস কি ধনী কি গরীব, যোগ্যতাই এখানে মূল বিষয়। ৫/৭ বছর নয়, দীর্ঘ ৮৭ বছর পর্যন্ত এ দাস শাসন স্থায়ী হয়। তাদের মাঝে এমন এমন শাসকও ছিলেন, যাদের কীর্তিগাঁথায় ইতিহাস সমুজ্জ্বল হয়েছে। সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আইবেক, সুশাসক নাসিরুদ্দীন মাহমূদ আলতামাশ, বাদশা গিয়াসুদ্দীন বলবন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুলতান শামছুদ্দীনের শাসনামলে দিল্লীতে কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহ. নামে বড় মাপের একজন শায়খ ছিলেন। ভক্ত-মুরিদদের ভীড় লেগে থাকতো তার খানকাতে। আমি সুলতানকে প্রায়ই রাতের বেলা তার দরবারে গমন করতে দেখতাম। দিবসের প্রতাপশালী বাদশা নিশীথে শায়খের একান্ত খাদেম বনে যেতেন। তার হাত পা দাবিয়ে দিতেন, নিজের গুনাহের কারণে জার জার কাঁদতেন।

এভাবে এক সময় দাসদের রাজত্বের অবসান ঘটে। আর পৃথিবী তো আল্লাহরই। তিনি যাকে চান ক্ষণিকের জন্য তাকে তার রাজত্ব দেন। সময় ফুরিয়ে আসা মাত্রই ছিনিয়ে নেন। কার সাধ্য আছে এর রহস্য উদঘাটন করে? এর পর শুরু হলো ভাঙ্গন। ক্ষমতার মসনদ দখলের লড়াই। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তারই ভাতিজা কিংবা জামাতা মসনদ দখলের জন্য নৃশংসভাবে হত্যা করছে- এহেন জঘন্য কাণ্ডও আমাকে দেখতে হয়েছে। তবে আলাউদ্দীন খিলজী তার বাবা জালালুদ্দীন খিলজীকে হত্যা করার পর আনেক মহৎ কার্য সম্পাদন করেন। পুরো সম্রাজ্যকে ঢেলে সাজান। ইতোপূর্বে লিখিত কোন সংবিধান ছিল না। তিনি একটি লিখিত সংবিধান প্রণয়ন করেন। কর আরোপ করেন। দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বিস্তৃত করেন। সর্বোপরি শাসনক্ষমতাকে একটি মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করান। খিলজী শাসকদের রাজত্বকাল স্থায়ী হয় ৩১ বছর।

পৃথিবীতে তো তারই অলঙ্ঘনীয় বিধান বাস্তবায়িত হয়। কখনো একে রাজত্ব দেন তো পরবর্তীতে অন্য কাউকে দেন। খিলজী শাসনের অবসানের পর সিংহাসনে সমাসীন হয় তুঘলক বংশ। এ

বংশে মুহাম্মদ তুঘলক নামে একজন শাসক ছিল একটু ভিন্ন প্রাকৃতির। বুদ্ধিমান ছিলেন বটে, তবে কিছুটা একরোখা স্বভাবের। তার মাথায় কী ঢুকেছিল জানি না, হঠাৎ করে তার মন চাইল রাজধানী দৌলাতাবাদে স্থানান্তর করতে। তবে সে এ চেষ্টায় সফল হয়নি। আর আমিও নিঃসঙ্গতা থেকে রক্ষা পেয়েছি। তার মৃত্যুর পর ফিরোজ শাহ নামে তার পরিবারের একজন সৎ যুবক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বহু মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। নির্মাণ করেন বহু রাস্তাঘাট ও সরাইখানা। তাছাড়া সন্ত্রাস ও অবৈধ কার্যকলাপ নির্মূল করে শান্তি স্থিতি ফিরিয়ে আনেন।

এ সময় আবির্ভাব ঘটে একজন মহামনীষীর যার নাম নিযামুদ্দীন বাদায়ূনী। তার একটি সমৃদ্ধ বিদ্যাপীঠ ছিল। শত শত তালেবে ইলমের পদচারণায় সদা মুখরিত থাকতো। এক দিকে ফিরোজ শাহের জাগতিক শাসন, অন্য দিকে শায়খ নিযামুদ্দীনের আধ্যাত্মিক শাসন। সম্পূর্ণ ভিন্নধারার দু'টি শাসন পাশাপাশি পরিচালিত হতো। তবে বাস্তবতা হলো, মানুষের মন জয় করার ক্ষেত্রে জাগতিক শাসনের চে' আধ্যাত্মিক শাসনের কার্যকারিতা অনেক বেশি ছিল। সুদীর্ঘ একশত পয়ত্রিশ বছর একটানা দাপটের সাথে রাজত্ব করে তুঘলক বংশ। অতঃপর তাদের পতন ঘটে।

এরপর ক্ষমতায় আসীন হয় লূধী বংশ। লূধী শাসনের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে আগমন ঘটে সুলতান সেকান্দার লূধীর; যিনি একজন শাসক হওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনে একজন সৎ ও সুযোগ্য আলেম ছিলেন। ছিলেন আলেম উলামাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। তার সময়েই জৌনপুর শহরের বিকাশ লাভ করে। অতঃপর ইব্রাহীম শাহ শারকীর রাজত্বকালে (৮০৪ খ্রিষ্টাব্দ-৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) এটি উন্নতির চূড়ায় পৌঁছায়। আমি এ সভ্য নগরের শাসক ও আলেম উলামাদের কথা শুনতাম। যেমন, মালিকুল উলামা কাজী শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী, শায়খ আবুল ফাতাহ মুকতাদির দেহলভী; আরো অনেকের কথাই বলা যায়। সেখানের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যশ-খ্যাতির কথাও শুনতাম। আহমেদাবাদ শহরটিও এভাবে বিকাশ লাভ করে। এ শহর তার সুযোগ্য শাসকবর্গ, হাদীস বিশারদ, শিল্পকারখানা ও নয়নাভিরাম অসংখ্য উদ্যান আর সুশৃঙ্খল নগর ব্যবস্থার কারণে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলকে ছাড়িয়ে যায়। জৌনপুরের শাসক মাহমুদ শাহ ও তার সুযোগ্য সন্তান মুজাফফার শাহ হালিমের (৮৬২ খ্রিষ্টাব্দ-৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ) কথাও শুনতাম। আমার মনে হতো আমি স্বর্ণযুগের (খায়রুল কুরুনের) শাসকদের কথা শুনছি।

৯৩৩ হিজরীর কথা। দিল্লীর মসনদে তখন লূধী বংশের শাসক ইব্রাহীম লূধী। বিশাল সাম্রাজ্যের দূরদূরান্তের অঞ্চলগুলোর সাথে কেন্দ্রের যোগাযোগ ছিল একরকম বিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্রের নিয়ম শৃঙ্খলার অবনতি তলানীতে গিয়ে ঠেকেছিল। বিলাসী জীবন যাপনের ফলে সৈন্যদের মাঝেও ত্যাগ ও দেশপ্রেমের চেতনা নিয়ে দেশরক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়ার মনমানসিকতা একেবারে নিঃশেষ না হলেও

আশানুরূপ ছিল না কোন ভাবেই। ঠিক এ সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করেন তৈমুর বংশের শাসক বাবর। কাবুলের এ দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শাসক তার দুর্ধর্ষ বার হাজার সৈন্য নিয়েই আক্রমণ করে বসেন হিন্দুস্তানের উপর। লূধীর লক্ষাধিক সৈন্যের বিশাল বাহিনীর সাথে পানিপথের প্রান্তরে তাদের সংঘর্ষ বাঁধে। উভয় শিবিরে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। শুরু হয় তুমুল লড়াই। লূধীর বিশাল সৈন্য বহরের অশ্বারোহীদের ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনিতে মনে হয়েছিল বাবরের মুষ্টিমেয় বাহিনী বুঝি প্রথম তোড়েই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; কিন্তু বিলাসিতা আর শরাবই যাদের নিত্যসঙ্গী; যুদ্ধের ময়দান তাদের জন্য নয়। ফলে পানিপথের আকাশের ধূলাচ্ছন্ন কুণ্ডলী মিলিয়ে যেতেই দেখা গেল ইব্রাহীম লূধীর বিশাল বাহিনীর কর্তিত লাশের স্তূপ মরুভূমিতে ইতস্তত পড়ে আছে। আর বাবরের ক্ষুদ্র বাহিনীটি অপ্রতিরোধ্যভাবে সামনে এগিয়ে চলছে। লূধীর সৈন্যবাহিনীর যারা বেঁচেছিল তারা কেউ গ্রেফতার হলো কেউ কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালালো। এটাকে শুধু পরাজয় নয় বরং চরম পরাজয় বলাই শ্রেয়। আর এভাবেই অবসান ঘটলো লূধী শাসনের। সম্রাট বাবর ইতিহাস সৃষ্টি করলেন যে সংখ্যাধিক্য নয় দৃঢ় মনোবলই বিজয় এনে দেয়। তার মাধ্যমেই সূচনা হয় ঐতিহ্যবাহী মোঘল শাসনের। সারা বিশ্বে যেমনি তাদের যশখ্যাতি ছিল, তেমনি তাদের অবদান ও কীর্তি এ উপমহাদেশের আনাচে-কানাচে অমর অক্ষয় হয়ে আছে।

তার শাসনকাল ভালই ছিল। বিপত্তিটা ঘটে তার পুত্র হুমায়ুনের সময়ে। মাত্র ১৩ বছর বয়সে ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আসীন হন। শারীরিক গঠন ও পোষাক পরিচ্ছদে ছিলেন অবিকল তার পিতার মত শরীফ। সদ্য অভিষিক্ত হুমায়ুন নিজের রোগমুক্তি ও পিতার মৃত্যুশোক কাটিয়ে না উঠতেই দেখলেন গুজরাট ও বিহারের শাসকগণ বিদ্রোহ করে বসেছে। এহেন অবস্থায় বিজ্ঞের মতই একের পর এক বিদ্রোহ দমন করতে লাগলেন। কিন্তু ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহ সূরীর বিদ্রোহ ছিল অকল্পনীয়। ফলে উল্টো নিজেই পরাজিত হয়ে ইরানে পালায়ন করেন। দিল্লী ও আগ্রা শের শাহের করতলগত হয়। এ যুদ্ধ মূলত বংশীয় মর্যাদা রক্ষার জন্যই হয়েছিল। শের শাহ দিল্লীর মসনদে আসীন হয়ে গোটা রাষ্ট্রকে ঢেলে সাজান। শাসনের সুবিধার্থে প্রত্যেক প্রদেশকে বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস করেন। মোটকথা শের শাহ প্রশাসনিক কাঠামোকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেন যা ইতোপূর্বে কেউ করতে পারে নি। এমন সব মহান কীর্তি আঞ্জাম দেন, যদি কয়েকজন শাসক মিলেও তা করতো তবুও তা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতো। এতই সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ ছিল তার শাসনব্যবস্থা যে, কাউকে ঘরে খিল বা তালা লাগানোর প্রয়োজন হতো না। লুটতরাজ ও নৈরাজ্য ছিল না। তিনি ছোট বড় অনেক সড়ক নির্মাণ করেন। কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত দীর্ঘ চার মাস সফরের দূরত্ব নির্মিত বিখ্যাত রাস্তাটি তারই অভিনব কীর্তি। শুধু তাই নয় এ রাস্তাটির ধারে ধারে নানা রকম গাছ রোপন করেন। স্থানে স্থানে মসজিদ ও

সাধারণের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করেন। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য যে, এত সব কাজ তিনি মাত্র ৫ বছরেরও কম সময়ে সম্পাদন করেছেন। আরো বড় কিছু করার ইচ্ছাও ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু তার আর সুযোগ হয় নি। হঠাৎ একদিন বারুদের স্তুপে আগুন লেগে যায় এবং তাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

'সাহরাম' শহরের ব্যাপারে আমি বরাবরই ঈর্ষাকাতর। কারণ এটি শের শাহের রাজধানী ছিল এবং এখানেই তাঁর সমাধী। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে দিল্লী সাহরামের পিছনে পড়ে যায়। পক্ষান্তরে ছোট্ট শহর সাহরাম তাকে ছাড়িয়ে যায়। এর পর ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ুন পারস্য সম্রাটের সহযোগিতায় হারানো রাজত্ব পুনরুদ্ধার করেন। এর মাত্র এক বছর পর ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে তিনি পরপারে পারি জমান। তারপর তার পুত্র আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ লোকটি ছিল একজন মূর্খ ও মাতাল শাসক। ইসলামের সাথে এর ন্যূনতম সম্পর্কও ছিল না। ক্ষমতা আর নারীর মোহ তার এতই প্রকট ছিল যে, এর জন্য সে এক নতুন ধর্মের সৃষ্টি করে- যার নাম দ্বীনে এলাহী। এ ধর্মের(!) রীতি-নীতিতে চরম ইসলাম ও মুসলমান বিদ্বেষই ফুটে উঠেছে। তার সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল আগ্রা। তাই আমি তার অপকর্মের কলঙ্ক থেকে বেঁচে গেছি। তার ব্যাপারে আর কিছু বলতে চাই না। কারণ যাই বলবো তার চে' ঢের বেশিই হবে তার পাপের ফর্দ।

তার মৃত্যুর পর তার পুত্র জাহাঙ্গীর ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আসীন হন। তিনি অবশ্য তার পিতার চে' অনেক ভাল ছিলেন; তবে তার স্বীয় পুত্র শাহজাহান ও নাতি আওরঙ্গজেব আলমগীরের মত কোনভাবেই ছিলেন না। আকবরের অপকীর্তিগুলো তার সময়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে মহান সংস্কারক মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়খ আহমাদ সারহিন্দী রহ. তার যুগান্তকারী সংস্কার কর্মে ব্রত হন। একদিকে শাসক শ্রেণীর অবিবেচক ও ধর্মবিরোধী কার্যকলাপে কে কাকে ছাড়িয়ে যাবে তার প্রতিযোগিতা, অন্য দিকে বিদআত কুসংস্কারে নিমজ্জিত পতিত সমাজ ব্যবস্থা। আশার কোন আলোই যেন দেখা যাচ্ছিল না। এ যেন হাদিসে বর্ণিত ফিতনাতুদ্দুহাইমা। ঠিক এমনই সময়ে আল্লাহ তাআলা মুজাদ্দিদে আলফে ছানীকে পাঠান। আর তিনি এসে পুরো সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই পাল্টে দেন। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে অমানিষার ঘোর আধারে নিমজ্জিত পৃথিবীকে প্রভাতের নির্মল ও স্বর্গীয় আলোয় উদ্ভাসিত করেন। ভণ্ড ও অসৎ পীর-ফকিরদের রাম রাজ্যকে সমূলে উৎপাটন করে সত্য দ্বীনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এ মহামনীষী ১০৩৯ হিজরীতে মুহাম্মদী বয়স ৬৩ বছর বয়সে নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মাহবুবের কাছে চলে যান।

মুজাদ্দেদে আলফে ছানী রহ. এর সমসাময়িক যুগে হিন্দুস্তানে আরেকজন মহান আলেমের আগমন ঘটে। যার নাম আল্লামা আব্দুল হক বুখারী রহ.। তিনি সুদীর্ঘকাল ইলমে হাদিসের খেদমত আঞ্জাম দেয়ার পাশাপাশি নানা বিষয়ে মূল্যবান কিতাবাদিও রচনা করেন। অতঃপর ১০৫২ হিজরীতে ইহধাম ত্যাগ করেন। আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। কারণ, এ মহান সাধক যে আজীবন আমারই পড়শী ছিলেন।

তো বলছিলাম সম্রাট জাহাঙ্গীরের কথা। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে শাহজাহান তার স্থলাভিষিক্ত হন। যিনি হিন্দুস্তানের আনাচে কানাচে নয়নাভিরাম বহু অক্ষয়কীর্তি রেখে গেছেন। যেমন, দিল্লীর জুমআমসজিদ যেটি বিশ্বের সুন্দরতম মসজিদসমূহের একটি। দিল্লীর লাল কেল্লা। প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজের সমাধীতে নির্মিত পৃথিবী বিখ্যাত তাজমহল- এ যেন অনুপম নির্মাণশৈলিতে বাঁধানো মুক্তো। এর সমান্য দর্শন লাভের জন্য হলেও আমি স্বস্থান ছাড়তেও রাজি আছি।

শাহজাহানের পর তার পুত্র সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর তার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর মত শাসক মোঘল বংশে তো নয়ই ভারতবর্ষের মুসলিম শাসনের সুদীর্ঘ কালে আরেকজন এসেছিলেন কিনা সন্দেহ আছে। তৎকালীন প্রথম সারির ৭০০ আলেম তাঁর নির্দেশেই বিখ্যাত ফতোয়াগ্রন্থ আলমগীরী রচনা করেন। সব ধরনের অবৈধ রাজস্ব বাতিল করেন। জুলুম অত্যাচার নির্মূল করেন। মুশরিকদের উপর জিযিয়া আরোপ করেন এবং তা আদায়ের জন্য নিরীক্ষক নিযুক্ত করেন। সর্বোপরি একটি ইসলমী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

এ অঞ্চলের মানুষের দুর্ভাগ্যই বলতে হয়; তা না হলে আলমগীরের উত্তরসূরীগণ অধিকাংশই কিন্তু রাজনীতি ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল অযোগ্য। ফলে রাষ্ট্র আর রাজনীতি পরিণত হয় তামাশায়। সকালের রাজা সন্ধ্যায় লাশ হয়ে ফিরতো। পরিধেয় বস্ত্রের মতই তাদের ছুড়ে ফেলা হতো। এসব অথর্ব শাসকদের নামের ফিরিস্তি বলে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাই না। ঐ সময়ের কথা মনে হলে বড় কষ্ট লাগে। সমাজব্যবস্থাই পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। অশ্লীলতা পাপাচার আর বেলেল্লাপনার সয়লাব ঘটে। মদ আর খেল তামাশা ব্যাপকতা লাভ করে। খেলাধূলা আর গান বাদ্যই যেন সবার ধ্যানমন। এ যেন জাহেলী যুগ; কোন নবী বা ওহী মনে হয় তাদের মাঝে আসেনি। তাদের এই দুর্দশা দেখে আমার এ আয়াতটিই স্মরণ হত- وَ اِذَاۤ اَرَدْنَاۤ اَنْ نُّهْلِکَ قَرْیَۃً اَمَرْنَا مُتْرَفِیْهَا فَفَسَقُوْا فِیْهَا فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِیْرًا আর যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংসের ইচ্ছা করি তখন সে জনপদের বিত্তশীলদের পাপাচারের সুযোগ দিই। ফলে তারা পাপাচারে লিপ্ত হয়; আর আমার শাস্তি তাদের উপর অবধারিত হয়ে যায়। তখন আমি তাদের সমূলে ধ্বংস করি। সূরা ইসরা : ১৬

আমি আল্লাহর গজবের আশঙ্কা করতাম। অধঃপতনের এ ধারা মুহাম্মাদ শাহ এর আমলে (মৃত্যু ১১৬১ হিঃ) সকল মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। পাপাচার আর অশ্লীলতার সয়লাব বাঁধ ভেঙ্গে জনপদে আছড়ে পড়ে। মহান আল্লাহ তখন তাদের উপর কঠিন যুদ্ধবাজ কিছু লোককে পাঠালেন। তারা শহর জুড়ে ধ্বংসযজ্ঞ ও অরাজকতা সৃষ্টি করতে লাগলো। তাদের তাণ্ডব শেষ না হতেই ইরানের সম্রাট নাদেরশাহ দিল্লী আক্রমণ করে বসে এবং গণহারে তাদের হত্যা করতে থাকে। শুধু দিল্লীতেই মৃতের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যায়। বনী আদমের রক্তস্রোতে রাস্তাঘাট ভেসে যায়। নারকীয় এ হত্যাযজ্ঞ তিন দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মৃত আত্মীয় স্বজনের শোক ও আহতদের দগদগে ক্ষত তখনো কাটেনি। এরই মধ্যে তাদের উপর মারাঠা ও শিখরা দল বেঁধে পৈচাশিক কায়দায় হামলে পড়ে ক্ষুধার্ত রাক্ষসের মত। হত্যা, লুণ্ঠন, অপহরণ, অপমান আর দেশান্তর ছিল তাদের নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার। কত লোকালয় যে সম্পূর্ণরূপে বিরান হয়েছে আর কত মসজিদ যে বিধ্বস্ত হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। যে সকল মসজিদ মুসল্লিদের ইবাদতে সর্বদা আবাদ থাকতো সেগুলো বিরান হয়ে পড়ে। মুসলমানরা তাদের প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। ভীতি ও কাপুরুষতা তাদেরকে বিকারগ্রস্ত করে ফেলে। এহেন দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আল্লাহ এ উপমহাদেশের মুসলমানদের উপর করুণার দৃষ্টি দেন। ফলে আহমাদ শাহ আবদালী -কুদরতের ইশারাই বলতে হবে- এ উপমহাদেশে আগমন করেন এবং হিজরী ১১৭৪ সনে পানিপথের ময়দানে মারাঠাদের সাথে সর্বাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এ যুদ্ধে তাদের দু'লক্ষাধিক সৈন্য নিহত হয়। আহতের সংখ্যা ততোধিক। মারাঠীদের তিনি এমনভাবে পরাজিত করেন যে এর পর আর কোমর সোজা করে দাঁড়ানোর হিম্মত তাদের হয়নি।

গোলযোগপূর্ণ এ সময়ে দিল্লী এক মহা মানবের জন্ম দেয়। তিনি আর কেউ নন- পৃথিবী বিখ্যাত, কালজয়ী পুরুষ শায়খ ওয়ালিউল্লাহ বিন আব্দুর রহীম রহ.। তিনি দ্বীনহারা মুসলমানদের নতুন করে দ্বীনের দিকে আহ্বান করেন। অত্যাচারী শাসকশ্রেণী ও বিদআতী পীর-ফকিরদের খোলাখোলি সমালোচনা করেন। এক দল সুদক্ষ আলেম ও দায়ী তৈরি করেন। শুধু তাই নয় অনেক মহামূল্যবান কিতাবও রচনা করেন। তিনি ও তাঁর সুযোগ্য সন্তানগণ- শায়খ আব্দুল আযীয, শায়খ রফীউদ্দীন, শায়খ ইসমাইল শহীদ -যিনি বালাকোটে সমাহিত- দ্বীনের খেদমতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তাদের কেউ ছিলেন তরজুমানে কুরআন, কেউ আবার হাদীসের ভাষ্যকার, কেউ বিদগ্ধ ফকীহ, দূরদূরান্ত থেকে এলেম পিপাসুগণ যাদের কাছে এসে ভীড় করতো। কেউ ছিলেন সাধক পুরুষ, তো কেউ হাদীসের মসনদের স্বার্থক মুহাদ্দিস। আবার কেউ বীর মুজাহিদ ও আল্লাহর রাহে শাহাদাত বরণকারী; কেউ বায়তুল্লার মুহাজির। উপমহাদেশ এদের

নিয়ে সারা বিশ্বের উপর গর্ব করে বলে- এরাই মোদের পূর্বসূরী পারলে দেখাও তাদের জুড়ি। (অসমাপ্ত)

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রচিত আল কেরআতুর রাশিদা থেকে অনুবাদ সংগৃহীত

সিএএ নিয়ে কুফরী আদালতের ও সব রকম কর্তৃত্ব কেড়ে নিল সন্ত্রাসী দল বিজেপি

মুসলিম উচ্ছেদকামী বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন- সিএএ নিয়ে আদালতের সব রকম কর্তৃত্ব কেড়ে নিল ভারতের বিজেপি সরকার। হিন্দুত্ববাদী সরকার জানিয়ে দিয়েছে, একমাত্র সংসদের হাতেই নাগরিকত্ব আইন প্রণয়নের সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে। এ নিয়ে আদালতে কোনও সওয়াল-জবাব হতে পারে না। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে এ বার সুপ্রিম কোর্টে এমনটাই জানিয়ে দিল ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। *খবর আনন্দবাজার পত্রিকার।*

সিএএ-র সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গত কয়েক মাসে একাধিক আবেদন জমা পড়েছে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে। তারই প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার আদালতে ১২৯ পাতার একটি হলফনামা জমা দেয় কেন্দ্র সরকার। তাতে বলা হয়, সিএএ-র জন্য কোনও নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব হবে না। তাই ওঠেনা সাংবিধানিক নৈতিকতা লঙ্ঘনের প্রশ্নও।

গত বছরের শেষ দিকে সংসদে সিএএ আইন পাশ করিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। এর আগে মুসলিমদের নাগরিকত্ব হরণের জন্য দেশটির বিভিন্ন রাজ্যে চালু করেছে এনআরসি। সিএএ-র আওতায় তিন পড়শি দেশ— বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকে আগত মুসলিম ব্যতিত হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, এবং পারসিদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে স্পষ্ট আইন করে দেওয়া হয়েছে, এ আইনে মুসলিমদের কোনো নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না।

এ নিয়ে শুরু থেকেই আপত্তি তুলে আসছেন বিরোধীরা। তাদের দাবি, ইচ্ছাকৃত ভাবে ওই তালিকা থেকে মুসলিমদের বাদ দেওয়া হয়েছে, যা সংবিধান বিরোধী। তাই এই আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতে আবেদন জমা দিয়েছিলেন তারা। সর্বপ্রথম কেরল বিধানসভায় সিএএ বিরোধী প্রস্তাব পাশ হয়। সিএএ-র সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতে যায় তারা। পরে রাজস্থান সরকারও একই পথ অনুসরণ করে। রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা মনোজ ঝা, তৃণমূল

সাংসদ মহুয়া মৈত্র, এমআইএম নেতা আসাদুদ্দিন ওয়াইসি-সহ আরও অনেকে এই আইনের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন জমা দেন।

তারই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে হলফনামা জমা দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ডিরেক্টর বিসি জোশী। তাতে বলা হয়েছে, এ নিয়ে আদালতে কোনও সওয়াল-জবাব হতে পারে না। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে এ বার সুপ্রিম কোর্টে এমনটাই জানিয়ে দিল ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার।

করোনাভাইরাস আতংকে জনজীবন বিপর্যস্ত, সরকার মুজিববর্ষ উৎযাপনে ব্যস্ত!

শেখ মুজিবরের জন্মের ১০০ বছর উপলক্ষ্যে ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৭ই মার্চ পর্যন্ত পূর্ণ একবছরকে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে হাসিনা সরকার।

এই 'মুজিববর্ষ' উৎযাপনের জন্য আওয়ামী লীগের রাক্ষসরা চাচ্ছে ৪০০ কোটি টাকা! বৈধভাবে আবার এগুলো আদায়ও করে নিচ্ছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কেবল খেলাধূলার জন্য বাজেট ধরা হয়েছে ১৭৬ কোটি টাকা! এভাবে, একদিকে যখন দেশে চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় চলছে, তখন মুজিববর্ষ নামক শিরকী মুজিবপূজার নানা আয়োজনে কোটি কোটি টাকা নষ্ট করার রাষ্ট্রীয় বৈধতা অর্জন করেছে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা। কিন্তু, এই টাকাগুলো কাদের? এগুলো কি হাসিনা সরকারের কামাই করা টাকা, যে তারা তাদের ইচ্ছামতো এ টাকা নষ্ট করবে? না, বরং এগুলো হলো জনগণের রক্ত চুষে আদায় করা ট্যাক্সের টাকা।

জনগণের টাকা খেয়ে জনগণের জীবন নিয়েই উপহাস করছে এই আওয়ামী লীগ বাহিনী। যেভাবে পূর্বেও বিভিন্ন সময়ে জনগণের লাশ নিয়ে উৎসবে মেতেছিল আওয়ামী গুণ্ডারা, সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতদের প্রতি হেসেছিল তাচ্ছিল্যের হাসি।

আজ যখন দেশের মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে, মহামারী আকারে এই ভাইরাস ছড়িয়ে যাওয়ার আশংকায় রয়েছে, হাসপাতালগুলোতে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেই, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে; ; তখন আওয়ামী লীগের পিশাচরা জনগণের টাকা নিয়ে 'মুজিববর্ষ'-এর নামে আনন্দ-ফূর্তিতে মেতে রয়েছে, অশ্লীল নৃত্য ও গান-বাজনার আয়োজন করছে। পাশাপাশি মুজিববর্ষের নামে চলছে চাঁদাবাজি। জনগণের কাছ থেকে করের নামে কয়েকশ কোটি টাকা নিয়েও ক্ষান্ত হয়নি লীগ সন্ত্রাসীরা। তারা সময়-সুযোগে অস্ত্র ও ক্ষমতার বলে জনগণের কাছ থেকে চাঁদাও

তুলছে।

এভাবে, সারা দেশ যখন করোনাভাইরাসের মতো মহামারী রোগ নিয়ে চিন্তিত, তখনও আওয়ামী লীগ সরকারের হিংস্রতায় বিন্দুমাত্র কমতি দেখা যায়নি। যেন জনগণের রক্তচুষেই তারা মজা পায়, জনগণের লাশের মিছিলেই তাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়।

লেখক: আহমাদ উসামা আল-হিন্দ, *সম্পাদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।*

১৮ই মার্চ, ২০২০

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় 87 এরও অধিক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত!

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" আল-মুজাহিদিন গত সোমবার ক্রুসেডার "আমিসোমা" ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে এক হৃদয় প্রশান্তিকর অসাধারণ সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদাহ নিউজ এজেন্সীতে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়েছে যে, সোমালিয়ার শাবেলী প্রদেশের "বুফু" এলাকায় হারাকাতুশ শাবাব আল- মুজাহিদিন এর পরিচালিত উক্ত অসাধারণ সফল হামলায় 52 এরও অধিক কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো 35 এরও অধিক সৈন্য।

এদিকে অভিযান চলাকালীন সময় "উগান্ডা" সামরিক বাহিনী বিমানযোগে তাদের অনেক সৈন্যকে ময়দান থেকে সরিয়ে নেয়।

অন্যদিকে "আমিসোমা" ক্রুসেডার জোটের সাথে এই যুদ্ধ আংসগ্রাহণকারী সোমালিয় মুরতাদ বাহিনী যখন বুঝতে পারলো যে, এই যুদ্ধে তাদের পরাজয় নিশ্চিত, তখন 30 এরও অধিক সোমালিয় মুরতাদ সৈন্যরা ক্রুসেডাদদের যুদ্ধের ময়দান ফেলে রেখেই নিজেরা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে।

এছাড়াও এই অভিযানে মুজাহিদদের হামলায় কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর 6টি সামরিকযান ও একটি বিমান বহনকারী সামরিক ট্রাক ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি অনেক সামরিক সরঞ্জামাদি ক্ষয়ক্ষতি হয়।

খোরাসান | ইমারতে ইসলামিয়ার তালেবান যোদ্ধাদের হামলায় 184 এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত!

প্রতিদিনের মত গত ১৭ মার্চেও আফগানিস্তান জুড়ে ক্রুসেডারদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন।

ইমারতে ইসলামিয়ার অভিযান নিয়ে প্রকাশিত সংবাদগুলোর পরিসংখ্যান যোগ করে দেখা যায় যে, গত ১৭ মার্চ আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় 63টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন।

তালেবান মুজাহিদদের এসকল সফল হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর 104 এরও অধিক সৈন্য নিহত ও আরো 80 এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়। তালেবান মুজাহিদদের হাতে আত্মসমর্পণ করে আরো 28 আফগান পুলিশ ও সেনা সদস্য।

অন্যদিকে তালেবান মুজাহিদিন এসকল অভিযানের মাধ্যমে ১৪টি চেকপোস্ট বিজয় লাভ করেন। গনিমত লাভ করেন ৬টি ট্যাঙ্ক, ১৩টি অন্যান্য সামরিকযান, অনেক যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি সহ বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় 18 এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত!

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন সোমালিয়া জুড়ে প্রতিনিয়ত কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একের পর এক সফল অভিযান পরিচালনা করে আসছেন।

এরি ধারাবাহিকতায় ১৮ মার্চ দেশটির বাইবুকুল প্রদেশের "হাদার" শহরে মুরতাদ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদিন।

এতে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর 7 সৈন্য হতাহত হয়।

এমনিভাবে রাজধানী মোগাদিশুর "আইলাশা ও বুরাহকাবা" শহরে মুজাহিদদের পৃথক দুটি হামলায় হতাহত হয় আরো 4 মুরতাদ সৈন্য।

অন্যদিকে সোমালিয়ার বাসুসা, ওয়াদজার,কারায়ান ও বুফা শহরে মুজাহিদদের পৃথক পৃথক হামলায় নিহত হয় আরো 7 এরও অধিক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য। এসময় ধ্বংস হয়ে যায় মুরতাদ ও কুফ্ফার বাহিনীর 3টি সামরিকযান।

ফটো রিপোর্ট | "আবু উবায়দা ইবনুল যাররাহ্" মুয়াসকার ক্যাম্প হতে প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করলেন ২০০ মুজাহিদিন!

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সামরিক বিভাগ তাদের নতুন যোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য "আবু উবায়দা ইবনুল যাররাহ্" নামক একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালু করেছিলেন।

আলহামদুলিল্লাহ, অবশেষে উক্ত সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী ২০০ মুজাহিদ তাদের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত করেছেন।

উক্ত প্রশিক্ষণ ক্যাম্পেরই কিছু ফটো ক্যামেরা বন্দী করে তা প্রকাশ করেছে "আল-ইমারাহ" মিডিয়া ফাউন্ডেশন।

https://alfirdaws.org/2020/03/18/34658/

এবার করোনার হানা মার্কিন নৌবাহিনীতে!

প্রতিদিনই ক্রুসেডার রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। দেশটিতে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ছয় হাজার পাঁচশ ২৪ জন। আর করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন একশ ১৬ জন। এমন পরিস্থিতিতে আরো একটি মার্কিনীদের জন্য দুঃসংবাদ এলো দেশটির নৌবাহিনীর তরফ থেকে।

কালের কণ্ঠের সূত্রে জানা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী জানিয়েছে, তাদের জাহাজের একজন নাবিকের শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। কিন্তু এই ফলাফলটি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে। এক বিবৃতিতে নৌবাহিনী জানিয়েছে, অ্যাসল্ট জাহাজ ইউএসএস বক্সারে

(এলএইচডি-ফোর) থাকা এক নাবিকের শরীরে করোনা পাওয়া গেছে। তবে বিষয়টি নিশ্চিত নয়। কারণ টেস্ট করার পর অনুমান করা হচ্ছে যে তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন।

ওই নাবিকের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। তবে বলা হয়, তাকে বাড়িতেই কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বলা হয়েছিল। আর তার সংস্পর্শে যারা ছিলেন তাদের সবাইকে সেলফ আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে। নৌবাহিনী বলেছে, ওই নাবিকের করোনা হয়েছি কি-না তা নিশ্চিত করবে রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধবিষয়ক কেন্দ্র।

করোনার প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে দেশটির জনমনে ব্যাপক ভীতি বিরাজ করছে । দেশটির অর্থনীতি বড় ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। উল্লেখ্য যে ক্রুসেডার রাষ্ট্রটি এখনো মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেলিপ্ত রয়েছে ।

মালি | ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলা, ২টি সামরিকযান ধ্বংস!

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন" এর অফিসিয়াল "আয-যাল্লাকা" মিডিয়া কর্তৃক গত ১৫ মার্চ প্রকাশিত এক সংবাদ হতে জানা যায় যে, মালির "কায়দাল" শহরে দেশটির মুরতাদ সরকারী বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল বোমা হামলা চালান JNIM এর মুজাহিদিন।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের উক্ত বোমাটি সফলভাবে বিস্ফোরিত হয়, যাতে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় সামরিকযানে থাকা সকল মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

উক্ত সংবাদটিতে আরো বলা হয় যে, মালির "মানকা" শহরেও একটি অভিযান সফলভাবে পরিচালনা করেন JNIM এর মুজাহিদিন। এতে জাতিসংঘে ক্রুসেডার "মিনোসোমা" বাহিনীর একটি সামরিক ট্রাক ধ্বংস হয়ে যায়। যার ফলে কতক ক্রুসেডার হতাহত হয়।

ইয়ামান | মুজাহিদদের হামলায় 3 এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত: AQAP

আল-কায়েদার অন্যতম আরব উপদ্বীপ শাখা আনসারুশ শরিয়াহ/AQAP এর মুজাহিদিন গত

১৫ মার্চ ইয়ামানের আবয়ান প্রদেশের "লুদার" এলাকায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

"সাবাত এজেন্সী" এর প্রকাশিত এক সংবাদ হতে জানা যায় যে, আনসারুশ শরিয়াহ এর জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

ইয়াবাসহ ধরা খেলো সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের কর্মী

কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলায় হাসানুজ্জামান সৌরভ (২৬) নামের ছাত্রলীগের এক কর্মী ইয়াবাসহ ধরা খেয়েছে। এ সময় তার কাছে ৪৮৫ পিস ইয়াবা পাওয়া যায়। সোমবার রাতে উপজেলার যাদুরচর ইউনিয়নের গোলাবাড়ি এলাকা থেকে তার কাছ থেকে ইয়াবাগুলো পাওয়া যায়। খবরঃ নয়াদিগন্তের

জানা যায় সৌরভ গোলাবাড়ি গ্রামের মৃত আমিনুল ইসলামের ছেলে। অনেকদিন থেকেই সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের কর্মীদের অনুসরণ করে অন্যদের মতো সেও ইয়াবায় জড়িত।

খেলার মাঠে বাজার বসিয়ে চাঁদা তুলছে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের নেতা

শ্যামলী রিং রোডে খেলার মাঠের একাংশে বসানো হয়েছে কাঁচাবাজার। বাজারের প্রতিটি দোকান থেকে ভাড়ার নামে আদায় করা হয় বড় অঙ্কের চাঁদা। জানা গেছে, বাজার নিয়ন্ত্রণ করছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হাসান নূর ইসলাম ওরফে রাস্টনের লোকজন।

শ্যামলী ক্লাব মাঠ নামে পরিচিত মাঠটির আয়তন ২ দশমিক ৩২ একর। ডিএনসিসির মালিকানাধীন এই মাঠের প্রায় ২০ কাঠা জায়গা দখল করে বাজারটি গড়ে তোলা হয়েছে।

শ্যামলী ক্লাব পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ও স্থানীয় লোকজন বলেন, ২০০৯ সালের শুরুর দিকে ১৫ থেকে ২০টি দোকান বসিয়ে মাঠের এক পাশে কাঁচাবাজার চালু করেন মোহাম্মদপুর থানা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের নেতা হাবিবুর রহমান ওরফে মিজান। পরে তিনি ডিএনসিসির ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।ধীরে ধীরে সেখানে দোকানের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায়

১৭০টিতে। এসব দোকান থেকে দৈনিক ৩০০ টাকা করে আদায় করা হয়। সে হিসাবে প্রতি মাসে ১৫ লাখ টাকার বেশি চাঁদা ওঠে।

শ্যামলী ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মো. ইদ্রিস আলী প্রথম আলোকে বলেন, গত বছরে হাবিবুর রহমান মিজানের লোকজনকে বের করে দিয়ে বাজারের নিয়ন্ত্রণ নেন ৩২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হাসান নূর ইসলামের লোকজন।

মো. ইদ্রিস আলী বলেন, ডিএনসিসির নির্বাচনে ৩২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন সৈয়দ হাসান নূর ইসলাম। নির্বাচনের আগে তাঁর স্লোগান ছিল 'আস্থা রাখুন, পাশে থাকুন, কথা দিলাম, বদলে দেব'। নির্বাচিত হয়ে তিনি তাহলে কী বদল করলেন?

এক দশকের বেশি সময় ধরে অবৈধভাবে বাজার চলছে ভাড়ার নামে প্রতি মাসে তোলা হয় অন্তত ১৫ লাখ টাকা

অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে সৈয়দ হাসান নূর ইসলাম বলেন, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকালে তিনি বহুবার বাজার থেকে টাকা তোলা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। হাবিবুর রহমান আটক হওয়ার তিন মাস আগে দলীয় লোকজন বাজারটি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন। তবে তিনি বলে দিয়েছেন, বাজার থেকে কোনো চাঁদা তোলা যাবে না। তাঁর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির যে অভিযোগ করা হচ্ছে, তা শতভাগ মিথ্যা ও বানোয়াট।

পারিবারিকভাবে নিজেকে বিত্তশালী দাবি করে সৈয়দ হাসান নূর ইসলাম বলেন, তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য আওয়ামী লীগ বিরোধীরা এমন অভিযোগ করছেন।

৩২ নম্বর ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত এই কাউন্সিলর বলেন, নিয়মের মধ্যে আনতে গেলে সেখানে কাউকে না কাউকে দায়িত্ব দিতে হয়। তাই শ্যামলী ইউনিট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রুস্তম আলী বাজার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন।

গত শনিবার দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, রিং রোড হয়ে বাজারের প্রবেশমুখেই শ্যামলী নতুন কাঁচাবাজার ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সাইনবোর্ড। ভেতরে বড় জায়গাজুড়ে মাছ-মাংস, শাকসবজির দোকান। বাজারের দক্ষিণ পাশে শ্যামলী ইউনিট আওয়ামী লীগ ও শ্যামলী নতুন কাঁচাবাজার ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের কার্যালয়। খিলজি রোড হয়ে বাজারে প্রবেশের আরেকটি পথ আছে। প্রবেশমুখে নবনির্বাচিত কাউন্সিলরের বড় ছবি দিয়ে পোস্টার টাঙানো।

কীভাবে দোকান বসিয়েছেন, কাকে ভাড়া দেন—কয়েকজন দোকানির কাছে এসব বিষয়ে জানতে চাইলে তাঁরা কথা বলতে রাজি হননি।

জানতে চাইলে বাজার কমিটির সভাপতি ও শ্যামলী ইউনিট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রুস্তম আলী বলেন, চাঁদাবাজির অভিযোগ মিথ্যা। তাঁরা দোকান থেকে কেবল বিদ্যুৎ ও পানির বিল তুলছেন। এর বাইরে কোনো টাকা তোলেন না।

শ্যামলী ক্লাব কর্তৃপক্ষ বলছে, শ্যামলী ইউনিট আওয়ামী লীগের কার্যালয়টি একসময় ক্লাবের সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের কার্যালয় ছিল। এটি হাবিবুর রহমান দখল করেছিলেন। পরে আর দখলমুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

শ্যামলী ক্লাবের সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ শামসুল কাওনাইন বলেন, ‘বাজারটি বিরাট পয়সার সোর্স। পয়সা ওঠানো বন্ধ হলে এটি সরানো সম্ভব হবে।’ নবনির্বাচিত কাউন্সিলর ও তাঁর অনুসারীরা বাজারটি চালাচ্ছেন দাবি করে তিনি বলেন, স্বার্থান্বেষী মহলের কারণে এটি সরানো যাচ্ছে না। বিষয়টি তাঁরা সাংসদ সাদেক খানকে জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্থানীয় সাংসদ সাদেক খান বলেন, শ্যামলী ক্লাব কর্তৃপক্ষ মৌখিকভাবে বিষয়টি তাঁকে বলেছে। তিনি বলেন, ‘মাঠ মাঠের জায়গায় থাকুক, বাজার বাজারের জায়গায় চলে যাক, এটাই আমি চাই।’

সাদেক খান বলেন, বাজার ঘিরে চাঁদাবাজির বিষয়টি তিনি জানেন না। তবে তাঁর ভাষ্য, ‘যেহেতু বাজার আছে, কেউ না কেউ তো চাঁদাবাজি করেই।’

ফটোসাংবাদিক শফিকুল অপহরণের মামলা নেয়নি আওয়ামী দালাল পুলিশ

ফটোসাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলের পরিবার মনে করে, তিনি নিখোঁজ নন, গুম হয়েছেন। তাঁকে অজ্ঞাতনামা কে বা কারা ধরে নিয়ে গেছে। এ আশঙ্কার কথা জানিয়ে চকবাজার থানায় গতকাল সোমবার অপহরণ মামলা করতে গিয়েছিল পরিবার। কিন্তু থানা সে মামলা নেয়নি।

শফিকুল গত মঙ্গলবার বকশীবাজারের বাসা থেকে হাতিরপুলে নিজ কার্যালয়ে যাওয়ার জন্য বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। তাঁর ব্যবহৃত দুটি মুঠোফোনই বন্ধ রয়েছে। তবে তিনি নিখোঁজ হয়ে গেলেও ফেসবুকে দেওয়া তাঁর কিছু পোস্ট কে বা কারা মুছে দিয়েছে। ওই পোস্টগুলো যুব মহিলা লীগ নেত্রী শামীমা নূর পাপিয়ার গ্রেপ্তারকেন্দ্রিক ছিল। এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে

ওই সব পোস্ট দেওয়ায় তিনিসহ ৩২ জনের বিরুদ্ধে সাংসদ সাইফুজ্জামান শিখর শেরেবাংলা নগর থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেছিলেন।

গুম হয়ে যাওয়া সাংবাদিক শফিকুলের ছেলে মনোরম পলক গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাঁকে বলেছেন, পুলিশ ঘটনাস্থলের ফুটেজের জন্য অপেক্ষা করছে। এখনো তাঁরা ফুটেজ হাতে পাননি। তিনি আরও বলেন, তাঁর বাবার কারও সঙ্গে বিরোধ ছিল বলে তিনি শোনেননি। টাকাপয়সার লেনদেনও ছিল না। কাজেই তিনি স্বেচ্ছায় লুকিয়ে আছেন বা তিনি হারিয়ে গেছেন বলে চালিয়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তিনি মনে করেন, তাঁর বাবাকে কেউ ধরে নিয়ে গেছে। থানা মামলা না নিলে তাঁরা আদালতে যাবেন বলেও জানিয়েছেন।

চলতি বছর প্রথম গুমের শিকার হলেন ফটোসাংবাদিক শফিকুল ইসলাম। তিনি দৈনিক পক্ষকাল পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ করছিলেন।

মনোরম জানান, হাতিরপুলে তাঁর বাবার অফিসের ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরায় সন্ধ্যা ৬টা ৪৮ পর্যন্ত তাঁকে দেখা গেছে। তিনি ব্যক্তি উদ্যোগে তাঁর বাবার ব্যবহৃত গ্রামীণফোনের কললিস্ট সংগ্রহ করেছেন।

ওই কললিস্ট অনুযায়ী, শফিকুলের সর্বশেষ কথা হয়েছিল যুব মহিলা লীগের দুই নেত্রীর সঙ্গে। তাঁদের একজন নীলুফা হোসেন নীলু জানান, শফিকুল যেদিন নিখোঁজ হন, সেদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে তাঁর সঙ্গে কথা হয়। তিনি কোথায় আছেন ও কখন ফিরবেন, তা নিয়ে কথা হয় তাঁদের। যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক অপু উকিলের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে কথা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে।

কললিস্টে অপু উকিলের নাম থাকলেও তিনি বলেন, শফিকুলের সঙ্গে তাঁর কথা হয়নি। তবে তিনি (শফিকুল) তাঁকে একটি খুদে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। ধারাবাহিকভাবে যুব মহিলা লীগের নেতা–কর্মীদের নিয়ে শফিকুল পোস্ট দিচ্ছিলেন। সে কারণে শফিকুলকে দেখা করতে বলেছিলেন তিনি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শফিকুল যুব মহিলা লীগ নেত্রী শামীমা নূর পাপিয়া গ্রেপ্তারের পর তিনি পাপিয়াসহ যুব মহিলা লীগের নেতা–কর্মীদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতাদের ছবি ফেসবুকে শেয়ার করেন।

শফিকুলের ছেলে মনোরম পলক বলেছেন, তিনি শুধু জানতে চান তাঁর বাবা জীবিত ও সুস্থ আছেন কি না। কোনো অপরাধ করলে তাঁর বাবাকে যেন গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

করোনাঝুঁকির মধ্যেই জনসমাগমে কর্মসূচি দিলো কান্ডজ্ঞানহীন আ. লীগ!

আশুগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জনসমাগমের সম্ভাবনা থাকা দিনভর যে কথিত কর্মসূচি রয়েছে সেগুলো হলো লাঠি খেলা, পুঁথিপাঠ, সংগীতানুষ্ঠান ও নাটক মঞ্চায়ন। এর বাইরেও কেক কাটা, আনন্দ শোভাযাত্রা, মিলাদ ও দোয়া এবং আলোচনাসভা।

আশুগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক হাজি মো. ছফিউল্লাহ ঘোষণা করা কর্মসূচিতে রয়েছে সকাল ৯টায় শেখ মুজিবের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ, সাড়ে ৯টায় জন্মবার্ষিকীর কেক কাটা, ১০টায় আনন্দ শোভাযাত্রা। পরে সাড়ে ১০টায় হাজি আব্দুল জলিল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল। খবরঃ কালের কণ্ঠের

একই স্থানে সকাল ১১টায় আলোচনাসভা, দুপুর আড়াইটায় লাঠি খেলা, বিকেল ৪টায় পুঁথিপাঠ, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় সংগীতানুষ্ঠান ও রাত সাড়ে ৮টায় নাটক মঞ্চায়ন। কর্মসূচিতে উল্লেখ করা হয়, 'পলাশী থেকে ধানমণ্ডি' নামের নাটকে বাংলাদেশের কথিত প্রখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করবেন।

একজন মৃত মানুষের নামে এসকল কাজ হারাম হলেও রাজনৈতিক স্বার্থে শরয়ী বিরোধী এসব কাজ করে যাচ্ছে আওয়ামী বাহিনী। জনগনের ঝুঁকি থাকলেও থামছে না তাদের কান্ডজ্ঞানহীন সব কর্মকান্ড।

উদ্ধার করা মাদক আত্মসাৎ করলো ওসিসহ পাঁচ পুলিশ

যশোরের শার্শা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মু. আতাউর রহমানসহ পাঁচ পুলিশ মাদকদ্রব্য আত্মসাৎ করেছে।

অন্য পুলিশ সদস্যরা হলেন, থানার উপ পরিদর্শক (এসআই) মো. আবুল হাসান, সহ-উপপরিদর্শক (এএসআই) আবু বক্কর সিদ্দিক, কনস্টেবল আব্দুল মান্নান এবং ইকবাল হোসেন। খবরঃ কালের কণ্ঠের

পুলিশের একটি সূত্র বলছে, ওসি ও তার সহযোগীরা উদ্ধার করা ৪৫০ বোতল ফেনসিডিল ও ১৬ কেজি গাঁজা আত্মসাৎ করেছেন।

শার্শা থানার একটি সূত্র জানান, এস আই আবুল হাসান, অফিসার ইনচার্জকে না জানিয়ে গভীর রাতে মাল খানা থেকে মুন্সি আব্দুল মান্নানের সহযোগিতায় একটি মামলার আলামত বের করে নিজ হেফাজতে রাখে। কর্তব্যরত ডিউটি অফিসার এএসআই সিদ্দীক বিষয়টি সম্পর্কে অফিসার ইনচার্জ আতাউর রহমানকেও জানায়নি।

আবারো কাশ্মীরে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে গোলাগুলি, নিহত ৪

কাশ্মীরে আবারও গুলির লড়াই শুরু করেছে ভারত ও পাকিস্তান। জম্মু-কাশ্মীরের মেন্ধর ও মানকোট সেক্টরে সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করে এই গোলাগুলি শুরু হয়। মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে এই গোলাগুলি শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

গত রবিবার সকাল থেকে উত্তপ্ত হয়েছিল জম্মু ও কাশ্মীর। খবরঃ বিডি প্রতিদিন

স্থানীয় পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, ভারতীয় সন্ত্রাসীরা তল্লাশি অভিযান চালায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার দয়ালগাম এলাকায় আচমকা গুলির শব্দ শুনে চমকে ওঠেন ওই এলাকার বাসিন্দারা। দখলদার বাহিনী ও মুক্তিকামীদের গুলির লড়াইকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

পরে ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। মৃতদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

কুড়িগ্রামে সাংবাদিক নির্যাতনে নেই সুষ্ঠু তদন্ত

কুড়িগ্রামের সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম রিগানকে মধ্যরাতে ধরে নিয়ে নির্যাতন এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে কারাদণ্ড প্রদানের ঘটনায় সারা দেশে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। তাকে নির্যাতন সাংবাদিক সমাজের কণ্ঠ রোধ করার অপচেষ্টা এমনই বলছে সবাই। খবরঃ যুগান্তরের

সাংবাদিকদের কণ্ঠ রোধ করা হলে জনগণ সঠিক তথ্য জানবে কী করে? এ ঘটনার সুষ্টু তদন্তে দেরি করা হলে অন্য সাংবাদিকের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনে এর প্রভাব পড়তে পারে। ভালো সাংবাদিকরা সব ধরনের হুমকি উপেক্ষা করে সত্য প্রকাশে অটল থাকেন।

এছাড়া মফস্বল সাংবাদিকদের অতিরিক্ত ঝুঁকির বিষয়টিও বহুল আলোচিত। এ অবস্থায় অবাধ তথ্য প্রবাহের স্বার্থে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাংবাদিকরা সার্বিক সহযোগিতা পাবেন, এটাই সবাই আশা করে। কিন্তু সাংবাদিক আরিফুল ইসলামের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তাতে নতুন করে অনেক প্রশ্নের সৃষ্টি হতে পারে।

তাকে রাতের বেলা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে অন্যত্র ভ্রাম্যমাণ আদালতে সাজা দেয়ার ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষ নানা রকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তাগুত বাহিনীর ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দণ্ড দেয়ার ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছে হাইকোর্ট।

বর্তমানে জামিনে থাকা আরিফুল ইসলাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তাকে এনকাউন্টারের হুমকি দেয়া হয়েছিল। তিনি কাকুতি-মিনতি করে প্রাণভিক্ষা চেয়েছেন তাদের কাছে। তারা তাকে বারবার কলেমা পড়তে বলেছিলেন।

আরিফুলের অভিযোগ, আরডিসি অকথ্য ভাষায় তাকে গালিগালাজ করেছেন। পরে হাত ও চোখ বাঁধা অবস্থায় জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের একটি কক্ষে নিয়ে তার ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। আরিফুল আরও অভিযোগ করেছেন, চোখ বাঁধা অবস্থায় তার কাছ থেকে জোর করে কয়েকটি কাগজে স্বাক্ষর নেয়া হয়েছে।

আরিফুল ইসলামের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। গত বছর কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসির কর্মকাণ্ড নিয়ে আরিফুল ইসলাম যে প্রতিবেদন লিখেছিলেন তাতে তার ওপর কেউ ক্ষুব্ধ হয়েছিল কিনা, এটাও এক প্রশ্ন।

উল্লেখ্য, কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসির দায়িত্ব পালনকালে একটি পুকুর সংস্কার করা হলে ডিসির নামে ওই পুকুরের নামকরণের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনমত তৈরির চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। এভাবে ডিসির পক্ষে জনমত তৈরির রহস্যও উদঘাটন করা দরকার।

কুড়িগ্রামের ডিসির ক্ষমতার অপব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। প্রশ্ন হল, ডিসির বিরুদ্ধে অনিয়ম পাওয়া গেলে তাকে কর্মস্থল থেকে প্রত্যাহার করাই কি যথেষ্ট? অবাধ তথ্যপ্রবাহের স্বার্থে এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে, এটাই সবার প্রত্যাশা।

নিরস্ত্র আফগানকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করেছে অস্ট্রেলীয় বাহিনী; ভিডিও নিয়ে তোলপাড়

আফগানিস্তানে একজন নিরস্ত্র ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন অস্ট্রেলিয়ান স্পেশাল ফোর্সের এক সৈনিক। ২০১২ সালে এ ঘটনা ঘটেছে। তবে ওই ঘটনার ভিডিওটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার গণমাধ্যম অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (এবিসি) সোমবার তাদের একটি প্রোগ্রামে ওই ভিডিও ফুটেজটি প্রচার করেছে।

এই ভিডিওতে ২০১২ সালের মে মাসে আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের উরুগান প্রদেশে অস্ট্রেলিয়ান স্পেশাল ফোর্সের একটি অভিযানের অংশ দেখানো হয়েছে।

ফুটেজটিতে দেখা যাচ্ছে, একজন অস্ট্রেলিয়ান সৈন্য মাটিতে পড়ে থাকা এক লোকের দিকে নিজের রাইফেল তাক করে রয়েছেন। লোকটি এসএএস স্কোয়াডের কুকুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে ছিলেন।

ওই সৈনিক দুই মিটার দূরে থেকে লোকটিকে তিনবার মাথা এবং বুকের ওপরে গুলি করেন। এর আগে সৈনিকটিকে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, আপনি কি চান যে আমি তাকে ফেলে দিই…

এদিকে ভিডিওটি সম্প্রচারের পর তা নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

এনজিওতে কর্মীরা মেতে উঠেছে ভয়ঙ্কর শারীরিক সম্পর্কে, বন্ধ করার নেই কোন পদক্ষেপ

অসামাজিক কার্যক্রম দিনের পর দিন বাড়ছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কর্মরত এনজিওগুলোতে। এনজিওগুলোতে একসাথে কাজ করার সুবাধে একে অপরের সাথে মন দেয়া নেয়া থেকে ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে। সম্পর্কে জড়াচ্ছে যুবক যুবতীরা। এটা অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত গড়াচ্ছে। খবর-বিডি২৪ লাইভ ডট কম

উখিয়া উপজেলার ভাড়া বাসা গুলোতে যুবক-যুবতী ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে উখিয়া থানা প্রশাসনের ফরম পূরণ বাধ্যতামূলক করা হলেও তা মানা হচ্ছে না। অনেক যুবক-যুবতী রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজ করার পর স্বামী স্ত্রী পরিচয়ে ভাড়া বাসায় থাকছে দিনের পর দিন, জড়াচ্ছে অবৈধ সম্পর্কে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা এসব নর নারী একসাথে থাকছে কোন রকম বৈধতা ছাড়া। ভাড়া বাসা গুলোতে এ অনৈতিক কাজ প্রকাশ্যে চললেও প্রশাসনের কোন নজরদারী নেই। এ ঘটনায় দিনের পর দিন উখিয়ার সামাজিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এদিকে মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) সকালে উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলের শিক্ষিকা জান্নাত আরাকে (বাড়ী হ্নীলা) নিয়ে আমোদফূর্তিকালে স্থানীয় জনতার রোষানলে পড়েছে এনজিও প্রেমিক জুটি। প্রেমিক ইব্রাহিমের বাড়ি উখিয়ার কোটবাজার বলে জানিয়েছে। সম্প্রতি ব্র্যাকের গার্ডের সাথেও একই রকম ঘটনা ঘঠিয়েছিল উক্ত শিক্ষিকা জান্নাত আরা। এরকম ঘটনা হরহামেসায় ঘটছে। দেখবে কে, এটাই প্রশ্ন? এ বিষয়ে জানতে ব্র্যাকের কমিউনিকেশন ম্যানেজারের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

শাম | কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর ১০টি অভিযান চালিয়েছে আল-কায়েদা।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন শামের অন্যান্য দলগুলোর তুলনায় বলতে গেলে এখনো একটি ছোট দল। কিন্তু বর্তমান পেক্ষাপটে তাদের কার্যক্রম বিদ্রোহী গ্রুপ হিজবুল আহরার, নুরুদ্দীন জঙ্গি ও জাবহাতুল ওয়াতনিয়্যাহ মত বড় বড় মডারেট দলগুলোর চেয়েও অনেক বেশি।

তারা তাহরিরুশ শাম ও অন্যান্য মুজাহিদ গ্রুপগুলোর সাথে সম্মিলিত অপারেশণের পাশাপাশি শত্রুদের অঞ্চলগুলোতে ঢুকে গেরিলা হামলা চালিয়ে রীতিমত কুফফার বাহিনীর অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। স্নাইপার হামলার মাধ্যমে টার্গেট করে করে হত্যা করছেন কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর উচ্চপদস্থ কমান্ডার ও অফিসারদেরকে।

এরই ধারাবাহিকতায় তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন গত ১৬ মার্চ সম্মিলিত অভিযানের পাশাপাশি "অপারেশন ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর মুজাহিদদের সাথে নিয়ে পৃথক পৃথক আরো ১০টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন দখলদার "রাশিয়া-ইরান" ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া জোটের মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে, এছাড়াও স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন আরো কয়েকগুণ। যাতে কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

১৭ই মার্চ, ২০২০

ইনফোগ্রাফি | খোরাসানে গত ১ মাসে মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান!

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন গত ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে ক্রুসেডার আমেরিকা ও আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ৯৬৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্‌, মুজাহিদদের ঐসকল সফল হামলায় কয়েক হাজার কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহতের পাশাপাশি ৬৮৪ এরও অধিক আফগান সৈন্য তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগ দেয়।

বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ইনফোগ্রাফিতে...

https://alfirdaws.org/2020/03/17/34612/

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ২৩১ মুরতাদ সৈন্য হতাহত!

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাকিতায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন গত ১৬ মার্চ আফগানিস্তান জুড়ে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম আফগান পুতুল সরকারের মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ৫১টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার প্রকাশিত সংবাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তালেবান মুজাহিদদের উক্ত ৫১টি হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১৮৩ এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৪৩ এরও অধিক। অন্যদিকে তালেবান মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে আরো ১৪ আফগান পুলিশ ও সেনা সদস্য।

মুজাহিদগণ তাদের এসকল সফল অভিযানের মাধ্যমে আফগান মুরতাদ বাহিনী হতে ৯টি চেকপোস্ট ও বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত করেছেন, যেখানে জাতিয়তাবাদের পতাকার পরিবর্তে তাওহিদীর কালিমা খচিত পতাকা উড়ছে।

এছাড়াও মুজাহিদগণ এই বিজয়ী অভিযানের মাধ্যমে আফগান মুরতাদ বাহিনী হতে গনিমত লাভ করেছেন ৫টি ট্যাঙ্ক, ৩টি রেঞ্জার ও অন্যান্য ৮টি সামরিকযান, ৫৮টি ক্লাশিনকোভ সহ অনেক যুদ্ধাস্ত্র ও ৯ হাজারেরও অধিকপরিমাণ গুলাবারুদ।

ইয়ামান | মুজাহিদদের হামলায় নিহত ২ মুরতাদ হুতী (শিয়া) সৈন্য নিহত, আহত আরো ১ সৈন্য!

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা আনসারুশ শরিয়াহ এর মুজাহিদিন ইয়ামানের বায়দা প্রদেশের "তিয়াব" এলাকায় মুরতাদ শিয়া হুতী বিদ্রোহীদের উচ্চপদস্থ কমান্ডার "আবু হাশাম"কে টার্গেট করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় "আবু হিশাম ও আবু হরব" নামক শিয়া হুতীদের উচ্চপদস্থ ২ কমান্ডার নিহত হয় আহত হয় আরো এক শিয়া মুরতাদ সৈন্য।

এসময় মুজাহিদগণ হতাহত মুরতাদ সৈন্যদের অস্ত্রগুলো গনিমত লাভ করেন।

ভারতে ধেয়ে আসছে পঙ্গপালের নতুন গযব!

চলতি বছরের মে মাস থেকে পঙ্গপালের আক্রমণের ঝুঁকিতে পড়তে যাচ্ছে ভারত। সোমবার বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) এ বিষয়ক সতর্কতা জারি করেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ফাও'র পঙ্গপালবিষয়ক জ্যেষ্ঠ পূর্বাভাস কর্মকর্তা কেইথ ক্রেসম্যান সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'এ বছর ভারতে দুই দফায় পঙ্গপালের আক্রমণের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এই পঙ্গপাল তেড়ে আসবে ইরান ও হর্ন অব আফ্রিকা (জিবুতি, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া ও সোমালিয়া) অঞ্চলের মরুভূমি থেকে।'

পঙ্গপালের আক্রমণে জনজীবন যেমন বিপর্যস্ত হয়, তেমনি ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে ফসল। ঝাঁকে ঝাঁকে আসা পঙ্গপাল নষ্ট করে ফেলে জমি বা বাগানের ফসল।

সম্প্রতি পাকিস্তানও এই পঙ্গপালের আক্রমণের মুখে পড়ে। দেশটির পূর্বাঞ্চলের সিন্ধু প্রদেশে প্রথমে এ আক্রমণ শুরু হলেও ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন অংশে।

ফাও বলছে, কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ পঙ্গপালের আক্রমণের মুখে পড়েছে বিশ্ব। এ কারণে কয়েক মিলিয়ন মানুষ খাদ্য সংকটে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন। এই বিপদ আফ্রিকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বেশি ভোগাতে পারে। সেজন্য পঙ্গপালের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবিলায় সাত কোটি ডলারের তহবিল গঠনের আহ্বান জানিয়েছে ফাও ও জাতিসংঘ।

বিশ্বজুড়ে পঙ্গপালের এমন উপদ্রব বেড়ে যাওয়ার পেছনে ভারী বর্ষণ ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগকে দায়ী করছে ফাও। তারা বলছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পঙ্গপালের প্রজনন হু হু করে বেড়ে গেছে।

রাজবাড়ীতে রাতে ঘুমন্ত ইমামকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে জখম

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে গভীর রাতে ঘুমন্ত ইমামকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। সজিব (১৮) নামে মসজিদের এক ইমামকে রাকিব শেখ (১৮) নামে এক কিশোরের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ পাওয়া গেছে। রোববার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে।

আহত ইমাম গোয়ালন্দ উপজেলার উজানচর ইউনিয়নের রমজান মাতুব্বর পাড়ার মো: সিরাজ সরদারের ছেলে। রাকিবুল একই এলাকার মৃত আ: কুদ্দুস শেখের ছেলে। জানা যায়, সজিব গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া মাদ্রাসাতুল সাবি-ইল হাসানের দশম শ্রেণীর ছাত্র।

মসজিদের পাশেই তৈরি একটি টিনের ছাপড়া ঘরে তিনি থাকেন। প্রতিদিনের ন্যায় রোববার রাতে এশার নামাজ শেষে খাবার খেয়ে ওই ঘরেই ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। রাত ২টার দিকে রাকিবুল টিনের বেড়া কেটে ইমাম সাহেবের রুমে ঢুকে ধরালো দা দিয়ে মাথা-ঘাড়-কপালসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে।

এক পর্যায় তাকে মৃত ভেবে রাকিবুল পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা ইমাম সাহেবের গোঙানী শুনে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে গোয়ালন্দ উপজেলা কমপ্লেক্স হাসপাতালে ভর্তি করে। তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাৎক্ষনিক তাকে ফরিদপুর মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন আছেন।

ইমাম সাহেবকে কুপিয়ে জখম করার কারণ এখনো জানা যায়নি। তবে ইমাম সাহেবের মামা রইচ উদ্দিন জানান, কয়েকদিন আগে সজিবের ৭ম শ্রেনীতে পড়ুয়া বোনকে বিবাহ করার জন্য সজিবের কাছে প্রস্তাব দেয় রাকিব। সজিব সেই প্রস্তাবে রাজি না হয়ে বরং তার বোনকে বিয়ে করার প্রস্তাব না দেয়ার জন্য রাকিবকে সাবধান করেন। এ কারণে তার সাথে দ্বন্দ্ব হতে পারে বা আক্রোশ থাকতে পারে বলে তিনি ধারণা করেন।

বাবরি মসজিদ মামলার রায় দাতা সেই মালাউনকে বানানো হলো রাজ্যসভার সদস্য

ভারতের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত হয়েছেন দেশটির সদ্য সাবেক প্রধান বিচারপতি মালাউন রঞ্জন গগৈ। সোমবার (১৬ মার্চ) তাকে মনোনীত করেছেন প্রেসিডেন্ট রাম নাথ কোবিন্দ। সাধারণত শিল্পী ও তারকারা এই পদে মনোনয়ন পেয়ে থাকেন। তবে সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ না দিয়েও রঞ্জন গগৈ-এর এই মনোনয়নকে অভূতপূর্ব আখ্যা দিয়েছে দেশটির সম্প্রচারমাধ্যম এনডিটিভি।

দুই কক্ষ বিশিষ্ট ভারতীয় পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা। বর্তমানে সেখানে সর্বোচ্চ ২৪৫টি আসন রয়েছে। এর মধ্যে ২৩৩টি আসনের সদস্যরা রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের আইনপ্রণেতাদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। আর সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে বাকি ১২ জনকে ছয় বছর মেয়াদের জন্য মনোনীত করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ সেবায় অবদানের ভিত্তিতে এই মনোনয়ন দেওয়া হয়।

প্রায় ১৩ মাস ভারতের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করে গত বছরের নভেম্বরে অবসরে যান রঞ্জন গগৈ। দায়িত্ব পালনের সময় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় দিয়েছেন তিনি।

অযোধ্যার বিতর্কিত রাম মন্দির-বাবরি মসজিদ মামলার চূড়ান্ত রায় দেওয়া সুপ্রিম কোর্ট বেঞ্চের নেতৃত্বে ছিল এই বিচারপতি মালাউন রঞ্জন গগৈ। রাফায়েল জেট ক্রয় দুর্নীতি মামলায় মালাউন সরকারকে অব্যাহতি দেওয়া বেঞ্চের অংশ ছিলেন তিনি। যৌন হয়রানির অভিযোগও ছিলো তার বিরুদ্ধে। আদালতের এক কর্মী ওই অভিযোগ আনলেও তাকে নির্দোষ ঘোষণা করে তিন সদস্যের সুপ্রিম কোর্ট প্যানেল।

ভারতের অনেকেই মনে করেন বিচারপতি হিসেবে রঞ্জন গগৈ-এর দেওয়া অনেক রায়ই ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী দল বিজেপির পক্ষে গেছে। এবার তাকেই রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে মনোনীত করলেন বিজেপি সরকারের সময়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পাওয়া রাম নাথ কোবিন্দ। সোমবার ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক নোটিশে জানানো হয়, মেয়াদ পূর্তির কারণে রাজ্যসভায় শূন্য হওয়া একটি আসনে রঞ্জন গগৈকে সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে মনোনীত করেছেন রাষ্ট্রপতি। আইনজীবী কেটিএস তুলসির মেয়াদ শেষ হওয়ায় ওই আসনটি শূন্য হয়।

ভয়াবহ সঙ্কটে বাংলাদেশের পোশাক খাত

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া মহামারি করোনাভাইরাসের প্রভাবে নানামুখী সঙ্কটে দেশের তৈরি পোশাক খাত। একের পর এক বাতিল হচ্ছে অর্ডার। আসছে না নতুন অর্ডার। বন্ধ হচ্ছে রফতানি। এভাবে চলতে থাকলে পোশাক খাত ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে পড়বে, যা সামাল দেয়া কঠিন বলছেন এ খাতের সংশ্লিষ্টরা।

তাদের মতে, করোনা এখন চীন ছাড়িয়ে ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এটি দীর্ঘমেয়াদি হলে দেশের প্রধান রফতানি আয়ের তৈরি পোশাক খাত ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। নতুন করে অর্ডার আসছে না। আগের ক্রয়াদেশ স্থগিত রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন বিদেশি ক্রেতারা। এতে পণ্য শিপমেন্ট বন্ধ হলে সঙ্কটে পড়বেন পোশাক মালিকরা। এভাবে চলতে থাকলে সামনে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস দিতে সমস্যা হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা।

পোশাক খাতের পরিস্থিতি বিষয়ে জানতে চাইলে এ খাতের সবচেয়ে বড় সংগঠন ‘বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ)’ সভাপতি ড. রুবানা হক জাগো নিউজকে বলেন, বর্তমানে তৈরি পোশাক খাত গভীর সঙ্কটের মধ্যে পার করছে। একের পর এক পোশাক কারখানার ক্রয়াদেশ বাতিল হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে সামনে এ খাত ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে পড়বে।

তিনি বলেন, অর্ডার কমে যাওয়ায় মিয়ানমার ও কম্বোডিয়া ইতোমধ্যে তাদের কর্মী ছাঁটাই শুরু করেছে। কিন্তু আমরা কর্মী ছাঁটাই করব না। কারণ শ্রমিক আমাদের বেশি গুরুত্ব। শ্রমিকের কথা চিন্তা করে আমরা ক্রেতাদের বলছি আপনারা অর্ডার বাতিল করবেন না। এখন এ মুহূর্তে যদি ক্রয়াদেশ বাতিল করতে শুরু করে; শিপমেন্ট করতে না দেয় তাহলে শ্রমিকের বেতন-বোনাস নিয়ে সামনে সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে পড়বে।

করোনার ধাক্কা সামলানোর মতো সক্ষমতা পোশাক খাতে আছে কি না- জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসা। এটি যদি বন্ধ থাকে তাহলে যে ক্ষতি হবে তা সামলানোর মতো সক্ষমতা আমাদের কারো নেই। যদি রফতানি বন্ধ থাকে তাহলে আমাদের ব্যবসাই তো বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে আমরা কী করব। আমরা অর্থ সঙ্কটে পড়ব, যা সামাল দেয়া সম্ভবও নয়। কারণ আমাদের অন্য কোনো ব্যবসা নেই।

কয়েক দিনে বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের ক্রয়াদেশ স্থগিত করা হয়েছে জানিয়ে বিজিএমইএ’র সভাপতি বলেন, এ পর্যন্ত বড় বড় ২০টি কারখানা ক্রয়াদেশ স্থগিত করার কথা জানিয়েছে। এর মধ্যে লিড বায়ার রয়েছে অন্তত সাতজন। প্রত্যেক বায়ার বলছেন, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন।

পূর্ব অভিজ্ঞতা বলছে অপেক্ষা করা মানেই এটি বাতিল। কারণ ক্রেতারা কোনো সময় বলেন না আমরা পণ্য কিনব না। তারা বলেন, একটু অপেক্ষা করেন। পরে তৈরি করেন। এখন চাহিদা কম বিক্রি কম। পরে নেবো। কিন্তু সরাসরি কখনই বলেন না আমরা নেবো না। পরে যদি নেয়ও এখনকার দাম দেবে না। ডিসকাউন্ট চাইবে।

পণ্য তৈরিতে কাঁচামালের সমস্যা আছে কি না- জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের নিট কাপড়ে প্রায় ৮৫ শতাংশ নিজেরাই তৈরি করি। এটিতে সমস্যা হচ্ছে না। তবে নন-কটন বেশি দামের পণ্যের কাঁচামাল কিছু সঙ্কট রয়েছে। এছাড়া পোশাক খাতের যেসব পণ্য আমদানি হয় তার ৪৯ শতাংশ আসে চীন থেকে। যন্ত্রপাতি কাঁচামালের সঙ্কটে গত দেড় মাস বিশাল ধাক্কা খেয়েছি। এটি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। কিন্তু এ সময় ক্রেতারা সমস্যা করছে। এতে উভয় সঙ্কটে পড়ছে বলে জানান এ পোশাক মালিকদের নেতা।

বিজিএমইএর তথ্য বলছে, দেশে বর্তমানে পোশাক কারখানা রয়েছে চার হাজার ৫৬০টি। যেখানে কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৪০ লাখ। দেশের মোট রফতানির পোশাকের অবদান ৮৩ দশমিক ২৫ শতাংশ। তবে হোমটেক্স, টেরিটাওয়েলসহ এ খাতের অন্যান্য রফতানির উপখাত হিসাব করলে তৈরি পোশাক খাতের অবদান ৮৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। এক দশক ধরে দেশের জিডিপি ৬ শতাংশের ওপর থাকার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান রয়েছে এ পোশাক খাত। তৈরি পোশাকের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে পুরো অর্থনীতিতে।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) হালনাগাদ প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) তৈরি পোশাক খাতের রফতানি আয় কমেছে। অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে পোশাক রফতানি করে বাংলাদেশ আয় করেছে ২ হাজার ১৮৪ কোটি ৭৪ লাখ ডলার, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ কম। একই সময়ে রফতানি প্রবৃদ্ধিও কমেছে ৫ দশমিক ৫৩ শতাংশ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সহ-সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, করোনাভাইরাস নিয়ে কথা বলা যাবে না। ইউরোপ, আমেরিকায় এটি দেখা দিয়েছে। এর প্রভাব দীর্ঘায়িত হলে আমাদের রফতানি বাণিজ্য ভয়াবহ রূপ নেবে।

তিনি বলেন, আগের তুলনায় আমাদের ব্যবসা কমে গেছে। এর মধ্যে যদি ক্রয়াদেশ স্থগিত হয় তাহলে বড় সঙ্কটের মধ্যে পড়বে। আগামীতে ব্যবসা টিকিয়ে রাখা মুশকিল হবে। তাই ক্রয়াদেশ

প্রত্যাহার না করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি চলমান দুরবস্থা থেকে উত্তরণে জরুরি ভিত্তিতে এ খাতের জন্য নগদ প্রণোদনা দেয়ার দাবি জানান এ তৈরি পোশাক উদ্যোক্তা।

মিয়ানমারের সীমান্তসন্ত্রাসী বিজিপির পুঁতে রাখা স্থলমাইন বিস্ফোরণে এক রোহিঙ্গা মুসলিম নিহত

মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তের শূন্য রেখায় স্থলমাইন বিস্ফোরণে এক রোহিঙ্গা যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত মনির উল্লাহ (২৫) নাইক্ষ্যংছড়ির শূন্য রেখায় থাকা রোহিঙ্গা শিবিরের বাসিন্দা। গত সোমবার দুপুরে নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম এলাকা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

রোহিঙ্গা শিবিরের নেতা দিল মোহাম্মদ জানান, মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা যাতে ফিরে যেতে না পারেন সে জন্য সীমান্তে মিয়ানমারের সীমান্ত পুলিশ বিজিপি স্থলমাইন পুঁতে রেখেছে। সোমবার সকালে কাঠ কুড়াতে যাওয়ার সময় তার শিবিরের এক রোহিঙ্গা সদস্য মাইন বিস্ফোরণে মারা গেছেন।

সীমান্তে দায়িত্বে থাকা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিজিবির এক শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, ‘বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে মাইন বিস্ফোরণে এক রোহিঙ্গার মৃত্যুর বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।’

নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘শূন্য রেখার মিয়ানমারে অংশে মাইন বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত তিন জনই সুস্থ

ইউরোপে পাল্লা দিয়ে ছড়াচ্ছে করোনাভাইরাস। তবে চিনে কমেছে মৃত্যু ও সংক্রমণের হার। আর প্রতিবেশী ভারতেও বাড়ছে করোনা আক্রান্ত রোগী। তবে অনেকে সুস্থ হচ্ছেন। এসবের মাঝেই আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত তিন রোগী সুস্থ হয়েছেন। আগেই দু জনের সুস্থতার খবর জানানো হয়েছিল।

ঢাকায় জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদি সাব্রিনা ফ্লোরা এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) নিয়ম অনুসারে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে আক্রান্ত ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল এলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে করোনা

সংক্রমণমুক্ত ঘোষণা করা হয়। সেই অনুসারে নমুনা পরীক্ষার পর গত ১৩ মার্চ দুজনকে করোনামুক্ত ও ১৫ মার্চ অপর আরেকজনকে করোনামুক্ত ঘোষণা করা হল।

এরপরই ডা. সেব্রিনা বলেন, বিদেশ থেকে কেউ এলে ১৪ দিন বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। অনেকে বলছেন বাইরে থেকে এসেছি আমার মধ্যে কোনও উপসর্গ নেই। বাইরে থেকে এলে কোনও লক্ষণ না থাকলেও ১৪ দিনের মধ্যে উপসর্গ দেখা দিতে পারে। কারণ জীবাণু ভেতরে থাকতে পারে।

কাজেই কোয়ারেন্টাইনে থাকতেই হবে। তিনি আরও বলেন, কেউ এই নিয়ম না মানলে তাদের ওপর কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই বিষয়ে কোনো আপোষ করা হবে না। ডা. ফ্লোরা জানান, বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টাইন আছেন ২ হাজার ৩১৪ জন। আইসোলেশনে আছেন ১০ জন। প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারাইন্টানে আছেন ৮ জন।

ক্রুসেডার ট্রাম্পের ‘ডিল অব দ্যা সেঞ্চুরির ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনার নানা দিক

ক্রুসেডার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিতর্কিত ‘ডিল অব দ্যা সেঞ্চুরি’ পরিকল্পনা ঘোষণার আগেই এর ধ্বংসাত্মক পরিণতির ব্যাপারে নানা রকম আশঙ্কা করা হচ্ছিল। পরিকল্পনা ঘোষণার পর ওইসব আশঙ্কাই এখন সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

ফিলিস্তিনের হামাসের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক কর্মকর্তা উসামা হামদান বলেছেন, ‘ডিল অব দ্যা সেঞ্চুরি’ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আসলে পশ্চিম এশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা, এ অঞ্চলে ইসরাইলকে একটি স্বাভাবিক দেশে পরিণত করা ও সবার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করা এবং এভাবে ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করছে আমেরিকা।” বাস্তবতা হচ্ছে, ট্রাম্পের এ ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনাকে যেদিক থেকেই মূল্যায়ন করা হোক না কেন তাতে দেখা যায় ফিলিস্তিনিদের অধিকারের বিষয়টিকে উপেক্ষা করে কেবল দখলদার ইসরাইলের স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে। খবর: পার্সটুডের

এ ছাড়া, জর্দান নদীর পশ্চিম তীরের ৩০ শতাংশ ভূখণ্ড ইসরাইলের কাছে হস্তান্তর, গাজা উপত্যকায় হামাসকে নিরস্ত্র করা, ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ইসরাইলের জন্য বিশ্বের দেশগুলোর পক্ষ থেকে স্বীকৃতি আদায়, ইহুদি উপশহরগুলো থেকে কোনো ইসরাইলিকে বহিষ্কার না করা, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফিলিস্তিন শরণার্থীদের নিজ মাতৃভূমিতে ফিরতে না দেয়া ও

সেখান থেকেই শরণার্থী সমস্যার সমাধান এবং সর্বপরি বায়তুল মোকাদ্দাসকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা ট্রাম্পের ঘোষিত 'ডিল অব দ্যা সেঞ্চুরি' পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। এ ছাড়া, ইহুদি উপশহরের ব্যাপারে সামরিক ব্যবস্থাপনা উঠিয়ে নেয়া, ভবিষ্যতে এসব শহরের ব্যাপারে কোনো শর্ত না মানা, উপশহরের প্রতি ইসরাইলের পূর্ণ সমর্থন বজায় থাকবে এবং এমনকি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ইসরাইল বিরোধী কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তাতে ভেটো দেয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে ট্রাম্পের 'ডিল অব দ্যা সেঞ্চুরি' পরিকল্পনায়।

অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘোষিত 'ডিল অব দ্যা সেঞ্চুরি' পরিকল্পনায় ফিলিস্তিনিদের জন্য কেবল কিছু করণীয় ঠিক করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কিছু পরামর্শ দেয়ার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। এমনকি ফিলিস্তিনিদের যেটুকু সুবিধা দেয়ার কথা বলা হয়েছে তাও শর্ত সাপেক্ষে। অর্থাৎ আমেরিকার কথামত চললেই তারা তা পাবে এর অন্যথায় ফিলিস্তিনিরা কোনো সুবিধাই পাবে না। উদাহরণ স্বরূপ এসব শর্তের মধ্যে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র পেতে চাইলে হামাসকে অবশ্যই নিরস্ত্র করতে হবে, পুরো গাজা উপত্যকাকে অস্ত্রমুক্ত করতে হবে, ফিলিস্তিন শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার দাবি থেকে আসতে হবে, ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ইসরাইলকে মেনে নিতে হবে, ইসরাইলের নতুন সীমানাকে স্বীকৃতি দিতে হবে, বায়তুল মোকাদ্দাসকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং ফিলিস্তিনিদেরকে ইসরাইল বিরোধী উস্কানিমূলক শিক্ষা প্রদান বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে।

এ ছাড়া, ফিলিস্তিনিরা ট্রাম্পের ওইসব অন্যায্য শর্ত মেনে নিলে শরণার্থীদের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন, ফিলিস্তিন সরকারের জন্য গাজা ও জর্দান নদীর পশ্চিম তীরের মধ্যে সড়ক ও টানেল নির্মাণ, প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর আর্থিক সহযোগিতায় পাঁচ হাজার কোটি ডলার মূল্যের বিভিন্ন প্রজেক্ট বাস্তবায়ন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে আলোচনা চলাকালে পরবর্তী চার বছর পর্যন্ত ইহুদি উপশহর নির্মাণ স্থগিত রাখা, পূর্ব বায়তুল মোকাদ্দাস এলাকা প্রতিরক্ষার সুযোগ দেয়া, নাকাব মরুভূমি এলাকা ফিলিস্তিনিদেরকে দেয়া, ভবিষ্যতে কিছু ফিলিস্তিন শরণার্থীদের নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে আসার সুযোগ প্রভৃতির প্রলোভন দেয়া হয়েছে ট্রাম্পের 'ডিল অব দ্যা সেঞ্চুরি' পরিকল্পনায়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে পরিকল্পনা উত্থাপন করেছেন তাতে ভবিষ্যত ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের যে রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে তা হবে অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের সমষ্টি মাত্র। কারণ ইসরাইল এমনভাবে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দখল করে রেখেছে যে, ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট এলাকাগুলো একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে এবং কেবলমাত্র সুড়ঙ্গ পথের মাধ্যমেই যোগাযোগ রক্ষা করা

হচ্ছে। বায়তুল মোকাদ্দাস, জর্দান উপত্যকা ও উত্তর বাহার আল মিয়াত এলাকা আলাদা আলাদাভাবে ইসরাইলি সীমান্ত দিয়ে ঘেরাও হয়ে আছে। নতুন ম্যাপে ইসরাইলগামী সড়কের সঙ্গে যুক্ত জর্দান নদীর পশ্চিম তীরের কিছু এলাকায় কালো দাগ রয়েছে যা আসলে অবৈধ ইহুদি উপশহরের চিহ্ন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প 'ডিল অব দ্যা সেঞ্চুরি' পরিকল্পনা তুলে ধরলেও শুধু যে হামাস ও স্বশাসন কর্তৃপক্ষসহ ফিলিস্তিনের সব রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এর বিরোধিতা করছে তাই নয় একইসঙ্গে তারা এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে দেবে না বলেও প্রতিজ্ঞা করেছে। স্বশাসন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ইসরাইলের সঙ্গে আপোষ রফায় পৌঁছার জন্য এ পর্যন্ত বেশ কিছু পদক্ষেপ নিলেও তিনিও ট্রাম্পের 'ডিল অব দ্যা সেঞ্চুরি' পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি নজিরবিহীন ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ট্রাম্পের টেলিফোনেরও জবাব দেননি।

ইসরাইলি দৈনিক জেরুজালেম পোস্ট লিখেছে, মাহমুদ আব্বাস ট্রাম্পের ঘোষিত 'ডিল অব দ্যা সেঞ্চুরি' পরিকল্পনাকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

ইসলামি জিহাদ আন্দোলনের মহাসচিব যিয়াদ আল নাখালে বলেছেন, ট্রাম্পের এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ফিলিস্তিনিদেরকে ধ্বংস করা এবং তা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে।

ফিলিস্তিনিরা ট্রাম্পের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় মার্কিন সরকার তাদের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়েছে। ট্রাম্পের উপদেষ্টা জারেড কুশনার ফিলিস্তিন স্বশাসন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন। কুশনার ট্রাম্পের এ পরিকল্পনাকে সর্বশেষ সুযোগ হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, ফিলিস্তিনের বর্তমান নেতারা 'ডিল অব দ্যা সেঞ্চুরি' পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করলেও ভবিষ্যত নেতারা এর প্রতি সমর্থন জানাবে।

১৬ই মার্চ, ২০২০

নিরপরাধ মুসলিম ব্যবসায়ীর উপর হিন্দু পুলিশ অফিসারের বর্বর নির্যাতন

নরসিংদীর পলাশে নিজের পছন্দের জমি কিনতে না পেরে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে মোরশেদ আহম্মেদ (৪০) নামে এক ব্যবসায়ীকে তুলে নিয়ে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয়ার অভিযোগ উঠেছে মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) জ্যোতির্ময় সাহার (অপু) বিরুদ্ধে।

দৈনিক যুগান্তর সূত্রে জানা যায় , শনিবার দুপুরে নরসিংদীর পলাশ উপজেলার ঘোড়াশাল পৌর এলাকার পলাশ বাজারে এএসপির নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। আহত মোরশেদের মাথায় ৭টি সেলাই দেয়া হয়েছে বলে জানান চিকিৎসক। মোরশেদ পলাশ বাজারের একজন কাপড় ব্যবসায়ী।

চিকিৎসাধীন মোরশেদ বলেন, ১৫ দিন আগে পলাশের সাবেক চেয়ারম্যান ইসলামের স্ত্রী মরিয়ম বেগমের কাছ থেকে পলাশ বাজার এলাকায় সাড়ে ৬ শতাংশ সম্পত্তি ৪২ লাখ টাকায় কেনার জন্য কথাবার্তা ঠিক করি। পরে ওই সম্পত্তি কেনার জন্য দুই ধাপে ২০ লাখ টাকা বায়না করি। আগামী এক মাসের ভেতরে পুরো টাকা পরিশোধ করে ওই সম্পত্তি আমার নামে দলিল করার কথা।

কিন্তু আমি জানতাম না যে, এই সম্পত্তির ওপর আগে থেকেই এএসপি জ্যোতির্ময় সাহার নজর ছিল। তিনি এই সম্পত্তি কিনতে চান এমন কোনো কথা আগে কখনও স্থানীয়দের বা প্রতিবেশীদের কাছে বলেননি। আজ দুপুরে আমার দোকানে লোক পাঠিয়ে এএসপি জ্যোতির্ময় সাহার কথা বলে উনার বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান।

সেখানে যাওয়ার পর প্রথমেই এএসপি জ্যোতির্ময় সাহা আমাকে বাপ-মা তুলে গালাগালি শুরু করেন। একপর্যায়ে আমার গালে থাপ্পড় মারার সঙ্গে সঙ্গে উনার রুমে থাকা জাকির ও শাহিন নামে দুজন আমাকে কাঠের লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি পেটানো শুরু করে।

আমাকে পেটানোর সময় এএসপি জ্যোতির্ময় সাহা বলতে থাকেন, 'তোর এত বড় সাহস? আমি যে সম্পত্তি কেনার জন্য ঘুরতেছি- তুই সে সম্পত্তি বায়না করার সাহস পাইলি কই? তোর এত টাকা আসলো কোথায় থেকে?, কোথায় পেলি সেই সাহস?।

তাদের মারধরের একপর্যায়ে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। এরপর জ্ঞান ফিরলে দেখি আমি হাসপাতালে ভর্তি।

মোরশেদের মামা মোহাম্মদ টিটু মোল্লা বলেন, মোরশেদকে এএসপি জ্যোতির্ময় সাহার বাড়িতে আটকে রেখে মারধর করছে এমন খবর পেয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে অজ্ঞান অবস্থায়

এএসপির বাড়ি থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসি। বিষয়টি থানা পুলিশকে অবগত করা হয়েছে। আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নরসিংদীর এসপিকেও অবগত করেছি।

এ বিষয়ে কথা বলার জন্য এএসপি জ্যোতির্ময় সাহা অপুর ব্যক্তিগত মোবাইলে কল দিলে অপুর খালাত ভাই পরিচয় দিয়ে রনি নামের এক যুবক ফোন রিসিভ করে জানান, উনি ঘুমাচ্ছেন। উনার সঙ্গে কথা বলতে হলে ২ ঘণ্টা পর কল দিন।

এ ব্যাপারে পলাশ থানার ওসি শেখ মো. নাসির উদ্দিন জানান, পলাশ বাজারের এক ব্যবসায়ীকে পেটানোর খবর পেয়ে হাসপাতালে থানা পুলিশকে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় কথিত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী এখনো কোনো ব্যবস্থা নেয়নি ।হিন্দু অফিসাররা এভাবেই মুসলিম জনসাধারণের উপর দিনদিন নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে ।বারবারই তারা থেকে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে ।

“জয় বাংলা”কে বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান বলে রায় দিয়েছে ত্বগুত আদালত

"জয় বাংলা"কে বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে জারি করা রুলের নিষ্পত্তিতে গত মঙ্গলবার (১০ মার্চ) হাইকোর্টের ত্বগুত বিচারপতি এফআরএম নাজমুল আহাসান ও বিচারপতি কেএম কামরুল কাদেরের বেঞ্চ এ রায় দেন।

দুই বছর আগে ২০১৭ সালে এ রিট দায়ের করেন ত্বগুত কোর্টের কুখ্যাত আইনজীবী ড. বশির আহমেদ। এ আবেদনের পক্ষে লড়েছেন আবেদনকারী নিজেই।

২০১৭ সালের ডিসেম্বরের ৪ তারিখে এ রিটের শুনানি নিয়ে রুল জারি করেছিলো হাইকোর্ট। রুলে “জয় বাংলা”-কে কেন জাতীয় স্লোগান হিসেবে ঘোষণা করা হবে না, তা হাইকোর্ট থেকে জানতে চাওয়া হয়।

পরে ডিসেম্বরের ৫ তারিখ থেকে এ রুলের শুনানি শুরু হয়। রুলের বিবাদীরা হচ্ছেন-ত্বগুত মন্ত্রিপরিষদ সচিব, আইন সচিব ও শিক্ষা সচিব।

২০১৭ সালের ৪ ডিসেম্বর হাইকোর্টের রুল জারি করার পর কুখ্যাত বশির আহমেদ বলেছিলেন, জয় বাংলা হচ্ছে আমাদের জাতীয় প্রেরণার প্রতীক। পৃথিবীর ৬০টি দেশে জাতীয় স্লোগান আছে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের দুর্ভাগ্য যে আমরা আমাদের চেতনার সেই “জয় বাংলা”-কে স্বাধীনতার

এতদিন পরেও জাতীয় স্লোগান হিসেবে পাই নাই। তাই তার ভাষ্য অনুযায়ী, সে স্বপ্রণোদিত হয়ে আদালতে রিটটি দায়ের করে ।

আদালতে এ রায়ের মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবাদের মত সাম্প্রদায়িক ধর্ম বিরোধী একটি স্লোগানকে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিলো । বিশিষ্টজনেরা এ রায়কে মানুষের বাকস্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখছেন।

করাচিতে ৫ তলা ভবন ধসে নিহত ১১ আহত ৩০

পাকিস্তানের করাচি শহরের গুলবাহার এলাকায় পাঁচ তলা একটি আবাসিক ভবন ধসে অন্তত ১১ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়েছেন। খবর- পার্সটুডের

করাচি মেট্রোপলিটন কর্পোরেশনের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তার সালমা কাউসারের তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত ১১ জন নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদেরকে আব্বাসী শহীদ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ডাক্তার সালমা কাউসার জানান, আহত কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে তবে বেশ কয়েকজনকে হাড় বিশেষজ্ঞ এবং অপারেশন বিভাগে পাঠানো হয়।

দিল্লি গণহত্যা 'ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়' : হিন্দুত্ববাদের দালাল সরকারের পরিচয়

সম্প্রতি ভারতের দিল্লিতে হিন্দুদের চালানো গণহত্যার পর এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের তাগুত সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে সাংবাদিকরা দিল্লীর গণহত্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দেয়: আজ দিল্লীতে যা ঘটছে, সেটা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়, এ নিয়ে আমরা কেন অযথা নাক গলাতে যাবো?? মুসলিমদের বিরুদ্ধে এমন গণহত্যা চালানোর সময়ই ভারতের মুসলিম হত্যার কসাইকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে এই মন্ত্রী বলে: ভারতকে আমন্ত্রণ জানানোর মূল কারণ-তারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় সহযোগিতা করেছে। আমাদের শরণার্থীদের সাহায্য করেছে। ভারতই আমাদের অস্ত্র ও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। সর্বোপরি মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডে মুক্তিযুদ্ধের শেষ অংশে আমরা বিজয় ছিনিয়ে এনে ছিলাম। এখানে আমাদের রক্তের সঙ্গে ভারতের রক্ত মিশে আছে। কাজেই ভারতকে এই

মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ না জানানো তো অকৃতজ্ঞতার পরিচয়। পাশাপাশি অসম্পূর্ণ একটা বিষয় হিসেবে থেকে যায়।

হে আমাদের মুসলিম ভাই!

আর কখন আপনাদের সম্বিত ফিরবে? কখন বুঝবেন যে, এই হাসিনা সরকার মুসলিমদের শত্রু ও হিন্দুত্ববাদীদের দালাল? মুসলিমদের বিরুদ্ধে এমন গণহত্যার সময় মুসলিমদের প্রতি সামান্যও সহমর্মিতা প্রকাশ করল না। অপরদিকে গণহত্যার নায়ক ও মুসলিম হত্যার কসাই নরেন্দ মোদিকে আওয়ামীলীগের অনুষ্ঠানে এনে সম্মানিত করবে!!! এটা স্পষ্টভাবেই হিন্দুত্ববাদের দালালির বার্তা দেয়। আজ মুসলিমদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণের কথা উঠলে বলে, এটা ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু যে সময় হিন্দুত্ববাদী ভারত কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিল করে সেখানে অবরোধ আরোপ করে এবং সেখানে মারাত্মক মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটিত করার ফলে প্রতিবেশি রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন এই ইসলাম বিদ্বেষী সরকার এটা বলেনি যে, এটা ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বরং তখন এই তাগুত সরকার নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে: কাশ্মীর ইস্যুতে যুদ্ধ বাধলে বাংলাদেশ ভারতের পক্ষে থাকবে। যা আওয়ামীলীগের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান বলেছে এবং প্রায় সকল পত্রিকা প্রকাশ করেছে। শুধু তাই নয়, সে সময় বাংলাদেশের তাওহিদী জনতা কাশ্মীরের মুসলমানদের পক্ষে এবং বর্বর ভারতের বিরুদ্ধে মিছিল সমাবেশ করা শুরু করলে এই হিন্দুত্ববাদী সরকার ভারতের বিরুদ্ধে যেকোন মিছিল করা নিষিদ্ধ করে দেয়। ডিমপির প্রধান কমিশনার কুখ্যাত সন্ত্রাসী বেনজীর আহমেদ হুমকি দেয়: "ভারতের বিরুদ্ধে যেকোন মিছিল সমাবেশ করলে তা কঠিনভাবে দমন করা হবে।"

হে আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা!

একটু চিন্তা করে দেখুন, যেখানে আজ সমস্ত বিশ্ববাসীর নিকট এটা স্পষ্ট যে, মোদির নেতৃত্বে হিন্দুত্ববাদী ভারত চাচ্ছে, কাশ্মীর ও ভারত থেকে মুসলিমদেরকে নিঃশেষ করে দিয়ে সেখানে অখণ্ড রামরাজত্ব কায়েম করতে, সেখানে এই মালউন হিন্দুত্ববাদী হাসিনা সরকার সেই যুদ্ধে হিন্দুত্ববাদী ভারতের পক্ষে থাকার স্পষ্ট ঘোষণা দিলে তা কী ইঙ্গিত বহন করে?? দিল্লীর চলমান গণহত্যায় মুসলিমদের প্রতি সামান্য সহানুভূতি প্রকাশ না করে ঠিক সে সময় সেই মুসলিম হত্যার কসাইকে বাংলাদেশ এনে সম্মানিত করা কীসের ইঙ্গিত বহন করে?? যে সময় সীমান্তে একের পর এক ভারতের বি এস এফের হাতে বাংলাদেশী মুসলিমদেরকে বিনা বিচারে প্রাণ দিতে হচ্ছে, সে সময় ভারতের সরকার নামধারী মূর্খ সন্ত্রাসীকে বাংলাদেশে

এনে বন্ধুত্বের উপহার দেয়া কিসের প্রমাণ বহন করে???
হে আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা!

আরো একটু চিন্তা করুন, যারা কাশ্মীর গণহত্যায় হিন্দুত্ববাদীদের পক্ষে থাকে, তারা দিল্লী গণহত্যায় কাদের পক্ষে?? যারা ভোলায় রাসূলকে অবমাননাকারী হিন্দুকে রক্ষা করার জন্য নিজেরা মিথ্যা নাটক বানিয়ে দেয় আর প্রতিবাদকারী মুসলিম জনতাকে হত্যা ও নির্যাতন করে, তারা দিল্লীর গণহত্যায় কাদের পক্ষে?? যারা বাংলাদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রতিটি অপরাধে হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে মুসলমানদেরকে নির্যাতন করেছে, তারা দিল্লী গণহত্যায় কাদের পক্ষে???
হে আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা!

আপনাদের নিকট যতই আশ্চর্যজনক মনে হয়, যতই অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারলেই আপনারা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।
এ সকল ঘটনাগুলোর মাধ্যমে মুখোশের আড়ালে হাসিনা সরকারের বীভৎস চেহারা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এই হাসিনা সরকার ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি চরম বিদ্বেষী, ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ওরা আসলে অসাম্প্রদায়িক বা ধর্মনিরপেক্ষ নয়। ওরা অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে চরম মুসলিম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক এবং কট্টর হিন্দুত্ববাদী। ওদের রক্তের সাথে হিন্দুত্ববাদের রক্ত মিশে আছে, যেমনটা মুনাফিক ওইবায়দুল কাদের নিজেই বলেছে।

তাই ওরা বাংলাদেশে একটির পর একটি আইন করে বাংলাদেশে আবহমানকাল ধরে চলে আসা ইসলামী রীতি-নীতি, সভ্যতা ও লজ্জা-শরম সব উঠিয়ে দিতে চায়। আর পহেলা বৈশাখসহ নানা হিন্দুয়ানী উৎসবকে উৎসব সবার বলে প্রচার করে।

হে আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা!

আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন- ওরা একদিকে ৯০% মুসলিম জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদের বিদ্যুৎ বিল একটুও মাফ করে না, অপরদিকে ১০% হিন্দুদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান মন্দিরের পূজা উপলক্ষে ফ্রি বিদ্যুৎ সরবরাহ করে।
একদিকে রাস্তা সংস্কার ও পার্কের সৌন্দর্য বর্ধনের নামে ও সরকারী জায়গা বলে অসংখ্য মসজিদকে শহীদ করে দেয়, অপর দিকে মন্দিরের জন্য রাস্তা ঘুরিয়ে নেয়, মন্দিরের জমির জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়। একদিকে ৯০% মুসলিমের দেশে একুশে বইমেলায় ইসলামী বই স্টল উঠা

নিষিদ্ধ করেছে, অপরদিকে কট্টর হিন্দুত্ববাদী ইসকনের ইসলাম বিদ্বেষী বইস্টলের অনুমোদন দিয়েছে।

ওরা বাংলাদেশের মুসলিম জনগণেরও চরম শত্রু। তাই ভারত পেয়াজ রফতানী বন্ধ করে দিয়ে বাংলাদেশের মুসলিম জনগণকে ৩০০ টাকা কেজি পেয়াজ খেতে বাধ্য করলেও সেই হিন্দুত্বাবাদী ভারতীয় সরকারকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মানিত করে। বাংলাদেশী মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ করলেও একই সময়ে ভারতীয় হিন্দু জেলেদের জন্য অবাধে মাছ শিকার করার অঘোষিত সুযোগ করে দেয়। একদিকে প্রতিদিন সীমান্তে হিন্দুত্ববাদী বিএসএফের হাতে বাংলাদেশী মুসলিমের প্রাণ ঝরছে, অপরদিকে সে সময়ই হিন্দুত্ববাদী সরকারকে নিজ দেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মানিত করছে। একদিক হিন্দুত্ববাদী ভারত বর্ষাকালে বাধ ছেড়ে দিয়ে ও শীতকালে আটকে দিয়ে বাংলাদেশী মুসলিম জনগণের কৃষিজ উৎপাদন শেষ করে দিচ্ছে, অপরদিকে এই হিন্দুত্ববাদী হাসিনা সরকার ওদেরকে বাংলাদেশের ফেনী নদীর পানি দিয়ে দিচ্ছে। আর এগুলোতে হিন্দুরা কিছুটা আক্রান্ত হলেও তাদেরকে সর্বত্র চাকরি সুবিধা ও আরো বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে পুষিয়ে দিচ্ছে। অতএব, হে আমাদের ভারত ও বাংলাদেশের ইসলামের যুবকগণ!! আপনারা আর কতকাল ধোঁকায় পড়ে থাকবেন??? আর কতকাল চরম সাম্প্রদায়িকদের মুখে অসাম্প্রদায়িকতার মুনাফেকী বুলি শুনতে থাকবেন? এবার আপনারাও জেগে উঠুন! আপনারা কি আপনাদের মুসলিম ভাই-বোনদের রক্ষা করবেন না?? আপনারা কি আপনাদের নবীর সম্মান রক্ষা করবেন না??? তাহলে আর কার অপেক্ষায় বসে আছেন?? মনে রাখবেন, আপনার আমার মত একনিষ্ঠ মুসলিমগণ ব্যতীত কেউ এতে এগিয়ে আসবে না। কোন মুনাফিক শাসক দ্বারাই বাস্তব কোন কাজ হবে না। তাই আপনারা জেগে উঠুন!! জেগে উঠুন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের মত। জেগে উঠুন তালেবানদের ন্যায় অস্ত্রহাতে। ঝাঁপিয়ে পড়ুন জিহাদের ময়দানে। বিজয় আপনাদেরই পদচুম্বন করবে বিইযনিল্লাহ।

লেখক: সালাহউদ্দীন আহমাদ, *ইসলামী চিন্তাবিদ।*

দিল্লি গণহত্যা নিয়ে মিডিয়ার রিপোর্টে ভারতীয় মালাউন পুলিশের গোঁসা!

দিল্লি গণহত্যায় দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের কথা তুলে ধরেছে নিউ ইয়র্ক টাইমস(এনওয়াইটি)। দিল্লি পুলিশ মুসলিমদের বিরুদ্ধে দাঙ্গাবাজদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। বিবিসি যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতেও স্পষ্টভাবে দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে গণহত্যায় পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করা হয়েছে। আর তাতেই বেজায় চটেছে দ্য আইপিএস অ্যাসোসিয়েশন। দিল্লির পুলিশের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে জানিয়েছে তারা। প্রতিবেদনে নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহের নামও জোড়া হয়েছে। তাতে গোঁসা হয়েছে দিল্লি পুলিশের। খবর -পুবের কলম

আইপিএস অ্যাসোসিয়েশন প্রতিক্রিয়ায় বলেছে, আসলে দেশের নাম বদনাম করতেই এটা করা হয়েছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভারতকে বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠছে নিউইয়র্ক টাইমস হঠাৎ ভারতকে বদনাম করতে উঠে পড়ে লাগবে কেন? তার এক্ষেত্রে স্বার্থ কি? বিবিসির মত সংবাদ সংস্থাই বা কেন ভারতকে বদনাম করার চেষ্টা করতে যাবে? এর কোনও উত্তর মেলেনি। পাশাপাশি ভারতের বিচারব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। যাদের বিরুদ্ধে দিল্লির গণহত্যা চালানোর সরাসরি অভিযোগ রয়েছে সেই কপিল মিশ্র, অনুরাগ ঠাকুর কিংবা প্রবেশ বর্মার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।এফআইআর পর্যন্ত করেনি দিল্লি পুলিশ।

দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি মুরলিধর গণহত্যা তদন্ত নিয়ে কড়া মনোভাব দেখিয়েছিলেন। রাতারাতি তাকেও বদলি করা হয়েছিল ।

এছাড়া, গণহত্যায় গেরুয়া সন্ত্রাসীদের সহযোগিতা করতে দেখা গেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একাধিক ভিডিওতে।

ভারতে মুসলিম হত্যার প্রতিবাদে লন্ডনে সর্বদলীয় উলামাদের প্রতিবাদ

ভারতের দিল্লিতে মুসলিম গণহত্যার প্রতিবাদে বৃটেনের সর্বদলীয় উলামাদের আহবানে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৪ মার্চ) লন্ডন মুসলিম সেন্টারের গ্রান্ড হলে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সর্বদলীয় উলামার সভাপতি মাওলানা এ কে এম সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা শাহ মিজানুল হক ও মজলিসে আমেলা সদস্য মাওলানা আবুল হাসনাত

চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় ভারতে অব্যাহত সংখ্যালঘু দলন নির্যাতন ও সাম্প্রতিক দিল্লিতে মুসলিম গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

সমাবেশে উপস্থিত সিনিয়র উলামা, সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ভারতের দিল্লিতে সাম্প্রতিক মুসলিম গণহত্যা বর্তমান ক্ষমতাসীন মোদি সরকারের ভারতকে একটি নিরংকুশ হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের জন্য মুসলিম বিতাড়নের পরিকল্পনার অংশ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

বক্তারা বলেন, ভারত একটি গণতান্ত্রিক ও সেক্যুলার রাষ্ট্র হওয়া সত্তেও গণহত্যায় দিল্লী প্রশাসন ও পুলিশের নিরব ভূমিকা এবং ক্ষেত্র বিশেষে উগ্র সাম্প্রদায়িক হিন্দু আর এস এস ও বিজেপি গুন্ডাদের সহায়ক ভূমিকা পালনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে।

সভায় বক্তারা মোদি সরকারের এন আর সি ও সি এ এ বিলকে ভারতে সংখ্যালঘু বিশেষ করে মুসলিম নাগরিক অধিকার সংকোচন ও মুসলিম বিতাড়নের নীল নকশা বলে উল্লেখ করা হয় এবং অবিলম্বে তা বাতিলের জন্য জোর দাবি জানান।

সভায় চার দফা প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় এবং করোনা ভাইরাস থেকে সকলকে হেফাজত করা ও ভারতে মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করা হয়।

ভারতে মুসলিম তরুণদের পরিকল্পিতভাবে অপহরণ করা হচ্ছে: জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ

ভারতের বহু মুসলিম তরুণ ও যুবককে গত কয়েকদিনে পরিকল্পিতভাবে অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ। দলটির নেতারা নয়াদিল্লির পুলিশ প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ অভিযোগ জানিয়েছেন। এ সময় তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যাপক ধরপাকড় অভিযানে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের দায়িত্বশীল নেতারা বলেছেন, মুসলিম তরুণদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত উপায়ে ধরপাকড় অভিযান চলছে।

নয়াদিল্লির সাম্প্রতিক মুসলিম বিরোধী ভয়াবহ সহিংসতার জন্য সন্ত্রাসী হিন্দু তরুণরা দায়ী হলেও রহস্যজনকভাবে পুলিশ এখন উল্টো মুসলিম তরুণদের আটক করছে। বিষয়টি নিয়ে দিল্লির মুসলমানরা তীব্র আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন এবং এখনো যারা আটক হননি তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ভারতীয় পুলিশের শীর্ষ কর্তারা বিষয়টি তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিলেও দেশটির মুসলিম নেতারা মনে করছেন, যতদিন তাদের বিরুদ্ধে তৈরি করা বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল করা না হচ্ছে ততদিন এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকবে এবং আরো খারাপ হবে।

নয়াদিল্লির সাম্প্রতিক মুসলিম বিদ্বেষী সহিংসতায় অন্তত ৫০ জন নিহত ও ৪০০ জনের বেশি আহত হয়েছে। মুসলমানদের বহু ঘরবাড়ি, দোকানপাট, মসজিদ ও মহল্লা জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। এ বর্বরোচিত ঘটনার পর দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত এতে জড়িত গেরুয়া সন্ত্রাসী হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ।

চাঁদাবাজির মামলায় ছাত্রলীগ নেতা কারাগারে

সাতক্ষীরায় চাঁদাবাজির মামলায় আশাশুনি উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতিকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। রবিবার দুপুরে (১৫ মার্চ) সাতক্ষীরা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত-৮ এর আশাশুনি আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রাজিব রায় জামিন মঞ্জুর না করে এই আদেশ দেন। খবর- বাংলা ট্রিবিউন

অভিযুক্ত আসমাউল হুসাইন আশাশুনি উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি। সে ওই এলাকার রফিকুল ইসলামের ছেলে।

সূত্র জানায়, এলাকার বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত হুসাইন। তার বিরুদ্ধে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন অফিস থেকে চাঁদা আদায়, অপহরণ, নারী নির্যাতনসহ নানা অভিযোগ রয়েছে।

মামলার বাদী সাংবাদিক ও এনজিও কর্মকর্তা জাবের হোসেন অভিযোগ করেন, ২০১৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর অভিযুক্ত হুসাইন তার কাছ থেকে ৪৫ হাজার টাকা চাঁদা নেয় এবং জোরপূর্বক তিন শত টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নেয়। পরে তিনি ওই ঘটনায় থানায় মামলা করেন।

চট্টগ্রামে ইসলাম ধর্ম নিয়ে বিষোদগার করল’ হিন্দু শিক্ষক শিবানন্দ দেব: জনতার বিক্ষোভ

চট্টগ্রাম বাঁশখালী উপজেলার বাহারচরা ইউপির রত্নপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে হিন্দু শিক্ষক পবিত্র ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করেছে। ছাত্রদের পাঠদানকালে উক্ত স্কুলের শিক্ষক শিবানন্দ দেব (৩৩) ইসলাম

ধর্মকে উগ্রবাদী ধর্মসহ বেশকিছু আপত্তিকর মন্তব্য করেন। এ ঘটনায় মালাউন শিক্ষকের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে বাঁশখালী বাহারচরা এলাকায় তৌহিদী জনতা কয়েক দফা বিক্ষোভ করেছে।

জানা যায়, গত ৫ মার্চ ধর্মীয় শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে তার ক্লাসের সময়ে শিবানন্দকে বাংলা ক্লাস নেয়ার জন্য পাঠান বিদ্যালয়ের আরেক সিনিয়র শিক্ষক স্বপন কান্তি দাশ। এ সময় ক্লাসে ছাত্রদের ইসলাম শান্তির ধর্ম নয়; বরং সন্ত্রাসী ও উগ্রবাদি ধর্ম বলে নানা আপত্তিকর মন্তব্য করে। এতে ছাত্ররা আপত্তি জানালে ওই শিক্ষক ক্লাস থেকে চারজন ছাত্রকে বের করে দেয় এবং অকথ্য ভাষায় ইসলাম ধর্মের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও কটূক্তি করতে থাকেন।

‘পৃথিবীর কোনো গ্রন্থে ইসলাম শান্তি ধর্ম তা লেখা নেই’ এমন মন্তব্য করলে উক্ত স্কুলের ছাত্র রাকিবসহ কয়েকজন ইসলামশিক্ষা বই থেকে তাকে পাল্টা উদ্ধৃতি দিয়ে দেখায়। এতে শিক্ষক শিবানন্দ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে নানা বাজে মন্তব্য করতে থাকেন। এ ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষকের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে বাঁশখালী বাহারচরা এলাকায় কয়েক দফা বিক্ষোভ হয়েছে।

বাহারচরা ইউনিয়ন মুসলিম ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক মাওলানা তৈয়্যব বিন মুখতার ইসলাম টাইমসকে জানান, এবিদ্যালয়ে ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তির ঘটনা এটাই প্রথম নয়। বিভিন্ন সময় এবিদ্যালয়ে ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করা হয়।গত ৫ মার্চ-এর এঘটনায় স্কুলের ছাত্ররা এলাকায় বিক্ষোভ করেন। স্থানীয়রা জনতাও বিক্ষুব্ধ হয়ে আছেন হিন্দু শিক্ষকের এবিষোদাগারে।

গতকাল (১৪ মার্চ) শনিবার বাহারচরা ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে শতাধিক ধর্মপ্রাণ মুসলিমের অংশগ্রহণে বাঁশখালী উপজেলার বাহারচরা রত্নপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনতা ও বাহারচরা ইউনিয়ন মুসলিম ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ বিক্ষোভ করেন।

বাঁশখালী থানার দায়িত্বরত ওসি রেজাউল করিম মজুমদারের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ইসলাম টাইমসকে বলেন, বাহারচরা স্কুলে ইসলাম নিয়ে কটূক্তির কথা আমরা বিভিন্ন পোর্টলে পেয়েছি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও দেখেছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি।

১৫ই মার্চ, ২০২০

কাশ্মীর | AGH এর জানবায মুজাহিদদের হামলায় 10 এরও অধিক ভারতীয় মালাউন মুশরিক সৈন্য হতাহত!

কাশ্মীর ভিত্তিক সর্বাধিক জনপ্রিয় ও হকপন্থি মুজাহিদ গ্রুপ "আনসারু গাজওয়াতুল হিন্দ" (AGH) এর জানবায মুজাহিদিন ১৫ মার্চ কাশ্মীরের কয়েকটি স্থানে ভারতীয় মুশরিক মালাউন সৈন্যদের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক গেরিলা অপারেশণে অংসগ্রহণ করেন।

এখন পর্যন্ত মুজাহিদ সমর্থিত সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রচারিত ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান অনুযায়ী 10 এরও অধিক ভারতীয় মুশরিক সৈন্য নিহত নিহত ও আহত হয়েছে। বিপরীতে ভারতীয় মুশরিক সৈন্যদের হামলায় আহত হয়েছেন কয়েকজন মুজাহিদ।

সিরিয়ার গোরস্থানে লাশ ও মাথার খুলির সাথে বর্বর আচরণ করলো নুসাইর বাহিনী।

কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া মিলিশিয়ারা সিরিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল ইদলিব শহরের খান আল-সাবিল শহরটি দখল করে একটি কবরস্থানে হামলা চালিয়ে কবর ও লাশের খুলির সাথে কাপুরুষোচিত উপহাস করেছে বলে গতকাল ১৪মার্চ আরবি২১.কমের বরাতে খবর প্রকাশ করেছে "মিডলইস্ট মনিটর"।

সন্ত্রাসী বাশার আল আসাদের কুখ্যাত নুসাইরি বাহিনী কিছুদিন আগে সিরিয়ার ইদলিবের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের আল সাবিল এলাকাটি দখল করেছিল। দখলকৃত এলাকায় সাধারণ মানুষের উপর তারা সীমাহীন অত্যাচার চালায়। তাদের নির্যাতন থেকে শিশু থেকে বৃদ্ধ কেও বাদ যায়নি। এমনকি কবরস্থানেও চালিয়েছে জঘন্য হামলা। কবরস্থানের কবর এমনকি হেফাজতেরলাশও তাদের বর্বরতা থেকে রক্ষা পায়নি। কবরস্থানে নৃশংসতার একটি ভিডিও তারা নিজেরাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপলোড দেয়। ভিডিওটিতে দেখা যায় মুসলিমদের একটি কবরস্থানে সন্ত্রাসীরা সবাই একসাতে সিগারেট পান করতে করতে কবরস্থানে কাপুরুষোচিত হামলা চালায়। প্রত্যেক কবরে পায়ের বোট দিয়ে সজোরে আঘাত ও লাথি মেরে নেমপ্লেট গুলো ধ্বংস করতে থাকে।ভিডিওতে দেখা যায় আসাদবাদী সন্ত্রাসীরা আম্মার আল-দীন বা "আবু মুজাহিদ" নামে এক সিনিয়র মুজাহিদের কবরস্থানে আঘাত করতে থাকে এবং কবর থেকে তার মাথার খুলি বের করে খুলির সাতে নিকৃষ্ট কাপুরুষোচিত উপহাস করে। এ সময়ও তারা সিগারেট পান করছিল অট্রহাসিতে ফেটে পরতে দেখা যায়।

অন্য একটি ভিডিওতে দেখা যায় কবরস্থানটিতে মৃতদেহগুলি বের করে কবরস্থানটি পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়। ভিডিওতে উপস্থিত একজন সন্ত্রাসীকে দেখা যায় সে কবরস্থান পেরিয়ে চলে যাচ্ছিলেন এবং মুসলিমদের কবরকে উদ্দেশ্য করে নোংরা ভাষায় গালাগালি করছিল।কবরস্থানটি ধ্বংসের একদিন আগে তাকে ইদলিবের একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ও পরিত্যক্ত মসজিদের ভিতরে করা একটি ভিডিওতেও দেখা গিয়েছিল, যেখানে সে মসজিদের মিম্বার থেকে কসাই আসাদের সমর্থনে স্লোগান দিতে ও অন্যান্য শিয়া সন্ত্রাসীদের ধ্বংসযজ্ঞ চালতে উদ্বুদ্ধ করছিল।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৭৬ আফগান মুরতাদ সৈন্য হতাহত!

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন ১৫ মার্চ সন্ধা পর্যন্ত আফগানিস্তান জুড়ে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে অর্ধশতাধিক অভিযান পরিচালনা করেছেন।

মুজাহিদদের প্রকাশিত ১৮টি অভিযানের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৪ উচ্চপদস্থ অফিসার ও কমান্ডারসহ ৬৭টি এরও অধিক আফগান সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো ৯ এরও অধিক। মুজাহিদগণ ধ্বংস করেছেন মুরতাদ বাহিনীর ৪টি ট্যাঙ্ক ৩টি রেঞ্জার গাড়ি ও ১টি হ্যাম্বি।

মুরতাদ বাহিনী হতে বিজয় করেছেন ৩টি চেকপোস্ট। পাশাপাশি মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন অনেক যুদ্ধাস্ত্র।

অপরদিকে মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে ১৭ আফগান পুলিশ ও সেনা সদস্য।

শেয়ারবাজারে বড় দরপতন অব্যাহত, আধঘণ্টায় নেই ১৭৬ পয়েন্ট

বড় দরপতন অব্যাহত আছে শেয়ারবাজারে। আজ রোববার লেনদেনের প্রথম আধা ঘণ্টায় দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স হারিয়েছে ১৭৬ পয়েন্ট। নেমে এসেছে ৪ হাজার পয়েন্টের নিচে। অবস্থান করছে ৩ হাজার ৯২৮ পয়েন্টে। অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই কমেছে ৪১৬ পয়েন্ট।

ডিএসইতে বেলা ১১টার নাগাদ লেনদেন হয়েছে মাত্র ৯৪ কোটি টাকার। হাতবদল হওয়া শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে প্রায় সবগুলোর দর কমেছে। ৩১৩ টিরই দাম কমেছে। বেড়েছে মাত্র ৩ টির দর। অপরিবর্তিত আছে ১০ টির দর।

এর আগে ২০১৫ সালের ৪ মে ডিএসইএক্স সূচকটি কমে ৩ হাজার ৯৫৯ পয়েন্টে অবস্থান করে।

গত কার্যদিবস (বৃহস্পতিবার) লেনদেন শেষে ডিএসইএক্স সূচক কমে ১০১ পয়েন্ট।

অপরদিকে সিএসইতে হাতবদল হওয়া শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে ১২৭ টির দর কমেছে। ২ টির বেড়েছে। অপরিবর্তিত আছে ৩ টির দর।

কুড়িগ্রামে বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসী বিএসএফ

কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্ত থেকে এক বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী বিএসএফ। খবর ইউএনবির।

শুক্রবার রাতে উপজেলার দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের খেতারচর সীমান্তের আন্তর্জাতিক পিলার ১০৫৬ নম্বর মেইন পিলারের কাছে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, আটক ইসমাইল হোসেন ওরফে কালু (৩২) দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের কাউনিয়ার চর গ্রামের মৃত বেলাল হোসেনের ছেলে।

জামালপুর ব্যাটালিয়ন ৩৫-বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এসএম আজাদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ‘এ ব্যাপারে আমরা বিএসএফের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা কোনো সাড়া দেয়নি।

যেভাবে করোনাভাইরাস মানুষের দেহে আক্রমণ করে

গত বছরের ডিসেম্বরে করোনাভাইরাস সম্পর্কে প্রথম জানা গেলেও এরই মধ্যে এই ভাইরাস এবং এর ফলে সৃষ্ট রোগ কোভিড-১৯ এর মহামারি সামাল দিতে হচ্ছে বিশ্বকে।

অধিকাংশ মানুষের জন্যই এই রোগটি খুব ভয়াবহ নয়, কিন্তু অনেকেই মারা যায় এই রোগে।

ভাইরাসটি কীভাবে দেহে আক্রমণ করে, কেন করে, কেনই বা কিছু মানুষ এই রোগে মারা যায়?

'ইনকিউবেশন' বা প্রাথমিক লালনকাল

এই সময়ে ভাইরাসটি নিজেকে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করে।আপনার শরীর গঠন করা কোষগুলোর ভেতরে প্রবেশ করে সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়ার মাধ্যমে কাজ করে ভাইরাস।

করোনাভাইরাস, যার আনুষ্ঠানিক নাম সার্স-সিওভি-২, আপনার নিশ্বাসের সাথে আপনার দেহে প্রবেশ করতে পারে (আশেপাশে কেউ হাঁচি বা কাশি দিলে) বা ভাইরাস সংক্রমিত কোনো জায়গায় হাত দেয়ার পর আপনার মুখে হাত দিলে। সংগ্রামের রিপোর্ট

শুরুতে এটি আপনার গলা, শ্বাসনালীগুলো এবং ফুসফুসের কোষে আঘাত করে এবং সেসব জায়গায় করোনার কারখানা তৈরি করে। পরে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় নতুন ভাইরাস ছড়িয়ে দেয় এবং আরো কোষকে আক্রান্ত করে।

এই শুরুর সময়টাতে আপনি অসুস্থ হবেন না এবং কিছু মানুষের মধ্যে হয়তো উপসর্গও দেখা দেবে না।

ইনকিউবেশনের সময়ের - প্রথম সংক্রমণ এবং উপসর্গ দেখা দেয়ার মধ্যবর্তী সময় - স্থায়িত্ব একেকজনের জন্য একেকরকম হয়, কিন্তু গড়ে তা পাঁচদিন।

নিরীহ অসুখ

অধিকাংশ মানুষের অভিজ্ঞতায় করোনাভাইরাস নিরীহ অসুখই মনে হবে।দশজনে আটজন মানূষের জন্যই কোভিড-১৯ একটি নিরীহ সংক্রমণ এবং এর প্রধান উপসর্গ কাশি ও জ্বর।শরীরে ব্যাথা, গলা ব্যাথা এবং মাথাব্যাথাও হতে পারে, তবে হবেই এমন কোনো কথা নেই।

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাইরাস সংক্রমণ হওয়ায় প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার ফলে গায়ে জ্বর আসে।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাইরাসটিকে শত্রুভাবাপন্ন একটি ভাইরাস হিসেবে শনাক্ত করে এবং বাকি শরীরে সাইটোকাইনস নামক কেমিক্যাল পাঠিয়ে বুঝিয়ে দেয় কিছু একটা ঠিক নেই।এর কারণে শরীরে ব্যাথা ও জ্বরের মত উপসর্গ দেখা দেয়।

প্রাথমিকভাবে করোনাভাইরাসের কারণে শুষ্ক কাশি হয়। কোষগুলো ভাইরাসের মাধ্যমে সংক্রমিত হওয়ার কারণে অস্বস্তিতে পড়ার কারণে সম্ভবত শুকনো কাশি হয়ে থাকে।

তবে অনেকের কাশির সাথেই একটা পর্যায়ে থুতু বা কফ বের হওয়া শুরু করবে যার মধ্যে ভাইরাসের প্রভাবে মৃত ফুসফুসের কোষগুলোও থাকবে।

এ ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে পরিপূর্ণ বিশ্রাম, প্রচুর তরল পান করা এবং প্যারাসিটামল খাওয়ার উপদেশ দেয়া হয়ে থাকে। এ ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে হাসপাতাল বা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজন হয় না।

এই ধাপটি এক সপ্তাহের মত স্থায়ী হয়। অধিকাংশ মানুষই এই ধাপের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করে কারণ ততদিনে তাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাইরাসের সাথে লড়াই করে সেটিকে প্রতিহত করে ফেলে।

তবে কিছু কিছু মানুষের মধ্যে কোভিড-১৯ এর আরো ক্ষতিকর একটি সংস্করণ তৈরি হয়।

এই রোগ সম্পর্কে হওয়া নতুন গবেষণায় ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে যে রোগটির এই ধাপে আক্রান্তদের সর্দিও লাগতে পারে।

ভয়াবহ ব্যাধি

এই ধাপের পর যদি রোগ অব্যাহত থাকে, তা হবে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাইরাসটি সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ায়।

যেই কেমিক্যালগুলো শরীরে বার্তা পাঠাতে থাকে, সেগুলোর প্রতিক্রিয়া তখন শরীরের বিভিন্ন জায়গায় প্রদাহ হয়।

এবার যাত্রীবাহী বাসে তরুণীর রক্তাক্ত লাশ

সাভারের আশুলিয়ায় যাত্রীবাহী দূরপাল্লার একটি বাস থেকে স্যুটকেসবন্দি অজ্ঞাত এক তরুণীর গলিত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের পরিচয় জানা যায়নি।

শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে আশুলিয়ার নবীনগর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সেবা গ্রীন লাইন (ঢাকা মেট্রো ব-১৫-৩৯৮৭) নামে দূরপাল্লার একটি পরিবহন থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নবীনগরের ওই পরিবহনের কাউন্টার মালিক মো. লিটন জানান, তাদের বাসটি গত শুক্রবার দুপুর আড়াইটায় কাউন্টারের ১৯ জন যাত্রীসহ মোট চল্লিশ জন যাত্রী নিয়ে গোপালগঞ্জের উদ্দেশে ছেড়ে যায় বাসটি। আরিচা এলাকায় ফেরি পারাপারের পর নবীনগর থেকে ওঠা এইচ-১ সিটের এক যাত্রীকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে তাদের জানায় বাসটির স্টাফরা। পরে বাসটি গোপালগঞ্জের নাজিরপুর পৌঁছালে ওই যাত্রীর বাসের বক্সে রেখে যাওয়া একটি কালো রঙের স্যুটকেস পাওয়া যায়। খবরঃ কালের কণ্ঠের

এ সময় স্যুটকেসটির মালিক না পেয়ে আবারো একই বাসে ঢাকার উদ্দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে পিবিআই'র কর্মকর্তারা স্যুটকেস খুলে অজ্ঞাত ওই তরুণীর লাশ বের করেন।

রাতে নবীনগর এলাকায় বাসটির বক্স খুলতেই এর ভেতর থেকে উটকো গন্ধ বের হতে থাকে। পরে পিবিআই এর উপস্থিতিতে কালো রঙের স্যুটকেসটি খুললে এর ভেতর থেকে তরুণীর রক্তাক্ত অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়।

ধার করে চলছে সরকার!

চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সরকার ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিয়েছে ৫৭ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা।

রাজস্ব আদায়ে মন্দা, সঞ্চয়পত্র বিক্রিতে ধস। তাই উন্নয়ন প্রকল্পসহ প্রতিদিনের ব্যয় নির্বাহের জন্য ধার করার বিকল্প নেই সরকারের। ধার করতে গিয়ে অর্থ-বছরের আট মাসেই বাজেট নির্ধারিত ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে ধার নেয়া লক্ষ্যমাত্রার ১১২ শতাংশ নিয়েছে সরকার। যা সংশোধিত বাজেটের ৭৩ শতাংশ। খবরঃ যায়যায়দিন

অপরদিকে আয় না থাকায় ধার নেয়ার লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হয়েছে। তারপরও এই খাতে সরকারের বর্তমাণ ঋণের পরিমাণ ৫৮ হাজার কোটি টাকা। যা ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে নেয়ার লক্ষ্য থেকে ১০ হাজার ৪৫৫ কোটি টাকা বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সরকার ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিয়েছে ৫৭ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা। একই সময়ে সরকার ঋণ পরিশোধ করেছে এক লাখ ৩ হাজার ১৭৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে গ্রস জমার পরিমাণ এক লাখ ৬০ হাজার ৯৯২ কোটি টাকা। গত অর্থবছরের একই সময় পর্যন্ত সরকারের নিট ঋণের পরিমাণ ছিল ১২ হাজার ২৩৭ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ নেয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা আছে ৪৭ হাজার ৩৬৪ কোটি টাকা। আট মাসেই সরকার এই লক্ষ্যমাত্রার ১২ শতাংশ বেশি ঋণ নিয়েছে। এই হিসেবে ঋণ নেয়ার পরিমাণ ১১২ শতাংশ।

এদিকে ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় বাজেট সংশোধন করে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হয়েছে। সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নেয়ার নতুন লক্ষমাত্রা হচ্ছে ৭২ হাজার ৯৫১ কোটি টাকা। মূল বাজেট থেকে সংশোধিত বাজেটে লক্ষ্যমাত্রা বেড়েছে ২৫ হাজার ৫৮৭ কোটি টাকা। সে হিসেবে আট মাসে সরকারের ঋণ নেয়ার কথা ৪৮ হাজার ৬৩৪ কোটি টাকা। সেখানে ঋণ নেয়া হয়েছে ৫৭ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা। যা লক্ষমাত্রা থেকে ৯ হাজার ১৮৫ কোটি টাকা বেশি নেয়া হয়েছে। শতাংশের হিসেবে ঋণ নেয়া হয়েছে ৭২ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

গোমূত্র পান করে হাসপাতালে ভারতীয় মালাউন রামদেব

করোনাভাইরাস সারাবিশ্বেই ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। ভাইরাসের থাবা আটকাতে প্রতিষেধক তৈরির জন্য রাত-দিন এক করে ফেলছেন বিজ্ঞানী-গবেষকরা।

সম্প্রতি ভারতের হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, করোনা রুখতে একমাত্র 'মহৌষধি' হল গোমূত্র।

করোনাভারাসের ওষুধ হিসেবে গোমূত্র পানের দাবিকে কেন্দ্র করে ভারতের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে বহু পোস্ট। সম্প্রতি সেদেশের ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে, করোনাভাইরাসের হানা থেকে বাঁচতে অত্যধিক মাত্রায় গোমূত্র পান করে এবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন যোগগুরু বাবা রামদেব।

দাবির স্বপক্ষে রামদেবের একটি ছবিও পোস্ট করা হয়। যেখানে হাসপাতালে ভর্তি থাকতে দেখা গেছে তাকে। তাকে ঘিরে রয়েছেন তার ভক্তরা।

ফেসবুকের বেশ কিছু অ্যাকাউন্ট থেকে একই ছবি ও দাবি করে এই পোস্ট দেয়া হয়েছে।

ইংরেজিতে 'Baba Ramdev Weak Hospital' লিখে গুগল-সার্চের ফলে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত আসল ছবিটির সন্ধান মেলে। ওই খবর অনুযায়ী, দেরাদুনে অনশন ভঙ্গের পর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রামদেবকে। ছবিটি ওইসময় তোলা হয়েছিল।

করোনাভাইরাস নিয়ে মুফতী তাকী উসমানীর গুরুত্বপূর্ণ বার্তা

শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বিশ্বব্যাপী আলোচিত করোনা ভাইরাস বিষয়ে সংক্ষিপ্ত তবে সারগর্ভ ইসলামী বার্তা তুলে ধরেছেন।

তাঁর বার্তাটি পাকিস্তানের বিখ্যাত দ্বীনী প্রতিষ্ঠান জামিয়াতুর রশীদের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছে।

হযরতের বক্তব্যের হুবহু অনুবাদ নিম্নে তুলে ধরা হল-

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকাল বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কথা শোনা যাচ্ছে। এর বিস্তৃতি ক্রমেই বাড়ছে। একে প্রতিরোধ করার জন্য ও সর্তকতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে।

কেউ কেউ মনে করেন, এক্ষেত্রে পূর্ব সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইসলামের তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। এ কথাটি একেবারেই সঠিক নয়। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম পরিস্থিতিতে পূর্ব সতকর্তামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

যেমন, তাউন বা প্লেগ রোগ কোথাও ছড়িয়ে পড়লে, বাহির থেকে কাউকে সেখানে যেতে বারণ করেছেন। আর ভিতরের লোককে বাহিরে যেতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা শরীয়তের চাহিদার অন্তর্ভুক্ত।

অতএব এ ব্যাপারে সরকার প্রধান বা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যেসব নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে, তা অনুসরণ করা শুধু উচিত-ই নয়; বরং শরীয়াতের দৃষ্টিতেও জরুরী।

অধিক হারে লোক সমাগম হয় এমন কোনো প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠানে যেহেতু করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আংশকা প্রবল, তাই এ মুহূর্তে এমন প্রোগ্রামের আয়োজন না করাই উচিত।

বিয়ে-শাদীর প্রোগ্রাম ছোট পরিসরে করা উচিত। লোক সমাগম যেনো কম হয়। তাছাড়া বিয়ে শাদী ছোট পরিসরে হওয়াই সুন্নাহ।

হয় বিয়ে শাদীর প্রোগ্রাম এ মুহূর্তে পিছিয়ে দিন অথবা পরিসর ছোট করুন।

জুমা ও অন্যান্য ফরয নামাযের ক্ষেত্রে শুধু ফরযটি মসজিদে পড়বে। বাকি সুন্নাত ও নফল নামায ঘরেই আদায় করবে। তাছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায়ও নফল নামায ঘরে পড়াই উত্তম। এমনকি ওযুও বাসা থেকেই করে আসবে।

এমনকি জুমা ও অন্যান্য নামাযের ক্ষেত্রে ইমাম সাহেবগণ ক্বেরাত সংক্ষেপ করাই উত্তম।

স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় থেকে যদি মুসাফাহা না করার পরামর্শ দেয়া হয়, তবে সেটাও পালন করা উচিত। মুসাফাহা করবে না। কারণ তা ফরয বা ওয়াজিব নয়। আর যা ফরয বা ওয়াজিব নয়, সেটা এ মুহূর্তে ত্যাগ করতে কোনো সমস্যা নেই।

পূর্বে যা বলা হল তা অনুসরণ করাই ভালো। এতে নিজ ও দেশ সকলেরেই কল্যাণ রয়েছে। এটি শরীয়াহ্ ও নববী নির্দেশনার সম্পূর্ণ অনুকুল। সুতরাং এর উপর আমল করা চাই। “ (শেষ)

টিকা: হযরত যে মূল্যবান বার্তা তুলে ধরেছেন, তা ইতালী, চীন ও এরকম অন্যান্য দেশের জন্য শতভাগ প্রযোজ্য, যেসব দেশে এ ভাইরাস বড় আকারে ছড়িয়ে পড়েছে।

তবে আমাদের দেশের জন্য এখনি তা হুবুহু প্রযোজ্য হবে কি না তা স্থানীয় উলামায়ে কেরাম ভেবে দেখবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু আমাদেরকে এরকম পরিস্থিতির সম্মুখিন হওয়া থেকে হেফাযতর করুন। বিশ্ববাসীকে এ আযাব থেকে মুক্ত করুন। আমীন।

ডিসি অফিসে সাংবাদিক আরিফকে চোখ বেঁধে বিবস্ত্র করে নির্যাতন

বাংলা ট্রিবিউনের কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম রিগ্যানকে শুক্রবার (১৩ মার্চ) গভীর রাতে বাসার গেট ও ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চোখ বেঁধে বিবস্ত্র করে নির্যাতন করা হয়েছে। সে নির্যাতনের ঘটনার পুরো দৃশ্য ভিডিও করে একজন।

শনিবার (১৪ মার্চ) কুড়িগ্রাম কারাগারে আটক আরিফের সঙ্গে দেখা করতে গেলে স্ত্রী মোস্তারিমা সরদার নিতুর কাছে এসব অভিযোগ করেছেন তিনি (আরিফ)।

এসময় রাতের ঘটনায় নেতৃত্ব দানকারী কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের আরডিসি (সিনিয়র সহকারী কমিশনার-রাজস্ব) নাজিম উদ্দিনকে চিনে ফেলেন নিতু। তিনি সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেন, আরডিসি নাজিম উদ্দিনই তার বাসায় হামলার নেতৃত্ব দিয়েছেন।

মোস্তারিমা সরদার নিতু আরও জানান, 'আমার স্বামী খুবই অসুস্থ। সে ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছে না। আমাদের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলার মতো শক্তি ছিল না তার।'

আরডিসি নাজিম উদ্দিন অভিযানে থাকার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'আমি গতরাতে ওয়ার্ক স্টেশনে ছিলাম না।'

উল্লেখ্য, শুক্রবার (১৩ মার্চ) মধ্যরাতে বাড়িতে হানা দিয়ে ধরে নিয়ে সাংবাদিক আরিফুল ইসলামকে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন জেলা প্রশাসনের মোবাইল কোর্ট। এসময় তার বিরুদ্ধে আধা বোতল মদ ও দেড়শ' গ্রাম গাঁজা পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ তোলা হয়। যদিও আরিফের অধূমপায়ী হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তার পরিচিতরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, জেলা প্রশাসক মোছা. সুলতানা পারভীন একটি পুকুর সংস্কার করে নিজের নামে নামকরণ করতে চেয়েছিলেন। আরিফুল এ বিষয়ে নিউজ করার পর থেকেই তার ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন ডিসি। এছাড়া, সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন অনিয়ম নিয়ে রিপোর্ট করতে চেয়েছিলেন সাংবাদিক আরিফ। এ বিষয়ে জানতে পেরে জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে তাকে বেশ কয়েকবার ডেকে নিয়ে সতর্ক করা হয়।

খেলাপি আদায়ে ব্যর্থ ১৭ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

সংকটকাল অতিক্রম করছে দেশের আর্থিক খাত। বিশ্বব্যাপি করোনার কোপ ও দুর্নীতি-অনিয়মের কারণে বাংলাদেশর অর্থনীতির অবস্থা খুবই নাজুক। এর মধ্যে সরকারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিপাকে পড়েছে ১৭ ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান। শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসকরণ, খেলাপি থেকে আদায়, অবলোপন করা ঋণ কমানো, রিট মামলা নিষ্পত্তিকরণ, অর্থঋণ আদালতের মামলা নিষ্পত্তিসহ বিভিন্ন সূচকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান। সূত্র:অর্থসূচক

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন ১৭টি ব্যাংক-বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্ধবার্ষিক কর্মসূচি মূল্যায়ন বিষয়ক সভায় উপস্থাপিত এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জানতে চাইলে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, শুধু লক্ষ্য নির্ধারণ করলে তা অর্জন সম্ভব নয়। এর গভীরে পৌঁছাতে হবে। কোন কারণে ঋণ খেলাপি এবং অবলোপন করা হয়েছে-তা আগে খুঁজে বের করতে হবে। সাধারণত রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে প্রথমে ঋণ অনিয়ম এবং পরে খেলাপিতে পরিণত হয়। এ ধরণের পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন এখনও হয়নি। এছাড়া স্টে অর্ডারের মাধ্যমে বছরের পর বছর আটকে আছে অনেক ঋণ। আইনি সংস্কার ছাড়া মামলাজট খোলা সম্ভব নয়। আগে সমস্যার গোড়ায় হাত দিতে হবে। তবে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হতে পারে। মূলত কাগুজে পদক্ষেপে কোনো দিন এ ধরণের খারাপ ঋণ আদায় হবে না।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, রাষ্ট্রায়ত্ত ৬টি ব্যাংকের মধ্যে অধিকাংশই কাঙ্খিত পরিমাণ খেলাপি ঋণ কমাতে পারেনি। বিদায়ী বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত জনতা ব্যাংকের খেলাপি ঋণ কমিয়ে ১০ হাজার কোটি টাকায় নামানোর লক্ষ্যমাত্রা ছিল। কিন্তু ২০১৯ শেষে ব্যাংকের মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৪৫৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ ব্যাংকটি লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। একইভাবে রূপালী ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। কিন্তু ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির মোট খেলাপি ৪ হাজার ২২৬ কোটি টাকায় অবস্থান করছে। খেলাপি ঋণ ৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকায় নামিয়ে আনার কথা ছিল অগ্রণী ব্যাংকের। কিন্তু নির্ধারিত সময় শেষে ৬ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে ব্যাংকটির মোট খেলাপি। একই অবস্থা বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডও (বিডিবিএল)। ২০১৯ সাল শেষে ব্যাংকের মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৭০০ কোটি টাকায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু সময় শেষে ব্যাংকটির খেলাপি দাঁড়িয়েছে ৭৬৪ কোটি টাকা।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শ্রেণীকৃত ঋণ থেকে আদায় একেবারেই কম। কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি সরকারি খাতের কোনো ব্যাংক। সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী, বেসিক ও বিডিবিএল ব্যাংকের আদায় যথাক্রমে ৪২, ৫২, ৩৩, ৩৪, ৮৭ ও ৩০ শতাংশ। অবলোপনকৃত ঋণ থেকে আদায়ের অবস্থাও খারাপ। উল্লেখিত ব্যাংকগুলো ২০১৯ শেষে অবলোপনকৃত ঋণ থেকে আদায় করেছে যথাক্রমে ১৮, ৪৪, ১১২, ১১, ১৮৭ ও ৭ শতাংশ।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, শুধু অগ্রণী ব্যাংক ছাড়া পরিচালন মুনাফার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ সরকারি খাতের সবগুলো ব্যাংক। বিদায়ী বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সোনালী ব্যাংকের পরিচালন মুনাফার লক্ষ্য ছিল ১ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। কিন্তু সময় শেষে ব্যাংকটির মুনাফা ১ হাজার ২৭৬ কোটি টাকা। যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম বা ৬৭ শতাংশ। জনতা ব্যাংকের লক্ষ্য ছিল ১ হাজার কোটি। এর বিপরীতে পরিচালন মুনাফা অর্জন হয়েছে ৬৮৮ কোটি টাকা। এছাড়া অগ্রণী, রূপালী, বেসিক ও বিডিবিএলের পরিচালন মুনাফা যথাক্রমে ১০৮, ২৯, (-২৩২৪২), ও ৩৬ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে বেসিক ব্যাংকের পরিচালন মুনাফার লক্ষ্য ছিল মাত্র ১ কোটি টাকা। কিন্তু এই সময়ে ব্যাংকটির মুনাফা না বেড়ে উল্টো কমেছে। এই ছয় মাসে বেসিক ব্যাংক ২৩২ কোটি টাকার লোকসানে পড়েছে।

লোকসানি শাখা কমানোর ক্ষেত্রেও ঋণাত্মক অবস্থানে রয়েছে বেসিক ব্যাংক। শুধু বেসিক নয়, বিডিবিএল ও অগ্রণী ব্যাংকও অর্জন করতে পারেনি লোকসানি শাখা কমানোর লক্ষ্য। ডিসেম্বর শেষে অগ্রণী ব্যাংকের মোট লোকসানি শাখা হওয়ার কথা ছিল ৬০টি। কিন্তু শাখা কার্যক্রম ভালো না হওয়ায় ৭০টিতে দাঁড়িয়েছে ব্যাংকের মোট লোকসানি শাখা। একই সময়ে বেসিক ব্যাংকের মোট লোকসানি শাখা ২৬টি। কিন্তু নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫টিতে কমিয়ে আনা। অন্যদিকে বিডিবিএলের লোকসানি শাখা কমিয়ে ১৪টিতে নামিয়ে আনার কথা থাকলেও বছর শেষে ব্যাংকটির মোট লোকসানি শাখা দাঁড়িয়েছে ১৭টি।

এদিকে বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের (বিএইচবিএফসি) অধিকাংশ সূচক সন্তোষজনক নয়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় ঋণ বিতরণ, সরকারি কর্মচানীদের মধ্যে গৃহঋণ বিতরণ, কর্পোরেশন কর্মচারীদের মধ্যে গৃহঋণ বিতরণ, শ্রেণীকৃত ঋণ থেকে আদায় ও শ্রেণীকৃত ঋণের হার কমানের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। আলোচ্য সময়ে শ্রেণীকৃত ঋণ থেকে লক্ষ্যমাত্রার ৪২ শতাংশ অর্জন করছে বিএইচবিএফসি।

একই অবস্থা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি)। অধিকাংশ সূচক সন্তোষজনক অবস্থানে নেই। পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রার ৩৭ শতাংশ, স্টক

এক্সচেঞ্জগুলোর লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ২৮ শতাংশ, নতুন বিনিয়োগকারী বৃদ্ধিতে ২২ শতাংশ, বিনিয়োগে ঋণ সহায়তায় ১৪ শতাংশ, ঋণ আদায়ে ৩৮ শতাংশ ও শ্রেণীকৃত ঋণ থেকে আদায়ে মাত্র ১০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে আইসিবি।

কয়েকটি সূচকে ভালো করলেও অনেক সূচকেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি জীবন বীমা কর্পোরেশন। বিনিয়োগ থেকে আয়, মাঠ পর্যায়ে বীমা প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি ও উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে খুবই খারাপ অবস্থা জীবন বীমা কর্পোরেশনের। ২০১৯ সালের শেষ ছয় মাসে ৫০টি আপত্তি নিষ্পত্তি করার কথা থাকলেও একটিও নিষ্পত্তি করতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি।

এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেটও বিভিন্ন সূচকে বেঁধে দেয়া লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি।

প্রতিবছর ইয়ামানে মারা যাচ্ছে ৫০ হাজার শিশু : আনসারুল্লাহ

ইয়ামানের জনপ্রিয় আনসারুল্লাহ আন্দোলন বলেছে, দারিদ্রপীড়িত দেশটিতে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের সামরিক আগ্রাসন এবং সর্বাত্মক অবরোধ আশঙ্কাজনকভাবে শিশু মৃত্যুর হার বাড়িয়ে তুলছে।

আনসারুল্লাহ গত (বৃহস্পতিবার) বলেছে, ইয়ামানের বিরুদ্ধে সৌদি আরবের চলমান সামরিক আগ্রাসন দেশটিতে দুর্ভিক্ষ, দারিদ্রতা এবং রোগ বাড়িয়ে তুলছে।এর ফলে ইয়ামানে প্রতিবছর এক মাসের কম বয়সি ৫০ হাজার শিশু মারা যাচ্ছে।

২০১৫ সালের ২৬ মার্চ থেকে সৌদি আরব ও তার আঞ্চলিক মিত্ররা ইয়ামানের সাবেক পলাতক প্রেসিডেন্ট আব্দু রাব্বু মানসুর হাদিকে ক্ষমতায় পুনর্বহাল করার লক্ষ্যে দেশটির বিভিন্ন এলাকায় আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত এতে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। এছাড়া, আহত ও উদ্বাস্তু হয়েছে কয়েক লাখ মানুষ। এ নিয়ে বিশ্ব একেবারেই চুপ রয়েছে।

ইয়ামানের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য সমর্থিত সৌদি সামরিক আগ্রাসনের পাশাপাশি দেশটির ওপর নৌ অবরোধের ফলে এর অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে। এছাড়া, সৌদি আগ্রাসনের ফলে ইয়ামানে চরম মানবিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে এবং দেশটির শিশুরা কলেরাসহ মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে।

১৪ই মার্চ, ২০২০

কমছেই না‘গণধর্ষণ’, চরম উৎকণ্ঠায় অভিভাবকরা

রাজধানীর বিমানবন্দর থানার রেলস্টেশন এলাকায় ১৪ বছরের এক কিশোরীকে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ওই কিশোরীকে বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি করা হয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, আজ শনিবার ভোরে ওই কিশোরীকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। ভুক্তভোগী ওই কিশোরী বিমানবন্দর রেলস্টেশন এলাকাতেই থাকে।

গতকাল শুক্রবার রাতে তিনজন ওই কিশোরীকে রেলস্টেশনের পাশের একটি ঝোপঝাড়ের মধ্যে নিয়ে গণধর্ষণ করে পালিয়ে যায়। পরে ওই এলাকার কয়েকজন মিলে তাকে উদ্ধার করে সকাল ৫টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। খবরঃ আমাদের সময়

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক বাচ্চু মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আজ ভোরে ওই কিশোরীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাকে গণধর্ষণ করা হয়েছে।

এর আগে গত ৫ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ওইদিন বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শেওড়া যাওয়ার উদ্দেশে ঢাবির বাসে ওঠেন ওই শিক্ষার্থী। সন্ধ্যা ৭টার দিকে শেওড়ার বিপরীত পাশে কুর্মিটোলায় বাস থেকে নামেন তিনি। সেখান থেকে নেমে ফুটপাট দিয়ে ৪০ থেকে ৫০ গজ শেওড়ার দিকে হেঁটে আর্মি গলফক্লাব মাঠ সংলগ্ন স্থানে পৌঁছালে পেছন থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তি মুখ চেপে তাকে পাশের একটি স্থানে নিয়ে অজ্ঞান করে ধর্ষণ করে।

ফটো রিপোর্ট | দখলদারিত্বের অবসানে, মহাউৎসব আফগানে

আফগানিস্তানে দীর্ঘ সময় পর দখলদারিত্বের অবসান ঘটেছে। আফগানিস্তান থেকে বিদায় নিচ্ছে দখলদার আমেরিকা। আর, তাই দখলদারিত্বের এই অবসানকে উৎযাপন করছেন আফগানিস্তানের সকল স্তরের জনগণ। আফগানজুড়েই চলছে আনন্দোৎসব। আমেরিকা তথা দখলদারদের বিদায়ে খুশি হয়ে সবাই জড়ো হয়েছেন মাঠে-ময়দানে, আলেম-উলামা ও গোত্রীয় নেতারা বক্তব্য রেখেছেন সেখানে। ইসলামী ইমারতের ভবিষ্যত পরিকল্পনায় সফলতার জন্য দোয়া করেছেন। পাশাপাশি, এই প্রয়োজনীয়তার সময়ে ইসলামী ইমারতের মুজাহিদীনের প্রতি সাহায্য অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গত ৩রা মার্চ ইসলামী ইমারতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এই তথ্যগুলো পিকচারসহ জানানো হয়েছে।

https://alfirdaws.org/2020/03/14/34463/

ছয় ছয়টি জায়েজ বিয়ে বন্ধ করলো তাগুত বাহিনীর ভ্রাম্যমাণ আদালত

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এক রাতে ছয়টি জায়েজ বিয়ে বন্ধ করলো তাগুত বাহিনীর ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে এসব বিয়ে বন্ধ করে তাগুত প্রশাসন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আনিসুর রহমান গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, অভিযানে মেয়েদের ১৮ বছরের নীচে বিয়ে দেবেন না মর্মে অভিভাবকদের কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়েছে। খবরঃ কালের কণ্ঠের

এর মধ্যে বহুলী ইউনিয়নের ধীতপুর কানু গ্রামে আবু সামা শেখের মেয়ে জান্নাতি খাতুনের বিয়ে বন্ধ করে কনের বাবা আবু সামা শেখকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। উপজেলার কাদাই গ্রামে ছানোয়ার হোসেনের তার ৭ম শ্রেণি পড়ুয়া মেয়ের (১৩) কথিত বাল্যবিয়ে বন্ধ করা হয়। বাগবাটি দক্ষিণ পাড়ার আবু হানিফের মেয়ে সুবর্ণা খাতুনের (১৬) কথিত বাল্যবিয়ে বন্ধ করা হয়। এ সময় কাজী রেজাউল করিমকে ৫০ হাজার, বর আজিজল হককে ৫ হাজার ও কনের ভগ্নিপতি খোকন মিয়াকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। শিয়ালকোল ইউনিয়নের শিবনাথপুর গ্রামের আকতার হোসেনের মেয়ে স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণির ছাত্রী আতিয়া খাতুনের (১৪) বিয়ে বন্ধ করা হয়। এ সময় বর-কনের বাবাকে ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা

করা হয়। বাগবাটি ইউনিয়নের কানগাঁতী গ্রামের হাফিজুলের মেয়ে ১০ম শ্রেণির ছাত্রী নুপুরের (১৫) বিয়ে বন্ধ করা হয় এবং বর ও কনের বাবাকে ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। সবশেষে বাগবাটি ইউনিয়নের মালিগাঁতী এলাকায় ৭ম শ্রেণিতে পড়ুয়া লিমা খাতুনের (১২) কথিত বাল্যবিয়ে বন্ধ করে কনের বাবাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

দিনাজপুরে মাদক বিক্রির সময় দুই বিজিবি সদস্য আটক

দিনাজপুরে মাদক বিক্রির সময় দুই বিজিবি সদস্যকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাত ২টার দিকে শহরের গোড়-এ শহীদ ময়দানের কাছে কৃষ্ণকলি রেস্টুরেন্টের পাশ থেকে তাদের আটক করা হয়। দুই জনকেই বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। খবর -বাংলা ট্রিবিউন

আটককৃতরা হলেন- বিজিবি দিনাজপুর সেক্টরের সিগন্যাল ম্যান আনোয়ার হোসেন (৩০) ও ল্যান্স নায়েক সহকারী সাগর হোসেন (৩০)। আনোয়ার হোসেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর থানার পশ্চিম মোড্ডা এলাকার আলমগীর হোসেনের ছেলে। সাগর হোসেন ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার আরাপপুর গ্রামের আবু বক্কর সিদ্দিকের ছেলে।

দিনাজপুর গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পুলিশের ওসি এটিএম গোলাম রসুল জানান, দুই মাদক ব্যবসায়ী কৃষ্ণকলি রেস্টুরেন্টের পাশে পাইকারি মাদক বিক্রির জন্য অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় গোয়েন্দা পুলিশ। এসময় নিশ্চিত হয়ে দুই জনকে আটক করা হয়। তাদের মোটরসাইকেলে সবুজ রঙের একটি ব্যাগে স্কচটেপ মোড়ানো দুই কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পরে সেগুলো জব্দ করে দুই জনকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বিজিবি দিনাজপুর সেক্টরের সদস্যরা আটক দুই জনকে ডিবি কার্যালয় থেকে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা জানতে বিজিবি দিনাজপুর সেক্টর কমান্ডারের সরকারি নম্বরে বারবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি।

দিল্লী গণহত্যায় মালাউন পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষপাত

প্রথমে আমাদের কাছে যথেষ্ট পাথর ছিল না । পুলিশ আমাদের পাথর এনে দিয়ে সেগুলো ছুঁড়তে বললো । -হিমাংশু রাথোড় (আন্দোলনকারী গেরুয়া সন্ত্রাসীদের একজন)

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন । এই আইন ভারতে মনুষ্যত্বহীনতার ভয়াল রূপ নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে । সফলভাবে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য সহিংসতা । আর জন্ম দিচ্ছে প্রতিহিংসার অন্তহীন আগুন।

এই অমানবিকতার প্রতিবাদে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল অযুত মানুষ । বিনিময়ে তারা হারিয়েছে আত্মীয়-স্বজন, কিংবা জীবনের শেষতম আশ্রয় ভিটেমাটি , সাহায্যের পরিবর্তে মোকাবেলায় দাঁড়িয়েছে জয় শ্রী রাম ধ্বনিতে মাঠ-ঘাট কাঁপিয়ে সারা জীবন বন্ধু মনে করা হিন্দু জনস্রোত ; দিল্লী গণহত্যা। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কি কারো ছিলনা ? অবশ্যই ছিল । প্রশাসন ও পুলিশের নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা ছিল । তবে তাদের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে অনেক প্রশ্ন । এমন কিছু প্রশ্ন ; কয়েকটি দুঃখময় কাহিনী ও কথা নিয়ে। চলুন জেনে আসা যাক ।

১.

মাথায় দগদগে রডের বাড়ি আর অমানুষিক নির্যাতন নিয়ে জানালা ভাঙা এ্যাম্বুলেন্সে শুয়ে আছেন সরফরাজ আলি । ভয়ার্ত কণ্ঠে তিনি বলতে শুরু করেন –

আমি আর আমার বাবা বাইকে করে আসছিলাম । তারপর প্রথমে তারা (পুলিশ) আমাদেরকে 'জয় শ্রীরাম' শ্লোগান দিতে বলে । এবং নাম জিজ্ঞাসা করে । আমি ভুয়া একটা নাম ঠিক করে রেখেছিলাম । সেটা বললাম । তারা আমার আইডি কার্ড চাইল । কিন্তু আমার কাছে তা ছিলনা । হঠাৎ তারা আমার হেলমেট খুলে মোটা রড দিয়ে মাথায় এক ঘা বসিয়ে দেয় । বাইক থেকে আমাদের ফেলে দেয় । আর চোখের সামনেই আমার বাইকটি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে । অনেকক্ষণ যাবত তারা আমাকে আর বাবাকে পেটাতে থাকে ।

ওরা মুসলিমদের চিহ্নিত করে শুধু তাদেরই মারছে । হিন্দু জানতে পারলেই ছেড়ে দিচ্ছে । আর যখন আমি ভুয়া নামটা বলেছিলাম তখন তারা আমার কথা কথা বিশ্বাস করলো না । বললো – ঠিক আছে দেখি প্যান্ট খুল !

এরপর তিনি নিজের অশ্রু লুকানোর চেষ্টা করলেন । না তিনি পারলেন না । আর সেই এক ফোঁটা অশ্রু থেকে হাজারো মানুষের পাঁজর ভাঙা কান্নার নির্মম ধ্বনি ভেসে এলো ।

২.

বাইরে প্রচণ্ড হৈচৈ শুরু হয় । বন্দে মাতরম আর জয় শ্রীরাম শ্লোগানে দপ করে জ্বলে উঠে চারপাশ । অবস্থা বেগতিক দেখে দোকানের ঝাঁপি নামিয়ে ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে বসে

রইলেন ব্যবসায়ী বুরা খান । সন্ত্রাসীরা এসে প্রথমে তার গাড়িটিকে জ্বালিয়ে দিল । তারপর দোকানঘর । লোকজন যখন অবিরাম পাথর বর্ষণ করছিল তখন তিনি আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন । হঠাৎ কেউ একজন ভেতরে টিয়ার গাস ছুঁড়ে মারে । তিনি দোকানের পাশের দরোজা দিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন । বাইরে বের হয়ে দোকানের দিকে ফিরে তাকান । পরক্ষণেই একটি দৃশ্যের দিকে চোখ গেলে স্তব্ধ হয়ে যান তিনি, স্থির হয়ে যায় তার সমস্ত ভাবনা। তিনি দেখেন, পুলিশ ও হামলাকারীরা একসাথে মিলে আগুন লাগাচ্ছে তার দোকানে । তখনি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েন তিনি । জানটুকু নিয়ে কোনভাবে পালিয়ে যান নির্দিষ্ট দূরত্বে ।পরদিন তিনি তার ভস্মীভূত দোকানের উপর দাঁড়িয়ে বলেন-দমকলের গাড়ি এসে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে যায় । কিছুই করেনি তারা । এভাবেই আমার সব শেষ হয়ে গেলো ।

৩.

ফুটপাতের পাশে ফায়জান নামের ২৩ বছরের এক যুবককে নির্মমভাবে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে পুলিশ । নিহতের ভাই নাঈম চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলেন-প্রচণ্ড ব্যাথায় আমার ভাই ভালমতো বসতেও পারছিল না এবং দাঁড়াতেও পারছিল না । তার শরীর নীল হয়ে গিয়েছিল । কালশিটে দাগে ভরে উঠেছিল সমস্ত দেহ । তার শরীরের এমন এমন জায়গায় মারা হয় যেগুলো কাউকে বলা যায় না ।

৪.

মঙ্গলবার দুপুর । চারিদিকে সুনসান নীরবতা । শিব বিহারের পুরুষেরা কয়েক মাইল দুরে, দিল্লির আরেক অংশের একটি ইজতেমায় গিয়েছে । শুধুমাত্র নারীরাই ঘরের ভেতর ।

হঠাৎ ৫০/ ৬০ জন লাঠি হাতে হেলমেট পরিহিত অপরিচিত লোকদের একত্র অবস্থায় দেখা যায় । তারা ঘরে ঘরে গিয়ে নারীদেরকে আশ্বস্ত করে বলে-আমরা তোমাদেরকে রক্ষা করতে এসেছি । ভয় পাবা না । ঘরের ভেতরেই থাক । বের হয়ো না ।

নারীরা জানালা দিয়ে তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলেন । কিছুক্ষণ পরই বোঝা গেলো যে, তারা ঘরবাসীদের সাহায্য বা রক্ষা, কিছুই করতে আসেনি ।

তারা জয় শ্রী রাম বলে শ্লোগান দেয়া শুরু করে । কয়েকটি মুসলিম বাড়ী আর একটি ফার্মেসিতে দপ দপ করে আগুন জ্বলে উঠে । হামলাকারীরা ট্রান্সফরমার ভাঙচুর করে এবং ধুলায় পুরো এলাকা আচ্ছাদিত হয়ে যায়।

নাসরীন আনসারী নামক এক নারী বলেন-তারা মুসলমানদের দোকান এবং বাড়িঘর লক্ষ্য করে ককটেল এবং রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার ছুড়ে মারছিল। কিন্তু কোন হিন্দু বাড়িতে হামলা করেনি। আমরা কখনো ভাবিনি, এরকম কোন কিছু কখনো ঘটতে পারে। আমাদের একমাত্র দোষ কি শুধু এটাই ছিল যে, আমরা মুসলমান।

তিনি আরও বলেন যে, নারীরা তখন পুলিশের কাছে অনেকবার টেলিফোন করে । প্রত্যেকবার তারা আমাদের আশ্বস্ত করছিল যে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তারা এখানে পৌঁছে যাবে। কিন্তু না, তারা এলো না ।

ঘরবাসীরা স্পষ্টই বুঝতে পারলো, আজ রাতে তাদের আর রক্ষা হবে না। তারপর জীবনের পরম আশ্রয় ও ঠিকানা-শিব বিহার থেকে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেল হাজার হাজার মুসলমান বাসিন্দা ।

৫.

বহুদিন হিন্দু মুসলমানের সেই পুরনো সংঘাত নিষ্ক্রিয় ছিল । মোদি সরকার এসে সেই আগুনকে পুনরায় জ্বালিয়ে দিয়েছে। হিন্দুস্তানের মাটি থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের নাম মুছে দিতে সে আজ বদ্ধপরিকর । উঠে পরে লেগেছে অসংখ্য উগ্র হিন্দু জনতা । আর চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে প্রশাসন ও পুলিশ ।

অভিযোগ উঠছে যে, পুলিশকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না । এক অনলাইনে নিউজ পোর্টালে এ বিষয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে । তাতে বলা হয়েছে যে, ভারতের রাজধানী দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শুরুর পর ১৩ হাজার ফোন কল পেয়েও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি । কোথাও গুলি, কোথাও গাড়ি পোড়ানো আবার কোথাও নির্বিচারে মানুষকে হত্যা, হামলা ও নির্যাতনের বিষয়ে ফোন কলের মাধ্যমে পুলিশে অভিযোগ দেয়া হয়েছিল । অভিযোগ পাওয়া সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি দিল্লি পুলিশ।

পুলিশ যদি শুধু নিষ্ক্রিয় থাকতো তাও একরকম হতো । কিন্তু পুলিশ ইন্ধনদানকারীর ভূমিকা পালন করেছে । বিবিসির এক ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, কয়েকটি পুলিশ দুর্বৃত্তদের সঙ্গে মিলে মুসলমানদের দিকে ঢিল ছুঁড়ছে । আবার কোনটাতে দেখা যাচ্ছে, পুলিশ কাউকে কাউকে পেটাচ্ছে আর জয় শ্রী রাম শ্লোগান দেওয়াচ্ছে ।

পুলিশকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে পুলিশ মুখ খুলতে রাজি হয়নি।

উচ্চমহল থেকে যদিও বলা হচ্ছে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখতে । তবু আমাদের মনে একটা প্রশ্ন থেকেই যায় । সেটা হল, তারা যদি সম্প্রীতিই চাইত তাহলে তাদের চোখের সামনে দিয়ে এত বড় একটা নৃশংস ঘটনা কীভাবে ঘটে যাচ্ছে ? কেন তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না ? নাকি তারা নিয়ন্ত্রণ চাইছেও না? প্রশ্নের উত্তর আমরা সবাই জানি । কিন্তু মুখ খুলে বলার মত সাহস কেউ রাখি না । বড় দুঃখের কথা।

আচ্ছা, ঘুরে দাঁড়াবার মত ঐশ্বর্যময় দিনটি কি কোনদিনই আমাদের জীবনে আর ফিরে আসবে না ? তবু কী ভারতীয় মুসলমানরা ইনসাফের অপেক্ষা করে যাবে আজীবন-হিন্দু মালাউনদের কাছে, মানবতার কাছে?

ভারতের অর্থনীতিতে আশ্বাসই সার, নেই কোন পদক্ষেপ!

ভারতে শেয়ার বাজারে ধস নামলেও, অর্থনীতি নিয়ে আশ্বাস বাণীতেই আটকে থাকল মালাউন মোদী সরকার। সংশ্লিষ্ট মহলের অভিযোগ, করোনা-আতঙ্কের প্রভাব রুখতে হাতেকলমে পদক্ষেপের দেখা মিলল না এখনও। খবর-আনন্দ বাজার

নাগাড়ে পড়তে থাকা ভারতের বাজার আজ সকালের দিকে বিপুল নামার পরে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায় লেনদেন। পরে সেনসেক্স, নিফ্‌টি কিছুটা উঠলেও, সেটা সূচকের ঘুরে দাঁড়ানো নয় বলেই মনে করছেন বহু বিশেষজ্ঞ।

অর্থনীতিতে করোনার প্রভাব ঠেকাতে ১৮ ফেব্রুয়ারির বৈঠকে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের কাছে একগুচ্ছ দাবি জানিয়েছিল শিল্প। নির্মলাও বলেছিলেন, শীঘ্রই বেশ কিছু পদক্ষেপ ঘোষণা করা হবে। কিন্তু ২৫ দিন কেটে গিয়েছে, তার দেখা মেলেনি। আজ দেশের অর্থনীতির ভিত পোক্ত বলে দাবি করলেও, মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা কৃষ্ণমূর্তি সুব্রহ্মণ্যন স্বীকার করেছেন, করোনা-আতঙ্কে ব্যবসা, পর্যটন, হোটেল-রেস্তরাঁর মতো ক্ষেত্রে ধাক্কা লাগবে। অর্থ মন্ত্রকের কর্তাদের আশঙ্কা, কমতে পারে আর্থিক বৃদ্ধির হারও। তা হলে ঝিমিয়ে থাকা অর্থনীতিতে করোনা-প্রভাব আটকাতে কবে মাঠে নামবে সরকার? উত্তরে অর্থমন্ত্রীর জবাব, “কথাবার্তা বলছি।

নিজেরা পদক্ষেপ করে উঠতে না-পারলেও, অর্থ মন্ত্রক চাইছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদ কমিয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করুক বা বাজারে নগদের জোগান বাড়াক। যুক্তি, সব দেশের শীর্ষ

ব্যাঙ্কই তা করছে। সুদ কমানো নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গভর্নরের সঙ্গে কথা হয়েছে কি না জানতে চাওয়ায় আজ নির্মলা জানান, গভর্নর বলেছেন পরিস্থিতির দাবি খোলা মনে ভাববেন।

দেশের বাজারে অতিরিক্ত ২৫ হাজার কোটি টাকা জোগানোর বার্তাও দিয়েছে তারা। তবে সুদ কমানোর পথে বাধা, ৪% লক্ষ্যমাত্রার ছাড়িয়ে যাওয়া সেই খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হারই (ফেব্রুয়ারিতে ৬.৫৮%)। করোনার ধাক্কায় ব্যবসা মার খেলে সরকারের রাজস্ব আয় কমে গিয়ে ঘাটতি বাড়ার আশঙ্কাও রয়েছে। সুব্রহ্মণ্যনের অবশ্য দাবি, "আনাজের দাম কমলে মার্চ থেকেই মূল্যবৃদ্ধির হার কমবে বলেছিলাম।

অর্থনীতির ঝিমুনির প্রধান কারণ বাজারে কেনাকাটা কমা। বিশেষত গ্রামে। আজ সুব্রহ্মণ্যনের দাবি, এক থেকে দেড় বছর পরে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারিতে গ্রামে মূল্যবৃদ্ধি শহরের চেয়ে বেশি। তা হলে শেয়ার বাজারে ধস নামছে কেন? সুব্রহ্মণ্যনের উত্তর, বাজারের ধসে বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ার বা বেশি কারণ খুঁজতে যাওয়ার দরকার নেই।"

সীমান্ত থেকে গত এক সপ্তাহে তিনজনকে ধরে নিয়ে গেলো ভারতীয় সন্ত্রাসী বিএসএফ

কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার দাঁতভাঙা সাতকড়াইবাড়ী সীমান্ত থেকে এক বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী (বিএসএফ)। আটক ইসমাইল হোসেন কালু (৩২) দাঁতভাঙা ইউনিয়নের কাউনিয়ারচর গ্রামের মৃত বেলাল হোসেনের ছেলে।

শুক্রবার (১৩ মার্চ) রাত ৮টার দিকে ভারতের দীপচর ক্যাম্পের বিএসএফ সন্ত্রাসীরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) জামালপুর ৩৫ ব্যাটালিয়নের অধীন দাঁতভাঙা কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার উমর ফারুক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। খবর- বাংলা ট্রিবিউন

এ বিষয়ে অগ্রগতি জানতে চাইলে সুবেদার উমর ফারুক আটক বাংলাদেশির নাম ছাড়া আরও কিছু জানাতে অস্বীকৃতি জানান। বিজিবি ৩৫ ব্যাটালিয়নের পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এসএম আজাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। এ নিয়ে গত এক সপ্তাহে তিনজনকে ধরে নিয়ে গেলো বিএসএফ।

১৩ই মার্চ, ২০২০

গেরুয়া সন্ত্রাসীদের বিদ্বেষের আগুনে জ্বলল মসজিদ-মাদরাসা

‘১৭ মিনিটে মসজিদ ভেঙেছি, আইন করতে কত সময় লাগে? আমি প্রথম রাজনীতিতে আসার পর মথুরায় বলেছিলাম, অযোধ্যা, মথুরা, কাশীর দরকার নেই, দিল্লির জামে মসজিদ ভাঙো। সিঁড়ির নীচে যদি মূর্তি না পাওয়া যায় তাহলে আমাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিও। ওই বক্তব্যে আমি অটল রয়েছি।’

এভাবেই উত্তেজিত ভাষণ দিচ্ছিলেন বিজেপি নেতা সচ্চিদানন্দ হরি সাক্ষী মহারাজ। এটা ২০১৮ দিল্লিতে ক্ষমতাসীন বিজেপির এক জনসমাবেশের কথা। তার একবছরের মাথায় বাবরি মসজিদ নিয়ে হিন্দুদের পক্ষে সাজানো রায় দেয়া হল হাইকোর্ট থেকে। উগ্র হিন্দুদের মনের শখ তবু পুরণ হল না যেন। তারা আরও মসজিদ ভাঙতে চায়। ধর্মান্ধতায় বুঁদ হয়ে থাকা জাতিকে উস্কে দিয়ে ভোট কামানো নেতারা ঘোষণা দিলেন, সামনে পুনরায় ক্ষমতা এলে তারা ৫৪ টি মসজিদ গুড়িয়ে দেবেন। কারণ সেগুলো সরকারি জমিতে নির্মাণ করা হয়েছে। তারপর যত দিন যায়, ততই এগুতে থাকে ‘মুসলিম শূন্য রামরাজ্য’ গড়ার স্বপ্ন। এগুতে থাকে একের পর এক মুসলিমবিরোধী হিংস্র পলিসি ও এজেন্ডা।

মসজিদের মিনারে হনুমানের পতাকা

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ছবি ভারতবর্ষের মুসলমানদের অস্থির করে তুলছে। ছবিটি ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির। ছবিতে দেখা যাচ্ছে এক সন্ত্রাসী দিল্লির একটি মসজিদের মিনার ভেঙে সেখানে প্রথমে হনুমানের ছবি সংবলিত একটি পতাকা উত্তোলন করছে। তারা মিনারে অবস্থিত একটি মাইকও ভেঙে ফেলছে। পরে সেখানে একটি ভারতীয় পতাকাও উত্তোলন করা হয়।

এর আগে শত শত সন্ত্রাসী হিন্দু দিল্লির অশোকনগর এলাকায় জড়ো হয় এবং ‘জ্যায় শ্রীড়ি আম’ বলে মসজিদে হামলা চালায় ও আগুন লাগিয়ে দেয়। শুধু অশোকনগরের ওই মসজিদে হামলার ঘটনাই নয়, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) প্রতিবাদে পুরো দিল্লি অগ্নিগর্ভে পরিণত হয়েছে।

মসজিদের মিনার ভেঙে সেখানে হনুমানের ছবি সংবলিত পতাকা উত্তোলন কিংবা ‘জ্যায় শ্রীড়ি আম’ বলে মসজিদে হামলার ঘটনা ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উগ্রপন্থী সন্ত্রাসী হিন্দুদের দ্বারা

বাবরি মসজিদে হামলা ও তা ধ্বংস করে দেয়ার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মুঘল সম্রাট বাবরের নির্দেশে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় ১৫২৮-২৯ সালে এ মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল। সন্ত্রাসী হিন্দুদের দাবি, ওই মসজিদের নিচে হিন্দু দেবতা রামের একটি মন্দির ছিল। বাবরের সেনা কর্মকর্তা মীর বাকী তথাকথিত ওই মন্দিরের ওপরই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। ৪৬৪ বছর ওই মসজিদের অস্তিত্ব থাকলেও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আহ্বানে উগ্রপন্থী হিন্দুরা সেটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ভারতজুড়ে মুসলিম নিধন ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন শত শত মানুষ। দিল্লির অশোকনগরে মসজিদে আগুন লাগানো এবং সেখানে হনুমানের ছবি সংবলিত পতাকা উত্তোলন করার ঘটনা বাবরি মসজিদের ঘটনাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিল। ওই ঘটনার জের ধরে দিল্লিতে গেরুয়া সন্ত্রাসীদের গণহত্যা ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে এ পর্যন্ত ৬৯ জনের বেশি নিরীহ মুসলমান শহীদ হয়েছেন।

মসজিদ মাদরাসা : হামলার প্রথম শিকার

কী পরিমাণ মসজিদ ও মাদরাসা হিন্দুত্ববাদী হামলার শিকার হয়েছে, তার নির্দিষ্ট কোন পরিসংখ্যান না থাকলেও ছোট্ট একটি নমুনা থেকে তা সহজেই অনুমেয়। কিছুদিন আগে ভারতের কর্নাটক রাজ্যে আরএসএসের পরিচালিত একটি স্কুলে শিশু শিক্ষার্থীদের দিয়ে বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রতীকী দৃশ্য মঞ্চায়ন করা হয়েছিল। যার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছিল সামাজিক মাধ্যমে। ভিডিওতে দেখা যায়, আরএসএস পরিচালিত একটি স্কুলে বাবরি মসজিদের একটি প্রতীকী ছবি তৈরি করা হয়েছে। সে ছবিটি ধ্বংস করতে ছোট ছোট ছাত্রদের বেষ্টনী তৈরি করা হয়েছে। প্রতীকী এ বাবরি মসজিদ ভাঙতে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। মসজিদের প্রতীকী ছবিটি ঘিরে তৈরি করা হয় বলয়। বেশকিছু শিক্ষার্থী ওই প্রতীকী ছবিটা ঘিরে রেখেছে। চারদিকে গেরুয়া পতাকা উড়ছে। কিছুক্ষণ পরই প্রতীকী ঘিরে রাখা ছাত্ররা ভেঙে ফেলছে সেটি।

যে সমাজে ছোটকাল থেকে শিশুরা গড়ে ওঠছে চরম হিংস্রতা আর উগ্রবাদের সবক নিয়ে, সে সমাজের পরিণত শ্রেণির চরিত্র যে কতটা ভয়াবহ তা বলাই বাহুল্য। এরকম একটি সমাজে সংখ্যালঘু মুসলিমদের জীবন ও ধর্ম কতটা হিংস্রতার শিকার তার কোন ইয়ত্তা নেই। সেখানে প্রাণঘাতী মুলিম নিধনের ইন্ধন যোগানো হচ্ছে প্রকাশ্যেই। সারা বিশ্বের চোখের সামনে ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করেছে। প্রকাশ্য যোগাযোগমাধ্যমে পুরুষদের প্রতি বিজেপি নারীনেত্রীর মুসলমান নারীদের জনসম্মুখে রাস্তায় গণধর্ষণের আহ্বান, নেতার মুসলিমমুক্ত ভারত গড়ার প্রকাশ্য ঘোষণা, শাসকদলের সভাপতির 'মুসলিম বাঙালিদেরকে' বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করার হিংস্র হুমকি, বিতর্কিত এনআরসি দিয়ে মুসলিমদেরকে বহিষ্কারের দুরভিসন্ধি, মুসলমান হওয়ার

‘অপরাধে’ ও গোমাংস ভক্ষণের ছুতোয় সত্য-মিথ্যা বানোয়াট অভিযোগে যত্রতত্র মুসলমান নিবর্তন-নিধনের উসকানি–এসব যেন মহামারি আকার ধারণ করেছে ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশধারী ভারত রাষ্ট্রে।

প্রতিকারের চেষ্টার শতগুণ বেশি সেই উসকানি। তার ওপর সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্রের। ভয়াবহ গণহত্যার আশঙ্কায় টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে সর্বদাই। বাসা-বাড়ি থেকে নিয়ে বাজার বন্দর পর্যন্ত কোথাও নিরাপত্তা বোধ করছে না ভারতীয় মুসলিমরা। অপরাধীদের নামে লোকদেখানো মামলা হচ্ছে, কিন্তু বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে না। কিংবা হচ্ছে না কোন মামলাই। এ সবই ঘটছে সারা দুনিয়ার সামনে। দিল্লিতে ভয়াবহ এ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে এমন সময় যখন সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সফরে এসেছে। যে নিজেও কট্টর মুসলিমবিদ্বেষী। অনেকের মতে, মোদি অনেক অংশেই ট্রাম্পের রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত। এ প্রসঙ্গে জনপ্রিয় ভারতীয় অনলাইন মিডিয়া Scroll-এর মন্তব্য উল্লেখ্য। মন্তব্যটা ছিল অনেকটা এ রকম- ‘Anti-Muslim sentiment permeates policies of both India and US’ (Feb 24. 2020)।

যাওয়ার কোন জায়গা নেই :নিপীড়িতদের মুখে দিল্লী গণহত্যা

দিল্লিতে সম্প্রতি গেরুয়া সন্ত্রাসীদের যে ভয়াবহ সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। একে একচোখা দাজ্জালী মিডিয়াগুলো দাঙ্গা বলে চালিয়ে দিতে চাইলেও তা আসলে দাঙ্গা নয়। প্রধানত মুসলমানরা আক্রান্ত হলেও নিহতদের ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ পাচ্ছে না বা প্রকাশ পেতে দেওয়া হচ্ছে না। ছবি প্রকাশেও দেওয়া হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। চেপে রাখা হচ্ছে নির্যাতনের প্রকৃত বাস্তবতা। এই লেখায় আমরা ভিক্টিমদের জবানিতে সহিংসতার বয়ান দেবার চেষ্টা করবো।

ফারুকিয়া মাদরাসা-মসজিদ : অসহায় নিরপরাধ কুরআনী শিশুর মৃত্যু

‘দেখুন, এখানে নিরীহ শিশুদের রক্ত পড়ে আছে। আমরা কার কী ক্ষতি করেছিলাম, আমাদের কুরআনকেও শহীদ করা হলো? নামাজ পড়তে থাকা মানুষদের ওপরও ওরা গুলি চালালো। অথচ বিপদের সময় আমরা কলোনি থেকে হিন্দু ভাইদের নিরাপদে বের করে এনেছি। তারা বাইরে থেকে মাদরাসায় পড়তে আসা ছোট ছোট বাচ্চাদের ওপরও এভাবে হামলা করে । আরএসএস সামনে, পেছনে উগ্র জনতা। ফায়ারিং করে ভয় দেখিয়ে আমাদের পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়।

তারপর জনতা এসে মসজিদের তালা ভাঙ্গে। গোটা সময়টা অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল পুলিশের লোকজন। কাউকে তারা বাঁধা দেওয়ার কোন চেষ্টাই করেনি।'

'মঙ্গলবার একুশে ফেব্রুয়ারী মাগরিবের নামাজের ঠিক পর পরই এই হামলার ঘটনা ঘটে। সে দিন রাতের হামলায় মসজিদে কোরআন পাঠরত তিন-চারটে নিরীহ বাচ্চা মারা গেছে, আরও বহুজন এখনো নিখোঁজ। হামলায় আরএসএসের লোকজন জড়িত ছিলো। নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে তারা। আমরা অন্ধাকারে দেখলাম দিল্লি পুলিশের লোকজন দাড়িয়ে আছে। কিন্তু হামলা ঠেকানোর জন্য কোন ব্যবস্থাই তারা গ্রহন করেনি।' বলছিলেন বিবিসিকে কয়েকজন প্রত্যক্ষ্যদর্শী।

প্যান্ট বনাম ধর্মপরিচয়

অন্য সবদিনের মতো দুই হিন্দু বন্ধুকে নিয়ে আরশাদ মোটরসাইকেলে চলছেন কর্মস্থলে। সামনে জটলা। বন্ধুদ্বয়ের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে জটলার ভেতরে থাকা গুরু তাদের ছেড়ে দিল। এবার আরশাদের পালা।

"ধর্মপরিচয় প্রশ্নে আরশাদ যখন চুপ, কিছু উগ্র হিন্দু তার প্যান্ট নামিয়ে দিল। একপর্যায়ে তারা নিশ্চিত হয় তার মুসলিম পরিচয়। তৎক্ষনাৎ তাকে হত্যা করা হয়।" গার্ডিয়ানকে জানান এক প্রত্যক্ষদর্শী।

পরবর্তীতে নর্দমা থেকে তার মরদেহ বাড়িতে আনা হয় প্রিয়জনদের সাথে শেষ সাক্ষাতের জন্য। ছয় বোনের একমাত্র ভাই আরশাদকে তখন শেষ যাত্রার শাদা কাপড়ে মোড়ানো হয়। শুধু মুখটা খোলা থাকে। বোনেরা ভাইয়ের আক্রান্ত গালে হাত দিয়ে বলছিল, উঠো, ভাইয়া উঠো ! পনের বছরের ছোট বোন উপস্থিত দর্শণার্থীদের একজনকে হিন্দু ধারণা করে তাকে বলে, "আমার ভাইয়া কত সুন্দর ছিল,তোমরা কি জান? " "কেন তোমরা আমার ভাইকে হত্যা করলে" "দেখো, তার চেহারায় কত আঘাত, তোমরা তাকে এত নির্মমভাবে হত্যা করলে? তুমি কি জানো, আমার ভাইয়া কত সুন্দর ও ভালো মানুষ ছিল? কেন সমাজের কিছু মানুষকে তোমরা ঘৃণা করছো? তোমাদের ধর্ম কি অন্য ধর্মের মানুষদের হত্যা করতে শেখায়?"

যে ছবি দিল্লি গণহত্যার সাক্ষ্য দেয়

একটি লোক দু হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে উবু হয়ে বসে আছে। রক্তাক্ত। তাকে ঘিরে ধরে লাঠি, রড, হকিস্টিক দিয়ে মারছে অনেক লোক। দিল্লির হিংসার এই ছবিটি ভাইরাল হয়েছে ইন্টারনেটে। উত্তর-পূর্ব দিল্লির ওই ছবিটিই বলে দিচ্ছে, দিল্লিতে ঠিক কী ঘটেছিল !

আক্রান্ত মুহাম্মদ জুবায়ের পরবর্তীতে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-কে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। কীভাবে তাকে মারা হয়, কী জন্য তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, জানালেন সব। জুবায়েরের ভাষায়, 'গত মঙ্গলবারের কথা। আমি তখন নামাজ পড়তে বেরিয়েছিলাম। বাচ্চাদের জন্য মিষ্টি কিনে বাড়ি ফিরছিলাম । হঠাৎ আমাকে ঘিরে ধরল একদল মানুষ, তাদের হাতে লোহার রড, হকিস্টিক ও লাঠি।'

জুবায়ের বললেন, ' হাড়গোড় ভেঙে না-যাওয়া পর্যন্ত ওরা আমাকে মেরেছে। আমি ওদের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইছিলাম। ওরা আমাকে ধর্ম তুলে গালিগালাজ করতে শুরু করল। আমি ওদের পায়ে পড়লাম, কিন্তু ওরা আমাকে মারতে থাকল। ওরা মাঝে মাঝে বিজেপি নেতা কপিল শর্মার নাম বলছিল। তারপর বেশি কিছু মনে পড়ছে না। তীব্র মার খেতে খেতে আমার মাথা তখন ঘুরছে, ভাবছিলাম আমার সন্তানরা নিরাপদে আছে তো। পরে আমার ওই ছবিটির দিকে আর তাকাতে পারিনি।"

জুবায়ের বিবিসিকে জানান, 'আমাকে যখন মারছিল, আমি ভয় পাইনি। তারা আমার শরীর ভেঙ্গেছে, কিন্তু আমার আত্মাকে তো নয়। কোন নির্দিষ্ট ধর্মের সাথে আমি এই ঘটনাকে সংযুক্ত করবো না। যারা এমন নিষ্ঠুর কাজ করে, তারা কোন ধর্মের অনুসারীই হতে পারে না। না মুসলিম, না হিন্দু!'

বিবিসি উর্দুর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "জানতে চান, সরকারের কাছে কী বলতে চাই? যে সরকার দাঙ্গা থামাতে পারে না, তার কাছ থেকে আমাদের কী আশা করা উচিত? "আমাকে যখন মারধর করা হচ্ছে, তখন পুলিশকর্মীরা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। দাঙ্গাবাজরা একটুও ভীত ছিল না। যেন কোন মেলা বসেছে, ওদেরকে দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে। পুলিশের কাছে আমার কোন গুরুত্বই ছিল না।'

রক্তখেকো গেরুয়াদের কবলে অশীতিপর বৃদ্ধা

সময়টা পঁচিশে ফেব্রুয়ারি দুপুর বেলা। ঘটনাস্থল ভারতের রাজধানী দিল্লির খাজুরি খাস শহর থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে গমরি এক্সটেনশন লেন। সেখানে থাকেন মোহাম্মদ সাঈদ সালমানির পরিবার। মঙ্গলবার পরিবারের জন্য দুধ কেনার উদ্দেশ্যে বাইরে গিয়েছিলেন। এমন সময় তার ছোট ছেলে তাকে ফোন করে জানায়, ১০০-র অধিক সশস্ত্র জনতা তাদের লেনে ঢুকে পড়েছে। তারা দোকান ও ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। তাদের চারতলা বাড়িতেও আগুন দেয়া হয়েছে।

এ কথা শুনেই সালমানির মাথায় হাত। সে তার বাসার দিকে ছুটতে লাগল। এ সময় পাশের লেনের বাসিন্দারা তাকে যেতে বাঁধা দেয়। তারা বলে, 'সেখানে গেলে বিপদ হতে পারে। এমনকি তারা তাকে মেরেও ফেলতে পারে। তাই অপেক্ষা করা উচিত।' সালমানি (৪৮) একজন পোশাক ব্যবসায়ী। ছেলের ফোন পেয়ে কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না তিনি। কয়েক ঘণ্টা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন সালমানি। তিনি ভাবছিলেন, ততক্ষণে বোধহয় সব শেষ হয়ে গেছে। মারা গেছে পরিবারের সদস্যরা।

'এখন আমার আর কিছুই নেই। আমি একদম শূন্য হয়ে গেলাম।' 'আমি দুধ কেনার জন্য বাইরে বের হওয়ার পর ঘর তালাবদ্ধ করে এসেছিলাম। নিরাপত্তার জন্যই এটা করা হয়েছিল। তবে দুর্বৃত্তরা তালা ভেঙে বাসায় ঢুকে পড়ে অগ্নিসংযোগ করে এবং লুটপাট চালায়।'

'আমার দোকানের কর্মচারীসহ পরিবারের সদস্যরা নীচে নেমে আসেন এবং সেখানে সকলে প্রায় এক ঘণ্টা আটকা ছিলেন। পরে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে।' 'মা বয়স্ক ছিলেন। এজন্য সবাই ঘর থেকে বের হতে পারলেও তিনি বের হতে পারেননি। ফলে আবদ্ধ ঘরে পুড়ে মারা গেছেন তিনি।' সালমানি জানান ভারতীয় সংবাদমাধ্যম স্ক্রল ডট ইনকে।

আগুনে পুড়িয়ে দেবার চেষ্টা

গমরি লেন এলাকায় ৯০-১০০ মুসলিম পরিবারের বসবাস। সেখানে আজিজিয়াহ নামে একটি মসজিদ রয়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি রাতে প্রায় দেড়শ জনের একটি সশস্ত্র গ্রুপ অন্তত ২০০ মুসলিমের ওপর আক্রমণ করে। তাদের হাতে ছিল লাঠি ও পাথর। পরে মুসলমানরা প্রাণ বাঁচাতে মসজিদটিতে আশ্রয় নেয়। সারারাত মসজিদে কাটানোর পর সকালে স্থানীয় অন্যান্য মুসলমানরা তাদের উদ্ধার করেন।

মসজিদে আশ্রয় নেয়া ইসমাইল নামে এক ব্যক্তি টাইমসকে জানান, 'তারা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিয়ে একের পর এক বাড়ি, দোকান-পাটে আগুন দিতে থাকে। একপর্যায়ে তারা মসজিদে ঢুকে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। কোরআন শরিফে আগুন দেয়। এমনকি এক মুসলমানকে জীবন্ত দগ্ধও করতে যাচ্ছিল তারা। তবে স্থানীয় এক হিন্দু পরিবারের বাঁধায় তা সম্ভব হয়নি।'

দুর্নীতির অন্ধকারে হারাচ্ছে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের বর্তমানে গণতন্ত্রের আবরণে রাজনৈতিক নৈরাজ্যবাদের বিস্তার ঘটেছে । অপরাধ-দুর্নীতি, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, মাদক-চাঁদাবাজি, অপসংস্কৃতির বিকাশ ঘটছে ভয়াবহভাবে যা দেশকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দেশের অন্ধকার চিত্র উঠে আসছে আন্তর্জাতিক নানা সমীক্ষায়। যাতে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে দিন দিন অকার্যকর ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। আর এর জন্য প্রধানত দায়ী কথিত গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা তথা ইসলামবিরোধী রাষ্ট্রব্যবস্থা ।

সুশাসনের সংকট, ঘুষ-দুর্নীতি, পরিবেশগত নানা বিপর্যয়, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অভাব—এসব ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী যত সূচকই প্রকাশ পায়, প্রায় সব কটিতেই অনেক অনেক পিছিয়ে বাংলাদেশ। উচ্চ দুর্নীতিতে জনগণের নাভিশ্বাস উঠেছে। যেমন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৯-এ এবার ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৬৬তম। ট্রেস ইন্টারন্যাশনাল নামের আরেকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার তৈরি বিশ্ব ঘুষ সূচকে বাংলাদেশ ২০০ দেশের মধ্যে ১৮২তম। অর্থাৎ বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘুষখোর দেশে পরিণত হয়েছে ।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) নিয়মিতভাবে গণতন্ত্র সূচক প্রকাশ করে। তাদের তালিকায় বাংলাদেশ আছে ‘হাইব্রিড রেজিম’ অবস্থানে। এটি হচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক ও ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থান। আর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) গত অক্টোবর মাসে প্রকাশ করেছে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচক। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবার দুই ধাপ পিছিয়ে ১৪১টি দেশের মধ্যে হয়েছে ১০৫তম। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের অধিকার প্রশ্নেও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক সংস্থা রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারসের সর্বশেষ প্রকাশিত ‘গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচক ২০১৮’-এ ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৬তম।

সর্বশেষ ১১ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্য ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট (ডব্লিউজেপি) আইনের শাসন সূচক প্রতিবেদন-২০২০ প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই সূচকেও বাংলাদেশের অবনতি হয়েছে। বিশ্বের ১২৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৫তম। এক বছর আগেও বাংলাদেশ ১২৬টি দেশের মধ্যে ছিল ১১২তম।

প্রথম আলোর বিশেষ বার্তা সম্পাদক শওকত হোসেন প্রথম আলোতে লিখেছেন , "এম নিয়াজ আবদুল্লাহ ও এন এন তরুণ চক্রবর্তী বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত নিয়ে একটি গবেষণা করেছেন। আশির দশকের পর থেকে পোশাক খাত ক্রমান্বয়ে এগিয়ে শীর্ষস্থানে চলে এসেছে। অথচ এই সময় দুর্নীতি পরিস্থিতির তেমন উন্নতি হয়নি, ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিচালনা

সূচকেও পিছিয়ে গেছে বাংলাদেশ। এ অবস্থার মধ্যে থেকেও বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত কীভাবে এগিয়ে গেল, সেটাই গবেষকেরা দেখতে চেয়েছেন।

এই দুই গবেষক পোশাক খাতের ৯২ জন মালিক ও ব্যবস্থাপকের বিস্তারিত সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে গবেষকেরা পাঁচটি ফলাফলের কথা জানিয়েছেন। যেমন ২২ দশমিক ৮ শতাংশ উত্তরদাতার মতে, ঘুষ সবচেয়ে বড় বাধা। ৩ দশমিক ৩ শতাংশ চাঁদাবাজিকে সবচেয়ে বড় সমস্যার কথা বলেছেন। দ্বিতীয়ত, ৪৯ শতাংশ বলেছেন ঘুষ ও চাঁদাবাজি কোম্পানির প্রবৃদ্ধিকে ব্যাহত করছে। তৃতীয়ত, ব্যবসায়ীরা কর বা শুল্ক পরিহার বা আমদানির ক্ষেত্রে আন্ডার-ইনভয়েস (দাম কম দেখানো) করার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দেন। চতুর্থত, আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে কী পরিমাণ অর্থ ঘুষ দিতে হবে, তা কাস্টমস কর্মকর্তারাই ঠিক করে দেন। পঞ্চমত, বিদেশি কোম্পানিও সরকারের কাজ পেতে, যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে থাকে। মোদ্দা কথা হচ্ছে ঘুষ দেওয়াকে সবাই একটি রীতি বলে মেনে নিয়েছেন।

একটি কাজ পেতে কত দিন লেগেছে এবং কী পরিমাণ অর্থ ঘুষ দিতে হয়েছে, তারও একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে এই গবেষণায়। যেমন কোম্পানি গঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে ঘুষ দিতে হয় ৩৪ হাজার ৩৩২ ডলার। আবার কোম্পানি গঠনের দলিল সংগ্রহ বা নানা ধরনের অনুমতি পেতে যে ঘুষ দিতে হয়, তাকে তঁারা অনানুষ্ঠানিক ব্যয় বলছেন। এর পরিমাণ ২৩ হাজার ৩৩০ ডলার।

অনুমোদন পাওয়ার পর কোম্পানির কার্যক্রম শুরুর জন্য প্রয়োজন বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সরবরাহ সংযোগ, টেলিফোন লাইনপ্রাপ্তি, ফায়ার লাইসেন্স নবায়ন, ইত্যাদি। এসব কাজে দিতে হয় ১৪ হাজার ৮০৮ ডলার। এরপরে প্রতিটি রপ্তানির দলিলের জন্য ৫ দশমিক ৭১ ডলার ও প্রতিটি আমদানি কনসাইনমেন্টের জন্য ঘুষ দিতে হয় ১৪২ ডলার। গবেষকেরা বলছেন, মূলত এভাবে ঘুষ দিয়ে কাজ করাটাই এখানকার রীতি।

২০০৫ সালে পোশাক রপ্তানিতে যখন কোটাব্যবস্থা উঠে যায়, তখন বাংলাদেশ ছিল টানা পঞ্চমবারের মতো শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। এরপর থেকে পোশাক খাতের চমকপ্রদ অগ্রগতি হলেও দুর্নীতির সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি অতি সামান্য। এমনকি সহজে ব্যবসা পরিচালনার সূচকেও বাংলাদেশ ক্রমে খারাপ পর্যায়ে গেছে। সুতরাং দুর্নীতি অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম বাধা—এই যুক্তি পোশাক খাতের ক্ষেত্রে খাটছে না। পোশাক খাতের অগ্রগতি বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশের সামান্য উন্নতিও আনতে পারেনি।

বলা হয়ে থাকে একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো দুর্নীতি কমায়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ায়। আর টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নতি ঘটায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা–ও দেখা যায়নি। ২০১৪ সালের এ বিষয়ে এক গবেষণায় ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ও সিমিন মাহমুদ বলেছিলেন, ১৯৯১ সালে একনায়কের শাসন থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রে বাংলাদেশের রূপান্তর ঘটেছিল। তবে এরপর চলতে থাকা রাজনীতির সংস্কৃতি দেশে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশের বিস্তার ঘটায়নি, একটি জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ রাষ্ট্রেরও দেখা মেলেনি। শাসনব্যবস্থার মূলে রয়েছে অকার্যকর সংসদ, তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চার অনুপস্থিতি, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর রাজনীতিকীকরণ, দুর্নীতিগ্রস্ত ও অযোগ্য আমলাতন্ত্র। এ ছাড়া প্রকটভাবে যা আছে তা হলো পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি, যেখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে টিকিয়ে রাখতে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে আশ্রয়–প্রশ্রয় ও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। "

শওকত হোসেনের প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট হয় বাংলাদেশের দুর্নীতির স্বরূপ। আদর্শ ও নৈতিকতাহীন পরকাল বিমুখ প্রতারণাপূর্ণ গণতন্ত্র বা ইহজাগতিক কোনো মতবাদের সাহায্যে অবস্থার উন্নতি সম্ভব নয় । দুর্নীতিমুক্ত অধিকারমুখী স্বচ্ছ সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণে ইসলাম এর কোন বিকল্প নেই । আর এই ইসলাম হীনতাই বাংলাদেশকে নিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের দিকে ।

ব্যাংক ব্যবস্থাকে বিপাকে ফেলে আওয়ামী সরকারের ঋণ ৭২ হাজার কোটি টাকা

ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে আওয়ামী সরকারের ঋণ গ্রহণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। এক বছরে ভারতীয় দালাল এই সরকার ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিয়েছে প্রায় ৭২ হাজার কোটি টাকা। গত ৮ মাস ৫ দিনেই সরকার এই ঋণ নিয়েছে ৫৩ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা।

এ অস্বাভাবিক ঋণ নেয়ার কারণ হিসেবে ব্যাংকাররা জানিয়েছেন, কাঙ্ক্ষিত হারে রাজস্ব আদায় হচ্ছে না। আবার ব্যাংক ব্যবস্থার বাইরে থেকেও আগের মতো সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। ঋণ নেয়ার এ ধারা অব্যাহত থাকলে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ আরো চাপে পড়ে যাবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি অনুযায়ী বেসরকারি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ধারে কাছেও যেতে পারবে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, গত বছরের ৫ মার্চ সরকারের ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণের স্থিতি ছিল ৮৯ হাজার ৪৩৮ কোটি টাকা। চলতি বছরের একই সময়ে তা

বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার ৪২৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক বছরে সরকারের ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিতে হয়েছে ৭১ হাজার ৯৯১ কোটি টাকা বা প্রায় ৭২ হাজার কোটি টাকা। খবরঃ নয়া দিগন্তের

আবার অর্থবছরের হিসাবে, গত অর্থবছরের শেষ দিনে অর্থাৎ ৩০ জুনে সরকারের ঋণের স্থিতি ছিল ১ লাখ ৮ হাজার ৯৫ কোটি টাকা। আর ৫ মার্চ পর্যন্ত ঋণের স্থিতি বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার ৪২৯ কোটি টাকা।

চলতি অর্থবছরের হিসাবে ৮ মাস ৫ দিনে সরকার ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিয়েছে ৫৩ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা। অথচ পুরো অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নেয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৭ হাজার ৩৬৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ আলোচ্য সময়ে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা বেশি ঋণ নিয়েছে।

ব্যাংকাররা জানিয়েছেন, যে হারে ঋণ নেয়া হচ্ছে এই একই হারে ঋণ নিলে বছর শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ ১ লাখ কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছতে পারে।

কারণ হিসেবে ব্যাংকাররা জানিয়েছেন, বছরের শেষ সময়ে ঠিকদারের বিলসহ সরকারের নানা উন্নয়ন কাজের দায় পরিশোধ করতে হয়। এ কারণে শেষ মাসে ঋণ অন্য সময়ের চেয়ে বেশি নিতে হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, গত অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাই-জানুয়ারি) সঞ্চয়পত্র থেকে সরকার ঋণ নিয়েছিল প্রায় ৩১ হাজার কোটি টাকা, সেখানে চলতি বছরের একই সময়ে তা কমে নেমেছে মাত্র ৭ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ চলতি অর্থবছরে গত বছরের চেয়ে এক-চতুর্থাংশ ঋণ পেয়েছে সঞ্চয়পত্র থেকে।

এ দিকে দুর্নীতির কারণে কাঙ্ক্ষিত হারে রাজস্ব আদায় হচ্ছে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সর্বশেষ পরিসংখ্যান মতে, গত জানুয়ারি মাসে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ১ দশমিক ২৫ শতাংশ, যেখানে গত বছরের জানুয়ারিতে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ১০ দশমিক ৩৯ শতাংশ। সামনে রাজস্ব আদায়ের চলমান প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকলে ব্যয় ঠিক রাখতে সরকারকে ব্যাংকব্যবস্থা থেকে বেশিমাত্রায় ঋণ নিতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, সরকারের ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ গ্রহণের ধারা অব্যাহত থাকলে মুদ্রানীতি অনুযায়ী বেসরকারি বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ধারের কাছেও যেতে পারবে না।

চলতি বছরের মুদ্রানীতিতে বেসরকারি বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪ দশমিক ৮০ শতাংশ। কিন্তু হালনাগাদ তথ্য মতে গত জানুয়ারির শেষে বেসরকারি বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯ দশমিক ২০ শতাংশ।

আমানতকারীরা ব্যাংক থেকে মুখ ফিরে নিচ্ছেন। বেশি মুনাফার আশায় নানা খাতে বিনিয়োগ করছেন তারা। এ কারণেই আমানতের প্রবৃদ্ধি বাড়ছে না। আমানতের প্রবৃদ্ধি না বাড়ায় ব্যাংকগুলোতে এরই মধ্যে টাকার সঙ্কট দেখা দিয়েছে। প্রতিদিনই ব্যাংকগুলো তাদের সঙ্কট মেটোতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে রেপোর মাধ্যমে ধার নিচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান মতে, কয়েক দিন ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গড়ে ১০ হাজার কোটি টাকারও ওপরে ধার নিচ্ছে সঙ্কটে পড়া ব্যাংকগুলো। এটা অব্যাহত থাকলে সামনে ব্যাংক খাতে টাকার সঙ্কট আরো বেড়ে যাবে। এর পাশাপাশি সরকার ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে অধিকমাত্রায় ঋণ নিলে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ দেয়ার মতো ব্যাংকের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ হাতে থাকবে না। এতে চাপে পড়ে যাবে বেসরকারি বিনিয়োগের ওপর।

পরিস্থিতি উন্নতি না হলে বেসরকারি বিনিয়োগ আরো কমে যাবে। এতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে না। কাঙ্ক্ষিত হারে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রেও বাধাগ্রস্ত হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

এক বছর পরও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বৃদ্ধি নিউজিল্যান্ডে

ক্রাইস্টচার্চের দু'টি মসজিদে নির্বিচারে গুলিবর্ষণের বছরপূর্তির কয়েক দিন আগেও নিউজিল্যান্ডে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে মুসলিম ও তাদের মসজিদে আরো হামলার হুমকি দেয়া হয়েছে। এনক্রিপটেড মেসেজিং অ্যাপে পাঠানো একটি ছবিতে চোখ আর ঠোঁটের অংশ ছাড়া মুখমণ্ডলের পুরোটা ঢাকা বালাক্লাভা ক্যাপ বা কালো মুখোশ পরিহিত এক ব্যক্তিকে গত বছর হামলার শিকার আল নুর মসজিদের সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখা গেছে; তার সাথে ছিল হুমকি ও বন্দুকের ইমোজি।

গত বছর ১৫ মার্চ জুমার নামাজের সময় দু'টি মসজিদে সন্দেহভাজন এক শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসী ওই ভয়াবহ হামলার পর থেকে নিউজিল্যান্ডে ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক অপরাধ এবং অভিবাসীদের অপছন্দ ও তাদের নিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর পরিমাণ যেভাবে বাড়ছে, মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে হুমকি

সেসবরেই সর্বশেষ নজির। ব্রেন্টন টারান্ট নামের ওই বন্দুকধারী কেবল আধা-স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে নির্বিচারে গুলিই চালায়নি; মসজিদে হামলার পুরো ঘটনা ফেসবুকে লাইভ করে ছড়িয়েও দিয়েছে। খবরঃ নয়া দিগন্তের

অস্ট্রেলীয় নাগরিক টারান্টের বিরুদ্ধে আল নুর মসজিদ ও লিনউড ইসলামিক সেন্টারে হামলা, হত্যার ৯২টি অভিযোগ আনা হয়েছে। চলতি বছরের জুন থেকে নিজেকে নির্দোষ দাবি করা এ তরুণের বিচার শুরু হওয়ার কথা।

নিউজিল্যান্ডে মুসলিম নারীদের ওপর ক্রমবর্ধমান হুমকি এবং উগ্র ডানপন্থীদের উত্থান নিয়ে গত কয়েক বছর ধরেই এ কাউন্সিল সরকারকে সতর্ক করে আসছিল। গত বছরের জুলাইয়ে যাত্রা শুরু করা এ জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী তাদের ওয়েবসাইটে 'ইউরোপিয়ান নিউজিল্যান্ডারদের জন্য একটি কমিউনিটি গড়ে তোলার' ওপর জোর দিয়েছে। আটক তরুণের কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ অস্বীকার করেছে অ্যাকশন জিল্যান্ডার। বিবৃতিতে সংগঠনটি বলেছে, 'অপরিপক্ব ও অনুৎপাদনশীল কাজ; আমরা লক্ষ্যে পৌঁছতে সহিংসতাকে ব্যবহার করি না।'

অ্যাকশন জিল্যান্ডারের মতো ৬০ থেকে ৭০ গোষ্ঠী নিউজিল্যান্ডে এ ধরনের বর্ণবাদী ও বিদ্বেষমূলক ভাবনার প্রসার ঘটাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ম্যাসি ইউনিভার্সিটির পল স্পুনলি। তার এ বক্তব্যের সুর শোনা গেছে নিউজিল্যান্ডের গোয়েন্দা প্রধান রেবেকা কিটেরিজের কথাতেও। গত মাসে অ্যাড়ুর্নের সভাপতিত্বে সংসদীয় এক কমিটির বৈঠকে রেবেকা জানান, ক্রাইস্টচার্চে মসজিদে হামলার পর থেকে কট্টর ডানপন্থীরা চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যেকোনো মুহূর্তে হুমকি হয়ে আবির্ভূত হতে পারে এমন ৩০ থেকে ৫০ জন গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারিতে আছে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১৫ মার্চ জুমার নামাজের সময় ক্রাইস্টচার্চের দু'টি মসজিদে বন্দুক হামলা চালায় স্বঘোষিত শ্বেতাঙ্গ চরমপন্থী সন্ত্রাসী অস্ট্রেলিয়ার এক নাগরিক ব্রেন্টন ট্যারেন্ট। ২৮ বছর বয়সী ব্রেন্টনের ওই হামলায় নিহত হন ৫১ জন মুসলিম। তার পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং একটি বন্দুকের লাইসেন্স ছিল। মাথায় স্থাপন করা ক্যামেরা দিয়ে পুরো হামলার ঘটনা সরাসরি ইন্টারনেটে প্রচার করছিল হামলাকারী। বন্দুকধারী এক মসজিদে হামলার পর প্রায় ৫ কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে আরেকটি মসজিদে গিয়ে হামলা চালিয়েছিল।

ইয়াবা কারবারে ধরা খেলো সন্ত্রাসী আ.লীগ নেত্রী

জয়পুরহাটের কালাইয়ে তানজিলা বেগম নামের এক ইউপি সদস্য ও সন্ত্রাসী মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রীকে ইয়াবাসহ পাওয়া গিয়েছে। এসময় তার এক সহযোগীকেও আটক করা হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) সন্ধ্যায় উপজেলার একডালা এলাকা থেকে তাদেরকে আটক করা হয়।

আটক তানজিলা বেগম কালাই উপজেলা সন্ত্রাসী মহিলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও আহমেদাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য। তার সহযোগীর নাম বাবলু মিয়া। তিনি একই উপজেলার আওড়া গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে।

তানজিলা ও তার সহযোগী একডালা গ্রামে মাদক বিক্রি করছেন- এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই গ্রামে তানিজলার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় সেখান থেকে ৫০ পিস ইয়াবাসহ তাদেরকে আটক করা হয়।

তানজিলা বেগম দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তার সহযোগী বাবলু মিয়াকে দিয়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ইয়াবা বিক্রি করে আসছিলেন বলে জানা যায়।

ভর্তি-ফরম পূরণ ফি কমানোসহ ৭ দফা দাবি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) অতিরিক্ত ভর্তি ও ফরম পূরণ ফি কমানো, প্রধান ফটক, টিএসসি অডিটোরিয়াম ও জিমনেসিয়াম নির্মাণসহ সাত দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ বেরোবি শাখা।

বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক সংলগ্ন পার্কের মোড়ে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ বেরোবি শাখার সভাপতি আলমগীর কবির বলেন, উত্তরবঙ্গের জনমানুষের দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের ফলে গড়ে ওঠা বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের রেষারেষি, স্বার্থ হাসিলের রাজনীতি, সর্বোপরি উপাচার্যের উদাসীনতার ফলে শিক্ষার পরিবেশ দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ১১ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখানে পড়াশোনার পরিবেশ সেভাবে গড়ে ওঠেনি। আমরা মনে করি শিক্ষার্থীদের স্বার্থে এই ৭ দফা দাবি মেনে নিলে বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণতা পাবে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি আরো বলেন, আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে প্রশাসন কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ না নিলে আমরা বৃহৎ আন্দোলনের ডাক দেব। খবরঃ কালের কন্ঠের

মানববন্ধনে উল্লিখিত অন্যান্য দাবিসমূহ হলো; বিশ্ববিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে উপাচার্যকে সার্বক্ষণিক ক্যাম্পাসে উপস্থিত থাকতে হবে। স্বচ্ছ ও মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ ও সেশনজট মুক্ত করেতে হবে। নতুন আবাসিক হল নির্মাণ করতে হবে এবং হল ও ক্যাফেটেরিয়ায় ভর্তুকি দিতে হবে এবং খাবারের দাম কমাতে হবে। লাইব্রেরি বর্ধিতকরণ এবং পর্যাপ্ত বইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অসম্পন্ন দ্বিতীয় ধাপের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ বেরোবি শাখার সহ-সভাপতি ফেরদৌস আলমের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কোষাধ্যক্ষ আসাদুল ইসলাম, সাধারণ শিক্ষার্থী হাসিবুল আসলাম, আব্দুস সালাম, আয়েশা সিদ্দিকা প্রমুখ। এ ছাড়া সংহতি প্রকাশ করে মানববন্ধনে অংশ নেন বেরোবি শাখার রিনা মুর্মূ।

এবার লন্ডনে ছুরিকাহত চার কিশোর

পূর্ব লন্ডনে মারামারির এক ঘটনায় চার কিশোর ছুরিকাহত হয়েছে। ব্রিটিশ পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার রাতে স্থানীয় সময় রাত ৯টায় পূর্ব লন্ডনের ওয়ালথামস্টো এলাকার গ্রোনবুরি ওয়েতে ছুরিকাঘাতের ঘটনাটি ঘটে।

আহত ওই কিশোরদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের সবার বয়স ১৫ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। তাদের জীবন শঙ্কামুক্ত বলে বৃহস্পতিবার এক টুইটে জানিয়েছে পুলিশ। খবরঃ যায়যায়দিন

ঝুঁকিপূর্ণ হুরাসাগর নদীর ব্রিজ, নেই মেরামতের উদ্যোগ

শাহজাদপুর উপজেলার ডায়া গ্রামে হুরাসাগর শাখা নদীর ক্যানেলে নির্মিত ব্রিজটি এখন মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। সংস্কারের অভাবে যে কোনো মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী।

২০০৬ সালে সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত ব্রিজটি এলাকাবাসীর জন্য মরণ ফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডায়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত এই ব্রিজটি দীর্ঘদিন ধরে লক্কড় ঝক্কড় অবস্থায় থাকলেও যেন দেখার কেউ নেই। গুরুত্বপূর্ণ এই ব্রিজ দিয়ে প্রতিদিন শত শত শিক্ষার্থী হাজার হাজার মানুষ, ডায়া বাজার, ডায়া কমিউনিটি ক্লিনিকসহ উপজেলা সদরে যাতায়াত করে থাকে। ব্রিজটি ক্যানেলের মাঝামাঝি নির্মিত হওয়ায় দুপাশে কাঠের পাটাতন তৈরি করে পথচারীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পাটাতনটি জরাজীর্ণ ও পচে যাওয়ার পাশাপাশি নিচের খুঁটিগুলো ভেঙে যাওয়ায় চলাচল অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে যে কোনো মুহূর্তে পাটাতন ভেঙে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। খবরঃ যায়যায়দিন

এ ব্যাপারে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মকবুল হোসেনকে জানালে তিনি আগের মতোই আশ্বাস দিয়েছেন সংস্কার করার।

পাবলিক প্লেসে হত্যা চলছেইঃ এবার ট্রেনের টয়লেটে যুবকের লাশ

ঢাকা-আখাউড়া রেলপথে চলাচলকারী তিতাস কমিউটার ট্রেনের টয়লেটে থাকা কার্টন থেকে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেলওয়ে থানা পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১১টার দিকে ২৫-৩০ বছর বয়সী ওই যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়। খবরঃ বিডি প্রতিদিন

বিষয়টি নিশ্চিত করে আখাউড়া রেলওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শ্যামল কান্তি দাস জানান, ঢাকা থেকে আসা ট্রেনটি রাত সোয়া ১০টার দিকে আখাউড়া রেল স্টেশনে আসে। পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা কাজ করার সময় ট্রেনটির 'ঘ' বগিতে কার্টন দেখতে পান।

পুলিশের উপস্থিতিতে কার্টন খুলে এতে যুবকের লাশ পাওয়া যায়। যুবকের মুখমণ্ডল অনেকটা ফোলা। শ্বাসরোধে তাকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মিয়ানমারের ২০ সন্ত্রাসী সেনাকে আটকের দাবি আরকান আর্মির

মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ২০ সন্ত্রাসীকে আটক করার দাবি করেছে আরাকান আর্মি। মিয়ানমারের গণমাধ্যম ইরাবতি অনলাইন জানায়, আটক সেনাসদস্যদের মধ্যে এক জন ব্যাটেলিয়ন কমান্ডারও রয়েছেন।

আরাকান আর্মির (এএ) বরাতে তারা জানায়, মিয়ানমারের কিয়াকতাও ও পালেতওয়া টাউনশিপের মধ্যকার সীমান্তে থাকা কালাদান নদীর পূর্ব দিকে মন্ত থঅন পিইন গ্রামে যুদ্ধের পর তারা সরকারি সেনাদের আটক করে।

আরাকান আর্মির তথ্য কর্মকর্তা খাইঙ থুখা জানায়, এই ব্যাটালিয়নটি মঙ্গলবার এসেছিল চিন রাজ্যের মিওয়া হিলটপ চৌকির শক্তি বৃদ্ধি করতে। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর ব্যাটালিয়ন কমান্ডার লে. কর্নেল থেট নাইঙ ওওসহ ২০ সৈন্যকে আটক করেছে তারা।

খাইঙ থুখা আরও জানান, আরাকান আর্মি আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী সামরিক সদস্যদের আটক রাখবে। এছাড়া ২০ জনের বেশি মিয়ানমার সেনাসদস্যের লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেছে। এসময় তাদের সাথে অস্ত্র ও গোলাবারুদও ছিল।

এদিকে মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাও মিন তুন বুধবার ইরাবতীকে বলেন, আরাকান আর্মির হামলার পর তারা তাদের সৈন্যদের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে। তারা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারতের হুগলি নদীতে দুই জাহাজের সংঘর্ষ, ডুবলো বাংলাদেশি জাহাজ

ভারতের হুগলি নদীতে দুই জাহাজের সংঘর্ষে ‘এমভি মমতাময়ী মা’ নামের একটি বাংলাদেশি জাহাজ ডুবির ঘটনা ঘটেছে।

বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) সকালে দেশটির কলকাতা বন্দরের দিকে যাওয়ার সময় মাঝ নদীতে ডুবে যায় পণ্যবাহী জাহাজটি।

কলকাতা পুলিশের বরাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানায়, সকালে হুগলি নদী দিয়ে কলকাতা বন্দরের দিকে যাচ্ছিল বাংলাদেশি জাহাজটি। এ সময় উল্টো দিক থেকে আসা অন্য একটি জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলে ‘এমভি মমতাময়ী মা’ নামের জাহাজটি একদিকে কাত হয়ে যায়। পরে পানি ঢুকে মাঝ নদীতে ধীরে ধীরে ডুবে যায় জাহাজটি।

এ সময় ঘটনাস্থল থেকে ১৩ জন নাবিককে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু মাঝ নদীতে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটায় পণ্যবাহী জাহাজটির ডুবে যাওয়া আটকানো সম্ভব হয়নি। পরে অন্য জাহাজের সঙ্গে বেঁধে টেনে পাড়ে আনা হয় ডুবে যাওয়া জাহাজটিকে।

সিলেটে করোনাভাইরাস পরীক্ষক না থাকায় ৩ ঘণ্টা আটকা ১২ যাত্রী

সিলেটের এমএজি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে করোনাভাইরাস পরীক্ষক উপস্থিত না থাকায় প্রায় ৩ ঘণ্টা আটকা পড়েছিলেন ১২ জন প্রবাসী। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সৌদি আরব থেকে আসা এই যাত্রীরা ঢাকা থেকে সিলেট যান। কিন্তু ওসমানী বিমানবন্দরে থার্মাল স্কানারে করোনা পরীক্ষা করার কেউই না থাকায় সন্ধ্যা পৌনে ৭টা থেকে রাত সোয়া ৯টা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা আটকে ছিলেন তারা। খবর- কালের কণ্ঠ

বিমানের ফ্লাইটে সিলেট যাওয়া এক যাত্রী জকিগঞ্জের রাসেল আহমদ জানান, সৌদি থেকে তারা বিকেলে ঢাকায় পৌঁছান। পরে সেখান থেকে সিলেট। কিন্তু বিমানবন্দরে আসার পর করোনাভাইরাস পরীক্ষার কথা বলে তাদের আটকে রাখা হয়। কিন্তু চিকিৎসক উপস্থিত না থাকায় প্রায় ৩ ঘণ্টা তাদের বসিয়ে রাখে পুলিশ। এ কারণে তাদের নিতে আসা স্বজনরাও ভোগান্তিতে পড়েন।

এ বিষয়ে সূত্র জানায়, ওসমানী বিমানবন্দরে আগে করোনাভাইরাস পরীক্ষার জন্য অ্যানালগ থার্মোমিটার ছিল। যা পুরোপুরি কাজ করছিল না। এরপর গত মঙ্গলবার নতুন থার্মাল স্ক্যানার স্থাপন করা হয়। এর জন্য তিনজন পরীক্ষকও নিয়োজিত করা হয়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময় পরে তারা চলে যান।

এ ব্যাপারে বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন পুলিশ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইব্রাহিম গণমাধ্যমকে বলেন, চিকিৎসক না থাকায় যাত্রীদের আটকে রাখা হয়। এর আগে বিকেলে ঢাকা থেকে আসা বিজি-৫০৫ ফ্লাইটে আসা যাত্রীরাও স্ক্যান না করেই বিমানবন্দর ত্যাগ করেন। তবে ওই ফ্লাইটে কোনো বিদেশ ফেরত যাত্রী ছিলেন না। তারপরও বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে চিকিৎসকদের সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।

১২ই মার্চ, ২০২০

সিরিয়ার কারাগারে ১১০ জন ফিলিস্তিনি মহিলা আটক, নির্যাতনে নিহত ৩৪

সিরিয়ার কসাইখ্যাত শিয়া আসাদ সরকার ১১০ জন ফিলিস্তিনি নারীকে তার গোপন কারাগারে আটক করে রেখেছে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার বরাত দিয়ে এ সকল খবর প্রকাশ করেছে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম "মিডল ইস্ট মনিটর "।

লন্ডন ভিত্তিক সংস্থা সিরিয়ার ফিলিস্তিনিদের অ্যাকশন গ্রুপ (এজিপিএস) প্রকাশ করেছে যে, ২০১১ সালে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ শুরুর পর থেকে গোপন কারাগারে কমপক্ষে ৪৮৬ জন ফিলিস্তিনি নারী মারা গেছেন। এর মধ্যে ৩৪জনকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে বলে জানা যায়। আরো ১১৪জনকে বন্দী করে রেখেছে বাশার বাহিনী। মানবাধিকার সংস্থা বলেছে যে, তারা বিশ্বাস করে সম্পূর্ণ যুদ্ধজুড়ে নিহত হয়েছেন এমন ফিলিস্তিনি নারীর সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ সরকার তাদের নাম গোপন রেখেছে এবং তাদের মামলাগুলো বিনা নোটিশে রেখে দিয়েছে। পাশাপাশি অনেক ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলো সন্ত্রাসী সরকারের হিংস্র নজরে পড়ার ভয়ে স্বজনদের নাম প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছে। সংস্থাটি প্রাক্তন ফিলিস্তিনি মহিলা বন্দীদের বিবরণ তুলে ধরে বলেন যে, তাদের আটককালে নিয়মিত প্রচণ্ড মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল, যার মধ্যে লোহার লাঠি, বৈদ্যুতিক শক এবং অকথ্য যৌন নির্যাতনের ঘটনাও ছিল।

সন্ত্রাসী শিয়া আসাদ সরকার এবং তার কুখ্যাত নুসাইরি বাহিনী নির্যাতন চালানোর জন্য যে কৌশলগুলো ব্যবহার করেছিল তা বহু আগে থেকেই জানা গেছে এবং কারাগারের ভয়াবহতা, নির্যাতনের নথি অনেক সংস্থা নথিভুক্ত করেছে, আর প্রাক্তন বন্দীদের থেকে উদ্ধার করা গেছে আসাদ বাহিনীর কারাগারের বহু গোপন তথ্য।

এজিপিএসের তথ্যমতে, সিরিয়া যুদ্ধের শুরু থেকে চলতি বছরের জানুয়ারী পর্যন্ত সিরিয়ায় ৪,০১৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। যদিও প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

জাবিতে হিন্দু সংস্কৃতির তিলক দিয়ে নবীনবরণ, শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের ক্ষোভ প্রকাশ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীনদের বরণ করে নিতে হিন্দুয়ানী রীতিতে আ'গুন নাড়িয়ে নাড়িয়ে জোরপূ'র্বক কপালে তিলক দিয়েছে সিনিয়র শিক্ষার্থীরা। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নবীন শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকেরা।

গত মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৯তম ব্যাচের স্নাতক প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউটে নবীনরা ক্লাস করতে গেলে সিনিয়ররা লাইন ধরিয়ে সকলের কপালে আ'গুন নাড়িয়ে নাড়িয়ে তিলক দেয়। এসময় তারা বোরকা ও হিজাবধারী মেয়েদেরকেও ছাড় দেয়া হয়নি।

এ ঘটনায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, 'বিভাগে প্রবেশের সময় আমাদের জো'র করে তিলক লাগিয়ে দেন সিনিয়ররা। তিলক লাগানোর সময় আ'গুন নাড়িয়ে নাড়িয়ে হিন্দুরীতিতে বরণ করে তারা। আমরা নি'ষেধ করলেও তারা আমাদের কথা শোনেনি।'

এ ঘটনায় ক্ষো'ভ প্রকাশ করে একজন অভিভাবক বলেন, 'আমরা ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করতে পাঠিয়েছি। কিন্তু পড়ালেখা করতে গিয়ে যদি নিজ ধ'র্মমতের বি'রুদ্ধে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে সেটা নিশ্চয়ই মঙ্গল বয়ে আনবে না। তিলক লাগিয়ে এই নবীনবরণ একজন মেয়ের বাবা হিসেবে আমাকে ক'ষ্ট দিয়েছে। এককথায় এটাকে আমি ধর্মীয় আগ্রাসন বলতে চাই।'

নতুন বার্তা | তারা তাদের রক্ত দিয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে | আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّـهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ ﴿٢٣﴾

মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছেন এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষারত আছেন। (সূরা আল-আহযাব: ২৩)

মুজাহিদদের জীবনের উদ্দেশ্য আল্লাহর জমীনে আল্লাহর বিধান কায়েম করা এবং মুজাহিদদের জীবনের সর্বশেষ তামান্না হচ্ছে শাহাদাত।

শাহাদাত ও সত্য পথের এই দুর্দান্ত যাত্রায় "আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের মুজাহিদিন নিজেদের রক্ত দিয়ে এই কথারই সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছেন যে, যদিও এই সত্য পথে চলা অনেক কঠিন তথাপিও এই পথে চলতে থাকা, যতক্ষণ না ঐ দুই মহান উদ্দেশ্যের কোন একটি অর্জন না হয়, অর্থাৎ শরিয়াত অথবা শাহাদাত।

সাম্প্রতিক সময়ে আনসারু গাজওয়াতুল হিন্দের মুজাহিদ শিব্বীর আহমদ (জিহাদী নাম, আবু মুয়া'ওয়িয়াহ্) এবং আমের আহমদ ডার (জিহাদী নাম, জ্বারার ভাই) নিজেদের রক্ত দিয়ে এই

মহান ক্যারাবেনকে জিন্দা রাখার ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। এবং গত ৯ মার্চ ২০২০ ইসায়ী / ১৪৪১ হিজরীর রজব মাসের ১৪ তারিখে দক্ষিণ কাশ্মীরের "শোপিয়ান" এলাকায় মুশরিক হিন্দু সৈন্যদের সাথে এক লড়াইয়ে তাঁরা শাহাদাত বরণ করেন। ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন।

শহিদ মুয়া'ওয়িয়াহ ভাই উত্তর কাশ্মীরের "কুলগাম"এর বাসিন্দা। আর তিনি উক্ত এলাকায় আনসারু গাজওয়াতুল হিন্দের কমান্ডার/আমীর ছিলেন। তিনি ১০ মাস পূর্বে অর্থাৎ ২০১৯ সালের জুন মাসে কাশ্মীরের স্বাধীনতা জিহাদে অংসগ্রহণ করেন, যখন তিনি তাওহিদী কালিমার পতাকা তলে জিহাদ করার বায়াত গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর শাহাদাত এবং সকল ইবাদাতকে কবুল করুন, আমিন।

মুজাহিদ "জারার ভাই" সোপিয়ানের বাসিন্দা, যিনি আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের "হয় শরীয়াহ নয়তো শাহাদাত" এর আহবানে সাড়া দিয়ে ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে মুজাহিদীনদের সাথে যোগদান করেন।

আল্লাহ তায়ালা আপনাদের জখমগুলো নূর দ্বারা আলোকিত করুন এবং আপনাদের শাহাদাতকে মুজাহিদীনদের জন্য সাহায্যের উৎস বানিয়ে দিন।

আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ মুসলিম উম্মাহকে তাঁর এই বিশ্বস্ত সন্তানদের শাহাদাতে অভিনন্দন জানাচ্ছে। এবং মুসলিম উম্মাহকে অবহিত করছে যে, পবিত্র জিহাদই হচ্ছে উম্মাহ এর দুঃখ ও উদ্বেগ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র সমাধান।

আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ শুধুমাত্র একটি সংগঠন নয়, বরং সংগ্রাম ও একটি দাওয়াতের নাম। শত্রু যেমনই হোক না কেন এই সংগ্রাম ও দাওয়াহ্কে ধ্বংস করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। এটি হিন্দে ইসলামী ব্যবস্থা বিকাশের ক্ষেত্রে একটি উৎসে পরিণত হবে।

আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ কাশ্মীরের সকল মুজাহিদীনদের পূণরায় এই কথারই দাওয়াহ দিচ্ছে যে, সঠিক পথ (আল জিহাদ) চেনে সঠিক পথকে গ্রহন করুন, এই জিহাদকে শক্তিশালী করুন ও এর রক্ষক হিসেবে ভূমিকা পালন করুন।

নিঃসন্দেহে বিজয় একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, এবং তিনিই আমাদের সাহায্যকারী।

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের।

জায়েজ বিয়েতে বাধা প্রদান চলছেই, কাজী ও বরসহ আটজনকে জরিমানা করলো তাগুত গোষ্ঠী

টাঙ্গাইলের সখীপুরে কথিত বাল্যবিয়ের অপরাধে কাজীকে এক বছর, বর, বরের বাবা ও চাচাকে ছয় মাস করে কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে তাগুত ভ্রাম্যমাণ আদালত। বুধবার রাত ১০টার দিকে তাগুত বাহিনীর ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আসমাউল হুসনা লিজা এ আদেশ দেয়। এছাড়াও কনের মা, দাদা, বড় ভাই ও খালাতো ভাইকে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। খবরঃ কালের কণ্ঠের

জানা যায়, গত সোমবার উপজেলার বোয়ালী গ্রামের সিরাজ মিয়ার প্রবাসী ছেলে রফিকুল ইসলামের সঙ্গে নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর চার লাখ টাকা দেনমোহর ধার্য করে বিয়ে হয়। ওই বিয়ের রেজিস্ট্রি করেন উপজেলার যাদবপুর ইউনিয়নের কাজী হেলাল উদ্দিনের সহকারী ও বোয়ালী ডিগ্রি কলেজের ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের প্রভাষক নাসির উদ্দিন। পরে বুধবার বিকেলে ইউএনও এ বাল্যবিয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বাধ্য করে এনে নিজ কার্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসায়।

তাগুত ইউএনও আসমাউল হুসনা লিজা বলেছে, কথিত বাল্যবিয়ের অপরাধে কাজীর সহকারী নাসির উদ্দিনকে এক বছর, বর রফিকুল ইসলাম, বরের বাবা সিরাজ মিয়া এবং চাচা আলম মিয়াকে ছয় মাস করে কারাদণ্ড ও অন্যদিকে কনের মা, দাদা, বড়ভাই ও খালাতো ভাইকে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।

সরকারের উদাসীনতায় অগ্নিকাণ্ড চলছেই, এবার যোগ হলো শ্রীপুরে তিতাসের গ্যাস

ড্রেন তৈরির জন্য রাস্তা খোড়ার সময় এসকেভেটরের আঘাতে তিতাসের গ্যাস লাইনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। পরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সর দুটি ইউনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। খবরঃ কালের কণ্ঠের

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার দিকে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মুলাইদ (এমসি বাজার) এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আগুন নিয়ন্ত্রণে শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে কাজ করে।

শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সিনিয়র স্টেশন ম্যানেজার রাম প্রসাদ পাল গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দিল্লির সবখানেই করোনা আতঙ্ক; বন্ধ হচ্ছে স্কুল-কলেজ ও সিনেমা হল

করোনা আতঙ্কে এবার বন্ধ হতে চলেছে ভারতের রাজধানী শহরের স্কুল-কলেজ এবং সিনেমা হল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে দিল্লির সমস্ত সিনেমা হল। যেসব কলেজ এবং স্কুলে এখন পরীক্ষা চলছে না সেগুলোও বন্ধ রাখা হবে। *সূত্র: দ্য ওয়াল ব্যুরো*

বিশ্ব জুড়ে ত্রাস তৈরি করেছে এই করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। ইতিমধ্যেই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ‘হু’-ও করোনাভাইরাসকে মহামারী হিসেবে ঘোষণা করেছে। চিনের উহান শহর এই ভাইরাসের উৎসস্থল হলেও ক্রমশ বিশ্বের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাসের সংক্রমণ। ইতালি, ইরান ও অন্যান্য দেশের পাশাপাশি করোনাভাইরাস থাবা বসিয়েছে ভারতেও। ইতিমধ্যেই মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭৩ জন।

বুধবার (১১ মার্চ) রাতে ভারতের বিজেপি সরকার ঘোষণা করেছে, এই মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে সমস্ত দেশের নাগরিকদের ভিসা স্থগিত করা হবে। নতুন ভিসাও এখন দেওয়া হবে না কাউকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে টুইট করে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।

ভাইরাসের কারণে ইতিমধ্যেই বাইরে থেকে ভারতে আসা ব্যক্তিদের অন্তত ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন করা হতে পারে। এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারির পর থেকে চিন, ইতালি, কোরিয়া, ফ্রান্স, স্পেন ও জার্মানি ভ্রমণ করা ভারতীয় নাগরিকদের অন্তত ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন করা হবে।

এবার ইতালিতে ‘সমস্ত’ দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বন্ধ করতে খাবার ও ওষুধের দোকান ছাড়া ইতালিতে সব ধরনের দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে দেশটির বাসিন্দাদের ঘর থেকে বের না হতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম *বিবিসির* খবরে বলা হয়, আজ বৃহস্পতিবার এক টেলিভিশন বক্তৃতায় ইতালির প্রধানমন্ত্রী জিউসেপ কোঁতে দোকানপাট বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন।

জিউসেপ কোঁতে বলেন, ‘বার, রেস্টুরেন্ট, হেয়ার স্যালুন ও কম প্রয়োজনীয় পণ্যের দোকান বন্ধ থাকবে। আগামী ২৫ মার্চ পর্যন্ত এ নির্দেশনা জারি থাকবে।‘

করোনাভাইরাস আতঙ্কে ইতালি এর আগেই বিদ্যালয়, ব্যায়ামগার, জাদুঘর, নৈশ ক্লাবসহ নানা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে।

ইতালিতে করোনাভাইরাসে এ পর্যন্ত ৮২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশটিতে মরণঘাতী এ ভাইরাসটিতে ১২ হাজারেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, ইতালিতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত প্রায় ৯০০ জনকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখা হয়েছে।

এক আ.লীগ সন্ত্রাসীকে হত্যা করলো আরেক সন্ত্রাসী আ.লীগ নেতা

নড়াইলের লোহাগড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের নির্বাহী সদস্য বদর খন্দকার হত্যা মামলার প্রধান আসামি নজরুল শিকদার। নজরুল শিকদার লোহাগড়া ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান ও উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বদর খন্দকার হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা লোহাগড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মিলটন কুমার দেবদাস ও এসআই আতিকুজ্জামান।

আমাদের সময় থেকে জানা যায়, ‘সাবেক চেয়ারম্যান বদর খন্দকার হত্যা মামলায় হুকুমের আসামি বর্তমান চেয়ারম্যান নজরুল শিকদার। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ছয়টার দিকে লোহাগড়া ইউনিয়নের টি চরকালনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে লোহাগড়া-নড়াইল সড়কে বদর খন্দকারকে কুপিয়ে জখম করা হয়। ওই দিন রাত নয়টার দিকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

হত্যাকাণ্ডের পরের দিন ২৫ ফেব্রুয়ারি নিহতের স্ত্রী নাজমিন বেগম ১৬ জনের নাম উল্লেখ করেন।

রূপনগর বস্তিতে আগুন, ঘর হারিয়েছে কয়েক হাজার মানুষ

বুধবার (১১ মার্চ) সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে রূপনগর বস্তিতে আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুনে কয়েক হাজার মানুষ ঘর হারিয়েছেন। যে যার মতো ঘরের আসবাবপত্র নিয়ে পাশের রাস্তায় আশ্রয় নিয়েছেন। অন্তত পাঁচ হাজার ঘর বস্তিতে ছিল বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। তবে সঠিক সংখ্যা কেউ বলতে পারেননি। স্থানীয়রা জানান, আগুন লাগার পর বস্তির বাসিন্দারা যে যার মতো ঘরের আসবাবপত্র নিয়ে রাস্তায় আশ্রয় নিয়েছেন। বস্তির ৩৪ নম্বর রোডে থাকতেন নাজমুল। তিনি বলেন, ৩২ নম্বর রোডের দিকে প্রথমে আগুন লেগেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে যায়। কিছু নিয়ে আসতে পারিনি। ঘরের ফ্রিজ, খাটসহ আসবাবপত্র নিয়ে শিয়াল বাড়ি রোডে আশ্রয় নিয়েছেন রহিমা। তিনি বলেন, মাঝামাঝি জায়গায় প্রথমে আগুন লেগেছে। ঘরে যা পেয়েছি তা নিয়ে বের হয়েছি। আগুনে বস্তির প্রায় ৫০ শতাংশ ঘর পুড়ে গেছে।' তবে স্থানীয়রা মনে করছেন,রাজধানীর মিরপুরে রূপনগরের ঝিলপাড় বস্তির অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পেছনে প্রভাবশালী মহল জড়িত।' খবর বাংলা ট্রিবিউন

'এই রূপনগরে বার বার অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে। এখানকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, কোনও একটা প্রভাশালী মহল, তারা ক্ষমতাসীনদের প্রশ্রয়ে বস্তি উচ্ছেদ করে এখানে হাউজিং বা প্লট নির্মাণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

'এই বস্তিতে যারা বাস করে সবাই নিম্ন আয়ের মানুষ। এই বস্তি পুড়ে যাওয়ার ফলে তারা একেবারেই নিঃস্ব হয়ে গেছে। বার বার এগুলো ঘটার পরও কর্তৃপক্ষ বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।' এমনকি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার অনেক দেরিতে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি আগুন নেভাতে আসায় স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

করোনা শনাক্তে শাহজালালে 'সমন্বয়হীনতা' ও দুর্বলতা

এ পর্যন্ত নভেল করোনা ভাইরাস ছড়িয়েছে বিশ্বের ১১৯টি দেশ ও অঞ্চলে। গত আড়াই মাসে বিশ্বজুড়ে আক্রান্ত হয়েছেন এক লাখেরও বেশি মানুষ। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছেন তিন জন। করোনা প্রতিরোধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নিচ্ছে নানা রকম ব্যবস্থা। তবে বাংলাদেশে এ সংক্রান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখনও নাজুক। দেশের প্রবেশপথগুলোতে নেই করোনা শনাক্ত বা সংক্রমণ প্রতিরোধের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। প্রধান বিমানবন্দর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের শনাক্তের ব্যবস্থায় রয়েছে সমন্বয়হীনতা ও দুর্বলতা। গত আড়াই মাসেও এর সমাধান সম্ভব হয়নি।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে দেশে আসেন মোহাম্মদ হালিম। প্লেন থেকে নামার পর তাকে একটি হেলথ কার্ড দেওয়া হয়। সেটি হাতে করে ভেতরে আসতেই বিমানবন্দরে থাকা স্বাস্থ্যকর্মীরা তাকে জানান, কার্ডটি পূরণ করার দরকার নেই, খালি ফর্ম জমা দিয়ে ডেস্ক থেকে হেলথ কার্ড নিয়ে চলে যান। মোহাম্মদ হালিম বলেন, 'ডেস্ক থেকে কার্ড নিয়ে চলে এলাম। আমি জানি না, হেলথ কার্ড যে আমাকে নিতে বললো, সেটা কেনইবা নিতে বলা হলো। এর কাজটা কী সেটাও বুঝলাম না। আমাদের তো ফর্মটাই পূরণ করতে দেয়নি। তাহলে তারা আমাদের খোঁজ নেবে কী করে। সেই কার্ড নিয়ে আমরা কী করবো, কোথাও জমা দিতে হবে কিনা কিছুই বলা হয়নি।'

বিমানবন্দরে প্রায় সময়েই কিছু কিছু এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে যাত্রীদের হেলথ ডিক্লারেশন কার্ড সরবরাহ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফলে যাত্রীদের বিমানবন্দরে এসে এই কার্ড পূরণ করে জমা দিতে হচ্ছে। এর ফলে বিমানবন্দরে স্ক্যানিং জোনে বাড়তি চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে কোনও কোনও যাত্রী হেলথ ডিক্লারেশন কার্ড জমা না দিয়েই বিমানবন্দর ত্যাগ করছেন। ১০ মার্চ বিমানবন্দরে এক বৈঠকে এ বিষয়গুলো তুলে ধরেন বিমানবন্দরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসকরা। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, সৌদি অ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্সসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি এয়ারলাইন্স ফ্লাইটে যাত্রীদের হেলথ ডিক্লারেশন কার্ড সরবরাহ করছে না।

বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ২০ হাজার যাত্রী যাতায়াত করেন। ২০১৮ সালে শাহজালাল বিমানবন্দরের আন্তর্জাতিক যাত্রী ছিল ৭০ লাখ ৭৪ হাজার ৯২৪ জন। ২০১৯ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩ লাখ ১৬ হাজার ১২৫ জনে। বিশ্বজুড়ে ইবোলা সংক্রমণ শুরু হলে ২০১৪ সালের নভেম্বরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তিনটি থার্মাল স্ক্যানার মেশিন বসানো হয়। তিনটি মেশিনের মধ্যে একটি ভিআইপি জোনে, বাকি দুটি সাধারণ যাত্রীদের যাতায়াতের স্থানে বসানো হয়েছে। তবে বিভিন্ন সময়ে এই থার্মাল স্ক্যানারগুলো বিকল হয়ে পড়ে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এএইচএম তৌহিদ-উল আহসান বলেন, 'যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাস্থ্য বিভাগ করে থাকে। আমরা তাদের সহায়তা করি।'

এদিকে দেখা গেছে, হেলথ জোনে দায়িত্বরত চিকিৎসক ও নার্সদের মধ্যে কেউ কেউ হ্যান্ড গ্লাভস ছাড়াই যাত্রীদের সংস্পর্শে এসে তাপমাত্রা পরীক্ষা করছেন। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা

অনুযায়ী, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের শনাক্তের সময় সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

শাহজালাল বিমানবন্দর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুটি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে, কোভিড-১৯ এর জন্য আরও একটি অ্যাম্বুলেন্স যুক্ত হয়েছে সেখানে। এসব অ্যাম্বুলেন্স পরিচালনার জন্য পাঁচ জন গাড়িচালক নিয়োজিত আছেন। বিমানবন্দর থেকে সন্দেহভাজনদের এসব অ্যাম্বুলেন্সে করেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেসময়ে গাড়িচালক ছাড়া কোনও ধরনের স্বাস্থ্যকর্মী সঙ্গে থাকেন না। একইসঙ্গে সন্দেহভাজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে অ্যাম্বুলেন্সটি জীবাণুমুক্ত (ডিজইনফেকশন) করণের কোনও ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না। গাড়িচালকরা নিজ উদ্যোগে পরিচ্ছন্নতার কাজ করে থাকেন। তবে সেটা কতটা কার্যকর হয়, তা নিয়ে শঙ্কায় আছেন অ্যাম্বুলেন্স চালকরা।

ইউনিভার্সিটি অব টরোন্টোর সোশ্যাল অ্যান্ড রিহেভিয়ারাল হেলথ সায়েন্সের ডক্টরাল রিসার্চার শামীম আহমেদ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'বাংলাদেশের বিমানবন্দরের চাইতেও স্থল ও নৌবন্দরগুলো অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। কেননা, আমদানি-রফতানির জন্য এই বন্দরগুলোই বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সুতরাং, বিমানবন্দরে নজরদারি জারি রাখার পাশাপাশি স্থল ও নৌবন্দরগুলোতে সরকারের অস্থায়ী মেডিক্যাল পোস্ট স্থাপন ও জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা উচিত।'

পাকিস্তানে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত

পাকিস্তানের ইসলামাবাদে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। একে আপাতত দুর্ঘটনাই মনে করা হচ্ছে বলে দেশটির কর্মকর্তারা জানান।

গতকাল বুধবার (১১ মার্চ) আসন্ন সামরিক কুচকাওয়াজের জন্যে অনুশীলনকালে এটি বিধ্বস্ত হয়। *সূত্র: বাসস*

বিমান বাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়, ২৩তম মার্চ প্যারেডের অনুশীলনের সময়ে ইসলামাবাদের শাকারপারিয়ানে পিএএফ এফ-১৬ বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে।

পাকিস্তান ডে উপলক্ষে চলতি মাসে বার্ষিক সমারিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। দেশটির সামরিক বাহিনীর অস্ত্র সরঞ্জামে এফ-১৬ খুবই মূল্যবান প্রতিরক্ষা হাতিয়ার হিসেবে

বিবেচিত। দেশটির প্রায় ৫০টি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান রয়েছে। এর একেকটির মূল্য চার কোটি ডলার।

দিল্লিতে মুসলিম গণহত্যায় পুলিশকেই ধন্যবাদ দিল সন্ত্রাসী অমিত শাহ

ভারতে মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব আইন সিএএ-র প্রতিবাদীদের ওপর হিন্দুত্ববাদীদের নৃশংস হামলার ঘটনায় দিল্লি পুলিশের ভূমিকায় ধন্যবাদ জানিয়েছে দেশটির ক্ষমতাসীন উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল বিজেপির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বুধবার (১১ মার্চ) তিনি এই ধন্যবাদ জানিয়েছেন বলে গণমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে।

অমিত শাহ বলেন, পুলিশের সঙ্গে লাগাতার আলোচনার মধ্যে দিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। ২৪ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টার দিকে প্রথম সংর্ঘষের খবর আসে। ২৫ ফেব্রুয়ারি রাত ১১টায় শেষ খবর পাওয়া যায়।

তিনি দাবি করে বলেন, আমি রেকর্ডে বলেছি, ২৫ ফেব্রুয়ারির পর, সংঘর্ষের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

অথচ, ২৪ ফেব্রুয়ারিতে গেরুয়া সন্ত্রাসীদের উন্মত্ত ভিড়টাকে যেন পুলিশই নেতৃত্ব দিচ্ছিল। উর্দিধারী ইঙ্গিত দিতেই পড়িমরি ছুট লাগাল জনতা। তার পরেই শুরু দেদার পাথর ছোড়া। ভাইরাল হওয়া ভিডিও ক্লিপে স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল, সে দিন পাথর ছুড়েছিল দিল্লি পুলিশও। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হওয়ার পরে সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব দিল্লির খজুরী খাস এলাকার ওই মহল্লায় যান বিবিসি-র এক সাংবাদিক। তাঁকে হিমাংশু রাঠৌর নামে এক স্থানীয় যুবক জানান, সে দিন পুলিশই তাঁদের পাথর জোগাড় করে দিয়ে বলেছিল— ‘মারো’।

খজুরী খাস থানা এলাকার অন্যতম ব্যস্ত এলাকা, পুলিশি সহায়তা কেন্দ্রের গা ঘেঁষে সে দিন পাথর ছুড়তে দেখা গিয়েছিল পুলিশকে। ঘটনার সপ্তাহখানেক পরে ঠিক সেই এলাকায় গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গেই কথা বলেন বিবিসি-র সাংবাদিক। কচুরির দোকানে দাঁড়িয়ে থাকা গেরুয়া তিলক পরা হিমাংশুর মতো রাস্তার ও-পারে পোড়া বাড়ি আগলে পড়ে থাকা ভুরা খানের কথাতেও উঠে আসে ‘পুলিশি তৎপরতার’ কথা। তাঁর কথায়, “পুলিশের সঙ্গেই সে দিন আমাদের বাড়ি-দোকান জ্বালাতে এসেছিল গেরুয়া সন্ত্রাসীরা। সব শেষ হয়ে গেল, পুলিশ শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল!” সে দিন কোনও রকমে ছাদে পালিয়ে এসে প্রাণে বাঁচেন ভুরা খান।

বিবিসির প্রতিবেদনে গত সপ্তাহের আরও একটি ভিডিয়ো উঠে এসেছে। যেখানে দেখা গিয়েছিল, ফয়জান নামের এক যুবক ও তাঁর জনা চারেক সঙ্গীকে পিটিয়ে রাস্তায় ফেলে 'জনগণমন' গাইতে বাধ্য করেছিল দিল্লি পুলিশ। ঘটনার কয়েকদিন পরেই হাসপাতালে মারা যান ফয়জান। যে কর্দমপুরী এলাকায় তাঁর বাড়ি, সেখানেও যায় ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমটি।

দিল্লি পুলিশ সূত্র বলছে- ২৪,২৫, ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশের থেকে জরুরি সহায়তা চেয়ে বিপদগ্রস্তরা পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করেছেন মোট ১৩ হাজার দু'শ বার। বাসিন্দাদের অ'ভিযোগ, তৎক্ষণাৎ সাহায্য পাঠানো দূরের কথা, অধিকাংশ কলের উত্তরই দেয়নি কন্ট্রোল রুম।

এমনিভাবে, পুলিশের সামনেই চলছিল ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ।

https://twitter.com/Shaheenbaghoff1/status/1232493384683552769

পুলিশের সামনেই চলছে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ।

উইঘুর মুসলিম বন্দী শিবিরে করোনা ভাইরাসের উচ্চ ঝুঁকি

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে কেবল চীনেই প্রায় ১,১১,৫০০ জন সংক্রামিত হয়েছে এবং ৩,০০০ এরও বেশি লোক মারা গেছে। আর, এই ভাইরাসের কারণে চীনের কমিউনিস্ট সরকারের বর্বরতার শিকার উইঘুর মুসলিমদের পরিস্থিতি বর্তমানে অনেক বেশি বিপজ্জনক বলে খবর প্রকাশ করেছে "মিডল ইস্ট মনিটর"। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই মহামারীটিকে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এরই মধ্যে করোনা ভাইরাস প্রায় গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ভাইরাস থেকে নিরাপদ থাকতে চীনে কার্যত অবরুদ্ধ অবস্থা জারি রয়েছে। জনসমাগম থেকে ভাইরাসটি সংক্রমিত হওয়ার ভয়ে অফিস-আদালত,স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি বন্ধ থাকলেও জিনজিয়াং প্রদেশের মুসলিম বন্দী শিবিরগুলোতে ভিন্ন বাস্তবতা। সেখানে সম্ভবত ত্রিশ মিলিয়ন উইঘুর এবং অন্যান্য আদিবাসী আটক রয়েছে। আর এইসব বন্দী মুসলিমদের করোনা থেকে বাঁচাতে কোনো ধরণের চেষ্টাই করছে না বিশ্ব সন্ত্রাসী চীনা কমিউনিস্ট সরকার। ভাইরাস থেকে বাঁচতে অনেকে জেলে বন্দী কয়েদিদের সাময়িক মুক্তি দিয়েছে, যাতে ভাইরাসের ঝুঁকি থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। কিন্তু, চীনে মুসলিম বন্দী শিবিরে কুখ্যাত কমিউনিস্ট সরকার কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেনা। এতো

মানুষ একত্রে থাকার কারণে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবার উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। মূলত উইঘুর মুসলিমরা চীনা সরকারের জুলুমের কারণে মৃত্যু দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে।

চীনের উইঘুর মুসলমানদের গণহত্যার বিষয়ে গোটা বিশ্ব নীরব ও বধির হয়ে রয়েছে । প্রভাবশালী এবং শক্তিশালী আরব রাষ্ট্রগুলো উইঘুর মুসলিম নির্যাতন ও গণহত্যা উপভোগ করছে। উইঘুর শরণার্থী এবং আশ্রয়প্রার্থীদের কাছ থেকে কল্পনাতীত নির্যাতনের কথা জাতিসংঘে নথিভুক্ত রয়েছে। অথচ এখনো চীনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি।

উইঘুর মুসলিমদের এ অবস্থায় মুসলিম বিশ্বের উচিত চীনকে শাস্তির মুখোমুখি করা এবং উইঘুর মুসলিম বন্দী শিবিরের বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করা।

১১ই মার্চ, ২০২০

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১৫ এরও অধিক কুফ্ফার সৈন্য হতাহত!

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" আল-মুজাহিদিন ১১ মার্চ সোমালিয়া জুড়ে দখলদার ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট ও সোমালিয় সরকারি মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৭টিরও অধিক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে রাজধানী মোগাদিশুর "আউদাকলী" জেলায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ২ সদস্য নিহত এবং ৩ সদস্য আহত হয়।

একইভাবে কেন্দ্রীয় শাবেলী প্রদেশের "মাহদাই" শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট ভুক্ত দেশ বুরুন্ডিয়ার ২ সৈন্য, আহত হয় আরো ৩ এরও অধিক।

এদিকে বারিরী প্রদেশের "বাসুসা" শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের হামলায় হতাহত হয় আরো ২ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য।

অপরদিকে "ওয়ার্দিকলী" জেলায় মুজাহিদদের হামলায় আহত হয় আরো ১ মুরতাদ সৈন্য।

একইভাবে রাজধানীর "বাকারা" এলাকায় হারাকাতুশ শাবাব এর গেরিলা যোদ্ধাদের হামলায় নিহত হয় সোমালিয়ান আরো ১ মুরতাদ সৈন্য।

হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন এর বাকি অভিযানগুলোতেও কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর অনেক সৈন্য হতাহতের শিকার হয়।

খোরাসান | একটি মাদ্রাসা হতে ২৮৬ জন "তালিবুল ইলম" ইফতা ও দাওরাহ সমাপ্ত করেছেন!

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন ও উমারাগণ, কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি আফগানিস্তান জুড়ে শিক্ষা, চিকিৎসা ও জনসেবা মূলক কাজ খুব গুরুত্বের সাথে আঞ্জাম দিয়ে আসছেন।

এরই ধারাবাকিতায় গত ১০ মার্চ ইমারতে ইসলামিয়ার নিয়ন্ত্রিত কান্দাহার প্রদেশের "জামি'আয়া আশরাফিয়া দ্বীনি মাদরাসা" এর কয়েকটি বিভাগ হতে প্রায় ২৮৬ জন তালিবুল ইলম (ছাত্র) তাদের শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন।

এর মধ্যে ইফতা (শরিয়াহ্ এর উপর পান্ডিত্য) সম্পূর্ণ করেছেন ১৬ জন (মুৃফতী)।

দাওরা (মাওলানা) সমাপ্ত করেছেন ১৪৫ জন।

হিফজ্ সম্পূর্ণ করেছেন ৫৫ জন।

কেরাত (ক্বারী) সমাপ্ত করেছেন আরো ৮৩ জন ছাত্র।

বৃদ্ধা নারীকে রডের ছ্যাঁকা দিয়ে বর্বরতা চালাল হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সন্ত্রাসী

ডাইনি অপবাদ দিয়ে এক লোধাশবর সম্প্রদায়ের বৃদ্ধার ওপর গরম লোহার রড নিয়ে বর্বরতা চালাল উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বিজেপি নেতা। খবর- আজকাল

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইলের খুদমরাই অঞ্চলের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জেলাজুড়ে।

সারা শরীরে গরম লোহার রডের ছ্যাঁকা আর মারধরের আঘাত নিয়ে সাঁকরাইলের ভাঙাগড় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি আছেন ওই বৃদ্ধা। অত্যাচারিত ওই বৃদ্ধার নাম চম্পা আড়ি। বাড়ি ওই থানার বাগমারি গ্রামে।

রবিবার (৮ মার্চ) বিকেলে ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটে। বৃদ্ধা একাই থাকেন বাড়িতে। লাগোয়া গ্রাম ভালুকিশোলে বসবাস করে বিজেপি-র খুদমরাই অঞ্চল কমিটির নেতা রবীন্দ্র হাঁসদা এবং তার পরিবার। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার বিকেলে রবীন্দ্র ও তার দলবল চম্পাদেবীকে তাঁর বাড়ি থেকে টেনে-হিঁচড়ে পাশের গ্রাম ভালুকিশোলে রবীন্দ্রর বাড়িতে নিয়ে যায়। অভিযোগ, এরপর রবীন্দ্র-সহ ৫-৬ জন মিলে বৃদ্ধাকে প্রথমে প্রচণ্ড মারধর করে। এরপর চলে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গরম রডের ছ্যাঁকা। গরম রডের ছ্যাঁকায় হাত, পা-সহ বিভিন্ন জায়গার চামড়া পুড়ে উঠে গেছে। অত্যাচার চালানোর পর ওই বৃদ্ধাকে তাঁর ঘরে পৌঁছে দেয় অভিযুক্তরা। ব্যথা, যন্ত্রণা আর অপমানের জ্বালা নিয়ে নিজের ঘরে ডুকরে ডুকরে কাঁদেন চম্পা আড়ি।

এ প্রসঙ্গে সাঁকরাইল ব্লক যুব তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি শান্তনু ঘোষ বলেন, ‘খুদমরাই অঞ্চলের বিজেপি নেতা রবীন্দ্র হাঁসদা লোধাশবর সম্প্রদায়ের মহিলা চম্পা আড়ির ওপর নারকীয় অত্যাচার চালিয়েছে। বিজেপির মুখ আর মুখোশ ধরতে পেরেছে মানুষ।

পাকিস্তানে বরফধসে ৪জনের মৃত্যু; আহত ২৯

উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের একটি গ্রামে বরফ ধসের ঘটনায় কমপক্ষে ৪ জন নিহত ও ২৯ জন আহত হয়েছে। (আনাদোলু এজেন্সি)

মঙ্গলবার (১১ মার্চ) পুলিশ ও স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

স্থানীয় টিভি চ্যনেল জিও নিউজ জানিয়েছে, রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে ৯৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র নাথিয়া গলির কুন্ডলা গ্রামে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

অজানা সংখ্যক যাত্রী বহনকারী একটি গাড়ি বরফ ধসের কবলে পড়লে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রোহিঙ্গা যুবককে গলা কেটে হত্যা

উখিয়ায় কুতুপালং মধুরছড়া ক্যাম্পে এক রোহিঙ্গা যুবককে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। *খবর-বাংলা ট্রিবিউন*

আজ বুধবার (১১ মার্চ) বিকালে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মো. ইউসুফ (৩৭) নামের ওই যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে। নিহত ইউসুফ মধুরছড়া ৩ নম্বর রোহিঙ্গা শিবিরের শামসুল হকের ছেলে।

দেশে ব্যাংকিং খাতে তিন মাসে মূলধন ঘাটতি বেড়েছে সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা

দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ বেড়েই চলছে। একদিকে সরকারি খাতে বেশি ঋণ যাচ্ছে, অন্যদিকে আগে বিতরণ হওয়া ঋণ আদায় হচ্ছে না। ওইসব খেলাপি ঋণের বিপরীতে নিরাপত্তা সঞ্চিতি বা প্রভিশনও রাখতে হচ্ছে। এতে ব্যাংকগুলো মূলধন ঘাটতিতে পড়ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে ব্যাংকিং খাতের মূলধন ঘাটতি বেড়েছে ৫ হাজার কোটি টাকা।

তথ্য অনযায়ী, গত বছরের (২০১৯) সেপ্টেম্বর শেষে মূলধন ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৮ হাজার কোটি টাকা। ডিসেম্বরে এসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩ হাজার ৬১২ কোটি ৪৩ লাখ টাকায়। মূলধন ঘাটতিতে থাকা মোট ১২টি ব্যাংকের মধ্যে ৫টি সরকারি, ৪টি বেসরকারি, একটি বিদেশি এবং দুইটি বিশেষায়ীত ব্যাংক। এদের মধ্যে সরকারি ব্যাংকগুলোতে ঘাটতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। ডিসেম্বর শেষে মোট ১০ হাজার ৭৭৭ কোটি ৮৭ লাখ টাকা মূলধন ঘাটতিতে সরকারি খাতের ৫টি ব্যাংক। বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোতে ২ হাজার ৫৭৩ কোটি, বিশেষায়ীত ব্যাংকগুলোতে ১০ হাজার ১৯৯ কোটি এবং বিদেশি ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি প্রায় ৬২ কোটি টাকা।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ব্যাংকিং খাতে বড়ো সমস্যা খেলাপি ঋণ। আর খেলাপি ঋণের কারণেই মূলধন ঘাটতিও বাড়ছে। বেসরকারি ব্যাংকে ঘাটতি বেশি না হলেও সরকারি খাতে ঘাটতি অনেক বেশি। সরকারি ব্যাংকের বিপুল অঙ্কের ঘাটতি পূরণ করা হয় জনগণের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে, যা মোটেও উচিত নয়। এটি বন্ধ করা উচিত।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকিং খাতে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১০ লাখ ১১ হাজার ৮২৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপি হয়ে পড়েছে ৯৪ হাজার ৩৩১ কোটি টাকা। যা মোট বিতরণকৃত ঋণের ৯ দশমিক ৩২ শতাংশ। তিন মাস আগে (সেপ্টেম্বর) মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ১৬ হাজার ২৮৮ কোটি টাকা। সে হিসাবে তিন মাসের ব্যবধানে খেলাপি ঋণ ২২ হাজার কোটি টাকা কমেছে।

খেলাপি ঋণ বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই মূলধন ঘাটতি বাড়ে। কিন্তু এবছর খেলাপি কমলেও মূলধন ঘাটতি বেড়েছে। এবিষয়ে বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবীদ জাহিদ হোসেন অর্থসূচককে বলেন, এবারের খেলাপি কমার কারণ হল রিশিডিউল। সেকারণেই মূলধন ঘাটতি বেড়েছে। তাছাড়া মূলধনের পর্যাপ্ততা বাড়াতে হলে পরিচালন মুনাফা বাড়াতে হয় অথবা নতুন আমানত বাড়াতে হয় অথবা লভ্যাংশ কমাতে হয়। এর কোনোটাই ঘটেনি। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে মূলধন ঘাটতি বৃদ্ধি খুবই স্বাভাবিক।

মূলধন ঘাটতিতে থাকা সরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সোনালী ব্যাংকের। বিদায়ী বছরের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির মোট মূলধন ঘাটতির পরিমাণ ৫ হাজার ৮৩২ কোটি টাকা। এছাড়া জনতা ব্যাংকের ২ হাজার ৪৯০ কোটি, অগ্রণী ব্যাংকের ১ হাজার ২৯৪ কোটি, রূপালী ব্যাংকের ২০১ কোটি এবং বেসিক ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ৯৬১ কোটি টাকা। বেসরকারি চারটি ব্যাংক মিলে আড়ায় হাজার কোটি টাকা এবং বিদেশি ব্যাংকের মধ্যে ন্যাশনাল ব্যাংক অব

পাকিস্তানের মূলধন ঘাটতি রয়েছে ৬২ কোটি টাকা। এছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত বিশেষায়িত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ৯ হাজার ৪১১ কোটি এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ৭৮৮ কোটি টাকার মূলধন ঘাটতি রয়েছে।

ব্যাংকগুলোর শেয়ারহোল্ডার বা মালিকদের জোগান দেওয়া অর্থই মূলধন হিসেবে বিবেচিত। সারা বিশ্বে ব্যাসেল কমিটি প্রণীত আন্তর্জাতিক নীতিমালার আলোকে ব্যাংকগুলোকে মূলধন সংরক্ষণ করতে হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যাসেল-৩ নীতিমালার আলোকে একটি ব্যাংকের ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ১০ শতাংশ অথবা ৪০০ কোটি টাকার মধ্যে যেটি বেশি সে পরিমাণ মূলধন রাখতে হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, অনেক দিন ধরেই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি ফিরছে না। উদ্যোক্তারা নতুন করে বিনিয়োগে আসছেন না। প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে অনেকেই শিল্পকারখানা বন্ধ করে দিচ্ছেন। আর ব্যাংকের বেশির ভাগ ঋণই যাচ্ছে সরকারের ঘরে। এমন পরিস্থিতিতে বেসরকারি খাত ঋণ পাচ্ছে না। আবার আগে বিতরণ হওয়া ঋণের টাকাও ফেরত পাচ্ছে না ব্যাংক। ফলে ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে।

করোনা: চট্টগ্রাম বন্দর ও শাহ আমানতে থার্মাল স্ক্যানার নেই

চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস শনাক্তে চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দর ও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে কোনো থার্মাল স্ক্যানার নেই। এই দু'টি স্থানে বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের ভাইরাস শনাক্তে শুধু হ্যান্ডহেল্ড স্ক্যানার দিয়েই কাজ চলছে।

জানা যায়, শাহ আমানত বিমানবন্দর দিয়ে প্রতিদিন প্রায় দেড় হাজার যাত্রী আসা যাওয়া করে থাকেন। তাদের জন্য মাত্র ৯ জন পালা করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন। যা পর্যাপ্ত নয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, ২০১৫ সালে এখানে একটি থার্মাল স্ক্যানার বসানো হয়। যা গত সাত মাস আগে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে করোনা শনাক্তে এখন ৫টি হ্যান্ডহেল্ড মেশিনই ভরসা। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বন্দরে কোনো থার্মাল স্ক্যানার নেই।

চট্টগ্রাম বন্দর সূত্র জানায়, সেখানে করোনা শনাক্তে কোনো থার্মাল স্ক্যানার নেই। এক্ষেত্রে বন্দরে আসা বিদেশ ফেরত জাহাজগুলোতে থাকা নাগরিকদের ১৪ দিন পর্যবেক্ষণে রেখে তারপরই বন্দরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হচ্ছে।

ডিএমপি নিউজের বাল্যবিবাহ বিষয়ক প্রতিবেদনের পর্যালোচনা

গত ৯-ই মার্চ ২০২০, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) অফিসিয়াল নিউজ সাইটে বাল্যবিবাহ নিয়ে "বাল্যবিবাহে নষ্ট হচ্ছে সমাজের ভবিষ্যৎ" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে । যেখানে বাল্যবিবাহকে ঘৃণ্য কাজ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে ।

প্রতিবেদনের শুরুতে বলা হয়েছে , "বাল্যবিবাহ বা শিশুবিবাহ বলতে ঐ বিবাহকে বোঝানো হয়, যেখানে বর ও কনে উভয়ে বা যে কোনো একজন শিশু। বর-কনে দুজনেরই বা একজনের বয়স বিয়ের জন্য আইন দ্বারা নির্ধারিত বয়সের কম হলে তা আইনের চোখে বাল্যবিবাহ বলে চিহ্নিত হবে। সদ্যপ্রণীত বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ অনুসারে বাল্যবিবাহ বলতে ১৮ বছরের কম বয়সের কোন মেয়ের সাথে ২১ বছরের কম বয়সি কোন ছেলের বিয়েকে বোঝানো হয়েছে।"

অর্থাৎ বিবাহ বৈধ হবার জন্য শর্ত করা হচ্ছে মেয়েদের ১৮ আর ছেলেদের ২১ বছর বয়স হতে হবে । যদিও শারীরিক সম্পর্ক করার সক্ষমতা আরো অনেক আগে থেকেই ছেলে ও মেয়ে উভয়েই অর্জন করে। বারো-তেরো বছর পর থেকেই ছেলে-মেয়েদের কিশোর-কিশোরী ধরা হলেও এখানে আইনে ১৮ বছরের আগ পর্যন্ত শিশু বলা হচ্ছে। যা অত্যন্ত হাস্যকর, বালখিল্যতা ।

এরপর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, "বাল্যবিবাহ যে সমাজের জন্য একটা বিষফোঁড়া এবং অভিশাপ তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। সমাজকে এই অভিশাপ মুক্ত করার জন্য শুধু নারীদের সচেতন হলেই চলবে না। সমাজের সকলকে সচেতন হতে হবে ।"

এরপর সমগ্র প্রবন্ধে বাল্যবিবাহকে বারবার নানা বিশেষণে নেতিবাচক বলা হলেও কেন নেতিবাচক বা সমাজের জন্য কেন ক্ষতিকর তা উল্লেখ করতে দেখা যায়নি সমগ্র প্রবন্ধ জুড়ে। যেখানে মেডিক্যালি ও ফিজিক্যালিভাবে কিশোর-কিশোরীরা মিলনে সক্ষম সেখানে তারা কোন যুক্তিতে বা কারণে কথিত বাল্যবিবাহকে "সমাজের জন্য একটা বিষফোঁড়া এবং অভিশাপ" বলছে তা বোধগম্য নয়।

এরপর চমৎকার কিছু কথা বলা হয়েছে যার সাথে আমরাও আক্ষরিকভাবে একমত। প্রতিবেদনে বলা হয় , "যথাযথভাবে বাংলা অর্থসহ কোরআন শিক্ষা এবং সহীহ হাদিস চর্চা করানো হলে সেখানে গোঁড়ামী, অসচেতনতা, বিশৃঙ্খলতার জায়গা কমে আসবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।"

আসলেই গোঁড়ামী, অসচেতনতা, বিশৃঙ্খলতার দমনে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার বিকল্প নেই। কিন্তু ইসলামের শিক্ষাই তো হলো ছেলে-মেয়ের বিয়ের বয়স হলেই তাকে উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী দেখে বিবাহ দিয়ে দেওয়া। এখন কথা হলো, বিয়ের বয়সটা আসলে কখন হয়? এই বিষয়ে ইসলামে সুস্পষ্টভাবে কোনো সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি, বরং সাবালক-সাবালিকা হওয়ার পর থেকেই মূলত ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিতে ইসলামে উৎসাহিত করা হয়। তাই, ১৮ বছরের আগে মেয়ে এবং ২১ বছরের আগে ছেলের বিয়ে বাল্যবিয়ে বলে গণ্য করে বাংলাদেশে যে আইন রয়েছে, তা ইসলাম অনুযায়ী হয়নি। তাই, ডিএমপি একদিকে বাংলাদেশ আইন অনুযায়ী মেয়েদের ১৮ এবং ছেলেদের ২১ এর আগের বিয়েকে বাল্যবিয়ে আখ্যায়িত করে অন্যদিকে ইসলামী অনুশাসন মানার যে পরামর্শ দিচ্ছে, তা আদতে সুখপাঠ্য হলেও, এতে ডিএমপির স্ববিরোধিতা, মূর্খতা নয়তো প্রতারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মুখে ইসলামী অনুশাসন মানার কথা বললেও, এসকল রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তারা নিজেরাই ইসলাম সম্মত বিবাহকে বাল্যবিবাহ আখ্যায়িত করে নিষিদ্ধ করেছে। পাশাপাশি নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে বিবাহে বাধা দিয়ে প্রেম করতে উৎসাহিত করছে। এভাবে জিনা করার দিকে যুবসমাজকে ঠেলে দিয়ে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও নৈতিক পরিশীলতা ধ্বংস করছে এই সকল ইসলামবিদ্বেষী সরকারী গোষ্ঠী । প্রকৃতপক্ষে, বাল্যবিবাহ নয় বরং বিয়েকে কঠিন করে ফেলাতেই সমাজের ভবিষ্যৎ ধ্বংস হচ্ছে। বিবাহকে কঠিন করার ফলে এবোরশন , ইভটিজিং, নৈতিক অধঃপতনসহ নানা অপকর্মের দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে ।

লেখক: রেদোয়ান সায়িদ, ইসলামী চিন্তাবিদ।

দিল্লিতে গেরুয়া সন্ত্রাসীদের হত্যাকাণ্ড গুজরাট গণহত্যা থেকেও ভয়াবহ

সম্প্রতি ভারতের রাজধানী দিল্লিতে উগ্র সন্ত্রাসী হিন্দুত্ববাদী কর্তৃক মুসলমানদের ওপর চালানো সহিংসতায় দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী নিহতে সংখ্যা ৫৩ জন। সহিংসতা চলাকালীন নিহতের সংখ্যা ৪০ জন থাকলেও পরে নর্দমা থেকে এবং রাইসমিলের

ছাই-এর নিচ থেকে অনেক লাশ উদ্ধার হওয়ায় এ সংখ্যা বেড়ে ৫৩ তে দাঁড়িয়েছে। খুন করে লাশ গোপন করে রেখে দেওয়ায় হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা এখনও জানা সম্ভব হয়নি। অনেকে আশঙ্কা করছেন নিহতের সংখ্যা শ ছাড়িয়ে গেছে।

খুন করা ছাড়াও স্থানীয় মুসলমানদের ঘরবাড়ি এবং দোকানপাঠে ব্যাপক লুণ্ঠন এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। লুঠপাট এবং সহিংসতার তীব্রতা হামলা চলাকালীন আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুদের বাড়িতে গেরুয়া পতাকা ঝুলানোর ঘটনা থেকেই আন্দায করা যায়।

ভারতে দাঙ্গার নামে মুসলমান হত্যা নতুন কিছু নয়। এই শতকের গোড়ার দিকেই দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কসাই নরেন্দ্র মোদির গুজরাটে তারই মদদে ভয়াবহ মুসলিম নিধন করা হয়েছিল। সেবার ২ হাজারের অধিক মুসলমানকে কুপিয়ে, পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। এর আগেও ৪৭ এ দেশভাগ পরবর্তী সময়ে এবং অযোধ্যার ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর টার্গেট করে করে মুসলমান মারা হয়েছিল। পরে হত্যাকাণ্ড বৈধতার জন্য একটি সুন্দর শব্দবন্ধ যোগ করে দেওয়া হয়েছিল ঘটনাগুলোর শুরুতে- সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

পরিসংখ্যানের বিচারে গুজরাটের গণহত্যা এবং দেশভাগ পরবর্তী গণহত্যাকে ভয়াবহ এবং সে তুলনায় দিল্লির সাম্প্রতিক সহিংসতাকে নগন্য মনে করা হলেও বাস্তবতার বিচারে দিল্লি হত্যাকাণ্ড নগন্য কোনো ঘটনা নয়। সাম্প্রতিক সহিংসতার প্রেক্ষাপট অন্তত সে কথা বলে না। সহিংসতায় যারা মারা গেছেন তারা বরং বেঁচে গেছেন কিন্তু যাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে জমি দখল করা হয়েছে তাদের শুরু হয়েছে অনন্তের দুর্ভোগ। আক্ষরিক অর্থে তাদের অনেকে এখন ভারতের নাগরিক নন। ঘরবাড়ি হারিয়ে তাদের শুরু হল এখন অনিশ্চয়তার জীবন। কিছুদিনের মধ্যেই হয়ত তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে ডিটেনশন ক্যাম্পে কিংবা ঠেলে দেওয়া হবে বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা আফগানিস্তানে।

সবচেয়ে ভয়াবহ হল, দিল্লি হত্যাকাণ্ড গোটা ভারতের সকল মুসলমানের মনোবলের জন্য চরম আঘাত স্বরূপ। এনপিআর, এনআরসি এবং সিএএ'র গ্যাড়াকলে ফেলে মুসলমানদেরকে ভারত থেকে বিতাড়নের যে মেন্টাল গেইম, দিল্লির সহিংসতা তার শরীরি ভাষা। বিজ্ঞজনেরা আশঙ্কা করছেন, দিল্লির ঘটনার পুনরাবৃত্তির ভারতের রাজ্যে রাজ্যে হবে।

সিএএ বিরোধী শাহিনবাহের তুমুল আন্দোলন বানচাল করতে দিল্লিতে চালানো এ গণহত্যা এ অগ্রিম সতর্কবার্তা সমস্ত রাজ্যের মুসলমানদেরকে দিয়ে রেখেছে যে, চুপ থাকো, নিরব থাকো- নতুবা দিল্লি থেকে পরিণতি ভিন্ন হবে না।

সুতরাং দিল্লির ঘটনাকে মুসলমানদের গৃহহীন, ভূমিহীন এবং দেশহীন করার গভীর ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত আক্রমণের প্রথম প্রকাশ বলা যেতে পারে।

কুফরী আদালতের রায়কেও বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাল সন্ত্রাসী যোগি

ভারতের উত্তরপ্রদেশে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার মিথ্যা অভিযোগে ওই রাজ্যের সরকার অভিযুক্তদের ছবি ও নাম-ধাম দিয়ে যে সব বিশাল বিলবোর্ড রাজধানী জুড়ে লাগিয়েছে, আদালতের স্পষ্ট নির্দেশের পরও সেগুলো সরানো হয়নি।

গতকাল সোমবার (৯ মার্চ) যোগী আদিত্যনাথ সরকারের ওই সব ফেস্টুন লাগানোর সিদ্ধান্তকে নাগরিকদের 'ব্যক্তি স্বাধীনতার লঙ্ঘন' বলে বর্ণনা করে এলাহাবাদ হাইকোর্ট সেগুলো সরিয়ে দিতে বলেছিল।

কিন্তু রায়ের পর চব্বিশ ঘন্টারও বেশি কেটে গেলেও লখনৌতে সে সব বিলবোর্ড এখনও বহাল তবিয়তে রয়েছে। পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতৃত্ব ও রাজ্যের সরকারি কর্মকর্তারাও এই 'নেমিং অ্যান্ড শেমিং'-য়ের পক্ষে ক্রমাগত সওয়াল করে যাচ্ছেন।

সোমবার বিকেলে এলাহাবাদ হাইকোর্ট উত্তরপ্রদেশ সরকারের কঠোর সমালোচনা করে যে রায় দিয়েছে তা ছিল অনেক দিক থেকেই বিরল। প্রথমত, অভিযুক্তদের নাম ও ছবি এভাবে প্রকাশ করার বিরুদ্ধে আদালত কারও পিটিশন দাখিলের অপেক্ষা করেনি, তারা ব্যবস্থা নিয়েছে নিজে থেকেই। এমন কী, মামলার শুনানি হয়েছে রবিবার ছুটির দিনেও।

এ বিষয়ে বিচার করার কোনও এক্তিয়ার আদালতের নেই, উত্তরপ্রদেশ সরকারের এই যুক্তিও খারিজ করে দিয়ে আদালত বলেছে এটা আসলে প্রশাসনের 'নির্লজ্জ কর্মকান্ডের' নিদর্শন। কিন্তু এর পরও আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে আদিত্যনাথ সরকার একটি বিলবোর্ডও এখনও পর্যন্ত সরায়নি।

বরং মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা শলভমণি ত্রিপাঠী জানাচ্ছেন, "পোস্টারের এই মুখগুলোকে তো আমরা সবাই চিনি – এরাই তো লখনৌ আগুন লাগাতে চেয়েছিলেন।"

তালেবানদের সাথে দীর্ঘ যুদ্ধের পর লাঞ্ছনাকর পরাজয় নিয়েই আফগান ছাড়তে শুরু করেছে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী!

আফগানিস্তান থেকে ক্রুসেডার মার্কিন সেনা প্রত্যাহার শুরু হয়েছে। ক্রুসেডার আমেরিকা এবং ইমারতে ইসলামিয়ার মধ্যে সম্প্রতি সই হওয়া চুক্তির আওতায় এসব ক্রুসেডার সেনাকে প্রত্যাহার করা হচ্ছে বলে নিশ্চিত করা হয়।

আফগানিস্তানে মোতায়েন দখলদার মার্কিন ক্রুসেডার সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র কর্নেল "সনি লেগেট" সোমবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

কর্নেল সনি লেগেট জানায়, বর্তমানে আফগানিস্তানে যে সেনা মোতায়েন রয়েছে তা আগামী ১৩৫ দিনের মধ্যে কমিয়ে ৮ হাজার ৬০০-তে নামিয়ে আনা হবে। যেমনটা চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

মার্কিন সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, আফগানিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কট আছে কি নেই, কাবুলে প্রেসিডেন্ট একজন নাকি দু জন সেগুলো নিয়ে আমেরিকা সময় নষ্ট করবে না বরং চুক্তি অনুযায়ী ১৩৫ দিনের মধ্যে সেনা সংখ্যা কমিয়ে ৮৬০০-তে নামিয়ে আনা হবে।

আফগানিস্তানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক নেতা আশরাফ গণি এবং আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ দুজনই প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেয়ার দিনই ক্রুসেডার মার্কিন প্রশাসন সেনা প্রত্যাহারের এই কার্যক্রম শুরু করলো।

ক্রুসেডার আমেরিকা সেনা প্রত্যাহার শুরু করেছে দুটি ঘাঁটি থেকে। যার একটি হচ্ছে হেলমান্দ প্রদেশের রাজধানী লস্করগাহ শহরে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি। আরেকটি হল হেরাত প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানীতে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ।

প্রাথমিক প্রতিবেদন এবং সংবাদ সূত্রগুলি থেকে অনুমেয় যে, প্রত্যাহারকৃত এই ক্রুসেডার সেনারা প্রাথমিকভাবে কাতারে অবস্থান করবে।

অবশেষে বাধ্য হয়ে কারাবন্দী তালেবান মুজাহিদদের মুক্তি দেয়ার ঘোষণা করল আফগান পুতুল সরকার!

প্রথমদিকে কারাবন্দী তালেবান মুজাহিদদের মুক্তি দিতে না চাইলেও, ক্রমাগত তালেবান মুজাহিদদের তীব্র অভিযানের চাপের মুখে তালিবানদের নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়

আফগান পুতুল সরকার। গত ২ মার্চ গণি প্রকাশ্যে বলেছিল, মার্কিন-তালিবান চুক্তিতে বন্দি বিনিময়ের যে ধারাটি রয়েছে, সে সম্পর্কে সে কোনও প্রতিশ্রুতি দেবে না, আর তা মানাও নাকি সম্ভব নয় তার পক্ষ্যে। ফলে তালিবান মুজাহিদিনরাও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে কঠোরনীতি গ্রহণ করেন। তালেবানদের পক্ষহতে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়, ৫ হাজার বন্দিকে মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত আমরা আফগান সরকারের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেব না।'

অবশেষে বাধ্য হয়ে কারাবন্দি তালিবান মুজাহিদদের মুক্তি দেয়ার কথা ঘোষণাও করল ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম আফগান পুতুল সরকার। গত সোমবার আশরাফ গনি এই ঘোষণা দিয়ে বলে, 'কোন প্রক্রিয়ায় তালিবান বন্দিদের মুক্তি দেয়া হবে তা চূড়ান্ত হয়েছে।'

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন হলেও, ক্রুসেডারদের গোলাম আফগান পুতুল সরকারি বাহিনীর উপর হামলা বন্ধ করতে নারাজ তালিবান মুজাহিদিন।

এদিকে দোহায় ইমারতে ইসলামিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয়ের মুখপাত্র মুহতারাম সোহাইল শাহিন হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, আমরা আমেরিকানদের হাতে 5000 কারান্দীর তালিকা হস্তান্তর করেছিলাম, আর এই তালিকাতে কেউ কোন পরিবর্তন আনতে পারবেনা। আফগান পুতুল সরকার কাকে কি কারণে মুক্ত করল সেটা আমাদের দেখার বিষয়না। তবে কারাবন্দী মুজাহিদদের তালিকা অনুযায়ী মুক্তি দিতে হবে। আর আমাদের দায়িত্বশীলদের উচিত তালিকাটি দেখে দেখে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া।

সোমালিয়া | মুরতাদ বাহিনী হতে "দাইফ" শহর বিজয় করে নিয়েছেন মুজাহিদিন!

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ৭ মার্চ সোমালিয়া ও কেনিয়ার সীমান্ত শহর "দাইফ" এ কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র এক লড়াই শুরু করেন।

কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা যুদ্ধের পর মুজাহিদগণ শহরটির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এর মাধ্যমে শরিয়ার ছায়াতলে প্রবেশ করল পূর্ব আফ্রিকার আরো একটি শহর।

উক্ত অভিযানের সময় মুজাহিদদের হাতে নিহত হয় 3 মুরতাদ সৈন্য এবং আহত হয় আরো 2 এরও অধিক কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন ভারী ও হালকা ধরণের অনেক যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের উপর হামলা করতে এসে লাশ হয়ে ফিরল অনেক মুরতাদ সৈন্য।

গতরাতে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাবাহিনী "হারিয়াহ টাঙ্ক" এলাকায় যুদ্ধযান ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (TTP) এর মুজাহিদিনদের উপর হামলা করার চেষ্টা করে।

আল্লাহর অনুগ্রহে মুজাহিদগণ পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে সাড়া জাগানো এক তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলেন। এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় কর্নেল মুজিবুর রহমান সহ তার বহু সৈন্য নিহত হয়। আর মুজাহিদিনরা আল্লাহর অনুগ্রহে নিরাপদে ফিরে আসেন।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় 7 এরও অধিক কুফফার সৈন্য হতাহত!

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ১০ মার্চ মধ্য সোমালিয়ার "মাহদায়ী" শহরে ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান সৈন্যদের বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদাহ নিউজের তথ্যমতে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় বুরুন্ডিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর 2 সৈন্য নিহত এবং আরো 6 এরও অধিক ক্রুসেডার সৈন্য আহত হয়।

একইদিনে সোমালিয়ার বারী প্রদেশের "বাসুসা" শহরেও পুনটল্যান্ড ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যাতে 2 এরও অধিক ক্রুসেডার হতাহত হয়। জানা যায় যে, হতাহত ক্রুসেডারদের মধ্যহতে 2 জনই হচ্ছে পুনটল্যান্ড ক্রুসেডার বাহিনী গোয়েন্দা সদস্য।

১০ই মার্চ, ২০২০

লোন উলফ ম্যাগাজিনের ২য় সংখ্যা নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন

লোন উলফ ম্যাগাজিনের ২য় সংখ্যা ও ভিডিও ট্রেইলার নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে একটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল। ইংরেজিতে প্রকাশিত সেই প্রতিবেদনটির অনুবাদ করেছেন বখতিয়ার মামুন। অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হল-

আমেরিকান ও ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের উপর হামলা চালানোর জন্য বাংলাদেশের নিরাপত্তাবাহিনীর ভিতরে থাকা 'লোন উলফদের' আহ্বান জানালো আল-কায়েদা

এ বছরের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি বাংলায় 'লোন উলফ' ম্যাগাজিনের দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশ করেছে আল-কায়েদা ভারতীয় উপমহাদেশ শাখা (AQIS) এর প্রতি অনুগত বাংলাদেশী জিহাদিরা। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী এ ম্যাগাজিনের উদ্দেশ্য 'বাংলাদেশে গ্লোবাল জিহাদের কাজকে অগ্রসর করা...'। গ্রুপটির প্রকাশনার মান উঁচু স্তরের। বিগত পাঁচ বছর ধরে এই মান তারা বজায় রেখেছে। ৫৩ পৃষ্ঠার নতুন এই ম্যাগাজিনেও এই উচ্চমান দৃশ্যমান। কাদের লক্ষ্য করে এই ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়েছে সেটা প্রচ্ছদেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ম্যাগাজিনের শিরোনাম রাখা হয়েছে, 'লেটার টু দা ইনসাইডার' ('ভিতরের ভাইয়ের প্রতি চিঠি')। বাংলাদেশের বিভিন্ন নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর লোগো স্থান পেয়েছে প্রচ্ছদে। বাংলাদেশ নেভি, বাংলাদেশ বিমান, পুলিশ, র‍্যাব এবং এসএসএফ এর লোগের মাঝখানে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রাখা হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লোগো। প্রচ্ছদে এসএসএফ এর লোগো রাখার দিকটি বিশেষভাবে লক্ষনীয়। পাশাপাশি বাংলাদেশের তিন সশস্ত্র বাহিনীর সমন্বিত লোগোও স্থান পেয়েছে ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে। ম্যাগাজিনের নতুন এই সংখ্যাটি পুরোপুরিভাবে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছে।জিহাদের সমর্থনে জিহাদিরা যেসব যুক্তি, কারণ ও তর্ক উপস্থাপন করে সেগুলো সুক্ষ, গভীর এবং উন্নত। একজন মুসলিমের কাছে অনেক সময় জিহাদিদের এ কথাগুলো প্রামাণিক এবং গ্রহণযোগ্য মনে হয়। একজন সাধারন মুসলিমের জন্য এই বক্তব্য চ্যালেঞ্জ করা বেশ কঠিন। এই যুক্তি ও তর্কগুলো বৈশ্বিক জিহাদ আন্দোলনের নেতা ও চিন্তাবিদদের দীর্ঘদিনের বিশ্বাসগত ও পদ্ধতিগত আলোচনা, পর্যালোচনা এবং তর্কবিতর্কের ফসল। এই ম্যাগাজিনে এধরণের যুক্তি ও আলোচনাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। কাউকে নিজেদের মতাদর্শে দীক্ষিত করার জন্য জিহাদিরা সাধারণত যে পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে সেগুলো উঠে এসেছে এ ম্যাগাজিনে। ম্যাগাজিনে সমসাময়িক বিশ্বের পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে বিশেষভাবে গুরুত্ব

পেয়েছে বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের উপরে চলা নিপীড়নের কথা। বিশ্বের মুসলিম শাসকদের তাগুত (এমন শাসক যে স্রষ্টার সার্বভৌম শক্তি ও আইন প্রত্যাখ্যান করে) ঘোষণা করা হয়েছে, সেই সাথে যারা তাগুতের প্রতিরক্ষা করে এবং তাগুতের পথে যুদ্ধ করে তাদের কাফির ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে 'বাহিনীগুলো' তাগুতের সহায়তা করে কুরআনে তাদের জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ও মার্কিন সেনাবাহিনীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে সমালোচনা করা হয়েছে। 'আল্লাহর বাহিনী' আর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তুলনা উপস্থাপন করা হয়েছে একটি ইনফোগ্রাফিকের মাধ্যমে।এ বিষয়গুলো তুলে ধরার পর একমাত্র সমাধান হিসাবে বলা হয়েছে সশস্ত্র জিহাদের কথা।

ম্যাগাজিনটি পাঠকদের তাগুতের বাহিনীর ভিতরে "গোপন অপারেটর " হিসাবে কাজ করার এবং "ওয়ান ম্যান আর্মি" হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। এটিকেই তুলে ধরা হয়েছে পাঠকের জন্য সবচেয়ে কার্যকরী পথ হিসাবে। সামরিক বা নিরাপত্তা বাহিনীর ভিতরে থাকা লোন উলফদের আক্রমনের তিনটি উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে- মার্কিন সেনাবাহিনীর সাবেক মেজর নিদাল হাসান, যিনি ২০০৯ এ টেক্সাসের ফোর্ট হুডে হামলা চালিয়ে মার্কিন সেনাদের হত্যা করেছিলেন; মুহাম্মাদ আল-শামরানি নামের তরুণ সৌদি অফিসার যিনি ২০১৯ এর ডিসেম্বরে পেনসাকোলা ন্যাভাল এয়ার বেইসে মার্কিন সেনাদের উপর হামলা চালান; এবং তুর্কির পুলিশ অফিসার মেভলুত আলতিনতাস, যিনি ২০১৬তে আঙ্কারায় মিডিয়াতে সরাসরি সম্প্রচাররত অবস্থায় রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত আন্দ্রেই কারলভকে হত্যা করেন। সামরিক বাহিনীর ভিতরে লোন উলফ হিসাবে কাজ করতে পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন অনুপ্রেরণামূলক বার্তা ব্যবহার করা হয়েছে ম্যাগাজিনে। এর মধ্যে আছে কুরআনের আয়াত এবং সুন্নাহর বক্তব্য। ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনাবলীও উপস্থাপন করা হয়েছে। ম্যাগাজিনটিতে মুসলিমদের ঈমানের শক্তির কথা বলা হয়েছে, এবং চূড়ান্ত বিজয়ের নিশ্চয়তা হিসাবে দেখানো হয়েছে ইসলাম ধর্মের সত্যতা ও শক্তির কথা।সামরিক বাহিনীর ভিতরে থাকা লোন উলফদের আক্রমনের প্রভাব কী হতে পারে, তার একটি লিস্ট ম্যাগাজিনে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্য একটি উল্লেখযোগ্য যুক্তি হল, কিতাল (সশস্ত্র জিহাদ) নিজেই একটি শক্তিশালী দাওয়াহ। জিহাদিদের বক্তব্য হল, একটি সন্ত্রাসী হামলার পর বহু মুসলিমের নিজেদের বিশ্বাসকে পুনরায় মূল্যায়ন করার সম্ভাবনা তৈরি হয় (যা মৌলবাদের দিকে ঝুকে পরার সম্ভাবনা তৈরি করে)। এটি একটি অভিনব যুক্তি। জিহাদিরা সাধারনত যেসব যুক্তি উপস্থাপন করে থাকে এটি সেগুলোর সাথে একটি নতুন সংযোজন।ম্যাগাজিনের নতুন সংখ্যার পাশাপাশি ট্রেইলার হিসাবে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে আল-কায়েদা ভারতীয় উপমহাদেশ (AQIS) এর সাথে সংশ্লিষ্ট এই গ্রুপটি। ভিডিও আর ম্যাগাজিনের টার্গেট দর্শক প্রথমত নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা। বলা যায়

ভিডিওতে ম্যাগাজিনের বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে উঠে এসেছে। আকর্ষনীয়ভাবে তৈরি করা এ ভিডিওতে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন ফুটেজ ব্যবহার করা হয়েছে, যা দেখে মনে হয় সুচতুরভাবে তৈরি করা এই প্রপাগান্ডা ভিডিওর নির্মাতাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল দর্শকের মনে শক্তিশালী প্রভাব ফেলা। ভিডিওটির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল সামরিক বাহিনীর ভিতরে থাকে লোন উলফদের জন্য স্পষ্টভাবে তিনটি সম্ভাব্য টার্গেট উপস্থাপন করা হয়েছে। এই তিনটি টার্গেট হল, বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল মিলার, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস, এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এমন উচ্চ পর্যায়ের টার্গেট নির্ধারন উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও, এ ধরনের হামলার সম্ভাবনা হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই।এই লোন উলফ ম্যাগাজিন ও ট্রেইলার ভিডিওটির মতো আকর্ষনীয়ভাবে নির্মিত কন্টেন্টের পিছনে জিহাদি গ্রুপগুলোকে করতে হয় উল্লেখযোগ্য পরিমানে সময়, সম্পদ ও সদস্য বিনিয়োগ। তাই একে AQIS এর বর্তমান ফোকাসের ইঙ্গিত হিসাবে দেখা অযৌক্তিক হবে না। লক্ষণীয় বিষয় হল, AQIS প্রকাশ্যে তাদের পদ্ধতি নিয়ে কথা বলছে। এর একটি কারণ সম্ভবত এই যে, ইতিমধ্যেই হয়তো সামরিক বাহিনীর ভিতরে তাদের মতাদর্শের প্রচার ও সদস্য সংগ্রহের কাজ চলছে। এই বার্তাগুলো উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, কারণ এ থেকে পরিস্কারভাবে বুঝা যায় অদূর ভবিষ্যতে জিহাদিরা বাংলাদেশে কী দেখতে চাচ্ছে।

মূল- নেত্র নিউজ, আশেক হক, ০৫ মার্চ ২০২০ ইংরেজি

পরিদর্শকের আগমনে সরকারি রেল পরিষ্কার, গমনে যা-তাই!

বছর জুড়ে রেলস্টেশনের প্লাটফর্মসহ পার্শবর্তী আঙ্গিনা সবসময় অপরিচ্ছন্ন থাকে। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করতে কোন তৎপরতা দেখা যায়নি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের। স্টেশনের পাশেই যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং। যার কারণে যাত্রীদের পেতে হয় নানা ভোগান্তি। কিন্তু বাৎসরিক পরিদর্শনে বাংলাদেশ রেলওয়ের রেলপথ পরিদর্শকের (জিআইবিআর) আগমন উপলক্ষে স্টেশনটি পেয়েছিলো নতুন রূপ। পরিষ্কার করা হয়েছিলো জঙ্গল। তবে তার গমনের পর আবারো সেই গাড়ি পার্কিং। সেই পুরনো ভোগান্তি।

জিআইবিআর আসার খবর শুনে হঠাৎ করে নড়েচড়ে বসেছিলেন রেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। প্রত্যেকে নিজ নিজ দপ্তরকে সাজাতে থাকেন। তিন-চার দিন আগ থেকেই স্টেশনের প্লাটফর্ম, দেয়ালে রং দেয়া, যাত্রী বিশ্রামাঘার ধুয়ে-মুছে পরিস্কার, বিভিন্ন দাপ্তরিক অফিসের সংস্কার ও

নতুন করে রং করানো, আসবাবপত্র পরিস্কার, স্টেশনের পাশে সিএনজি স্ট্যান্ড অপসারণসহ স্টেশনের আঙ্গিনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছিলো। অনেক যাত্রী সাধারণ মনে করছেন, রেল পরিদর্শকের আগমনে লোক দেখানো পরিস্কার-পরিচ্ছন্নে কাজ করানো হয়েছে। তবে সারাবছর যদি এভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতো তাহলে যাত্রীরা অনেকটা স্বাচ্ছন্দে থাকতো বলে করেন স্থানীয়রা।

এ ছাড়া স্টেশনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সারাবছর অফিসিয়াল পোশাক না পড়লেও পরিদর্শনের দিন সবাইকে অফিসিয়াল পোশাক পড়ে দায়িত্ব পালনে সরব দেখা গেছে। খবরঃ কালের কণ্ঠের

সোমবার সকালে একটি বিশেষ ট্রেনে প্রায় ৫০ সদস্যের একটি টিম নিয়ে কুলাউড়া রেলওয়ে জংশন স্টেশন পরিদর্শনে আসেন রেলপথ পরিদর্শক অসীম কুমার তালুকদার। তাঁর সাথে ছিলেন রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের ব্যবস্থাপক নাসির উদ্দিন আহমেদ, প্রধান প্রকৌশলী মো. সুবক্তগীন, চীফ অপারেটিং সুপারেন্টেড মো. নাজমুল ইসলাম, প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক মো. শাহনেওয়াজ, প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী মো. মহিউদ্দিনসহ পূর্বাঞ্চলের সকল বিভাগের প্রধানগণ।

পরিদর্শনকালে তিনি কুলাউড়া রেললাইন, প্ল্যাটফর্ম, লোকো শেড, রেলওয়ে হাসপাতাল, রেস্ট হাউস, যাত্রী বিশ্রামাগার, প্ল্যাটফর্ম শেডসহ যাত্রীদের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার খোঁজখবর নেন। পরে তিনি স্থানীয় রেলবিভাগের কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে যাত্রীসেবার মান ও সমস্যার বিষয়ে জানতে চান। তখন তাঁর কাছে বিভিন্ন সমস্যা ও দাবির কথা তুলে ধরা হয়।

রেলের লোকো শেড পরিদর্শনে গিয়ে কিছু অনিয়ম দেখতে পান। সেখানে রেজিস্ট্রেরি খাতায় ২ মাসে মাত্র ২ বার ট্রেনের ইঞ্জিন চেক করার তথ্য দেখানো হয়। সিএনজি স্ট্যান্ড গড়ে তুলে।

আবারও জায়েজ বিয়ে বন্ধ করে দিলো তাগুত প্রশাসনঃ কারাগারে বর

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর উপজেলায় সোমবার কথিত বাল্য বিয়ের অপরাধে বরকে কারাগারে পাঠিয়েছে তাগুত ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত সাদ্দাম হোসেন (২৭) সদর উপজেলার সেন্দ গ্রামের উত্তরপাড়ার তোতা মিয়ার ছেলে। ব্রাক্ষণবাড়িয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পঙ্কজ বড়ুয়া বর সাদ্দাম হোসেনকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়। খবরঃ নয়া দিগন্তের

তিনি জানান, সদর উপজেলার একটি গ্রামের ১৫ বছর বয়সী মেয়ে ও স্থানীয় একটি মাদরাসার নবম শ্রেণির ছাত্রীর সাথে একই উপজেলার সেন্দ গ্রামের উত্তর পাড়ার তোতা মিয়ার ছেলে সাদ্দাম হোসেনের সোমবার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। দুপুরে বিয়ে বাড়িতে বর উপস্থিত হওয়ার পর বরযাত্রীসহ আত্মীয়-স্বজনদের খাওয়া-দাওয়ার প্রায় শেষ পর্যায়ে তার নেতৃত্বে তাগুত বাহিনীর ভ্রাম্যমাণ আদালত সেখানে উপস্থিত হয়। পরে বিয়ে বন্ধ করে দিয়ে বর সাদ্দাম হোসেনকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

পুলিশকে ঘুষ দিয়ে থানা থেকেই মুক্ত মাদকসহ গ্রেপ্তার কারবারি

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে বিপুল পরিমাণ ইয়াবাসহ তিন মাদককারবারিকে গ্রেপ্তার করার পর মোটা অঙ্কের ঘুষের বিনিময়ে থানা থেকেই এক কারবারিকে ছেড়ে দিয়েছে ওই থানার এসআই সন্ত্রাসী মো. মেহেদী হাসান এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে।

শুধু তাই নয়, ওই তিনজনের কাছে তিন হাজার পিস ইয়াবা পাওয়ার পরও নথিপত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন এক হাজার পিসের কথা। তদুপরি বেশি দামের সাদা রঙের ইয়াবা জব্দ করা হলেও তিনি উল্লেখ করেছেন কম দামের লাল/গোলাপি রঙের বড়ি নাকি জব্দ করা হয়েছে।

ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার তিনজন হলেন আমির খসরু ওরফে রবিন খান, রোকসানা ওরফে চান্দা ও মো. আবদুস সাত্তার। এর মধ্যে আমির খসরু তালিকাভুক্ত ইয়াবাকারবারি। তাকেই থানা থেকে ছেড়ে দিয়েছেন এসআই মেহেদী। পুলিশের এই কর্মকর্তা এ মামলার বাদী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেই এজাহারে প্রকৃত তথ্য গোপন করেছেন। রূপনগরের একটি ভবন থেকে ওই ৩ আসামিকে গ্রেপ্তার করা হলেও এজাহারে উল্লেখ করেছেন রাস্তা থেকে গ্রেপ্তারের কথা। মামলায় স্থানীয় বাসিন্দাদের কাউকে সাক্ষী করেননি, করেছেন তার নিজের সোর্স ও পথচারীকে।

এদিকে আমাদের সময়ের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, যে ভবনের সামনে থেকে এসআই মেহেদী দুই আসামিকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন, সেখানে কোনো ভবনের অস্তিত্বই নেই, আছে খালি মাঠ। এ ছাড়া গত ১৫ নভেম্বর রাতে ওই ৩ মাদককারবারিকে গ্রেপ্তারের পর থানা থেকে আমির খসরুকে ছেড়ে দেওয়া এবং থানায় পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদকালে মাদক সিন্ডিকেটের বিষয়ে ওই আসামির চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রদানসহ আড়াল করা বেশকিছু তথ্য-প্রমাণ রয়েছে এ প্রতিবেদকের কাছে।

গত ১৬ নভেম্বর রূপনগর থানায় দায়েরকৃত মামলার এজাহারে এর বাদী এসআই মেহেদী হাসান উল্লেখ করেন, গত ১৫ নভেম্বর রাত পৌনে দশটার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মেহেদী জানতে পারেন রূপনগর থানাধীন ইস্টার্ন হাউজিং ডি-ব্লকস্থ ২৩৬ নম্বর বাসার সামনের রাস্তায় কতিপয় মাদককারবারি মাদকদ্রব্য বিক্রি করছে। এর পর পল্লবী জোনের এসি ও রূপনগর থানার ওসির নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সদের নিয়ে রাত সোয়া ১০টার দিকে ২৩৬ নম্বর বাসার সামনে অভিযান চালান মেহেদী।

এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পলিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে মাদক ব্যবসায়ী রোকসানা চান্দা ও আবদুল সাত্তারকে আটক করা হয়। এ সময় উপস্থিত সাক্ষী মো. রফিকুল হক (বাসা-রূপনগরের ইস্টার্ন হাউজিং, এস-১ সড়কের এফ-ব্লকস্থ ৩৫ নম্বর ভবন), মো. রিয়াজুল ইসলাম তপুর উপস্থিতিতে রূপনগর থানার কনস্টেবল লাভলী আক্তারের মাধ্যমে আটকদের তল্লাশি করে প্রায় ৩ লাখ টাকা মূল্যের ১ হাজার পিস লাল গোলাপি রঙের অ্যামফিটামিনযুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

এর মধ্যে চান্দার কাছ থেকে ৭০০ পিস ও সাত্তারের কাছ থেকে ৩০০ পিস ইয়াবা পাওয়া যায়। উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করে আসামি ও আলামত নিজ হেফাজতে নেন এসআই মেহেদী হাসান। জিজ্ঞাসাবাদে দুই আসামি জানায়, তারা দীর্ঘদিন ধরে রূপনগর থানা এলাকা ছাড়াও রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ইয়াবা ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, গত ১৫ নভেম্বর রাতে এসআই মেহেদী রূপনগর থানাধীন ইস্টার্ন হাউজিং ডি-ব্লকস্থ ২৩৬ নম্বর বাসার সামনের রাস্তা থেকে নয়, মাদক ব্যবসায়ী চান্দা, আমির খসরু ও মো. আবদুল সাত্তারকে ওই এলাকারই একটি ভবন থেকে গ্রেপ্তার করেন তিনি ও তার সহযোগীরা। যে বাসার সামনে তিনি গ্রেপ্তারস্থল দেখিয়েছেন-গত বৃহস্পতিবার সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, ২৩৬ নম্বর প্লটে কোনো বাড়ি বা ঘর নেই।

এ প্লটের উল্টোপাশের ডি-২৩৭/১ নম্বর ভবনের কেয়ারটেকার জানান, গত ১৫ নভেম্বর রাতে তিনি বাড়ির সামনে কোনো মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে দেখেননি। ইস্টার্ন হাউজিংয়ের সাইট ম্যানেজার একেএম জাহাঙ্গীর কবিরও জানান, ২৩৬ নম্বর প্লটটিতে কখনই কোনো বাড়ি ছিল না। সে রাতে তিনিও মাদককারবারিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে দেখেননি।

এজহারে বর্ণিত সাক্ষী রফিকুল হকের রূপনগর ইস্টার্ন হাউজিং, এস-১ সড়কের এফ-ব্লকের ৩৫ নম্বর ভবনে খোঁজ নিতে গেলে ভবন মালিক মিলি জানান, রফিকুল হক নামে কাউকে তিনি

চেনেন না, এ ভবনে কখনই এ নামে কোনো ভাড়াটিয়া ছিল না। পরে মামলায় বর্ণিত সাক্ষী রফিকুল হকের একটেল মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ আমাকে একটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করতে বলেন। আমি কিছু না বুঝেই তাতে সই দিই। ঠিকানা ভুল দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

ঘটনার বিষয়ে জানতে মামলার আরেক সাক্ষী রূপনগর থানা পুলিশের সোর্স তপুর মোবাইল ফোনে গতকাল রবিবার একাধিকবার চেষ্টা করা হলেও তার সেলফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। এসআই মেহেদী সে রাতে বিপুল মাদকসহ আমির খসরু, চান্দা ও আবদুল সাত্তারকে যে গ্রেপ্তার করেছিলেন তার প্রমাণ মিলেছে থানা পুলিশ সূত্র ও মোবাইল ফোনে ধারণকৃত একাধিক ভিডিও ক্লিপে।

ফুটেজ বিশ্লেষণে দেখা গেছে, থানার একটি সোফায় হাতকড়া পরিয়ে পাশাপাশি বসিয়ে রাখা হয়েছে মাদক ব্যবসায়ী চান্দা ও আমির খসরুকে। ওপর তলার একটি কক্ষে হাতকড়া পরিয়ে রাখা হয়েছে আবদুল সাত্তারকে। তিনজনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন এসআই মেহেদী।

জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার সাত্তার জানান, তিনি হাউজিংয়ে চাকরি করেন। মূলত ইয়াবা সেবন ও বিক্রির উদ্দেশে কিনতে ডিলার চান্দার কাছে এসেছিলেন তিনি। হাউজিংয়ের কিছু চাকরিজীবী ও ঢাকা উদ্যানের মাঠে ইয়াবা সেবীরাই তারই খদ্দের। ইয়াবা কিনেই নদীর পাড় ও ছনখেতে ইয়াবা সেবন করে তার ক্রেতারা। আপনার কাছে কয়'শ মাল (ইয়াবা) পাওয়া গেছে জানতে চাইলে সাত্তার এসআইকে বলেন-'৫০০ পিস'। এসআইও তখন বলেন, আপনার কাছ থেকে দুই প্যাকেটে ২০০ পিস করে এবং এক প্যাকেটে ১০০ পিস পেলাম; মালডা (ইয়াবা) সাদা, ভালো কোয়ালিটির মাল।' অথচ মামলায় সাত্তারের কাছ থেকে জব্দ দেখানো হয়েছে ৩০০ পিস লাল গোলাপি রঙের ইয়াবা।

এরও আগে থানায় এনে আমির খসরুকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন মেহেদী। মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ার রসুলপুর গ্রামের ছেলে খসরুর বাবার নাম মৃত আরশাদ খান। তার নামে মিরপুরের রূপনগর থানাতেই রয়েছে আগের একটি মাদক মামলা (এফআইআর নম্বর-১১/২৯; তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)। এ ছাড়া পল্লবী থানায় রয়েছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলা (এফআইআর নম্বর-১১/১৩১; তারিখ ৬মার্চ ২০১৯)।

জিজ্ঞাসাবাদে এসআই মেহেদীকে খসরু জানান, এ ইয়াবা সিন্ডিকেটের মূল ডিলার হলেন গ্রেপ্তার রোকসানা চান্দার ছেলে রাজু। আজকের এই ২ হাজার পিস মাল (ইয়াবা) কার, কোত্থেকে

আসছে-এমন প্রশ্নে খসরু বলেন, এই মাল রাজুর। তার সঙ্গেই ব্যবসা করেন খসরু। ইয়াবা সাপ্লাইয়ের যোগাযোগ রক্ষা করেন রাজুর মা চান্দা খালা। দেখভাল করেন রাজুর বোন মীম। ২৫ দিন আগে কক্সবাজার থেকে মিরপুরের কাজীপাড়া এলাকার বাসিন্দা প্রিয়া ও শিপন নামে দুই ক্যারিয়ারের মাধ্যমে এগুলোসহ সাদা রঙের দামি ৩ হাজার পিস ইয়াবা আনায় রাজু।

এসআই মেহেদী বলেন, যে বাসায় মালগুলা পাইলাম বাসাটা কার? উত্তরে খসরু বলেন মীমের। অথচ মামলার এজাহারে এসআই মেহেদী দুজনকে আটকের স্থান দেখান ইস্টার্ন হাউজিং ডি-ব্লকস্থ ‘অদৃশ্য’ ২৩৬ নম্বর বাসার সামনের রাস্তা। মাদক ব্যবসায়ী চান্দার কাছ থেকেও সহস্রাধিক ইয়াবা জব্দ করা হয়েছে বলেও সূত্র জানিয়েছে।

অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি করে এসআই মেহেদী বলেন, ওই রাতে ৩ মাদক ব্যবসায়ীকে ধরে একজনকে ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দুজনকেই ধরেছি। এদের মধ্যে এক নারীর কাছে ৭০০ পিস ও এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৩০০ পিস লাল গোলাপী রঙের ইয়াবা উদ্ধার করি। মামলায় যে বাসার সামনের রাস্তা থেকে আসামিদের গ্রেপ্তারস্থল ও সাক্ষীদের ঠিকানার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, খোঁজ নিয়ে তার সব কিছু ভুয়া দেখা গেছে জানালে এসআই মেহেদী বলেন-হয়তো ভুলেই এমনটা হয়েছে।

সর্বশেষ, গতকাল সন্ধ্যায় রূপনগর থানায় এ প্রতিবেদক ফোন করে এসআই মেহেদী হাসান সম্পর্কে জানতে চাইলে ওপ্রান্ত থেকে ডিউটি অফিসার পরিচয়দানকারী জানান, তিনি (মেহেদী) এখন আর রূপনগর থানায় নেই। পরবর্তীতে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তাকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) হেডকোয়ার্টার্সে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অর্থনীতিতে অশনিসংকেতঃ ১২ ব্যাংক মূলধন হারিয়ে ধুঁকছে

ব্যাংকগুলোর ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ বেড়েই চলেছে। এই সম্পদের বিপরীতে আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসারে মূলধন সংরক্ষণ করতে হয়। ব্যাংকগুলোর আয় থেকে অর্থ এনে এই মূলধন সংরক্ষণ করতে হয়; কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত খেলাপি ঋণের কারণে দেশের ১২টি ব্যাংক প্রয়োজনীয় মূলধন সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যাংকগুলোর ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৩ হাজার ৬১১ কোটি টাকা। ঘাটতিতে পড়া ১২টি ব্যাংকের মধ্যে সরকারি ব্যাংকই ৭টি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়- গত ২০১৮ সালে মূলধন ঘাটতিতে পড়া ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ১০টি। এবার ঘাটতিতে পড়েছে ১২টি ব্যাংক। সবচেয়ে বেশি ৯ হাজার ৪১১ কোটি টাকা মূলধন ঘাটতি রয়েছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের। আগের বছর ব্যাংকটির ঘাটতি ছিল ৮ হাজার ৮৪৭ কোটি টাকা। এক বছরে ব্যাংকটির ঘাটতি বেড়েছে ৫৬৪ কোটি টাকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ঘাটতি রয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় ব্যাংক সোনালীর। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এই ব্যাংকের ঘাটতির পরিমাণ ৫ হাজার ৩২০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে গত বছর শেষে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৮৩২ কোটি টাকা।

মূলধন ঘাটতির শীর্ষ তিনে রয়েছে আরেক সরকারি ব্যাংক জনতা। অ্যাননটেক্স ও ক্রিসেন্ট গ্রুপ জালিয়াতির অকুস্থল এই ব্যাংকের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৪৮৯ কোটি টাকা। যদিও আগের বছর ঘাটতি ছিল ৫ হাজার ৮৫৫ কোটি টাকা। অগ্রণী ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ৮৮৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ২৯৪ কোটি টাকা। অবিশ্বাস্যভাবে কমেছে বেসিক ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি।

ব্যাংকটির মূলধন ঘাটতিতে কমেছে নীতিগত কিছু ছাড়-সুবিধা গ্রহণ করে। ব্যাংকটির মূলধন ঘাটতি ৩ হাজার ৩৯৪ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে দেখানো হয়েছে ৯৬১ কোটি টাকা। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের (রাকাব) ঘাটতি ৭১২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৮৮ কোটি টাকা। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রূপালী ব্যাংকের মূলধন আগের বছর ২০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকলেও গত বছর শেষে ঘাটতি হয়েছে ২০০ কোটি টাকা।

বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৬০৫ কোটি টাকা মূলধন ঘাটতি হয়েছে আইসিবি ইসলামী ব্যাংকের। আগের বছর ঘাটতি ছিল ১ হাজার ৫৫২ কোটি টাকা। বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকের ঘাটতি ৩৮৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৮৮৯ কোটি টাকা। মালিকদের দুর্নীতির জন্য সবচেয়ে বেশি আলোচিত পদ্মা ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি হয়েছে ৭৭ কোটি টাকা। বিদেশি খাতের ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের মূলধন ঘাটতি ৪০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৬২ কোটি টাকা।

এবার মূলধন ঘাটতির তালিকায় নাম রয়েছে নতুন কার্যক্রমে আসা কমিউনিটি ব্যাংকের। পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্টের মালিকানাধীন ব্যাংকটির মূলধন ঘাটতি হয়েছে দেড় কোটি টাকা। ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মশিউল হক চৌধুরী বলেন, ৪০০ কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ব্যাংকটি যাত্রা শুরু করে। ব্যাসেল-৩ নীতিমালার ক্যালকুলেশনে সামান্য ঘাটতি হয়েছে। তবে আমাদের মূলধন পর্যাপ্তের হার অনেক বেশি, ১৫০ শতাংশ। খবরঃ আমাদের সময়

ব্যাংকগুলোর শেয়ারহোল্ডার বা মালিকদের জোগান দেওয়া অর্থই মূলধন হিসেবে বিবেচিত। আন্তর্জাতিক নীতিমালার আলোকে ব্যাংকগুলোকে মূলধন সংরক্ষণ করতে হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যাসেল-৩ নীতিমালার আলোকে ব্যাংকের ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ১০ শতাংশ অথবা ৪০০ কোটি টাকার মধ্যে যেটি বেশি, সেই পরিমাণ মূলধন রাখতে হচ্ছে। কোনো ব্যাংক এ পরিমাণ অর্থ সংরক্ষণে ব্যর্থ হলে মূলধন ঘাটতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

অনেক ব্যাংক প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মূলধন রাখায় সামগ্রিক খাতে মূলধন উদ্বৃত্ত রয়েছে। ডিসেম্বরে ব্যাংকগুলোর ১০ লাখ ৪৭ হাজার ২২৪ কোটি টাকা ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে ১ লাখ ৭ হাজার ৩০৩ কোটি টাকা মূলধন সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল। ব্যাংকগুলো সংরক্ষণ করেছে ১ লাখ ২১ হাজার ১৩৪ কোটি টাকা। সামগ্রিকভাবে ব্যাংক খাতে ১৩ হাজার ৮৩১ কোটি টাকা মূলধন উদ্বৃত্ত রয়েছে।

বরিশালে ইসলাম নিয়ে কটুক্তি করল স্কুল শিক্ষক মালাউন উজ্জল কুমার

বরিশালের গৌরনদীতে বিদ্যালয়ে পাঠদানকালে ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটুক্তি ও গরুর মাংস খাওয়া হারাম বলে মন্তব্য করেছে মালাউন উজ্জল কুমার রায় (৪৭)।

পরে সেই মালাউন শিক্ষককে গণধোলাই দিয়েছে গ্রামবাসী। গত রোববার (৮ মার্চ) রাতে গৌরনদী উপজেলার মেদাকুল বাজারে গণধোলাইর ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত মালাউন শিক্ষকের বিচার দাবিতে গ্রামবাসী সোমবার বিক্ষোভ মিছিল করেছে। উজ্জল উপজেলার খাঞ্জাপুর ইউনিয়নের মেদাকুল বিএমএস ইন্সটিটিউশনের সহকারী শিক্ষক ও সমরসিংহ গ্রামের প্রফুল্ল রায়ের পুত্র।

বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সুমাইয়া আক্তার, সাকিব মোল্লা, সৌরভ হাসান অভিযোগ করে বলেন, রোববার বেলা সাড়ে ১০টার দিকে দশম শ্রেনীর ২য় ক্লাসে বিজ্ঞান পড়াতে আসে সহকারী শিক্ষক উজ্জল কুমার রায়। সে বিজ্ঞান বিষয়ের ক্লাসে খাদ্যে আমিষ নিয়ে পাঠদানের সময় বলেছে, আলেম-ওলামাদের দিয়ে গরু কেটে মাংস খাওয়াটা ভন্ডামী। কচ্ছপ খাওয়া উত্তম, গরু খাওয়া হারাম। হুজুররা অপদার্থ। ওই শিক্ষক পাঠাদানের সময় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানায় অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি জানাজানি হলে শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

জানা গেছে,ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতকারী হিন্দু মালাউন শিক্ষক উজ্জল কুমার রায় রোববার রাতে মেদাকুল বাজারে আসলে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী তাকে (উজ্জল) গণধোলাই দেন। খবর পেয়ে গৌরনদী থানা পুলিশ ওইদিন রাত ৯টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌছে ওই শিক্ষককে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

এদিকে ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটুক্তি করার প্রতিবাদে অভিযুক্ত শিক্ষকের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষুব্ধ ২ শতাধিক গ্রামবাসী সোমবার মোদাকুল বাজার থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে ইল্লা-বাকাই সড়ক ধরে বাকাই বাজারে গিয়ে মিছিলটি শেষ হয়।

০৯ই মার্চ, ২০২০

মালি | দখলদার ফ্রান্সের পূর্ণ একটি টিম মুজাহিদদের হামলায় নিহত!

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" (JNIM) এর জানবায আল্লাহ্ ভীরু একদল মুজাহিদিন মালির "কাইদালী" অঞ্চলে দখলদার ফ্রান্সের ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আয-যাল্লাকা মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, দখলদার ফ্রান্সের ক্রুসেডার ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের পরিচালিত সফল হামলায় কতক সৈন্য হতাহত হয়। এসময় মুজাহিদদের শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় ক্রুসেডার বাহিনীর একটি ইউনিটকে বহনকারী ১টি সামরিকযান।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের উক্ত সফল বোমা হামলায় সামরিকযানে থাকা সকল ক্রুসেডারের নিহত হওয়ার কথা নিশ্চিত করেছেন মুজাহিদিন।

করোনাভাইরাস আতঙ্ক: ভারতের শেয়ারবাজারে বড় ধরনের পতন

করোনাভাইরাস আতঙ্কে ভারতের শেয়ারবাজারে বড় ধরনের পতন ঘটেছে। সোমবার বেঞ্চমার্ক বিএসই সানসেক্স ১,৬০০ পয়েন্ট হারিয়েছে। করোনা প্রাদুর্ভাব বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ধীরগতি সৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি করেছে।

বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যাংক 'ইয়েস ব্যাংক' পতনের ঘটনাও বিনিয়োগকারীদের আস্থা টলিয়ে দিয়েছে। রোববার কয়েক ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর ইয়েস ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা রানা কাপুরকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট (ইডি)। দিল্লি ও মুম্বাইয়ে তার ও তার মেয়ের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

সানসেক্সের সূচক ৪.৩৪% বা ১,৬৩২ পয়েন্ট পয়েন্ট কমে এখন ৩৫,৯৯৪-এ দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে এনএসই নিফটি সূচক কমেছে ৪.১২%। এখন এই সূচক ১০,৫৩৭ পয়েন্ট।

বিশ্লেষকরা বলছেন যে, সামনে ছুটির কারণে কার্যদিবস কম হওয়ায় বাজার চাপে থাকবে। পাশাপাশি ইয়েস ব্যাংক সঙ্কটের উপর নজর থাকবে বিনিয়োগকারীদের। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শেয়ার লেনদেনের উপর প্রভাব ফেলেছে।

দখলদার ইসরাইলের জেলে বন্দী ৪৩ ফিলিস্তিনি নারী।

০৮ ই-মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষে ফিলিস্তিন বন্দী বিষয়ক সংস্থা একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে বলে খবর প্রকাশ করেছে "মিডলইস্ট মনিটর "। বিবৃতিতে বলা হয়েছে দখলদর ইসরাইলের কারাগারে ৪৩ জন ফিলিস্তিনি নারী বন্দী রয়েছেন।

সংস্থাটির গবেষণা ইউনিটের প্রধান আবেদ আল-নাসের ফারওয়ানা বলেছেন যে,১৯৬৭ সালের পর থেকে দখলদার বিশ্ব সন্ত্রাসী ইসরাইল ১৬,০০০এরও বেশি ফিলিস্তিনি নারীকে অবৈধভাবে গ্রেপ্তার করেছে।

তিনি বলেন, গ্রেপ্তারের সময় ফিলিস্তিনি পুরুষদের বিরুদ্ধে যে নৃশংস পদ্ধতি অবলম্বন করে নারীদের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ধরনের নৃশংসতা চালানো হয়।

ফিলিস্তিনি নারীদের গ্রেফতারের পর নির্যাতন ও গ্রেফতারের বিষয়টি আড়াল করার জন্য তাদের পুরুষদেরকেও গ্রেফতার ও নির্যাতনের অনেক প্রমাণ রয়েছে।

ফারওয়ানা আরও উল্লেখ করেন, ইসরাইলি কারাগারে নারীদেরকে অশালীন জিজ্ঞাসাবাদ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, সম্ভ্রমহানির মতো নানাবিধ জঘন্যতম নির্যাতন করা হয় , এমনকি তাদের সকল প্রকার চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

১৪ ই অক্টোবর ১৯৬৭সালে গ্রেপ্তার হওয়া "ফাতেমা ভিরনাউই" হলেন প্রথম ফিলিস্তিনি মহিলা। তাকে দখলদার বাহিনী মিথ্যা বোমা হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল ।

সংস্থাটির রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৯ সালে দখলদার ইসরাইলি সন্ত্রাসী বাহিনী কর্তৃক ১২৮ ফিলিস্তিনি নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ২০২০ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ২৯ জন ফিলিস্তিনি নারীকে গ্রেপ্তার করা হয় ।তাদের মধ্যে ১৬জন মহিলার শিশু বাচ্চা রয়েছে।

ইসরাইলের কারাগারে দীর্ঘদিন বন্দীরত ফিলিস্তিনি মহিলা "আমাল"। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল পরে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় ।

"হানা শালাবি" ফিলিস্তিনি মহিলা বন্দীদশা থেকে মুক্তির জন্য দীর্ঘদিন অনশন ধর্মঘট করেছিলেন।পরে তাকে গাজা থেকে ৪৪দিনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছিল।

প্রতিবছর ৮ ই-মার্চ বিশ্ব নারী দিবসে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো নারী স্বাধীনতা ও নারী উন্নয়নের কথা বলে অথচ ফিলিস্তিনি নারীদের যারা সন্ত্রাসবাদী ইসরাইলের জেলে অকথ্য নির্যাতন ও গ্রেফতার হচ্ছে, তাদের ব্যাপারে একটি কথাও বলেনা।

সংস্থাটি ইস্রায়েলের কারাগারে ফিলিস্তিনি নারীদের বাঁচাতে, তাদের দুর্দশা লাঘব ও তাদের স্বাধীনতার জন্য আরও বেশি প্রচেষ্টা চালাতে, নারীদের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত মানবাধিকার সংস্থাগুলিকে আহ্বান জানিয়েছে।

ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হলো ২ কাশ্মীরির দেহ

আবারো ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হলো ২ কাশ্মীরির দেহ।

আজ সোমবার ভোররাতেই দক্ষিণ কাশ্মীরের সোপিয়ান জেলায় মালাউন সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছে দুই জন। জানা যায়, তাদেরকে জঙ্গি আখ্যা দিয়ে হত্যা করা হয়। *সূত্র: দ্যা ওয়াল*

জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে অভিযান চালানো হয় সোপিয়ানের রিবেন এলাকায়। সেখানে মালাউন সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয় তারা।

সূত্রে আরো জানা যায়, মৃতদের নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। শোনা যাচ্ছে এখনও জারি রয়েছে অপারেশন। ওই এলাকায় আর কোনও স্বাধীনতাকামী লুকিয়ে রয়েছে কিনা তার খোঁজে চলছে তল্লাশি।

জানা যায়, সোমবার ভোররাতে রিবেন গ্রামে তল্লাশি চালাচ্ছিল ১ এবং ৪৪ নম্বর রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সিআরপিএফ ও স্পেশাল অপারেশন গার্ডের যৌথ সন্ত্রাসী বাহিনী।

হিজাবকে অপসংস্কৃতি আখ্যায়িত করলো ইসলাম বিদ্বেষী মেনন

হিজাব পড়া কোনো ধর্মীয় অনুশাসন অথবা ধর্মীয় বিষয় নয়, বরং অপসংস্কৃতি বলে মন্তব্য করেছে বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি সভাপতি ও সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন।

গত রোববার আরামবাগ স্কুল অ্যান্ড কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সে ইসলাম বিদ্বেষী মন্তব্য করে।

রাশেদ খান মেনন বলেছে, বর্তমান সমাজে শিক্ষার দিক দিয়ে নারীরা ছেলেদের থেকে এগিয়ে গেলেও সংস্কৃতিতে তারা পিছিয়ে আছে। আজকাল বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে আর বাঙালি মেয়েদের দেখা যায় না। ছোট হিজাব পরা সৌদি অথবা দুবাই ফেরত নারীদের দেখা যায়। এই হিজাব পরা কোনো ধর্মীয় অনুশাসন নয়, বরং অপসংস্কৃতি।

বাংলাদেশে এক মাসেই বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে ১৪২ কোটি ডলার

মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে ১৪২ কোটি মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাই-জানুয়ারি) পণ্য বাণিজ্যে সামগ্রিক ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৬৪ কোটি ৩০ লাখ (৯.৬৪ বিলিয়ন) ডলার। অথচ এক মাস আগে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) পণ্য বাণিজ্যে সামগ্রিক ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৮২২ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলার। সে হিসাবে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে ১৪২ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার। খবর- অর্থসূচক

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশিত বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্যের (ব্যালান্স অব পেমেন্ট) হালনাগাদ থেকে এ তথ্য জানা যায়।

আমদানি কমায় অর্থবছরের তিন মাস পর্যন্ত পণ্য বাণিজ্যে ঘাটতি আগের অর্থবছরের চেয়ে কম ছিল। ২০১৮-১৯ অর্থছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ঘাটতি ছিল ৩৮৫ কোটি ২০ লাখ ডলার। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ছিল তার থেকে কম ৩৭১ কোটি ৭০ লাখ ডলার।

তবে রপ্তানি আয়ে ধসের কারণে এর পর থেকেই বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ছে; এমনকি আমদানি ব্যয় কমার পরও বাড়ছে এই ঘাটতি। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে বিভিন্ন পণ্য আমদানিতে (এফওবিভিত্তিক, ইপিজেডসহ) মোট তিন হাজার ২০০ কোটি ২০ লাখ (৩২ বিলিয়ন) ডলার ব্যয় করেছে বাংলাদেশ। আর পণ্য রপ্তানি থেকে (এফওবিভিত্তিক, ইপিজেডসহ) আয় করেছে দুই হাজার ২৩৫ কোটি ৯০ লাখ (২২.৩৬ বিলিয়ন) ডলার। এ হিসাবেই বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৬৪ কোটি ৩০ লাখ ডলার।

তথ্যে দেখা যায়, এই সাত মাসে আমদানি ব্যয় কমেছে ৪ দশমিক ৪৩ শতাংশ। আর রপ্তানি আয় কমেছে ৫ দশমিক ৩১ শতাংশ।

গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের পুরো সময়ে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল এক হাজার ৫৪৯ কোটি ৪০ লাখ (১৫.৪৯ বিলিয়ন) ডলার। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই ঘাটতি ছিল আরও বেশি ১৮ দশমিক ১৮ বিলিয়ন ডলার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য থেকে দেখা যায়, বিগত বছরগুলোতে আমদানি খাতে ব্যয় বাড়ার কারণে রপ্তানি আয় বাড়লেও বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে বাংলাদেশের। কিন্তু এবার আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয় কমায় বাড়ছে এই ঘাটতি।

এদিকে, সেবা খাতের বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে। জুলাই-জানুয়ারির সময়ে এ খাতের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ২১৯ কোটি ১০ লাখ (২.১৯ বিলিয়ন) ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতি ছিল ১৮৪ কোটি ৩০ লাখ ডলার।

মূলত বিমা, ভ্রমণ ইত্যাদি খাতের আয়-ব্যয় হিসাব করে সেবা খাতের বাণিজ্য ঘাটতি পরিমাপ করা হয়।

জুলাই-জানুয়ারি সময়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (ব্যালান্স অফ পেমেন্ট) ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫১ কোটি ৬০ লাখ (১.৫১ বিলিয়ন) ডলার।

গত অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪০৪ কোটি ১০ লাখ ডলার। অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) এই ঘাটতি ছিল ৬৭ কোটি ৮০ লাখ ডলার।

অথচ অগাস্ট মাস শেষেও অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ এই সূচক ২৬ কোটি ৮০ লাখ ডলার উদ্বৃত্ত ছিল

০৮ই মার্চ, ২০২০

অপরাধ বাড়ছে আমেরিকার নিইউয়র্কের সাবওয়েতে

নিউইয়র্ক নগরের সাবওয়েতে অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বছরের প্রথম দুই মাসে নগরের ১৭টি এলাকায় ১৩২টি অপরাধ ও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি ব্রুকলিনে একাধিক ছিনতাই ও হামলার ঘটনা ঘটেছে। মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্ট অথরিটি বা (এমটিএ) সূত্রে জানা গেছে, ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িতদের মধ্যে ৪৪ ভাগ ব্যক্তিকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। অতীতেও তাদের বিরুদ্ধে অপরাধের রেকর্ড রয়েছে। তাদের অধিকাংশের বয়স ১৮ বছরের নিচে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই অপরাধকে 'ইয়ুথ অন ইয়ুথ ক্রাইম' ও ছিনতাইয়ের অপরাধগুলোকে 'জুভেনিল ক্রাইম' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। জানা গেছে, নিউইয়র্ক নগরের ম্যানহাটন, কুইন্স, ব্রুকলিন আর ব্রঙ্কসের সাবওয়েতে সবচেয়ে বেশি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। আবার এর মধ্যে ম্যানহাটন ও ব্রুকলিনে এই অপরাধের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটছে। পুলিশ কমিশনার ডারমোট সিয়া নগরের সাবওয়েতে ছিনতাইয়ের মতো অপরাধ ঘটার কথা স্বীকার করে বলেন, ম্যানহাটন ও ব্রঙ্কসে 'জুভিনিল ক্রাইম' বৃদ্ধি পেয়েছে। খবরঃ প্রথম আলো

এদিকে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত একজন মার্কিন সাংবাদিক ২০ ফেব্রুয়ারি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে ফেসবুকে লিখেছেন, 'ট্রেনের ভেতরে একটি কালো লোক তাঁকে আক্রমণ করতে আসে এবং ট্রেনের অন্য প্রান্ত থেকে অন্য একটি কালো যুবক চিৎকার করে বলতে থাকে, ডোন্ট ডু ইট'। সে দৌড়ে এসে ওই আক্রমণকারী তরুণকে প্রতিরোধ করে। কিন্তু প্রতিরোধ করতে আসা ওই যুবক নেমে যাওয়ার পর আবারও সে ওই বগিতে উঠে তার দিকে তেড়ে আসে। এরই মধ্যে ট্রেন একটি স্টেশনে থামলে তিনি লুকিয়ে অন্য একটি ট্রেনে ওঠেন। কালো মদ্যপ লোকটি

বারবার কেন তাকে টার্গেট করেছিল, তা তিনি বুঝতে পারেননি। ট্রেনভর্তি মানুষের মধ্যে তাঁর ওপর যুবকটি এমন আক্রমণ করল, আরেকটি কালো ছেলে ছাড়া তাকে অন্য কেউ সাহায্য করতেও আসল না।'

ওই সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ২০ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টায় এফ ট্রেনে এ ঘটনাটি ঘটে।
এর বাইরে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি কুইন্সের পারসন্স বুলেভার্ডে স্বপন মির্জা নামের আরেক বাংলাদেশি তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলার শিকার হন।

ফটো রিপোর্ট | "হযরত উমর ফারুক" রা: প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে স্নাতক অর্জনকারী মুজাহিদিন!

আফগানিস্তানের পাখতুন প্রদেশের "হযরত উমর ফারুক" রা. প্রশিক্ষণ ক্যাম্প হতে নতুন করে অনেক তালেবান মুজাহিদিন স্নাতক লাভ করেছেন। যারা ইমারতে ইসলামিয়ার ভিত্তিকে আরো মজবুত করতে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবেন, ইনশাআল্লাহ্।

হযরত উমর ফারুক মুআসকার ক্যাম্পে প্রশিক্ষণরত মুজাহিদদের কিছু চিত্র...

https://alfirdaws.org/2020/03/08/34233/

ভারতের অবস্থা খুবই ভয়ানক: মনমোহন সিং

ভারত আসন্ন বিপদের সম্মুখীন। তাও আবার তিন দিক দিয়ে। এমনই আশঙ্কাবাণী শুনিয়েছে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। তিনি বলেছেন, দেশের অবস্থা ভয়ানক। সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং একটি সংবাদপত্রে তার এক কলামে লেখেন, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক মন্দা এবং বিশ্ব জুড়ে মহামারির এই ত্রিভুজ ভারতের আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেবে।

সামাজিক বিশৃঙ্খলা নিয়ে যা বললেন মনমোহনঃ

নিজের লেখায় মনমোহন সিং দিল্লিতে সহিংসতার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে লেখেন, আমাদের সমাজের কিছু বিশৃঙ্খল মানুষ এই ঘটনার জন্য দায়ী। পাশাপাশি রাজনৈতিক বহু নেতাও এই

বিশৃঙ্খল মানুষদের দলে পড়ে। এরা সম্মিলিতভাবে সাম্প্রদায়িক এই সহিংসতার আগুনে ঘি ঢেলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগঃ

পাশাপাশি গত কয়েক মাসে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে ঘটনার বিষয়ে তিনি লেখেন, ‘ভারতে ইতিহাসের অন্ধকার কালকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে গত কয়েক মাস। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, পাবলিক প্লেস এবং বাড়িঘরেও হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক উসকানি বয়ে চলেছে। আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠানগুলো নাগরিকদের সুরক্ষা না দিয়ে নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করেছে। ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠান এবং ন্যায়ের চতুর্থ স্তম্ভ মিডিয়াও আমাদের হতাশ করেছে।’ খবরঃ ইত্তেফাক

সামাজিক অস্থিরতায় ঢাকাঃ অর্থনৈতিক মন্দা

অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে এরকম সামাজিক অস্থিরতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী। তিনি লেখেন, ‘বিনিয়োগকারী, শিল্পপতি এবং উদ্যোক্তারা নতুন প্রকল্প শুরু করতে রাজি নয় এবং তাদের ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছাও হারিয়েছেন।

মনমোহন লিখেছেন, সত্যটি হলো দেশের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ানক। আমরা যে ভারতকে জানি এবং লালন করি সেই ভারত দ্রুত পিছলে পড়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়িয়ে অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনাকে ঢাকা হচ্ছে। জাতি হিসাবে আমরা যে গুরুতর ঝুঁকির মুখোমুখি হয়েছি সেগুলোর সমাধান করার সময় এসেছে। এছাড়া ভারতের ওপর করোনা আতঙ্কের কথাটিও উঠে আসে তার লেখায়।

সন্ত্রাসী ইসরাইলী বাহিনীর গুলিতে চোখ হারাচ্ছে ফিলিস্তিনি শিশুরা।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কয়েক ডজন শিশু স্পঞ্জ-টিপুন বুলেটে আহত হয়েছে। যাদের অনেকেই চোখ হারিয়ে আজ অন্ধ।

ইস্রায়েলি দখলদার বাহিনী এ চলতি মাসের ১ম সপ্তাহে দুটি পৃথক ঘটনায় পূর্ব জেরুজালেমের দুই ফিলিস্তিনি শিশুকে স্পঞ্জযুক্ত টিপুন বুলেটে আক্রান্ত করেছে বলে খবর প্রকাশ করেছে মিডলইস্ট মনিটর।

উভয় ঘটনা ফিলিস্তিনের ইসাওয়াইয়ায় ঘটেছিল।প্রায় এক বছর ধরে এ এলাকাটি বিশ্ব সন্ত্রাসী ইস্রায়েলি দখলদার বাহিনী দ্বারা অবর্ননীয় নির্যাতন ও হয়রানির স্বীকার হচ্ছে।

সংবাদকর্মীদের মতে,১৬ বছর বয়সী মুহাম্মদ আতীয়া সোমবার তার স্কুল মাঠে গুলিবিদ্ধ হয়।

অন্য দিকে ১০বছর বয়সী ফাওজি আবিদ মঙ্গলবার তার বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ানোর সময় গুলিবিদ্ধ হলে তার হাত মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ফাওজি এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

ফিলিস্তিনি শিশু মুহাম্মদ আতীয়াকে তার স্কুলের মাঠে দাঁড়ানো অবস্তায় ইস্রায়েলি দখলদার বাহিনী গুলি করে হত্যা করেছে।

আতীয়ার হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে যে, সন্ত্রাসী ইহুদি পুলিশ গাড়ি থেকে নামছে এবং স্কুলের প্রবেশ পথে শিক্ষার্থীদের কাছে খাবার বিক্রয়কারী এক ব্যাক্তিকে ধাক্কা মারে।

তারপর কর্মরত একজন সন্ত্রাসী বিদ্যালয়ের প্রবেশ গেইটের ফাক দিয়ে স্কুলের মাঠে শিশুদের উপর পাঁচটি গুলি ছুড়তে দেখা যায়।"

আতীয়ার বাবা আওয়ানী আতীয়া বলেন, আতীয়া স্কুল মাঠেই তার শিক্ষকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। অকস্মাৎ তারা তাকে গুলি করে।

দখলদার সন্ত্রাসী পুলিশ দাবি করেছে যে,সে পাশের পুলিশের গাড়িতে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল।

মিডলইস্ট মনিটরে দেওয়া হিসাবে মতে, ইসাওয়াইয়ায় প্রতিনিয়ত সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী অভিযান, টহল দেওয়া, গ্রেপ্তার করা এবং চেকপয়েন্ট স্থাপন করা এবং হামলা চালানো অব্যাহত রেখেছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, "স্পঞ্জের সাহায্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে কয়েক ডজন শিশু আহত হয়েছে।যার মধ্যে অনেকেই চোখ হারিয়েছে।অন্যরা মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। গবেষণাপত্রে আরও বলা হয়েছে।মাথায় গুলিকরে আরও এক কিশোরকে হত্যা করা হয়েছে।

এখন অবধি কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে স্পঞ্জযুক্ত বুলেট ব্যবহারের কারণে বিচারের আয়তায় আনা হয়নি ।

এবার মাঠ দখল করেই সন্ত্রাসী শ্রমিক লীগ নেতার চাঁদাবাজি

সিদ্ধেশ্বরী বালক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠের একাংশ দখল করে গাড়ি পার্কিং তৈরি করা হয়েছে। এখন প্রতিটি গাড়ি থেকে চাঁদা তুলছেন স্থানীয় সন্ত্রাসী যুব শ্রমিক লীগের এক নেতা। স্থানীয় ব্যক্তিদের অভিযোগ, মাঠের ভেতর এ পার্কিং তৈরি করায় শিশু-কিশোরদের খেলাধুলা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পার্কিংয়ের কারণে মাঠের মাটি উঠে কয়েক স্তর ধুলাবালুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু শ্রমিক লীগের এই নেতার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সন্ত্রাসী যুব শ্রমিক লীগের এই নেতার নাম মো. পারভেজ, তিনি সংগঠনটির রমনা থানা কমিটির সহসভাপতি। তাঁর দাবি, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই তিনি এই পার্কিং বসিয়েছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বলেছেন, তাঁরা ভয়ভীতির মধ্যে আছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, পার্কিংয়ের জন্য কাউকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। শ্রমিক লীগের নেতা মাঠের একাংশ দখলে নিয়ে পার্কিংয়ের নামে চাঁদাবাজি করছেন। সিদ্ধেশ্বরীর এই এলাকায় অনেকগুলো বহুতল মার্কেট রয়েছে। কিন্তু এসব মার্কেটে গাড়ি পার্কিংয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা আশপাশের রাস্তা ও বিভিন্ন গলিতে গাড়ি পার্কিং করেন। এতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পারভেজ গত নভেম্বরে বিদ্যালয় মাঠের একাংশে গাড়ি পার্কিং করার আবেদন করলেও তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়নি।

গতকাল বেলা তিনটায় সরেজমিনে দেখা যায়, সিদ্ধেশ্বরী সড়ক থেকে প্রায় তিন ফুট উঁচু সিদ্ধেশ্বরী বালক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ। এই মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের এক-তৃতীয়াংশ জায়গা দখল করে ২৫টি ব্যক্তিগত গাড়ি পার্কিং করা রয়েছে। কিছুক্ষণ পরপরই এ পার্কিংয়ে গাড়ি আসা-যাওয়া করছে। এতে মাঠে প্রচুর পরিমাণ ধুলাবালু উড়ছে। এসব গাড়ি থেকে ৫০ টাকা করে টোল আদায় করছেন আর এম কমিউনিকেশনের কর্মী আবদুল লতিফ। তিনি জানান, সকাল ১০টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এই মাঠে শতাধিক গাড়ি পার্কিং করা হয়। পার্কিং ফি বাবদ প্রতিটি গাড়ি থেকে ৫০ টাকা করে নেওয়া হয়। এই হিসাবে দিনে পাঁচ হাজার টাকা আয় হয়, যা মাসে প্রায় দেড় লাখ টাকা।

খবরঃ প্রথম আলো

সিদ্ধেশ্বরী বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠের পূর্ব-দক্ষিণ ও পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে পৃথক দুটি বড় চায়ের দোকানও গড়ে উঠেছে। দোকানের বর্জ্য মাঠের ওপর ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যেই পার্কিংয়ের উত্তর পাশে বড় জাল টানিয়ে ফুটবল-ক্রিকেট খেলছে শিশু-কিশোরেরা। এই বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র মো. মাসুদ বলে, কিছুক্ষণ পরপরই মাঠের প্রধান ফটক দিয়ে গাড়ি আসা-যাওয়া করে। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। অবিলম্বে মাঠ থেকে এই পার্কিং সরিয়ে নেওয়া দরকার।

সিদ্ধেশ্বরী রোডের বাসিন্দা কামাল আহমেদ বলেন, ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সিদ্ধেশ্বরী বালক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠটি ভাড়া নিয়েছিল নির্মাতা প্রতিষ্ঠানতমা কনস্ট্রাকশন। তখন তারা মগবাজার-মৌচাক উড়ালসড়কের নির্মাণসামগ্রী রেখেছিল। এই সুযোগে মাঠের এক কোণে অবৈধভাবে কার্যালয় তৈরি করেছিল ১৯ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগ। আরেক পাশে পানির পাম্প বসিয়েছে ঢাকা ওয়াসা। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে মাঠটিতে খেলাধুলা বন্ধ ছিল। পরে পানির পাম্পটি রেখে বাকি স্থাপনাগুলো অপসারণ করা হয়। এর পাশাপাশি মাঠটিও সংস্কার করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এখন আবার মাঠটি দখলের পাঁয়তারা করছে ক্ষমতাসীন দলের চক্র।

আর এম কমিউনিকেশনের স্বত্বাধিকারী মো. পারভেজ বলেন, এ এলাকায় পার্কিং–সংকট রয়েছে। তাই তিনি মাঠের এক কোণে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এ জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়া হয়েছে। তবে তিনি অনুমোদনপত্র দেখাতে পারেননি।

পাকিস্তানে ভারী বৃষ্টিপাতে বন্যা, শিশুসহ নিহত ২০

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাতে বাড়িঘর ভেঙে শিশুসহ ২০ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অর্ধশত। দেশটির সরকারি কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে। খবর ডনের।

বৃহস্পতিবার থেকেই দেশটির আফগান সীমান্তবর্তী বিভিন্ন স্থানে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। এতে শিশুসহ ২০ জন মারা গেছে। খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের স্থানীয় ত্রাণ কর্মকর্তা তৈমুর আলী জানান, বন্যায় দারগা শহরে একটি বাড়ির ছাদ ধসে পাঁচ শিশু মারা গেছে।

এ ছাড়াও বেলুচিস্তানপ্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আরও তিনজন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে পাকিস্তানের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। এদিকে বৃষ্টির কারণে আজাদ কাশ্মীরে ৫১টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শাহীন বাগে হামলাকারী হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীকে মুক্ত করে দিল ভারতীয় কুফরী আদালত

গত ১ ফেব্রুয়ারি দিল্লির শাহিনবাগে গুলি চালানোর পর ক্যামেরার সামনে বুক ফুলিয়ে 'জয় শ্রীরাম' বলেছিল কপিল গুজ্জর।

সেই হিন্দু সন্ত্রাসীকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গত শনিবার দিল্লির এক কুফরী আদালত কপিলের জামিন আর্জি মঞ্জুর করে। দিল্লির শাহীন বাগে নয়া নাগরিকত্ব আইন, সিএএ-বিরোধী সমাবেশে মুসলিমদের উপর গুলি চালিয়ে খবরের শিরোনামে আসে এই যুবক। এদিন ২৫ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁর জামিনের আর্জি মঞ্জুর করা হয়েছে। *খবর-এই সময় ছবির ডানে কপিল গুজ্জর*

দিল্লিতে, গত ১ ফেব্রুয়ারি শাহীন বাগে প্রকাশ্যে গুলি চালিয়ে হইচই ফেলে দেয় গেরুয়া সন্ত্রাসী কপিল গুজ্জর। শাহীন বাগে গুলি চালানোর সময়, কপিলের মুখে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান ছিল।
কপিল গুজ্জরের মত আরেক হিন্দু সন্ত্রাসী সিএএ-বিরোধী মিছিলে জামিয়া মিলিয়ার পড়ুয়াদের উপর ভারতীয় মালাউন পুলিশের সামনে গুলি চালিয়েছিল।

পশ্চিম আফ্রিকা | মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর 3টি সামরিকযান ধ্বংস, হতাহত অনেক!

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা "জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" এর জানবায মুজাহিদগণ গত 4 মার্চ মালি ও বুর্কিনা-ফাসোতে মুরতাদ বাহিনিকে লক্ষ্য করে তাদের বহনকারী ২টি গাড়ি ও একটি ট্যাঙ্কে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ করেন।

এর মধ্যে বুরকিনা ফাসোর মুরতাদ বাহিনির একটি কাফেলাকে টার্গেট করে হামলা চালান মুজাহিদগণ, পাশাপশি মুরতাদ বাহিনীর সামরিকযান লক্ষ্য করে দুটি ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ করেন মুজাহিদগণ, যার ফলে মুজাহিদদের ল্যান্ডমাইনই দুটি সফলভাবে বিস্ফোরিত হয়। এসময় মুরতাদ বাহিনীর একটি ট্যাঙ্ক ও গাড়ি পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এতে গাড়ি ও ট্যাঙ্কের ভিতর থাকা বুর্কিনা ফাসোর সকল সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

মুজাহিদগণ তাদের এই সফল বিস্ফোরণটি "বান" (বার্কিনা ফাসো) শহরের প্রবেশপথের কাছে করেন।

অন্যদিকে মিনোসুমা দখলদার ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে মালির ফাউ রাজ্যের "টিন তাফগত" অঞ্চলের আনসঙ্গওয়া মিনকা শহরের সাথে সংযোগকারী সড়কেও মালির মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ মুজাহিদদের সফল হামলায় এখানেও মুরতাদ বাহিনীর ১টি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় গাড়িতে থাকা সকল মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় 6 মুরতাদ সেনা হতাহত!

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত 7 মার্চ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধ 4টি সফল অভিযান পরিচালানা করেন।

এতে রাজধানী মোগাদিশুর "হাউলুদাকলী" জেলায় মুজাহিদদের হামলায় হতাহত হয় 4 এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য।

এছাড়াও রাজধানী "দিনালী" ও শাবলী প্রদেশের "ওয়ারমাহান" শহরে মুজাহিদদের পৃথক আরো দুটি হামলায় কমপক্ষে 2 সৈন্য হতাহত হয়।

এদিকে রাজধানী মোগাদিশুর "বালআদ" শহরে অবস্থিত সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতেও সফল অভিযান চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে কতক মুরতাদ সৈন্য হতাহতের পাশিপাশি সামরিক ঘাঁটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ভারতের বিরুদ্ধে পোস্ট, এবার আহত ববি'র ছাত্রী

ভারতে বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার অপরাধে গত বছর বুয়েটের মেধাবী মুসলিম ছাত্র আবরার ফাহাদকে হত্যা করেছিল হিন্দু অমিত শাহের নেতৃত্বাধীন আরএসএসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া একদল ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী। এবার, ভারতের হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পোস্ট দেওয়ার একদিন পরেই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে নির্মমভাবে আক্রমণ করলো কিছু সন্ত্রাসী।

গত রোববার (১লা মার্চ) বিকেল সোয়া ৪ টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের চতুর্থ ও পঞ্চম তলার মাঝামাঝি সিড়িতে তার ওপর হামলা চালানো হয়। এর আগের দিন তথা গত ২৯ শে ফেব্রুয়ারীতে, ফেসবুকে নিজের টাইমলাইনে ভারতের কবি আমির আজিজের একটি কবিতার কিছু অংশ শেয়ার করেন নওরীন। শেয়ারকৃত কবিতাংশটুকু মূলত দিল্লিতে হিন্দু সন্ত্রাসীদের মুসলিমদের উপর চালানো গণহত্যার বিরুদ্ধে ছিল। সেখানে লেখা ছিল-

"তোমরা কালো পদ্ম লেখো, আমরা লিখব লাল গোলাপ তোমরা জমিনে অন্যায় লিখে দাও আসমানে বিপ্লব লেখা হবে সব মনে রাখা হবে, সব"

তাছাড়া, ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীরা ইসলাম ধ্বংসের যে প্রকাশ্য হুমকি দিচ্ছে এবং সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালাচ্ছে সে বিষয়ক কিছু পোস্টও নওরিন তাঁর ফেসবুক টাইমলাইনে শেয়ার করেছেন। ধারণা করা হয়, এই কারণেই নওরিনের উপর হামলা চালায় অজ্ঞাত পরিচয়ের সন্ত্রাসীরা। কেননা, এভাবে একই ধরণের অপরাধের অভিযোগ তুলে হত্যা করা হয়েছিল বুয়েটের মেধাবী মুসলিম ছাত্র আবরার ফাহাদকে।

বার্তাসংস্থা 'মানবজমিন' –এর সূত্রে জানা যায়, আহত শিক্ষার্থীর মা আফরোজা বেগমসহ পরিবারের সদস্যরা জানান, ১লা মার্চ বিকেল সোয়া ৪ টার দিকে পরীক্ষা শেষে একাডেমিক ভবনের পাঁচতলা থেকে নীচে নামার সময় মুখোশধারী কতিপয় সন্ত্রাসী নওরিনের পথরোধ করে। পরবর্তীতে নওরিনের মুখে কাপড় গুজে দেয় এবং মারধর করে। এসময় তারা জ্যামিতিক কম্পাস দিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত করে এবং রশি দিয়ে পিটিয়ে জখম করে। পরবর্তীতে সে সেখান থেকে কোনভাবে বাসায় চলে আসে এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাসায় প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হলেও শারিরীক অবস্থার আরো অবনতি হলে বুধবার ৪ঠা মার্চ সকালে নওরিনকে শেবাচিম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অন্যদিকে, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মুশরিক হিন্দু প্রক্টর সুব্রত কুমার দাস বলে, বিষয়টি মৌখিক কিংবা লিখিত কোন ভাবেই নাকি তাকে শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে জানানো হয়নি!

অথচ, নওরীন সন্দেহভাজন ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। তাহলে, নওরীন কীভাবে ঐ মুশরিক প্রক্টরের কাছে হামলাকারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবে? যদিও অন্যান্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু প্রক্টরের কাছে ঘটনাটি সম্পর্কে জানিয়েও ছিলেন। তারপরও, বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু প্রক্টরের পক্ষ থেকে এরূপ বক্তব্য দেওয়া সন্দেহজনক বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

ভুল ধামাচাপা দিতে মহাভুলের আয়োজন করছে রাজউক

রাজধানীর ভাটারা এলাকায় মাদানী এভিনিউয়ের পাঁচখোলা খাল ভরাটের 'ভুল' ধামাচাপা দিতেই ফসলি জমিতে ব্রিজ নির্মাণের 'মহাভুলের' আয়োজন করেছে রাজউক। বৃহস্পতিবার বেরাইদ ও

সাঁতারকূল মৌজাধীন জমির কয়েকশ মালিক বিতর্কিত ব্রিজ নির্মাণস্থলে বিক্ষোভ করেছেন। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট রাজউকের একজন প্রকৌশলী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, পরিকল্পনা ও নির্মাণ ক্ষেত্রে প্রথম ভুলের খেসারত দেওয়ার আশঙ্কায় বারবার একই ভুলের অপকর্ম চালিয়ে যেতে হচ্ছে। তিনি বলেন, মূল খাল ভরাট করে সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে পানিপ্রবাহ বন্ধের মতো পরিবেশ ধ্বংসের দায়-দায়িত্ব রাজউকের বর্তমান চেয়ারম্যান ও প্রধান প্রকৌশলী কেন নেবেন? ভুল মেনে নিয়ে পুনরায় খালের জায়গায় ব্রিজ নির্মাণের কোটি কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ কে দেবে? প্রগতি সরণির নতুন বাজার থেকে পূর্বদিকে বালু নদী পর্যন্ত সম্প্রসারিত প্রধান সড়কটি মাদানী এভিনিউ হিসেবে পরিচিত। সম্প্রসারিত এ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের বেরাইদ-৩ নম্বর ব্রিজ নির্মাণ ক্ষেত্রে জবাবহীন এসব প্রশ্নেরই খেসারত দিচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেখানে নিরীহ মানুষের ফসলি জমি খনন করে কৃত্রিম খাল তৈরির কর্মকা চালাচ্ছে রাজউক। ফলে একদিকে বাপ-দাদার জায়গা-জমি তাদের হাতছাড়া হচ্ছে, অন্যদিকে গভীর খননের ফলে আশপাশের জমির মাটিও ধসে পড়তে শুরু করেছে।

মাদানী এভিনিউখ্যাত ১০০ ফুট রোডের পাঁচখোলা খালের ওপর ব্রিজ নির্মাণের নামে বারবার তুঘলকি কা কোনোভাবেই থামছে না। সেখানে স্রোতবাহী খালটির পানিপ্রবাহ পুরোপুরি বন্ধ করে সড়ক নির্মিত হয়েছে, আবার অদূরেই ফসলি জমির ওপর নির্মাণ হয়েছে বেড়াইদের তিন নম্বর ব্রিজটি। এখন চলছে সম্প্রসারিত ব্রিজ নির্মাণের কাজও। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের আবেদন-নিবেদন, কোনোকিছুই আমলে নেওয়া হচ্ছে না। এমনকি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজউকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যৌথ উদ্যোগে সরেজমিন যে সার্ভে সম্পন্ন করা হয়, নির্মাণ বাস্তবায়নে সে সার্ভে প্রতিবেদনকেও পাত্তা দিচ্ছে না রাজউক। বরং ভুল পরিকল্পনার নির্মাণকাজ তড়িঘড়ি শেষ করাটাই যেন উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের। রাজউকের একতরফা চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বেরাইদ ও সাঁতারকূল মৌজাধীন জায়গা-জমির কয়েকশ মালিক নির্মাণস্থলে বিক্ষোভ করেন। স্থানীয় ৪২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আইয়ুব আনসার মিন্টু জানান, ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দারা চরম ধৈর্যের সঙ্গে বারবার রাজউকের হস্তক্ষেপ কামনা করেও পাত্তা পাচ্ছে না। এ এলাকাবাসীর ফসলি জমি, বসতভিটার ওপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণ হয়েছে, ব্রিজ তৈরি হয়েছে। একই রাস্তা-ব্রিজের জন্য আবার তাদের ভিটাজমি গ্রাস করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা হাজী আবদুল ওয়াহাব ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, রাজউক প্রকাশ্য দিবালোকের সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করার বাহাদুরী দেখাচ্ছে। ৬০-৭০ ফুট চওড়া একটি খালকে মাটি ভরাট করে নিশ্চিহ্ন করে এখন আমাদের জায়গা-জমি কেটে কৃত্রিম খাল বানাচ্ছে। শত শত মানুষের আহাজারিকেও পাত্তা দিচ্ছে না রাজউক। এলাকার সেলিম

মেম্বার, তৈয়ব আলী, মুর্শেদ মিয়া, আতাহার, ছোরহাব, মাজম আলী, ইদ্রিস মিয়াসহ অনেকেই জানান, বেড়াইদ ও সাঁতারকূল মৌজার সীমারেখা হিসেবে চিহ্নিত ছিল পাঁচখোলা খালটি। সারা বছর এ খালের পানিতেই আশপাশের ৮-১০টি গ্রামের বাসিন্দার ঘর-গেরস্থালি, ফসলি জমির পানির জোগান দেওয়া হতো। কিন্তু মাদানী এভিনিউয়ের ১০০ ফুট সড়ক নির্মাণকালে মাটি ভরাট করে খালটিকে মৃত বানিয়ে ফেলা হয়েছে। এখন খালটির বুকে কোথাও এককফোঁটা পানির দেখা মেলে না। বিক্ষুব্ধ বাসিন্দারা সম্প্রসারিত ব্রিজ নির্মাণের কাজ অবিলম্বে বন্ধ করে খালটি আগে সচল করার দাবি জানান। তারা বলেন, খালের ওপর ব্রিজ বানানো হোক। তবে ফসলি জমি কেটে কৃত্রিম খাল বানিয়ে তার ওপর ব্রিজ বানানো চলবে না। গতকাল ঘটনাস্থল ঘুরে দেখা যায়, বড় বড় রিগ মেশিনের সাহায্যে খনি খনন স্টাইলেই গভীর খাদ বানানো হচ্ছে। নতুনভাবে তৈরি করা খাদের ওপরই সম্প্রসারিত ব্রিজ নির্মাণের কর্মকাণ্ড ও চলছে জোরেসোরে।

রাজউক সূত্র জানায়, পরিকল্পনা অনুযায়ী, মাদানী এভিনিউ থেকে বালু নদী পর্যন্ত সড়ক ও ব্রিজ প্রশস্তকরণ এবং বালু নদী থেকে শীতলক্ষ্যা নদী পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ (প্রথম পর্ব)' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এক হাজার ২৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্প্রসারিত এ প্রকল্পের আওতায় ১০০ ফুটের মাদানী এভিনিউয়ে তিন নম্বর ব্রিজ নির্মাণের ক্ষেত্রেই বাধে জটিলতা। সেখানে পাঁচখোলা খালের ওপর ব্রিজ নির্মাণের কথা থাকলেও অজ্ঞাত কারণে খালটি ভরাট করে ১০০ ফুট প্রশস্ত রোড নির্মাণ সম্পন্ন হয়। পরবর্তী সময়ে খাল পেরিয়ে অন্তত দেড়শ গজ পূর্ব দিকের ফসলি জমিতে খাদ খনন করা হয় এবং এ খাদের ওপরেই চলছে ব্রিজ নির্মাণের কাজ।

এদিকে পাঁচখোলা খালের সঙ্গে ঘুরপথে খননকৃত খাদের সংযুক্তি ঘটানোর চেষ্টা চলছে। এ ক্ষেত্রেও ব্যক্তিমালিকানার ফসলি জমি অবৈধভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে ভুক্তভোগীরা দাবি করেছেন। তারা জানান, সর্বশেষ সিটি জরিপ অনুযায়ী ৯০৮, ৯০৯ ও ৯২৪ নম্বর দাগেই তাদের পূর্ব পুরুষের জায়গা-জমি। যুগ যুগ ধরেই এসব জমি চাষাবাদের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। পাঁচখোলা খাল সংলগ্ন থাকায় এসব জমিতে প্রতি বছর দুই দফা ধান আবাদ এবং প্রচুর পরিমাণ সবজি উৎপন্ন হতো। কিন্তু রাজউকের সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় হঠাৎ করেই সেসব ফসলি জমিতে খাদ বানিয়ে তার ওপর ব্রিজ নির্মাণের কর্মযজ্ঞ চালাতে থাকে। এ ব্যাপারে রাজউকে বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনো সুরাহা মিলছে না।

তাই ব্যক্তিমালিকানার জমিতেই ব্রিজ নির্মাণ কর্মকাণ্ড চলতে থাকায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন বাসিন্দারা।

০৭ই মার্চ, ২০২০

বিশ্বমানবতার জন্য এক লজ্জাজনক অধ্যায়

পৃথিবী যখন রাতের অন্ধকারে ঢাকা পড়ে ক্লান্তশ্রান্ত মানুষজন তখন তাদের বাড়িতে শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকে। অপর দিকে সিরিয়াতে রাতের অন্ধকার হাজির হয় অবর্ণনীয় নির্মমতা নিয়ে ।রাতের অন্ধকারে হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রুসেডার রাশিয়া-ইরান জোট ও কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া বাশার আল আসাদ বাহিনী।মুহুর্মুহু বিমান ও রকেট হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় মুসলিম জনপদ।প্রতিদিন এসকল বর্বর হামলায় মারা যাচ্ছেন শত শত নিরাপরাধ মানুষ। জীবন রক্ষার জন্য বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হচ্ছেন বাসিন্দারা । এরূপ হামলায় অসংখ্য দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে দুটি ঘটনা যা খুবই হৃদয়বিদারক।

দুই মাস বয়সী এই শিশুটির নাম মীরা। ভয়াবহ ও নির্মম বিমান হামলায় ভাগ্যক্রমে সে বেঁচে রয়েছে,তবে তার দুঃখের যেন শেষ নেই। কারন পৃথিবীতে তার আর কোন নিকটজন বেঁচে নেই।কারন,গতকাল ৬মার্চ ইদলিবের মারাত মাসরিনে কুখ্যাত সন্ত্রাসী রাশিয়া-ইরান জোটের বিমান হামলায় নিহত হয়েছে তার পরিচারের সবাই।তাকে এখন এই বিধ্বস্ত হিমশীতল সিরিয়ায় একাই পারি দিতে হবে, জীবনের বাকি পথ।কেইবা জানে, আবার না অন্য কোন হামলায় সেও রওনা দিবে তার আপনজনদের কাছে !

একইভাবে গতকালের এই মর্মান্তিক হিংস্র হামলায় আরেকটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। ৩মাস বয়সী আদিয়ান।এই ছোট্ট বয়সেই ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় শিকার হয় সে ও তার পরিবার। এ হামলায় তার আপন ৪ ভাইসহ তার মা নিহত হন।কি দোষ ছিল তাদের? কেন তারা এত ছোট্ট বয়সেই সন্ত্রাসী হামলার শিকার হচ্ছে?তাদের একমাত্র দোষ তারা নবী ও রাসুলদের পবিত্র ভূমি "শামের"মুসলমান।

উল্লেখ্য যে, গতকাল ৬মার্চ ইদলিব প্রদেশের মারাত মাসরিনে ক্রুসেডার জোটের বিমান হামলায় ঘুমন্ত অবস্থায় ৭জন নারী,২জন শিশুসহ আরও১৬জন নিহত হয়।আহত হন আরো ২০জন বলে খবর প্রকাশ করেছেন হোয়াইট হেলমেট সিভিল ডিফেন্স, সিরিয়া।

বাংলাদেশি দোকানীকে পিটিয়ে হত্যা করল ভারতীয় ২ যুবক

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী কুমিল্লার নিশ্চিন্তপুর এলাকায় আনোয়ার হোসেন আনু নামে এক দোকানীকে পিটিয়ে হত্যা করেছে ভারতীয়রা। পাওনা টাকা দেয়ার কথা বলে শনিবার বিকালে সীমান্তের জিরো পয়েন্টে (নো ম্যানস্ ল্যান্ড) ডেকে নিয়ে ভারতীয় দুই যুবক তাকে পিটিয়ে হত্যা করে। খবর- কালের কণ্ঠ

নিহত আনোয়ার কুমিল্লা সদর উপজেলার পাঁচথুবী ইউনিয়নের নিশ্চিন্তপুর গ্রামের সেতু মিয়ার পুত্র। বাড়ির পার্শ্ববর্তী সংলগ্ন হানকিজলা এলাকায় চা-পানের দোকান চালাতেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সীমান্তবর্তী এলাকায় দোকান হওয়ায় বিভিন্ন সময় আনোয়ার হোসেনের কাছ থেকে বাকিতে চা-সিগারেটসহ অন্যান্য খরচ নিতে ভারতীয় নাগরিক ফারুক ও কামরুল। তাদের কাছে বেশ কিছু টাকা বকেয়া জমা হওয়ায় আনোয়ার সে টাকা ফেরত চায়। এ নিয়ে ফারুক-কামরুলের সাথে তার বিরোধ সৃষ্টি হয়।

পাঁচথুবী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন বাহলুল বলেন, শনিবার বিকাল ৩টার দিকে দোকান বাকির টাকা ফেরত দেয়ার কথা বলে আনোয়ারকে সীমান্তের ২০৭৮ নং পিলারের কাছাকাছি জিরো পয়েন্টে ডেকে নেয় ফারুক ও কামরুল। সেখানে নিয়ে তাকে বেধড়ক পিটুনি দেয় ভারতীয় এ দুই যুবক। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় আনোয়ার। পরে তার লাশ সীমান্তের ভারতীয় অংশে ফেলে রেখে ঘাতকরা পালিয়ে যায়।

সন্ধ্যায় হত্যাকান্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিজিবি বড়জ্বালা ক্যাম্পের ইনচার্জ তাজুল ইসলাম। তিনি জানান, লাশ ভারতীয় সীমান্তের কমপক্ষে ১০-১২ গজ ভিতরে পড়ে আছে।

বাংলাদেশ যুদ্ধের আসল ইতিহাস অজানাই থেকে যাবে: নথিপত্র ধ্বংস করেছে ভারত!

১৯৭১ সালের বাংলাদেশ যুদ্ধের আসল ইতিহাস কখনো পুরোপুরি লেখা যাবে না। বাংলাদেশ যে যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছিল, তার বেশির ভাগ সরকারি নথিপত্র ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

ধ্বংস করে দেওয়া ফাইলগুলোর মধ্যে রয়েছে মুক্তিবাহিনী সৃষ্টি, যুদ্ধকালে সেনাবাহিনীর সব মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা, লড়াইরত ফরমেশনগুলোর প্রতি জারি করা নির্দেশ, এবং অন্যান্য স্পর্শকাতর অভিযান-সংশ্লিষ্ট বিবরণ।

বিশ্বাসযোগ্য সেনাবাহিনী সূত্র জানিয়েছে, ওই সময়কার সব নথিপত্র কলকাতার ইস্টার্ন আর্মি কমান্ডে রাখা ছিল। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পরপরই এগুলো ধ্বংস করা হয়। বিষয়টি সাম্প্রতিক সময়ের আগে পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল।

টাইমস অব ইন্ডিয়াকে ইস্টার্ন কমান্ডের সাবেক দুই প্রধান ও আরো কয়েকজন সিনিয়র সেনা অফিসার জানিয়েছেন যে ধ্বংসের কাজটি পরিকল্পিত হয়েছে।

তারা বলেন, লে. জেনারেল জগজিত সিং অরোরা যখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টের কমান্ডিং অফিসার, ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান ছিলেন, তখনই ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। ঘটনাটি সত্য হলে তা অরোরার ভাবমূর্তির জন্য খারাপ হতে পারে। কারণ তিনিই জয়ে তার বাহিনীকে এবং ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

স্পর্শকাতর তথ্যটি সাম্প্রতিক সময়ের আগে পর্যন্ত অজানা ছিল। বাংলাদেশী যোদ্ধদের সংবর্ধনা দেয়ার লক্ষ্যে ইস্টার্ন কমান্ড মুক্তি বাহিনীর ক্যাম্পগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অনুসন্ধানের কাজ শুরু করলে বিষয়টি জানা যায়।

ভারতীয় সেনাবাহিনী ভারতজুড়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের রাখার ব্যবস্থা করেছিল, ভারতীয় সেনা ইনস্ট্রাক্টররাই তাদের যুদ্ধ শেখাতেন। পরে মুক্তি বাহিনী হয়ে পড়ে ইস্টার্ন কমান্ডের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানের অংশ।

সেনাবাহিনীর একটি সিনিয়র সূত্র টাইমস অব ইন্ডিয়াকে জানায়, আমরা মুক্তি বাহিনীর ক্যাম্পগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য খুঁজছিলাম। আমরা জানতে চেয়েছিলাম, ক্যাম্পগুলো কোথায় ছিল, কারা এসবের দায়িত্বে ছিল ইত্যাদি। এসব ফাইল যখন পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন ইস্টার্ন আর্মি কমান্ড যুদ্ধের নথিপত্র খোঁজার কাজ শুরু করে। তখনই বোঝা যায় যে সব নথিপত্র হারিয়ে গেছে।

যুদ্ধের সময় ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অব স্টাফ ও পরে এর প্রধানের দায়িত্ব পালনকারী লে. জেনারেল (অব.) জে এফ আর জ্যাকবকে বিষয়টি সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে স্বীকার করেন যে নথিপত্রগুলো খোয়া যেতে পারে। তিনি টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেন, ১৯৭৪ সালের আগস্টে আমি যখন ইস্টার্ন আর্মি কমান্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করি, তখন নথিপত্রগুলো দেখতে চেয়েছিলাম।

আমাকে বলা হলো যে এগুলো ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এসব নথিপত্র ধ্বংস করা হয়েছে কার নির্দেশে, এমন প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি অস্বীকৃতি জানান।

সেনা সদরদফতর ও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিয়ের কাছে যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট কিছু নথিপত্র থাকতে পারে বলে এক সিনিয়র সেনা কর্মকর্তা জানান।

তিনি বলেন, তবে তাতে ছবিটি পূর্ণাঙ্গ হবে না। তিনি আরো বলেন, কেউ যদি কখনো পূর্ণাঙ্গ ছবি তৈরী করতে চায় তবে অভিযানগুলোর স্নায়ু কেন্দ্রের সামরিক নথিপত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে।

ভারতের অর্থনীতি সঙ্কটে: ধসে পড়ছে ইয়েস ব্যাংক

ভারতের ইয়েস ব্যাংকের শেয়ারের মূল্য শুক্রবার ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত নেমে গেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই ব্যাংকটির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেয়ার পর এবং দেশের চতুর্থ বৃহত্তম এই ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানটির পতন ঠেকাতে অর্থ উত্তোলনের পরিমাণ সীমিত করে দেয়ার পর শেয়ারের মূল্যের ওই পতন হয়।

রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার (আরবিআই) এই পদক্ষেপের কারণে সমস্যাকবলিত ব্যাংকিং খাতে শেয়ার বিক্রি করে দেয়ার প্রবণতা শুরু হয়। এতে করে ২০১৮ সালের পরে রুপির মান দুর্বলতম পর্যায়ে নেমে যায়।

বৃহস্পতিবার দিনের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ওই ঘোষণা দেয়ার পর ইয়েস ব্যাংকের বাইরে গ্রাহকরা লাইন দেয়। আরবিআই-এর ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৩০ দিনের মধ্যে গ্রাহকরা সর্বোচ্চ ৫০,০০০ রুপি টাকা ব্যাংক থেকে উঠাতে পারবে।

ভারতের আর্থিক সিস্টেমের তারল্য সঙ্কট নিয়ে যে উদ্বেগ রয়েছে, এই সংবাদের কারণে সেই উদ্বেগ আরও বেড়েছে। এক বছরের কিছু বেশি সময় আগে একই ধরণের পরিস্থিতিতে ভারতের বৃহত্তম ‘ছায়া ব্যাংক’ আইএলঅ্যাণ্ডএফএস প্রায় পতনের দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিল।

ছায়া ব্যাংকিং খাতের সমস্যার সামনে ইয়েস ব্যাংক বেশ বড় আকারে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। পর্বত প্রমাণ খেলাপি ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন পুঁজি গড়ে তোলার জন্য বেশ কিছু কাল ধরেই সংগ্রাম করে আসছে এই ব্যাংকটি।

আইআইএফএফ সিকিউরিটিজের আভিমান্যু সোফাত বলেছেন, “বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকি নিতে চাচ্ছেন না এবং এই প্রবণতাটা ক্ষুদ্র ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক কোম্পানিগুলোর ক্ষতি করবে”।

সোফাত ব্লুমবার্গ নিউজকে বলেন, “আরবিআই কত দ্রুত উদ্ধার পরিকল্পনা গ্রহণ করে, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ কর্মকাণ্ডের উপর অব্যাহত নিয়ন্ত্রণ চলতে থাকলে সেটা অনিশ্চয়তা তৈরি করবে”।

আরবিআই এ জন্য ‘সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চলে আসা মারাত্মক ব্যবস্থাপনা ইস্যু ও চর্চাকে’ দায়ি করেছে। তবে এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বলেও উল্লেখ করেছে তারা।

তবে, যে সব গ্রাহকরা তাদের অর্থ উত্তোলনের জন্য সারি বেঁধেছেন, তারা এই বক্তব্যে আশ্বস্ত হতে পারেননি।

শিক্ষার্থী ও ইয়েস ব্যাংকের অ্যাকাউন্টধারী দেবিকা নয়াদিল্লীতে টাকা উঠানোর জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিল। সে এএফপিকে বললো যে, “এই মুহূর্তে পরিস্থিতিটা স্পষ্ট নয়। সে কারণে কিছু মানুষ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। এমনকি এই মুহূর্তে আমিও কিছুটা আতঙ্কিত”।

মুম্বাই-ভিত্তিক আইনজীবী ভার্শা গান্ধী এএফপিকে বলেন, “১৫০ রুপি দরে ইয়েস ব্যাংকের ১৫টি শেয়ার কিনেছিলাম আমি। এখন সেগুলোর দাম ১৫ রুপি। আমার বিনিয়োগের উপর এটা বড় আঘাত এবং এমনকি আমার পুঁজিটাও এখন আটকা পড়ে আছে”।

২৭ বছর বয়সী গান্ধী বলেন, “আমি এখন দেখার অপেক্ষায় আছি যে, আরবিআইয়ের পদক্ষেপে কোন ইতিবাচক প্রভাব পড়ে কি না। কিন্তু স্টকের দর পড়ে যাওয়ায় এরই মধ্যে বিপুল ক্ষতি হয়েছে”।

দিল্লি মুসলিম গণহত্যা: আরএসএসকে দায়ী করায় ২ চ্যানেলকে সাময়িক বন্ধ করে দিল ভারত

সম্প্রতি ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্থানীয় মুসলিমদের ওপর উগ্র সন্ত্রাসী হিন্দুত্ববাদীদের চালানো হত্যা, হামলা এবং লুটপাটের জন্য দিল্লি পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা এবং কট্টর হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন আরএসএসকে দায়ী করে সংবাদ প্রকাশ করায় দুটি ইলেকট্রনিকস মিডিয়াকে নিষিদ্ধ করেছে ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানায়, মালায়ালাম সংবাদমাধ্যম এশিয়ানেট নিউজ ও মিডিয়া ওয়ান নিউজকে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে ৪৮ ঘণ্টার জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে মন্ত্রণালয়।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের তরফে জানানো হয়েছে যে, এই দুই সংবাদমাধ্যমেই দিল্লির খবর পরিবেশনার সময় হিন্দুত্ববাদের হিংস্র মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়েছিল এবং মুসলিম গণহত্যার পেছনে দায়ী দিল্লি পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ও আরএসএসের সহযোগিতার প্রমাণ উত্থাপন করেছিল।

বাংলাদেশের সব গরু ভারতের: হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল বিজেপি নেত্রী

বাংলাদেশের সব গরুই ভারতের বলে দাবি করেছেন দেশটির ক্ষমতাসীন হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল বিজেপির বিধায়ক সুমন হরিপ্রিয়া।

তিনি বলেন, বিশ্বে গরুর গোস্ত বিক্রির সবচেয়ে বড় দেশ বাংলাদেশ। এই গরুগুলো সব আমাদের গরু।

সোমবার (২ মার্চ) ভারতের আসামের এই রাজনীতিক বিধানসভায় এ দাবি করেন। খবর এনডিটিভি ও এই সময়ের।

হিন্দুত্ববাদী বিজেপির এই নেত্রী বলেন, ভারত থেকে বাংলাদেশে গরু পাচারের ফলেই বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রসারিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে আসামের ভেতর দিয়েই এই কাজ হয়ে আসছে।

গোমূত্র ও গোবরেই মারণরোগ করোনাভাইরাস দমন সম্ভব মন্তব্য করে সুমন হরিপ্রিয়া বলেন, আমরা সবাই জানি গোবর খুবই উপকারী। গোমূত্রও যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন সেই স্থান পবিত্র হয়ে ওঠে। আমার মনে হয় গোমূত্র ও গোবর দিয়ে করোনাভাইরাস দমনও সম্ভব।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১৩ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত, সামরিকযান ধ্বংস!

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত 5 মার্চ সোমালিয়া জুড়ে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে রাজধানী মোগাদিশুর আউদাকলী শহরে পরিচালিত হামলাটি উল্লেখ্য। শাহাদাহ্ নিউজ থেকে জানা যায় যে, ঐদিন "আউদাকলী" শহরে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর

একটি ইউনিটকে টার্গেট করা সফল অভিযানের পাশাপাশি ২টি বোমা হামলাও চালান মুজাহিদিন। এতে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীন ৬ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ সৈন্য আহত হয়। এসময় মুরতাদ বাহিনীর ১টি সামরিকযানও ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ।

অন্যদিকে মধ্য সোমালিয়ার হাইরান রাজ্যের "বালদাইন" শহরে মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের পরিচালিত অন্য একটি সফল হামলায় ৪ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহতের শিকার হয়।

অপরদিকে রাজধানীর "দার্কিনালী" শহরে মুজাহিদদের টার্গেটকৃত অন্য একটি হামলায় নিহত হয় দেশটির মুরতাদ গোয়েন্দা সংস্থার ১ সদস্য।

এছাড়াও ঐদিন সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে আরো ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যাতে আরো কতক মুরতাদ সৈন্য হাতাহতের শিকার হয়।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় 10 সেনা নিহত, সামরিক ঘাঁটি বিজয়, 6টি গাড়িসহ বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র গনিমত!

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" (JNIM) এর জানবায মুজাহিদগণ গত 5 মার্চ মালির "মোপ্তি" রাজ্যে অবস্থিত দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন। রহমান ও শয়তানের বাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াইয়ের পর রহমানের বাহিনী তাঁর সাহায্য ও অনুগ্রহে শয়তানের বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করেন।

এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে উক্ত ঘাঁটি ও তার আশপাশের বিস্তির্ণ এলাকার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ (শয়তানের) বাহিনীর 10 এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়। বাকি সৈন্যরা ঘাঁটি ছেড়ে পলায়ন করে।

আল্লাহর রহমতে মুজাহিদ ভাইরা নিম্ন লিখিত গনিমতগুলি উক্ত সামরিক ঘাঁটি হতে সংগ্রহ করেন।

6 টি গাড়ি, 2 টি অত্যাধুনিক মেশিন গান (12.7 dshk), 2 টি মিডিয়াম মেশিন গান(পিকে), 15 টি লাইট মেশিন গান (ক্লাশিনকোভ) সহ প্রচুরপরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র ও অনেক গোলাবারুদ।

উক্ত অভিযান সম্পর্কে JNIM এর পক্ষহতে প্রকাশিত এক বার্তায় বলা হয়, এই সফল ও বরকতময়ী অভিযান আমাদের নির্যাতিত উম্মাহর সাহায্যার্থে এবং মালির সৈন্যবাহিনী দ্বারা 15 জন নিরপরাধ নাগরিক কে হত্যার প্রতিশোধ হিসাবে পরিচালনা করা হয়েছে।

ক্রুসেডার রাষ্ট্র ফ্রান্স সফর থেকে ফেরার পর থেকেই কসাই "বোবাকার কেইটার" নেতৃত্বাধীন বামকো মুরতাদ সরকার মালির জনগণের ওপর নৃশংস অত্যাচার শুরু করেছে। আগের গণহত্যা গুলির মতন এই গণহত্যা ও ফরাসি বিমানবাহিনীর প্রচ্ছন্ন মদতে ও সহযোগিতায় ঘটেছে।মালি এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে এই গণহত্যা বা অন্যান্য গণহত্যার কোনো খবর প্রচারিত হয়নি।

০৬ই মার্চ, ২০২০

সিরিয়া, ইদলিব আপডেট : বোমা হামলায় একই পরিবারের সকল সদস্য সহ নিহত১৬ ।

প্রায় দুই বছর ধরে সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশে কসাই বাশার আল-আসাদ এবং সন্ত্রাসী ভ্লাদিমির পুতিনের হানাদার বাহিনী সাধারণ মানুষের উপর পৈচাশিক হামলা চালাচ্ছে । সিরিয়ার শিয়া সরকার ও রাশিয়া-ইরান মিত্রশক্তি মিলে হায়েনার মতো বার বার আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ সব ধ্বংসাত্মক বোমা সাধারণ মুসলিম নিধনে ব্যবহার করছে । বিমান ও রকেট হামলা চালাচ্ছে বাসস্থান ও জনসমাগমের উপর । যার ফলে নিহত হচ্ছে হাজার হাজার সাধারণ মুসলমান । তদুপরি কয়েক লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়েছে, তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল তুরস্ক সীমান্তের গাছ অথবা খোলা আকাশের নিচে,এমনকি প্রচন্ড শীতে তুষার থেকে আশ্রয় নেওয়ার জন্য তাঁবু পর্যন্ত নেই। ইদলিবে তাঁবু থাকা মানে রীতিমতো বিলাসিতা। প্রতিনিয়ত নির্বিচারে এসকল অসহায় গৃহহীন সাধারণ মানুষের উপর অন্যায় ও কাপুরুষোচিত বিমান হামলা চালাচ্ছে ক্রুসেডার জোট।

হোয়াইট হেলমেট সিভিল ডিফেন্স জানিয়েছেন, গতকাল ৫ মার্চ ইদলিব প্রদেশের মারাত মাসরিনে মর্মান্তিক বিমান হামলায় ১৬জন গৃহহীন মুসলিম শহীদ হয়েছেন ।যাদের মধ্যে ৫জন মহিলা ও ২জন শিশু রয়েছে। আহত হয়েছেন প্রায় ২০জন।

এদিকে গত ৪মার্চ টার্গেট করে সিরিয়ার ইদলিব ও আলেপ্পোসহ ২১টি এলাকায় ৫৯টি বিমান হামলা,১১০টি আর্টিলারি শেল ও ২৯টি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে ৭জন শিশসহ ১৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে , মারাত্মক আহত হয়েছে আরও ২১জন ।

উল্লেখ্য যে, সন্ত্রাসী রাশিয়া জোটের বিমান হামলায় চলতি বছর ২০২০ সালে এখন পর্যন্ত ২৫৬ জন মুসলিম শহীদ হয় এবং কয়েক লক্ষ মুসলিম গৃহহীন হয়ে ইউরোপ ও তুরস্কে মানবেতর জীবনযাপন করছে।

ইতোমধ্যে প্রচন্ড শীত ও তুষারপাতে শতাধিক অসহায় গৃহহীন মুসলিম মারা গিয়েছেন এবং প্রায় দশ মিলিয়ন মুসলিম ইদলিব থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছেন।

ইদলিবে ক্রুসেডার রাশিয়া-ইরান জোটের নির্বিচার বিমান হামলায় সংগঠিত গণহত্যাগুলো নিশ্চিত যুদ্ধাপরাধ, যা হিটলারের নাৎসি বাহিনীর বর্বরতাকেও হার মানায়।আর এ গণহত্যায় ব্যাপারে গোটাবিশ্ব নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে । এমনকি কেউ চোখের পলক পর্যন্ত নাড়ছে না। প্রকৃতপক্ষে, গোটা বিশ্ব যেন একচোখা দাজ্জালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ এমন এক বিশ্ব যেখানে একচোখের মানুষ রাজা, ভণ্ডামিই নিয়ম আর বিবেকের মৃত্যু ঘটেছে ।

বর্তমানে ইদলিব হলো এক নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডির নির্মম উপাখ্যান । যখন পৃথিবীর কোন একটি ইতর প্রাণীও যদি আক্রান্ত হয় তাহলে সকল কুফরি রাষ্ট্র দূর-দূরান্ত থেকে উদ্ধার করতে ছুটে আসে।অথচ ইদলিবে নির্মম গণহত্যার ব্যাপারে সবাই মুখে কুলুপ এঁটেছে । তারা আজ কোথায় ? যারা কথায় কথায় মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে মুখে ফেনা তুলে ফেলে । তথাকথিত মানবতাবাদীরা আজ "সিরিয়ার" নিপীড়িত জনগণকে পরিত্যাগ করেছে ।

ইদলিব প্রদেশটি মুসলমানদের শেষ দুর্গ । যেখানে কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া বাশার আল আসাদ সরকার বিরোধী বিদ্রোহী ও মুজাহিদরা নিয়ন্ত্রণ করছে। সন্ত্রাসী মিলিশিয়ারা রাশিয়া ও ইরানের সহায়তায় মুসলিমদের সর্বশেষ ঘাঁটি ইদলিবের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালাচ্ছে ।

মোদি বিরোধী মিছিলে পুলিশি হামলা ও মোদিকে কটূক্তির দায়ে যুবক গ্রেফতারের নিন্দা ভিপি নুরের

মোদিবিরোধী সাধারণ মানুষের মিছিলে পুলিশি হামলা ও ময়মনসিংহে মোদিকে কটূক্তির দায়ে যুবক গ্রেফতারের সমালোচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি নুরুল হক নুর।

একইসঙ্গে আবারো মুজিববর্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফর প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

গত বৃহস্পতিবার নিজের ফেসবুক পেজে ডাকসু ভিপি বলেন, 'হাতিয়ায় মোদিবিরোধী সাধারণ মানুষের মিছিলে পুলিশি হামলা, ময়মনসিংহে মোদিকে কটূক্তির দায়ে যুবককে গ্রেফতার!'

তিনি বলেন, 'মোদির দালালরা কি তা হলে এ দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে? যারা এ দেশে থেকেও মোদি তথা ভারতের নগ্ন দালালি করেন, বাংলাদেশকে কি আপনারা ভারতের অঙ্গরাজ্য বানাতে চান? তবে এ দেশের জনগণের কথা শুনে রাখুন– এ দেশের জনগণ পিন্ডি থেকে মুক্ত হয়েছে দিল্লির গোলামি করার জন্য নয়।'

ভিপি নুর আরও বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যে কোনো আগ্রাসী অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম চলবে। দেশপ্রেমিক নাগরিকদের এ লড়াইয়ে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ।'

নাম মুসলমান,তাই বিজেপি নেতারাও হামলা থেকে ছাড় পায়নি !

সংখ্যালঘু সেল-এর প্রধান মোহাম্মদ আতিক – "এখনো বিজেপি ছাড়ি নি, কিন্তু আর কিছুদিনের মধ্যে যদি পার্টি আমার সঙ্গে যোগাযোগ না করে...ম্যায় সড়ক পর আ গয়া হুঁ, ফির ক্যায়সে অপনে প্যায়রোঁ পে খাড়া হুঁ (আমি রাস্তায় এসে গেছি, নিজের পায়ে ফের দাঁড়াব কী করে)?" বলছেন মোহাম্মদ আতিক, ভারতের রাজধানী দিল্লির ব্রহ্মপুরি মণ্ডলের বিজেপি সংখ্যালঘু সেল-এর প্রধান। উসমানপুরের বাসিন্দা আতিকের কারাওয়াল নগরে অবস্থিত কাপড়ের কারখানায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় গত ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে।

"আমার প্রতিবেশী ফোন করে জানান আগুনের কথা। আমি নিজে এখনও ভয়ে কারখানায় যাইনি। কাছেই আমার ছোট ভাইয়ের কারখানাতেও আগুন ধরানো হয়। আমি আশা করেছিলাম যে বিজেপির নেতারা অন্তত ফোন করবেন, সাহায্য করার কথা বলবেন, সান্ত্বনা দেবেন," বলছেন ৪৫ বছর বয়সী আতিক।

পাঁচ সন্তানের পিতা আতিক গত ১৬-১৭ বছর ধরে বিজেপির নিচুতলার কর্মী হিসেবে কাটিয়েছেন। তার কথায়, "আমাদের দিল্লির বিজেপি প্রধান মনোজ তিওয়ারির মতোই আমিও বিহারের লোক। উনি চেনেন আমাকে...কিন্তু আমার নামটা মুসলমান তো, হামে তো পরায়া হি কর দিয়া (আমাকে তো দূরে ঠেলে দিয়েছেন)।"

আতিক জানান, প্রায় ১৪ বছর আগে ভাড়া করা জায়গায় তিনি কারখানা চালু করেন। "দিল্লিতে সহিংসতা যেদিন বাড়তে শুরু করল, তার ঠিক আগের দিন আমি আমার কর্মীদের বলি যেন পাততাড়ি গুটিয়ে বাড়ি চলে যায়। যখন আগুনের খবর আসে, আমি তখন বাড়িতে...কী যে অসহায় লাগছে," বলছেন তিনি।

আতিকের আরো বক্তব্য, তার বিজেপি কর্মী হওয়া নিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়েছেন তিনি। "আমি প্রধানমন্ত্রী (নরেন্দ্র) মোদির 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' স্লোগানে বিশ্বাস করেছিলাম, যারা বিজেপির সমালোচনা করত, তাদের সঙ্গে তর্ক করতাম। এখন ওরাই আমায় জিজ্ঞেস করছে, পার্টি আমার জন্য কী করেছে। আমার কাছে কোনো উত্তর নেই।"

আতিকের মতো বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের জেলা সহ-সভাপতি আখতার রাজার বাড়িতেও ২৫ ফেব্রুয়ারি হিন্দু সন্ত্রাসীরা হামলা করে । আখতার টেলিগ্রাফকে জানায়, তার নিজের ও তিন নিকট আত্মীয়ের বাড়ি সহ মোট উনিশটি মুসলিম বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা । *সূত্র : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*

এ ঘটনার পর আখতার পুলিশ ও পার্টির নেতাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও কেউ তার সাথে যোগাযোগ করেনি । ফোন পর্যন্ত রিসিভ করেনি নেতারা । সরকার থেকেও পুনর্বাসনের জন্য কোনো সহায়তা দেয়া হয়নি । এমনটাই টেলিগ্রাফ কে জনান বিজেপি নেতা আখতার রাজা ।

---

১২ ঘণ্টায় সড়কে ২১ লাশ

বারো ঘণ্টার ব্যবধানে দেশের বিভিন্ন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ২১ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার রাত ১০টা থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা পর্যন্ত হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ফেনী জেলায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিরা সড়ক দুর্ঘটনায় ২১ জন নিহত হওয়ার তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি

১৫ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে। তারা সবাই সিলেটে মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন।

নয়া দিগন্ত সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার ভোর ৬টার দিকে হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় যাত্রীবাহী মাইক্রোবাস (ঢাকা মেট্রো চ-১৯-৫১৬১) মহাসড়কের পাশে গাছের সাথে ধাক্কা খাওয়ার ঘটনায় ঘটনাস্থলেই ৯ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৫ জন। নিহতদের মধ্যে সাতজন পুরুর ও একজন নারী। তবে হতাহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তবে তারা সবাই মাইক্রোবাসের আরোহী ছিলেন। আহত পাঁচ ব্যক্তিকে উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

এমনিভাবে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলায় যাত্রীবাহী বাস ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মাইক্রোবাসে আগুন ধরে ৬ জন দগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন। আহত হয়েছেন মাইক্রোবাসের ৪ আরোহী।

শুক্রবার ভোর রাত সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের উপজেলার ভাটি কালিসীমা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে চারজনের নাম পাওয়া গেছে। তারা হলেন, সোহান (২০), সাগর (২২), রিফাত (১৬) ও ইমন (১৯)। আহতরা হলেন, শাহিন (৩০), বিজয় (১৯), আবীর (১৯) ও জিসান (২৪)। তাদের উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হতাহতরা নারায়ণগঞ্জ থেকে মাজার জিয়ারতের উদ্দেশে সিলেট যাচ্ছিলেন।

খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাইনুল ইসলাম জানান, মাইক্রোবাসে করে ১০ জন নারায়ণগঞ্জ থেকে সিলেট মাজার জিয়ারতের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। পথে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের রামপুর এলাকায় সুনামগঞ্জ থেকে ঢাকার দিকে যাওয়া লিমন পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে মাইক্রোবাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষে হয়। এতে ঘটনাস্থলে মাইক্রোবাসের ছয় যাত্রী নিহত হয়।

এদিকে,বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ফেনীর সোনাগাজীতে সড়কে বাইক দুর্ঘটনায় দুই বন্ধু নিহত হয়েছে। নিহত মো. আজিজুল হক সাহেদ (২৫) ও জিয়া উদ্দিন বাবলু (২২)'র বাড়ি মিরসরাইয়ে। এরমধ্যে সাহেদ মিরসরাই উপজেলার ৪ নং ধুম ইউনিয়নের নাহেরপুর গ্রামের তাজুল ইসলামে ছেলে ও বাবলু একই উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের ইমামপুর গ্রামেরে মৃত বশির আহম্মদের ছেলে। বাবলু মিরসরাই মাদরাসা থেকে এবার কামিল পরীক্ষার্থী ছিলেন।

দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলেই মারা যান আজিজুল হক সাহেদ। গুরুতর আহত অবস্থায় বাবলুকে প্রথমে ফেনী জেনালের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত বাবলুর বড় ভাই সোহেল খাঁন জানান, বৃহস্পতিবার রাতে তারা কয়েকটি মোটরসাইকেল যোগে বন্ধুরা সোনাগাজীতে ঘুরতে যায়। মতিগঞ্জ বাজারের পাশে রাস্তায় একটি ব্রিজের কাজ চলছিলো। তারা দেখতে না পারে মোটরসাইকেল সহ নিচে পড়ে যায়। পরে অন্য বন্ধুরা উদ্ধার করে হাসাপাতালে নিয়ে গেছে। সাহেদ ঘটনাস্থলে মারা যায়। আমার ভাই রাত ২টার দিকে চট্টগ্রাম মেডিক্যালে মারা গেছে।

সোনাগাজী মডেল থানার ওসি মাঈন উদ্দিন দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাস্থলে সাহেদ নিহত হলেও পরবর্তীতে বাবুল চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়।

ভালুকা উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় পিকআপের চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় দুজন আহত হন। শুক্রবার ভোরে উপজেলার মেহরাবাড়ী এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দুজন হলেন নেত্রকোনার ঠাকুরাকোনা গ্রামের পিকআপ ভ্যানের চালক রাজন রবিদাস (২২) ও নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার তালাশ কোর্ট এলাকার আবদুস সালামের ছেলে মো. আজিম (২৩)।

ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশ সূত্র জানায়, শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার মেহরাবাড়ী এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে একটি বড় পিকআপের সঙ্গে ধাক্কা খায় মাছভর্তি আরেকটি ছোট পিকআপ। এতে ছোট পিকআপের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। লোকজন ঘটনাস্থলে থেকে রাজনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন। এ সময় আরও তিনজনকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। সেখানে নেয়ার পর চিকিৎসক আজিম নামের আরেক জনকে মৃত ঘোষণা করেন।

এমনিভাবে, ঢাকার সাভারে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টায় বাস ও ট্রাকের চাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা-আরিচা ও আবদুল্লাপুর-বাইপাইল সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দুজন হলেন রাজধানীর শেওরাপাড়ার কাজী নাজমুল হক (৪১) ও নারায়ণগঞ্জ শিল্প পুলিশের কনস্টেবল আকাশ আহমেদ (২২)।

আশুলিয়া থানার পুলিশ জানায়, গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলের নাগরপুর থেকে মোটরসাইকেলে ঢাকার বাসায় যাওয়ার পথে নাজমুল হক বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে আবদুল্লাহপুর-বাইপাইল

সড়কের জামগড়া এলাকায় রিকশার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বাসের নিচে গিয়ে পড়েন। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। অন্যদিকে সাভার হাইওয়ে থানার পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে আশুলিয়ার শ্রীপুরের নিজ বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে নারায়ণগঞ্জে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন আকাশ। রাত একটার দিকে সাভারের উলাইল এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে একটি ট্রাক মোটরসাইকেলসহ তাকে চাপা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

অস্তিত্ব হারাচ্ছে তুরাগ নদী, চলছে মাদকসেবীদের আখড়া

দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে তুরাগ নদের অস্তিত্ব। দখল, দূষণ আর নাব্যতাই এর মূল কারণ। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও বনায়ন করার জন্য নদের উভয় পাশে স্থাপনা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। নদের দিকে তাকালে মনে হয়, এ যেন ময়লার ড্রেন! নদের পাশে ঘেরা ওয়াকওয়ে দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে নাক চেপে।

আর এসব ময়লা-আবর্জনার কারণে পচে যাওয়া পানির দুর্গন্ধে অসুস্থ হচ্ছে অনেকেই। তাই নদের পানি পরিষ্কারের ব্যবস্থা এবং নৌযান চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। নদের অস্তিত্ব ফিরিয়ে আনতে বিআইডব্লিউটির পক্ষে থেকে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করলেও আসলে কতটা তা বাস্তবায়িত হবে এ নিয়ে নানা প্রশ্ন এখন জনমনে। খবরঃ বিডি প্রতিদিন

১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে ভূমিকম্পের কারণে ব্রহ্মপুত্র নদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী লবলং সাগর, যা শেরপুর থেকে মধুপুর গড়, অর্থাৎ প্রাক্তন ময়মনসিংহ জেলাকে তিন ভাগে ভাগ করে প্রবহমান ছিল, তা বন্ধ হয়ে যায় এবং যমুনা নদীর সৃষ্টি হয়। হিমালয় থেকে ধাবমান নদী তিস্তা ও ধরলা এসে ব্রহ্মপুত্রে পতিত হলেও তা দেশের পূর্বাংশে ময়মনসিংহ দিয়ে প্রবলভাবে প্রবাহিত না হয়ে গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জের পশ্চিম তীরে জামালপুর, শেরপুর, টাঙ্গাইল জেলা এবং দক্ষিণে মানিকগঞ্জ ও রাজবাড়ীর সীমানায় পদ্মা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রবাহিত হয়। এই যমুনা নদী জামালপুরে শেষ হয়ে টাঙ্গাইল অংশে প্রবেশ করে ভূঞাপুর, গোপালপুর অঞ্চল থেকে পূর্ব দিকে টাঙ্গাইল জেলার মধ্য দিয়ে সখীপুর ও মির্জাপুর উপজেলার ওপর দিয়ে বংশী নদী নামকরণপূর্বক যমুনার শাখানদী হিসেবে প্রবহমান। এই বংশী নদী গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার চাপাইর এলাকায় এসে দুই ভাগে ভাগ হয়ে এক ভাগ দক্ষিণে বংশী নদী হিসেবে সাভারে ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অন্যটি তুরাগ নাম ধারণ করে বরইবাড়ী, বোয়ালী, চা-বাগান,

মির্জাপুর, কাউলতিয়া, মধ্যপাড়া, কোনাবাড়ী, বামন, কাশিমপুর, গাছা, ইয়ারপুর, আশুলিয়া, উত্তরা (তুরাগ থানা), বিরুলিয়া, মিরপুর হয়ে কামরাঙ্গীর চর এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রবহমান। তুরাগ প্রবাহের সময় ইছরকান্দি এলাকায় এসে দুই ভাগে ভাগ হয়ে প্রবাহিত হতে থাকে, যার পূর্ব দিকে প্রবাহিত শাখা সাবেক টঙ্গী পৌরসভার ভাদাম, ভাকরাল। এই ভাদাম ও ভাকরালকে আবার দুই ভাগে ভাগ করে মুদাফা বড় দেওড়াকে উত্তরে রেখে বিশ্ব ইজতেমার পশ্চিমে কহর দরিয়া নামকরণ করে বালু নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। একসময় এই তুরাগ নদ দিয়ে নৌযান চলাচল করত। এই নদে গোসল কিংবা এর পানি দিয়ে রান্নাবান্না করা হতো

নদীতে মানুষ মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। বর্তমানে গোসল কিংবা পানি ব্যবহার তো দূরের কথা, ময়লা-আবর্জনার পচা দুর্গন্ধে নদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো জো নেই। এ ছাড়া বিভিন্ন এলাকার মানুষ ট্রলারে করে ঐতিহ্যবাহী টঙ্গী বাজার আসত কেনাকাটা করতে। নৌপথে আসা বিভিন্ন মামামাল কিংবা চলাচলের সুবিধার্থে টঙ্গীর পাগাড় এলাকায় কয়েক বছর আগে প্রায় পাঁচ কোটি ব্যয়ে নির্মিত হয় নদী বন্দর। দখল, দূষণ আর নাব্যতার কারণে তুরাগ নদ সরু হওয়ার ফলে নদীবন্দরটি অকেজো হয়ে পড়ে আছে বছরের পর বছর। নদীবন্দরে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বসে বসে বেতন নিচ্ছেন। এতে করে টঙ্গীর ওই নদীবন্দরটি এখন মাদকসেবীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। স্থানীয় উলুখোলার এক বাসিন্দা, টঙ্গী সিরাজ উদ্দিন সরকার বিদ্যানিকেতন অ্যান্ড কলেজ অধ্যক্ষ ওয়াদুদুর রহমান বলেন, ‘ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে ট্রলারে করে টঙ্গী বাজারে আসতাম বাজার করতে। সেই নদের পানি এখন আর নেই। পানিতে ময়লা-আবর্জনা আর দুর্গন্ধের কারণে এখন অনেকেই টঙ্গী বাজারে আসে না বাজার করতে। ’ টঙ্গী বাজার এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা গিয়াস উদ্দিন সরকার বলেন, নদীবন্দর কর্তৃপক্ষ শুধু স্থাপনা ভাঙার কাজ করছে। নদের অস্তিত্ব ফিরিয়ে আনতে দূষণ রোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। এরপর খননকাজ করতে হবে। ওয়াকওয়ে করে কী লাভ পচা পানির দুর্গন্ধে মানুষ নদের পাশ দিয়ে হাঁটতে না পারলে?

সেতুর অভাবে হাজার হাজার মানুষের ভোগান্তি

টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার ভারড়া ইউনিয়নের চৌবাড়িয়ায় ধলেশ্বরী নদীর শাখা প্রবাহিত হয়েছে। এর দু’পাশে গড়ে উঠেছে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বসতিসহ প্রয়োজনীয় অনেক প্রতিষ্ঠান। নদী বিধৌত দেশের এই স্থানে দীর্ঘসময় জলধারা প্রাবাহমান থাকায় বছরের প্রায়

অর্ধেক সময় এলাকার ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ৫টি ইউনিয়নের প্রায় ২০ হাজার মানুষের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় নৌকা।

সরেজমিনে দেখা যায়, ৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি দাখিল মাদ্রাসা, ১টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও ১টি হাটের জনসাধারণের নিত্যদিনের চলাফেরা হয় এই শাখা নদীর উপর দিয়ে। যেখানে শিক্ষার্থীই ২হাজার ৫ শতাধিক। খবরঃ নয়া দিগন্তের

এ বিষয়ে পঁচাসারটিয়া মেহের আলী খান উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ফরহাদ হোসেন বলেন, বর্ষায় শিক্ষার্থীরা নিয়মিত স্কুলে আসতে পারেনা ফলে পাঠদানে ব্যাঘাত ঘটে। বছরের প্রায় ছয় মাস এ নদীতে পানি থাকে। এখানে ১টি ব্রিজ অতিজরুরী হয়ে পড়েছে। এছাড়াও কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রাণের ঝুঁকিতো থেকেই যায়।

সাবেক ইউপি সদস্য মো. মনিরুজ্জামান বলেন, বছরের প্রায় অর্ধেক সময় গর্ভবতী, মুমূর্ষরোগীদের সময়মত হাসপাতালে নিতে খুব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছর অতিবাহিত হলেও আমাদের এই ব্রিজটি নির্মাণ হয়নি।

ভারড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রিয়াজ উদ্দিন তালুকদার এলাকাবাসীর দাবীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বলেন, চৌবাড়িয়া পঁচাসারুটিয়ার ধলেশ্বরী শাখা নদীর উপর একটি ব্রিজ নির্মাণ করা অতিব জরুরী। এই রাস্তায় হাজারো জনসাধারণ প্রতিনিয়ত চলাচল করে। ব্রিজটি নির্মাণ হলে ৫টি ইউনিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সহজ হবে এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি মো. মাহাবুবুর রহমান বলেন, চৌবাড়িয়া পঁচাসারুটিয়ার ধলেশ্বরী শাখা নদীর উপর একটি ব্রিজ নির্মাণের ব্যাপারে আমরা সার্বিক বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট একটি সুপারিশ পেশ করবো।

ঢাকার বাতাসের মান ‘খুবই অস্বাস্থ্যকর’

দূষিত বাতাসের শহরের একটি তালিকায় শুক্রবার সকালে সবচেয়ে শীর্ষে রয়েছে জনবহুল শহর বাংরাদেশের রাজধানী ঢাকা। তাই ঢাকায় বসবাসরত সকলেই স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছেন। শুক্রবার সকাল ১০টা ৫৩ মিনিটে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে (একিউআই) ঢাকার স্কোর ছিল ২১২। যার অর্থ এ শহরের বাতাসের মান ‘খুবই অস্বাস্থ্যকর’ । একিউআই মান ২০১ থেকে ৩০০ হলে স্বাস্থ্য সতর্কতাসহ তা জরুরি অবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়। এ অবস্থায় শিশু, প্রবীণ ও অসুস্থ রোগীদের

বাড়ির ভেতরে এবং অন্যদের বাড়ির বাইরের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। খবরঃ নয়া দিগন্তের

বিশ্বের দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় ভিয়েতনামের হ্যানয় এবং চীনের বেইজিং যথাক্রমে ১৭০ ও ১৬৯ একিউআই স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে। প্রতিদিনের বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা একিউআই সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটুকু নির্মল বা দূষিত সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় ও তাদের জন্য কোন ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হতে পারে তা জানায়।

একিউআই স্কোর ১৫১ থেকে ২০০ হলে নগরবাসীর প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়তে পারে, বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ ও রোগীরা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়তে পারেন। একিউআই সূচকে ৫০ এর নিচে স্কোর থাকার অর্থ হলো বাতাসের মান ভালো। সূচকে ৫১ থেকে ১০০ স্কোরের মধ্যে থাকলে বাতাসের মান গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেয়া হয়। একিউআই স্কোর ৩০১ থেকে ৫০০ বা তারও বেশি হলে বাতাসের মান ঝুঁকিপূর্ণ মনে করা হয়।

দরপতন চলছেই শেয়ারবাজারে

মন্দাবস্থা পিছু ছাড়ছে না শেয়ারবাজারের। সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সব কটি মূল্যসূচকের পতন হয়েছে। সেই সঙ্গে কমেছে লেনদেনের পরিমাণ। এ নিয়ে শেষ ১১ কার্যদিবসের মধ্যে ৯ কার্যদিবসেই দরপতন হলো। বিশেষ তহবিল ঘোষণার পর টাকা নিতে ব্যাংকগুলোর ধীরে চলো নীতির কারণেই বিনিয়োগকারীরা হতাশায় বিক্রি বাড়িয়েছেন বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। খবরঃ আমাদের সময়

বাজার বিশ্লেষণে বৃহস্পতিবার লেনদেনের শুরু থেকেই মূল্যসূচক দ্রুত ওঠানামা দেখা গেছে। লেনদেনের প্রথম মিনিটেই ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স ১১ পয়েন্ট বেড়ে যায়। তবে ৫ মিনিটের মধ্যেই সূচকটি ঋণাত্মক হয়ে পড়ে। এতে প্রথম ২০ মিনিটের লেনদেনে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক কমে ১৪ পয়েন্ট। অবশ্য পরের ১০ মিনিটে আবার ঊর্ধ্বমুখী হয় সূচক। বেলা ১১টায় ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক বাড়ে ৮ পয়েন্ট। এর পর আবার নিম্নমুখী হয়ে বেলা ১১টা ২৪ মিনিটে সূচকটি ২০ পয়েন্ট কমে যায়। তবে পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে আবার ঘুরে দাঁড়ায় সূচক। এতে দুপুর ১২টায় ডিএসইর প্রধান সূচক ১৬ পয়েন্ট বেড়ে যায়। কিন্তু এর পর টানা নিম্নমুখী

হতে থাকে সূচক, যা দিনের লেনদেনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ফলে দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ২৫ পয়েন্ট কমে চার হাজার ৩৮৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। অপর দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই-৩০ সূচক ৭ পয়েন্ট কমে এক হাজার ৪৬২ পয়েন্টে এবং ডিএসইর শরিয়াহ ৭ পয়েন্ট কমে এক হাজার ১৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। সারা দিনে মোট তিনবার সূচক বাড়ে আবার কমে। শেষবার পতনের পর আর উঠতে পারেনি সূচক।

দেখা গেছে, বৃহস্পতিবারে মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানির দর কমেছে বেশি। এর বিপরীতে স্বল্প মূলধনী কোম্পানির দর বেড়েছে বেশি। সারা দিনই স্বল্প মূলধনী এই কোম্পানিতে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বেশি ছিল।

মূল্যসূচকের এই পতনের পাশাপাশি ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমেছে। দিনভর বাজারে লেনদেনে অংশ নেওয়া ১০৫টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম আগের দিনের তুলনায় বেড়েছে। বিপরীতে কমেছে ২১৩টির। ৩৭টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।

এদিকে ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণও কমেছে। দিনভর বাজারে লেনদেন হয়েছে ৪১৫ কোটি ১৩ লাখ টাকা। আগের দিন লেনদেন হয় ৫১০ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। সে হিসাবে লেনদেন কমেছে ৯৫ কোটি ৫৩ লাখ টাকা।

অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই ৮৭ পয়েন্ট কমে ১৩ হাজার ৪০৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। বাজারে লেনদেন হয়েছে ১৬ কোটি ১৪ লাখ টাকা। লেনদেনে অংশ নেওয়া ২৪৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬০টির দাম বেড়েছে। কমেছে ১৬২টির এবং ২১টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষের বিরোধিতাকে গ্রাহ্য না করে, কসাই মোদির সফর নিশ্চিত করল ভারত

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশে আসছেই। বাংলাদেশের মানুষের বিরোধিতাকে গ্রাহ্য না করেই ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রবীশ কুমার নরেন্দ্র মোদির এ সফরের ব্যাপারে নিশ্চিত করেন।

বছরব্যাপী বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন শুরু হচ্ছে ১৭ মার্চ থেকে। ওই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিল। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রবীশ কুমার বৃহস্পতিবার জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। তিনি এ উপলক্ষে ঢাকা সফর করবেন।

দিল্লিতে মুসলিম গণহত্যার প্রতিবাদে আজ সিলেটে বিক্ষোভ মিছিল

ভারতের দিল্লিতে হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া সন্ত্রাসীদের নির্বিচারে মুসলিম গণহত্যা ও মসজিদে আগুনের দেয়ার প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেছে তাজপুরের সর্বস্তরের মুসলিম জনতা।

আজ শুক্রবার জুমার পর সিলেটের ওসমানীনগর উপজেলার তাজপুর কদমতলা থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হবে।

এ উপলক্ষে গত মঙ্গলবার এশার পর এক জরুরী পরার্মশ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ওসমানীনগর উপজেলার সর্বস্তরের মুসলিম জনতাকে উপস্থিত থেকে মিছিল ও সভাকে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন আয়োজক কমিটি।

এমনিভাবে, গত সপ্তাহেও ভারতের দিল্লিতে মুসলিম গণহত্যা ও মসজিদে আগুন দেয়ার প্রতিবাদে সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শুক্রবার জুমার নামাজের পর সর্বস্তরের জনগণের অংশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পশ্চিম বাজারে এসে মিলিত হয়।

এসময় বক্তারা বলেন, দিল্লি মসজিদে আগুন লাগাওনি আগুন লাগিয়েছ মুসলমানদের অন্তরে। মুজিববর্ষের বক্তা হিসেবে গেরুয়া সন্ত্রাসীদের বাংলার জমিনে পা রাখতে দেওয়া হবে না বলে হুশিয়ার উচ্চারণ করে এসব কথা বলেন। দলবল নির্বিশেষে ভারতের দিল্লিতে মুসলিম হত্যা ও মসজিদ পুড়ানোর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান বক্তারা।

দিল্লিতে মিলছে আরও দেহ, নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৫৩!

দিল্লিতে গেরুয়া সন্ত্রাসীদের গণহত্যায় নিহতের সংখ্যা বেসরকারি সূত্রের মতে ৫৩ ছুঁয়ে ফেলল। বৃহস্পতিবার ৩২ বছর বয়সী সাইনির মৃত্যু হয়েছে। তাঁর শরীরে গুলি বিঁধেছিল। পরিবারের দাবি, ব্রহ্মপুরী এলাকায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল। সে সময়ে সন্ত্রাসীদের করা গুলি তাঁর গায়ে গুলি এসে লাগে। খবর-আনন্দ বাজার

সরকারি হিসেবে অবশ্য এখনও মৃত্যুর সংখ্যা ৪৪। কিন্তু শুধুমাত্র গুরু তেগবাহাদুর হাসপাতালেই ৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে অথবা চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসার পরেই মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে ৫ জন, লোক নায়ক জয়প্রকাশ হাসপাতালে ৩ জন ও জগপ্রবেশ চন্দ্র হাসপাতালে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। উত্তর-পূর্ব দিল্লির জেলাশাসক শশী কৌশল জানিয়েছেন, তাঁদের হিসেবে মৃত্যুর সংখ্যা এখনও ৪৪।

সন্ত্রাসীদের হামলায় বহু মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়েছেন। গাড়ি, দামি জিনিসপত্র খোয়া গিয়েছে। ত্রাণ শিবিরগুলিতে পরিস্থিতি আরও খারাপ। কারণ মানুষ বাড়ি ফিরতেই ভয় পাচ্ছেন।”

দিল্লি পেয়েছিস! বলেই দুই মুসলিমকে গেরুয়া সন্ত্রাসীদের মারধর!

দিল্লির মুসলিম বিদ্বেষের আঁচ বুলন্দশহরেও। গত সোমবার পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে প্রকাশ্য রাস্তায় দু’জন মুসলিম ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধর করেছে হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া সন্ত্রাসীরা। হামলাকারীরা দিল্লির প্রসঙ্গ টেনে ধর্ম তুলে কটূক্তি করে ওই দু’জনকে। গোহত্যাকারী বলে গালিগালাজ করে অ্যাসিড হামলার হুমকি দেয়।

গত বুধবার অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে এই ঘটনার ভিডিয়োটি। সেখানে দেখা গিয়েছে, ওই দু’জনকে ঘিরে ধরে লাঠি-ঘুসি মারছে ছয়-সাত জনের একটি দল। যন্ত্রনায় কাতরাতে কাতরাতে প্রাণভিক্ষা করতে দেখা যায় আক্রান্তদের। এক সময়ে দেখা যায়, হলুদ প্যান্ট ও কমলা জ্যাকেট পরা এক ব্যক্তি রাস্তার পাশে দাঁড়ানো একটি গাড়ির পিছনে লুকিয়ে থাকা এক জনকে টেনে বার করে লাঠিপেটা করছে। হামলাকারীদের ‘ভাই’ বলে ডেকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কাকুতিমিনতি করতে থাকেন তাঁরা। ভিডিয়োটি কে তুলেছে তা জানা যায়নি। সেখানে দেখা গিয়েছে, মোটরসাইকেলে বসে কয়েক জন নির্লিপ্ত মুখে ঘটনাটি দেখছে।

আক্রান্তদের এক জন পুলিশকে বলেছেন, “আমরা গাজর কেনার জন্য বাজারে যাচ্ছিলাম। ওরা আমাদের সামনে এসে বাইক থেকে নেমে আমাদের টেনেহিঁচড়ে রাস্তার এক দিকে নিয়ে যায়। জনা ছয়-সাত লোক ছিল। ‘এটা দিল্লি পেয়েছিস না কি!’, এই প্রশ্ন করে মারতে শুরু করে। ওই ব্যক্তির অভিযোগ, তাঁদের টানতে টানতে আর একটি জায়গায় নিয়ে যায় হামলাকারীরা। সেখানে চেন ও অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিল কয়েক জন। এক আক্রান্ত বলেছেন, “দিল্লির ঘটনার সঙ্গে আমাদের কোনও যোগ নেই।

চবিতে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের দফায় দফায় সংঘর্ষে আহত ৩০

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের ঝামেলা মিটছে না। পূর্বশত্রুতা ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র গতকাল বুধবার রাত ১টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত সংঘর্ষে জড়িয়েছে দুই পক্ষ। এতে অন্তত ৩০ নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন। পাশাপাশি ভাঙচুর করা হয় এফ রহমান হলের অন্তত ২৫টি কক্ষ।

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত মঙ্গলবার মারামারিতে জড়ায় সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের তিন উপপক্ষ 'সিক্সটি নাইন', 'কনকর্ড' ও 'বিজয়'। এর জের ধরে গতকাল বিকেলে থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে সংঘর্ষ। আওয়ামী দালাল পুলিশ এসে নিয়ন্ত্রণ করলেও সংঘর্ষের সমাধান হয়নি। খবরঃ প্রথম আলো

বিবদমান উপপক্ষ তিনটির মধ্যে 'সিক্সটি নাইন' ও 'কনকর্ড' চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের অনুসারী। অন্যদিকে বিজয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসানের অনুসারী হিসেবে ক্যাম্পাসে পরিচিত। বিজয়ের নেতৃত্বে আছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ইলিয়াছ। আর সিক্সটি নাইনের নেতৃত্বে আছেন সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন ওরফে টিপু এবং কনকর্ডের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সাবেক সহসভাপতি মোহাম্মদ আবদুল মালেক।

বর্তমানে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের দুটি পক্ষ আছে। একটি মেয়র নাছিরের ও অন্যটি শিক্ষা উপমন্ত্রীর অনুসারী বলে পরিচিত। এই দুই পক্ষের মধ্যে আরও ১১টি উপপক্ষ আছে।

সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের কোন্দলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হলে গতকাল বুধবার রাতে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মধ্যরাতে পুলিশ চলে যাওয়ার পর সিটি মেয়রের অনুসারী পাঁচটি উপপক্ষ এক হয়ে বিজয়ের ওপর হামলা করে। ক্যাম্পাসের সোহরাওয়ার্দী ও এফ রহমান হলে ঢুকে বিজয়ের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়। এ সময় পাঁচটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। পাশাপাশি এফ রহমান হলের সামনে থাকা চারটি মোটরসাইকেল, হল কক্ষ ও লাইট ভাঙচুর করা হয়। এতে পুরো হল অন্ধকার হয়ে যায়। দুই পক্ষের সংঘর্ষে এ সময় অন্তত ৩০ জন আহত হন। পরে পুলিশ ও প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়। আর আহতদের বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ছাড়া প্রাথমিকভাবে অন্তত ৫০ জনকে আটক করে পুলিশ। কিন্তু নেতাদের হুমকিকে ৪৩ জনকে ছেড়ে দিতে হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আর বাকি সাতজনকে পুলিশ নিয়ে যায়।

সংঘর্ষের বিষয়ে প্রক্টর এস এম মনিরুল হাসান বলেন হিংসার রাজনীতির কারণে বারবার সংঘর্ষে জড়াচ্ছে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ। গতরাতে সিটি মেয়রের অনুসারীরা তিন হলে হামলা চালিয়েছেন। আর উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলে আটকৃতদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আলাওল হলের ২৩৮ নম্বর কক্ষে বিজয়ের কর্মী মো. আবদুল্লাহ ও কনকর্ডের কর্মী আরমান হোসেন থাকেন। এ দুজনের মধ্যে কয়েক দিন ধরে ঝগড়া হচ্ছিল। পরে আবদুল্লাহ বিজয়ের

আরেক কর্মী মো. আবিরকে নিয়ে গত সোমবার আরমানকে মারধর করেন বলে অভিযোগ ওঠে। অন্যদিকে আরমান সিক্সটি নাইনের নেতা-কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবার রাতে আবিরকে মারধর করেন। এ থেকেই সংঘর্ষের সূত্রপাত।

এ ঘটনার রেশ ধরে গতকাল বুধবার বিকেলে সিক্সটি নাইনের এক কর্মীকে মারধর করেন বিজয়ের নেতা-কর্মীরা। ঘটনা জানাজানি হলে সন্ধ্যায় আবারও সংঘর্ষে জড়ায় সিক্সটি নাইন ও বিজয়। রামদা, লোহার রড, কাচের বোতল নিয়ে সোহরাওয়ার্দী হলের সামনে অবস্থান নেন বিজয়ের নেতা-কর্মীরা। পাশাপাশি শাহজালাল হলের সামনে অবস্থান নেয় সিক্সটি নাইন। এ সময় একে অপরকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে।

নববধূকে উত্ত্যক্ত করলো সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় নববধূকে উত্ত্যক্ত করেছে তিন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতাকর্মী।

আমাদের সময় থেকে জানা যায়, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি উপজেলার ফুলতলী গ্রামের আবুল খায়েরের মেয়ে রাহিমা আক্তার তার স্বামীকে নিয়ে কসবা পৌর শহরে কেনাকাটা করতে যাওয়ার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর উপজেলার তালতলা গ্রামের জলিল মিয়ার ছেলে পৌরসভার ৩নং সন্ত্রাসী ওয়ার্ড ছাত্রলীগ সাংগঠনিক সম্পাদক জান্নাতুল মিয়া; মরাপুকুর গ্রামের বাবুল মিয়ার ছেলে, উপজেলা ছাত্রলীগ আহ্বায়ক কমিটির সদস্য শরিফুল ইসলাম হৃদয় ও কাঞ্চনমুড়ি গ্রামের দুলাল মিয়ার ছেলে, কসবা পৌর ছাত্রলীগ সদস্য সাব্বির আহাম্মদ ওই গৃহবধূকে উত্ত্যক্ত করা শুরু করেন। রাহিমা ও তার স্বামী তাদের পাশ কাটিয়ে শহরে গেলেও তাদের পিছু ছাড়েনি এই তিন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগকর্মী। একপর্যায়ে তাদের আক্রমণ করতে যান এই তিনজন।

পরে আত্মরক্ষার্থে কেনাকাটা না করে রাহিমা ও তার স্বামী বাড়ি চলে যান। সেখানে গিয়েও হানা দেয় এই তিন ছাত্রলীগকর্মী এবং অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে থাকেন। একপর্যায়ে রাহিমার স্বামীকে মেরে তাকে বিধবা করে নিয়ে যাওয়ার হুমকিও দেন তারা।

০৫ই মার্চ, ২০২০

খোরাসান | তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে আত্মহত্যা করল 14 ব্রিটিশ ক্রুসেডার!

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় যাবৎ যুদ্ধ করে আসছে ক্রুসেডার ব্রিটিশ বাহিনী। আর এসময় তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ও স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করে কফিনে করে দেশে ফিরেছে অনেক ক্রুসেডার সৈন্যই। যার ধারাবাহিকতা আজও চলমান। এইতো গত দুই মাসেও আফগানিস্তানে আত্মহত্যা করেছে 14 ব্রিটিশ ক্রুসেডার সেনা ।

প্রেস রিলিজ || রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যালয়, হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন | সোমালিয়াতে আমেরিকার ম্যাসাকার ||৫ রজব ১৪৪১ হিজরি / ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইংরেজি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴿٢١٧﴾

“তারা কখনোই তোমাদের সাথে যুদ্ধ থামাবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ধর্ম থেকে ফিরে আসো (অর্থাৎ ত্যাগ করো)” (সুরা বাকারা: ২১৭)।

’হয় তোমরা আমাদের সাথে নয়তো তোমরা সন্ত্রাসীদের সাথে’, এটাই ছিল ২০ বছর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের সুস্পষ্ট বার্তা। বর্তমান ট্রাম্প প্রশাসনের ড্রোন হামলার মাধ্যমে বিনা হিসাবে মানুষ মারা সেই কর্মপন্থারই অনুসরণ. আল-শাবাব এর সাথে যুদ্ধের অজুহাতে সম্প্রতি দক্ষিণ এবং মধ্য সোমালিয়াতে লাগামহীন রক্তপাতের মিশন শুরু করেছে. বিরতিহীন বিমান হামলা এবং বিচারহীন নৈশ অভিযান এবং গুমের ত্রাসে সোমালিয়ার মানুষ আজ আতংকিত।

সোমালিয়ার মুসলিমদের উপর মার্কিন আগ্রাসন অবাক করার মত বিষয় নয়। অবাক করার মত বিষয় হচ্ছে তাদের বিরামহীন নির্লজ্জ মিথ্যাচার ও নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ হত্যা করে তাদের সন্ত্রাসী বানিয়ে দেওয়ার নির্মম প্রচেষ্টা। ৯০ এর দশকে সোমালিয়ায় মার্কিন আগ্রাসনের শুরু থেকেই মার্কিন সেনাবাহিনীর নিলর্জ্জ মিথ্যাচার এবং অজস্র অসংলগ্ন সংবাদ বিজ্ঞপ্তি তাদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। মার্কিন সেনাবাহিনীর অজস্র যুদ্ধাপরাধের অসংখ্য প্রমাণ থাকা সতে¦ও ক্রুসেডাররা নিলর্জ্জভাবে অস্বীকার করে আসছে যার মাধ্যমে তাদের নৈতিক দূর্বলতা ও চারিত্রিক অবক্ষয় পুরো দুনিয়ার সামনে ফুটে উঠেছে। যখনই ক্রুসেডারদের হত্যাযজ্ঞের

খবর সামনে আসে তখনই টঝঅঋজওঈঙগ সবকিছু অস্বীকার করে একটি রেডিমেড প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এবং তদন্তের আশ^াস দেয়। দুঃখজনকভাবে দীর্ঘ ৩ দশকে একটি তদন্তও সম্পন্ন হয়নি বরং মুসলিমদের উপর বোমার বৃষ্টি অনবরত চলছে; যেন মুসলিমদের জীবন মূল্যহীন।

বাস্তবতা হল সোমালিয়ায় মার্কিনিদের আগ্রাসন নিষ্ঠুর, দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী। তাদের অপরাধগুলো অগুনতি যার মধ্যে আছে ছোট ছোট নিষ্পাপ শিশুদের অপহরণ, হাসপাতালে বিমান হামলা, পুরো পরিবার নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া এবং নির্দয়ভাবে নারী, শিশু এবং গোত্রপতিদের হত্যা। এইচ এস এম পরিসংখ্যান অফিস এর হিসেব অনুযায়ী গত ৩৪ মাসে মার্কিন সেনাবাহিনীর ৮২.৭ শতাংশ এর বেশি হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল নিরস্ত্র সাধারণ জনগণ। হামলার শিকার জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ ছিল সাধারণ কৃষক (৩৭%), নারী ও শিশু (২৪.৩%) এবং যাযাবর গোষ্ঠী (২১.৪%)। এমনকি মানসিক প্রতিবন্ধী এবং বৃদ্ধদেরই নিস্তার নেই আমেরিকার ড্রোন হামলা থেকে। জিলিব শহরে তাদের সাম্প্রতিক হামলা যাতে একজন একুশ বছর বয়সী মানসিক প্রতিবন্ধী নিহত হয় এবং তার আশি বছর বয়সী বৃদ্ধা দাদী আহত হয় তারই প্রমাণ বহন করে। বাছবিচারহীন এবং অবিরাম ড্রোন হামলা মুসলিম জনগোষ্ঠীর রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছে এবয় বসতি ও গবাদি পশুর নিদারুণ ক্ষতি কওে চলেছে।

ইসলামী বিলায়াত জুবা এবং লেয়ার শামিলের সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ড্রোন হামলায় ক্ষতিগ্রস্থদের পরিবারদের হরকত আল শাবাব আল মুজাহিদীন জানায় সমবেদনা। আমরা দয়াময় আল্লাহর কাছে আকুতি জানাচ্ছি যেন দয়াময় নিহতদের শহীদদেও কাতারে কবুল করে নেন। আল্লাহ যেন আহতদের দ্রুত সুস্থ করে দেন এবং তাদের পরিবারদের ধৈর্য এবং শান্তি দান করুন। জেনে রাখুন, মার্কিনিদের ড্রোন হামলা কোন বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয় বরং এগুলো তাদের মনের গভীরে প্রোথিত বিদ্বেষেরই নিয়মতান্ত্রিক বহিঃপ্রকাশ। তাদের এ বিদ্বেষ বিশেষ করে তাদের জন্য যারা আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াহকে বেছে নিয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّـهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾

"তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারনে যে তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ^াস স্থাপন করেছিল।" (আল বুরুজ: ৮)

ইসলামের শৈশবে মদীনার মুসলিমদের ন্যায় ইসলামী বিলায়াত এর মুসলিমরাও ধৈর্য ও অবিচলতার এক অনন্য উদাহরন পেশ করেছে। ইন শা আল্লাহ, তাদেও রক্ত এবং আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না। তাদের পুরষ্কার আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত আছে। আমরা এই সুযোগে ইসলামী

বিলায়াতের গভর্নরদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যেন তারা দ্রুততার সাথে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যে তৎপর হয়।

অফিস অব পলিটিকস এন্ড বিলায়াত ধন্যবাদ জানাচ্ছে সেসব মুসলিমদের যারা অফিসের সাথে যোগাযোগ করেছে এবং প্রতিবাদ জানিয়েছে মার্কিনিদের নৃশংস হামলার বিরুদ্ধে। সোমালিয়া এবং পূর্ব আফ্রিকার মুসলিমদের জন্য এটা বুঝা অতীব জরুরী যে আমেরিকার আধিপত্যবাদী পররাষ্ট্রনীতি শুধু হরকত আল শাবাব আল মুজাহিদীনকে শত্রু মনে কওে না বরং মার্কিনিদের যুদ্ধ ইসলাম এবং সকল মুসলিমদের বিরুদ্ধে চাই সে যোদ্ধা হোক বা না। মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে সোমালিয়ায় মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাড়ানো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾
"আর মুশরিকদেও সাথে যুদ্ধ কর সমবেতভাবে যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" (আত তাওবা: ৩৬) অনাদিকাল থেকেই আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আনুগত্য ও ভক্তি সোমালিয়দের বিশ্বের জাতিগুলোর মধ্যে সাতন্ত্র্য দান করেছে। তাদের উঁচু আত্মমর্যাদাবোধ কখনই তাদের অন্যায়ের সামনে মাথা নত করতে দেয়নি আর এটাই আজ তাদের বৈশ্বিক ক্রুসেডারদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। হারাকাত আল শাবাব আল মুজাহিদীন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুসলিমদেও জান ও মাল রক্ষার্থে সকল পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য, সোমালিয়ার পবিত্র ভূমি নাপাক কাফিরদের থেকে মুক্ত করতে, মুসলিমদের রক্তের বদলা নিতে এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যেতে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّـهِ ۖ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾
"আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম (তাদের কথা আলাদা)। (আল বাকারা: ১৯৩) আমেরিকার জেনে রাখা দরকার মুসলিম উম্মাহর যুবকেরা প্রস্তুত, বাল্লিদুগল এবং মান্ডা বে আক্রমণের যোদ্ধাদের মত নিজেদের প্রাণ অকাতরে বিলিয়ে দিতে। তারা প্রস্তুত মার্কিন আগ্রাসন থেকে উম্মাহকে রক্ষা করতে নিজেদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে। একমাত্র আল্লাহই আমাদের হেফাযতকারী এবং আল্লাহই আমাদের বিজয়ের ওয়াদা দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:
إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿٥١﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾

"আমি সাহায্য করব রসূলগণকে ও মুমনিগণকে র্পাথবি জীবনে ও সাক্ষীদরে দন্ডায়মান হওয়ার দিবসে। সে দিন জালেমদের ওযর-আপত্তি কাে উপকারে আসবে না, তাদরে জন্যে থাকবে অভিশাপ এবং তাদরে জন্যে থাকবে মন্দ গৃহ ।" (আল গফির: ৫১-৫২)

খালের পরিবর্তে ধানের জমিতে কোটি টাকা বাজেটের ব্রিজ বানাচ্ছে রাজউক

মাদানী এভিনিউখ্যাত ১০০ ফুট রোডের পাঁচখোলা খালের ওপর ব্রিজ নির্মাণের নামে বারবারই ভুল করছে রাজউক। সেখানে স্রোতোবাহী খালটির পানিপ্রবাহ পুরোপুরি বন্ধ করে সড়ক নির্মিত হয়েছে, আবার অদূরেই ফসলি জমির ওপর নির্মাণ করা হয়েছে বেরাইদের তিন নম্বর ব্রিজটি।

রাজউক সূত্র জানায়, ২০১০ সালে প্রগতি সরণি থেকে বালুনদী পর্যন্ত ৬.৭১ কিলোমিটার ইন্টারসেকশন সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২৩১ কোটি পাঁচ লাখ টাকা ব্যয়ের এ প্রকল্প ২০১৩ সাল নাগাদ সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে প্রকল্পটি সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সম্প্রসারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী মাদানী এভিনিউ থেকে বালু নদী পর্যন্ত সড়ক ও ব্রিজগুলো প্রশস্তকরণ এবং বালু নদী থেকে শীতলক্ষ্যা নদী পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ (প্রথম পর্ব) প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় নির্ধারণ হয় এক হাজার ২৫৯ কোটি ৮৮ লাখ টাকা।

সম্প্রসারিত এ প্রকল্পের আওতায় ১০০ ফুটের মাদানী এভিনিউয়ে তিন নম্বর ব্রিজ নির্মাণের ক্ষেত্রেই বাধে জটিলতা। সেখানে পাঁচখোলা খালের ওপর ব্রিজ নির্মাণের কথা থাকলেও অজ্ঞাত কারণে খালটি ভরাট করে ১০০ ফুট প্রশস্ত রোড নির্মাণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে খাল পেরিয়ে অন্তত দেড়শ গজ পূর্ব দিকের ফসলি জমিতে খাদ খনন করা হয় এবং এ খাদের ওপরেই চলে ব্রিজ নির্মাণের কাজ।

সম্প্রতি পাঁচখোলা খালের সঙ্গে ঘুরপথে খননকরা খাদের সংযুক্তি ঘটানো হয়েছে- এক্ষেত্রেও ব্যক্তি মালিকানার ফসলি জমি অবৈধভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেছেন। ভুক্তভোগী একরাম আলী, আবদুর রহমান, মাজম আলীসহ কয়েকজন জানান, সর্বশেষ সিটি জরিপ অনুযায়ী ৯০৮, ৯০৯ ও ৯২৪ নম্বর দাগেই তাদের পূর্বপুরুষের জায়গা-জমি। যুগ যুগ ধরেই এসব জমি চাষাবাদের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। পাঁচখোলা খালসংলগ্ন থাকায় এসব জমিতে প্রতি বছর দুই দফা ধান আবাদ এবং প্রচুর পরিমাণ সবজি উৎপন্ন হতো। কিন্তু রাজউকের সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় হঠাৎ করেই সেসব ফসলি জমিতে খাদ বানিয়ে তার ওপর ব্রিজ নির্মাণের বিশাল কর্মযজ্ঞ চলতে থাকে। এ ব্যাপারে রাজউকের কাছে বারবার

অভিযোগ জানিয়েও সুরাহা মিলছে না। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজউকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যৌথ উদ্যোগে সরেজমিন সার্ভে সম্পন্ন হলেও সে বিষয়ে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। বরং ব্যক্তিমালিকানার জমিতেই ব্রিজ নির্মাণ কর্ম পরিচালনা করতে দেখা গেছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর ন্যায্য দাবি-দাওয়া ও স্থানীয় সংসদ সদস্যের তাগিদপূর্ণ নির্দেশনা মোটেও আমলে নেওয়া হয়নি। বরং তিন নম্বর ব্রিজটির সম্প্রসারিত নির্মাণ কাজও ফসলি জমিতে শুরুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে বলে জানা গেছে।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় 181 এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত!

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন আফগানিস্তান জুড়ে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে অভিযান চালাচ্ছেন।

তালেবান মুজাহিদদের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে 5মার্চ সন্ধা পর্যন্ত প্রচারিত সংবাদের সংখ্যা হিসাবে ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায মুজাহিদগণ আফগানিস্তান জুড়ে 62টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের পরিচালিত এসকল সফল অভিযানে আফগান মুরতাদ বাহিনীর 147 এরও অধিক সৈন্য নিহত এবং 34 এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে। আর তালেবান মুজাহিদগণ লাঞ্চনার জিঞ্জীর পড়িয়ে 16 সৈন্যকে বন্দী করেন।

বিপরীতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর হামলায় 3 জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা ভাইদের শাহাদাতকে কবুল করুন।

এদিকে মুজাহিদগণ এসকল সফল অভিযানের মাধ্যমে মুর্তাদ বাহিনী হতে 17টি চেকপোস্ট বিজয় করেন, আর গনিমত লাভ করেন 4টি ট্যাঙ্ক, ১১টি অন্যান্য সামরিকযান, 27টি ক্লাশিনকোভ সহ বিপুলপরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি।

শাম | মুজাহিদদের সম্মিলিত হামলায় নিহত 620 এরও অধিক কুফ্ফার সৈন্য, আহত আরো শাতাধিক!

শাম তথা সিরিয়ায় চলমান হক ও বাতিলের মধ্যকার লড়াইয়ে, দখলদার কুফ্ফার "রাশিয়া-ইরান" ও কসাই আসাদ সমর্থিত মুরতাদ শিয়া জোট বাহিনীর বিরুদ্ধ মুজাহিদগণ সম্মিলিতভাবে অভিযান পরিচালনা করছেন।

ইবা নিউজের বরাতে জানা যায় যে, গত ৪৮ ঘন্টায় ইদলিব ও আলেপ্পোতে মুজাহিদদের সম্মিলিত হামলায় 620 এরও অধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরো কয়েক শাতাধিক।

শাম | ইদলিবে কুফ্ফার বাহিনীর হামলা, নারী ও শিশুসহ হতাহত 36 জন!

সিরিয়ার মজলুম মুসলিমরা দখলদার "রাশিয়া-ইরান" ও আসাদের শিয়া মুরতাদ জোট বাহিনীর হামলা হতে বাঁচতে নিরুপায় হয়ে পরিবারের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলো পোল্ট্রি ফার্মে ।

কিন্তু সেখানেও কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী তাদের উপর বোমা হামলা চালায়। ঘটনাটি ঘটে উত্তর ইদলিবের ম্যারারমেসরিন শহরে।

ইবা নিউজের তথ্যমতে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর উক্ত হামলায় কমপক্ষে ৫ নারী ও ২ শিশুসহ ১৬ জন নিহত হন, আহত হন আরো ২০ এরও অধিক নিরাপরাধ বস্তুচ্যুত মজলুম মুসলিম ।

বাংলাদেশ | মালাউন মোদীর আমন্ত্রণ বাতিলের দাবিতে ফেসবুকে পোস্ট, ত্বাগুত বাহিনীর হাতে এক যুবক গ্রেফতার

উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতের কসাই মালাউন "নরেন্দ্র মোদি"কে নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করার দায়ে ত্বাগুত হাসিনার কারাগারে গেলেন ময়মনসিংহের এক যুবক।

গত বুধবার (4 মার্চ) সন্ধ্যার পর মুক্তাগাছা উপজেলা শহরের আটানিবাজার এলাকা থেকে তথ্য ও প্রযুক্তি আইনে মালাউন হিন্দু ওসি "বিপ্লব কুমার"এর নেতৃত্বে ত্বাগুত পুলিশ বাহিনী "এমদাদুল হক মিলন" নামের এক মুসলিম যুবককে গ্রেপ্তার করে।

ভারতের দিল্লিতে দেশটির মুশরিক শাসকদের ইশারায় মালাউন হিন্দুদের হাতে পরিকল্পিতভাবে মুসলিত হত্যার পর মুজিববর্ষে (মুজিবীয় পুঁজাতে) বাংলাদেশে মোদীর আমন্ত্রণ ঠেকাতে দেশের বিভিন্ন সংগঠন, দল ও নাগরিকরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। গণমাধ্যমেও এ নিয়ে বেশ আলোচনা

সমালোচনা চলছে। এরি ধারাবাহিকতায় গত ৪ মার্চ ময়মনসিংহের এক মুসলিম যুবক কসাই মোদীর আমন্ত্রণের বিরুদ্ধে ফেসবুকে নিজের মতামত জানালে ভারতীয় প্রডাক্ট এদেশীয় মালাউন "বিপ্লব কুমার বিশ্বাস" নামের হিন্দু ওসি ঐ মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করে। মালাউন বিপ্লব কুমার ত্বাগুত হাসিনার নিয়োগকৃত মুক্তাগাছা থানার কর্তব্যরত ওসি।

আটক যুবক এমদাদুল হক আটানিবাজার মোড়ের মাঈশা মেডিসিন কর্নারের মালিক। তার বাড়ি উপজেলার কাশিমপুর গ্রামে। পুলিশ জানায়, মুজিব বর্ষের (মুজিবিয় পুঁজার) অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানানোর ঘটনায় এমদাদুল হক মিলন দেশ প্রেমিক একজন নাগরিক হিসাবে কয়েকদিন ধরেই তার ফেসবুকে এবিষয়ে পোস্ট দিয়ে আসছিলেন। এ ছাড়া আওয়ামী সন্ত্রাসিলীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের ভাড়ামী নিয়েও ঐ যুবক মন্তব্য করেছিলেন।

মুক্তাগাছা থানার ওসি ভারতীয় প্রডাক্ট মালাউন "বিপ্লব কুমার বিশ্বাস" বলে, এমদাদুল হক মিলনের বিরুদ্ধে তথ্য ও প্রযুক্তি আইনে মামলা হয়েছে। তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে আজ মুসলিমরা হয়ে পড়ছেন সংখ্যালঘু, দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঝেঁকে বসেছে ভারতী প্রডাক্ট মালাউন হিন্দুরা। যারা এদেশে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর।

তাই হে এদেশের তাওহীদবাদী মুসলিমরা! আপনারা সজাগ হোন, নিজেদের অস্তিত্ব ও ধর্ম রক্ষার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

“নাম কিয়া? — আশফাক ”...অতঃপর বুকে পাঁচটা গুলি

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী থেকে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে মুসলিমদের উপর সন্ত্রাসী হিন্দুরা এক নির্মম গণহত্যা চালিয়েছে। এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত পত্রপত্রিকার ভাষ্যমতে নিহতের সংখ্যা ৫১জনে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিনই নালা-নর্দমা থেকে লাশ উদ্ধার হওয়ায় নিহতের সংখ্যা বাড়ছে। যদিও অন্যান্য সূত্রে এ সংখ্যাটা আরো অনেক বেশি। মুশরিক হিন্দুদের চালানো এ নির্মম গণহত্যায় নিহতদের অনেক পরিবার হারিয়েছে তাদের একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম, স্ত্রী হারিয়েছেন তার স্বামী, স্বামী হারিয়েছেন তার স্ত্রী এবং পিতা-মাতা হারিয়েছেন তাদের আদরের কলিজার টুকরা প্রিয় সন্তান। মায়েরা যখন তাদের ছোট ছেলেদের হারিয়েছেন, ছোট বাচ্চারা হারিয়েছে তাদের আশ্রয়স্থল পিতাকে। তারা আর কখনও

তাদের পিতাদের দেখতে পাবে না। নববধূ হারিয়েছে তার নতুন স্বামীকে। এরকমই একটি গল্প আশফাক হুসেনের স্ত্রীর, মাত্র এগার দিন আগে আশফাকের সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

মোস্তফাবাদের ২২ বছর বয়সী যুবক আশফাক হুসেন। মালাউন মুশরিক হিন্দুরা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আশফাক সেদিন কাজ করতে বেরিয়েছিলেন। হিন্দু সন্ত্রাসীরা সেদিন মুসলিমদেরকে যেখানেই পাচ্ছিল, সেখানেই হত্যা করছিল। এমনকি সাংবাদিকদের পরনের কাপড় "প্যান্ট" খুলে পর্যন্ত পরীক্ষা করছিল মুসলিম কি না। হিন্দু সন্ত্রাসীরা পথিমধ্যে এক যুবককে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করে "তেরা নাম কিয়া?" (তোর নাম কি?)। লোকটি উত্তর দেন—"আশফাক হোসেন।" ইসলামী নাম শুনেই মালাউন হিন্দুরা সাথে সাথে আশফাকের বুকে পাঁচটি গুলি নিক্ষেপ করে। কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আশফাক। আশফাকের ঘটনায় তার পুরো পরিবার নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। মাত্র ১১দিন আগে তিনি বিয়ে করেছিলেন। আশফাকের এক আত্মীয় বলেন, "উসকে হাতোঁ কী মেহেন্দি কা রঙ ছোঠা থা আভি," (তাঁর হাতের মেহেদির রঙ এখনও শুকায়নি)। তাঁর স্বজনরা জানিয়েছিলেন যে, ফেব্রুয়ারী মাসের ১৪ তারিখে আশফাক বিয়ে করেছেন। স্বামীর মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রী একেবারেই ভেঙে পড়েছেন।

আশফাকের পুরো পরিবার নিস্তব্ধ- নীরবতায় ডুবে আছে। কারণ তাদের পরিবারে আশফাক আর কোন দিনও ফিরে আসবেনা। আশফাকের খালা হাজরা বলছিলেন, "কিতনি তাকলিফ কা সামনা কারকে হাম আপনে বাচ্চোঁ কো পাল পোসকার বাঁড়া করতে হোঁ, আর এক হি ঝাঁটকে ম্যাঁ আ-কার, ওঁ্যাসে ওঁ মার ডালতে হ্যাঁ" (অনেক কষ্ট করে আমরা আমাদের বাচ্চাকে লালন-পালন করেছি। আর তারা মাত্র এক মুহূর্তেই আমাদের থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে)। "আঁপ হি বাতায়ে উসকি ১১ দিন কি বিবি কিয়া কারেগি আব? কাঁহা জায়েগি ওঁ? কিয়াঁছি জিয়েগি ওঁ! " (আপনারাই বলুন, আশফাকের ১১দিনের স্ত্রী এখন কী করবে? সে কোথায় যাবে? কীভাবে বাঁচবে?)— হাজরা বলছিলেন আর কাঁদছিলেন।

মুদাসসির আশফাকের ভাই। তিনি ভাইয়ের লাশ আনতে হাসপাতালে যান। সেখানে তিনি তাঁর ভাইকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলেন। তিনি বলেন, আশফাক তাঁর বন্ধুদের সাথে ব্রিজপুরি পুলিয়াতে পৌঁছাতেই হিন্দু সন্ত্রাসীরা তাদের ঘিরে ফেলে। আশফাকের বন্ধুরা সশস্ত্র লোকদের দেখেই তাঁকে একা রেখে পালিয়ে যায়। মুখোশ পরে হিন্দু সন্ত্রাসীরা আশফাককে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করে। আশফাক তাৎক্ষণিক জবাব দেয়। নাম বলতেই তাকে গুলি করে হিন্দুরা। মুদাসসির বলেন, তাকে কেবল গুলিবিদ্ধ করেই ক্ষান্ত

হয়নি তারা। সে অজ্ঞান হওয়ার আগ পর্যন্ত হিন্দুরা তাকে বেশ কয়েকবার অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে থাকে।

মুদাসাসিরের মতে আশফাকের বন্ধুরা দূর থেকে ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিল। কিন্তু তারা নিজেরাই অসহায় ছিল এবং তাকে বাঁচাতে কিছুই করতে পারেনি। হিন্দু সন্ত্রাসীরা গুলি করে যাওয়ার পর বন্ধুরা তাকে জিটিবি হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করলেও ততক্ষণে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের পক্ষে হাসপাতালে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরে, কাছের অন্য একটি হাসপাতালে তাকে নেওয়া হয়। প্রায় দুই ঘন্টা হাসপাতালে থাকার পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন আশফাক, শামিল হন লাশের মিছিলে।

‘ মালাউন পুলিশই পাথর জোগাড় করে বলেছিল, মারো’

গেরুয়া সন্ত্রাসীদের উন্মত্ত ভিড়টাকে যেন পুলিশই নেতৃত্ব দিচ্ছিল। উর্দিধারী ইঙ্গিত দিতেই পড়িমরি ছুট লাগাল জনতা। তার পরেই শুরু দেদার পাথর ছোড়া। গত সপ্তাহে ভাইরাল হওয়া সেই ক্লিপে স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল, সে দিন পাথর ছুড়েছিল দিল্লি পুলিশও। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হওয়ার পরে সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব দিল্লির খজুরী খাস এলাকার ওই মহল্লায় যান বিবিসি-র এক সাংবাদিক। তাঁকে হিমাংশু রাঠৌর নামে এক স্থানীয় যুবক জানান, সে দিন পুলিশই তাঁদের পাথর জোগাড় করে দিয়ে বলেছিল— ‘মারো’।

ঘটনাচক্রে, সেই সময়ে আরও একটি ভুয়া ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। যাতে আবার দেখা গিয়েছিল, পুলিশই নিশানায়। পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ছে উন্মত্ত জনতা। হিংসাদীর্ণ উত্তর-পূর্ব দিল্লির ঘটনা বলে এই ভিডিয়োটি টুইটারে শেয়ার করেছিলেন বিজেপির সদস্য তথা এক প্রাক্তন সেনা অফিসার। কিন্তু ভিডিয়োটি যে দু’মাস আগেকার এবং গুজরাতের ঘটনা, তা প্রমাণ হয়ে যাওয়ার পরেই ‘পাথর-ছোড়া পুলিশের’ ভিডিয়ো নিয়ে আরও বেশি হইচই শুরু হয়।

গণহত্যা চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবালের প্রশাসন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন দিল্লি পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে একাধিক বার প্রশ্ন উঠেছিল। অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এরই মধ্যে আবার সংঘর্ষ-বিধ্বস্ত এলাকা ঘুরে বিদেশি সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট, নতুন করে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাল দিল্লি পুলিশকে।

খজুরী খাস থানা এলাকার অন্যতম ব্যস্ত এলাকা, পুলিশি সহায়তা কেন্দ্রের গা ঘেঁষে সে দিন পাথর ছুড়তে দেখা গিয়েছিল পুলিশকে। ঘটনার সপ্তাহখানেক পরে ঠিক সেই এলাকায় গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গেই কথা বলেন বিবিসি-র সাংবাদিক। কচুরির দোকানে দাঁড়িয়ে থাকা গেরুয়া তিলক পরা হিমাংশুর মতো রাস্তার ও-পারে পোড়া বাড়ি আগলে পড়ে থাকা ভুরা খানের কথাতেও উঠে আসে ‘পুলিশি তৎপরতার’ কথা। তাঁর কথায়, “পুলিশের সঙ্গেই সে দিন আমাদের বাড়ি-দোকান জ্বালাতে এসেছিল ওরা। সব শেষ হয়ে গেল, পুলিশ শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল!” সে দিন কোনও রকমে ছাদে পালিয়ে এসে প্রাণে বাঁচেন ভুরা খান।

বিবিসির প্রতিবেদনে গত সপ্তাহের আরও একটি ভিডিয়ো উঠে এসেছে। যেখানে দেখা গিয়েছিল, ফয়জান নামের এক যুবক ও তাঁর জনা চারেক সঙ্গীকে পিটিয়ে রাস্তায় ফেলে ‘জনগণমন’ গাইতে বাধ্য করেছিল দিল্লি পুলিশ। দিন চারেক আগে হাসপাতালে মারা যান ফয়জান। যে কর্দমপুরী এলাকায় তাঁর বাড়ি, সেখানেও যায় ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমটি।

ভাইয়ের শেষকৃত্য সামলাতে সামলাতেই ফয়জানের দাদা বলেন, “পুলিশ ভাইটাকে এমন ভাবে মেরেছিল যে ও দাঁড়াতে-বসতেও পারছিল না। মারের চোটে গোটা শরীরটা নীল আর কালো হয়ে গিয়েছিল।” প্রাণভয়ে সে দিন ‘জনগণমন’ গাইতে হয়েছিল রফিককেও। ফয়জানের মতো তাঁর শরীর জুড়ে কালশিটে। প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। কিন্তু পুলিশের ওই মার এখনও তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাঁকে। বললেন, “সে দিন থেকে বাড়িতেই পড়ে আছি। ভয়ে হাসপাতাল যেতেও পারিনি।” ভিডিয়ো ভাইরাল, মুখ খুলছেন স্থানীয়েরাও।

আদালতের কার্যতালিকা থেকে বাদ সাগর-রুনি হত্যা মামলা

আদালতের কার্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলা। মামলার অগ্রগতি প্রতিবেদন শুনানি করেনি কুফরি হাইকোর্ট।

এর আগে বুধবার সকালে সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার অগ্রগতি তদন্ত প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করা হয়। খবরঃ বিডি প্রতিদিন

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত তালুকদার বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চে এ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করেন।

সোমবার অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে আদালতে হলফনামা আকারে দাখিলের জন্য র‍্যাবের পক্ষ থেকে অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকার পশ্চিম রাজাবাজারে সাংবাদিক দম্পতি মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সরওয়ার এবং এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেরুন রুনি তাদের ভাড়া বাসায় নির্মমভাবে খুন হন।

বিদ্যুৎ-পানির মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যই জনজীবনে প্রভাব ফেলবে

১০ বছরে ৮ বার বিদ্যুতের খুচরা মূল্য বাড়ল। এতে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের কষ্ট বেড়েছে। হতদরিদ্রদের কথা বাদ দিলাম, তারা গণনার মধ্যে থাকে না। বিদ্যুৎ আর পানির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে যখন চারপাশে অসন্তোষ তখন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী বললেন, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি জনজীবনে প্রভাব ফেলবে না। জনজীবন যদি হয় শুধু সরকারি কর্মকতা-কর্মচারী, উচ্চবিত্ত, ঋণখেলাপি, কালো টাকার মালিক, ক্যাসিনো ব্যবসায়ী কিংবা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় কোটিপাতি, টাকার গুদামের মালিক, তাহলে তো প্রভাব ফেলতে পারবে না।

কিন্তু জনজীবন যদি হয় উল্লিখিত শ্রেণিগোষ্ঠীর বাইরে বাকি জনগণ, তাহলে প্রভাব ফেলার অনেক কিছুই আছে।

বেশ কয়েক মাস ধরে নিত্যপণ্যের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। চালের দাম বেড়েছে কয়েক দফায়। অথচ কৃষক তার ন্যায্য দাম পাননি। কৃষকের ঘরে দেখা গেছে হতাশা। ডাল, ভোজ্যতেল, পেঁয়াজ, রসুনের দাম বেড়েছে। খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের দামও বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। জীবনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার এমন এক ভারসাম্যহীন ও হিমশিম খাওয়া অবস্থায় বাড়ানো হল বিদ্যুৎ ও ঢাকা ওয়াসার পানির দাম। সরকার বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত না হয়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের সংসার খরচ বাড়িয়ে দিল।

শহর এলাকায় বসবাসরত মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের খবর কতটুকু রাখেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী, জানা নেই। শহরে ঘর ভাড়া, খাওয়া-পরা, সন্তানদের লেখাপড়া, যাতায়াত, চিকিৎসা ও সামাজিকতার রয়েছে অনেক খরচ। কারও কারও ক্ষেত্রে আয়ের চেয়ে দ্বিগুণ বা বহুগুণ খরচ। যদিও নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর দাম বাড়ার পরও জনগণ সেসব পণ্য কেনেন। পরিমাণের মাত্রাটা চাহিদার থেকে ছোট করে তাকে কিনতে হয়। শর্তটা হল বেঁচে থাকা। এমন অবস্থায় কেউ যদি ভেবে আশ্বস্ত হন যে, দাম বাড়লেও তো মানুষ কিনছে।

বেড়ে যাওয়া দাম মানুষকে কেনা থেকে তো বিরত রাখছে না, সুতরাং দাম বাড়ানোটা কোনো সমস্যাই নয়, তাহলে তাদের উদ্দেশে দুটি কথা বলার প্রয়োজনবোধ করছি। চাল, ডাল, তেল, পেঁয়াজ, রসুন খেয়ে এবং বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহার করে যেহেতু মানুষকে বেঁচে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতেই হবে, সেহেতু তারা তা নিশ্চিত করেন।

কীভাবে, প্রশ্নটা সেখানেই। ব্যক্তির আয় যদি ক্রয়ক্ষমতার নিচে থাকে তাহলে ব্যক্তিকে আরও অধিক পরিশ্রম করতে হয়। যদি কেউ তা না করেন তাহলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে তার ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে তিনি বাড়তি আয়ের জন্য অসৎ পথ খোঁজেন, দুর্নীতির আশ্রয় নেন। সোজা কথায়, দুর্নীতিবাজ হন। ফলে নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি একদিকে কারও কারও স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ, অন্যদিকে কারও কারও জন্য দুর্নীতির মতো পথ খোঁজার সুযোগ সৃষ্টি করছে।

বিপুল পরিমাণ কয়লা লুট

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে বড় ধরনের লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে বলে বিভিন্ন পক্ষ থেকে দাবি করা হলেও খনিসংশ্লিষ্টরা বলছেন, সামান্য কয়লা নষ্ট হয়েছে এবং সেটি হয়েছে সিস্টেম লসের কারণে। কিন্তু ভোক্তা অধিকার সংগঠন ক্যাবের এক তদন্তে দেখা গেছে, সাড়ে পাঁচ লাখ টন কয়লা চুরি তথা লুটপাট হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের প্রায় ৭০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। খবর- যুগান্তর

এর বাইরে খনির কাজ পাওয়া চীনা ঠিকাদারের কাছ থেকে কয়লা কেনার কথা ছিল ৫ দশমিক ১ শতাংশ পানিসহ; কিন্তু সেখানে কয়লা নেয়া হয়েছে ১০ দশমিক ৫ শতাংশ পানিসহ, যা চুক্তির দ্বিগুণেরও বেশি। এতে করে কয়লা কেনার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রকে অনেক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে। আমরা মনে করি, নানাভাবে রাষ্ট্রকে ক্ষতির মুখে ফেলা বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার বিকল্প নেই।

সরকারের দায়িত্বশীলদের উচিত ক্যাবের তদন্ত প্রতিবেদনটি আমলে নিয়ে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির উদ্যোগ নেয়া। অন্যথায় প্রাকৃতিক সম্পদের অনিয়ম কমিয়ে আনা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। এটি নিশ্চিত করার জন্য দুদকের অভিযোগপত্রে বড়পুকুরিয়া কোল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেডের (বিসিএমসিএল) সাত এমডিসহ ২৩ জনের অতিরিক্ত হিসেবে বিসিএমসিএলের শেয়ারহোল্ডার, পেট্রোবাংলা ও জ্বালানি বিভাগের কর্মকর্তাদেরও এ মামলায় অভিযুক্ত করা দরকার। ক্যাবের তদন্ত প্রতিবেদনেও বিষয়টি উঠে এসেছে।

সরকারি ক্রয় ও যে কোনো প্রকল্পে অনিয়ম-দুর্নীতি আমাদের অগ্রগতিকে চেপে ধরে রাখছে। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে অন্যান্য দুর্নীতির পাশাপাশি সরকারি ক্রয়ে অনিয়মেরও ঘটনা ঘটেছে। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে পেট্রোবাংলা ও জ্বালানি বিভাগের দায়িত্ব ছিল অধীনস্থ বিসিএমসিএলের অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া; কিন্তু সেটা তারা না করে অপরাধীদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ের নজির তৈরি করেছে।

স্টেপ প্রকল্পে ভয়াবহ দুর্নীতিঃ নেই প্রতিরোধের উপায়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে কারিগরি শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে গত বছর ডিসেম্বরে শেষ হয়েছে ‘স্কিলস অ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট’ (স্টেপ)। তবে এ প্রকল্পের কাজ যেভাবে সম্পন্ন হয়েছে, তাতে কারিগরি শিক্ষার কতটা উন্নয়ন হবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

কারণ প্রায় ১৮শ’ কোটি টাকার এ প্রকল্পের কাজে ভয়াবহ অনিয়ম-দুর্নীতি হয়েছে। এসব অভিযোগের মধ্যে রয়েছে, প্রকল্পের কয়েকজন কর্মকর্তার একটি চক্র নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কেনাকাটার নামে অর্থ লোপাট করেছে। এ লক্ষ্যে পরিবারের সদস্যদের দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয় নামসর্বস্ব কোম্পানি।

সেই সঙ্গে প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহজে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে কারিগরি শিক্ষা খাতের প্রভাবশালী একটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারকে ওই কোম্পানির পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের চক্রভুক্ত কর্মকর্তারা অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দিষ্ট সরবরাহকারীর কাছ থেকে ল্যাবরেটরির মালামাল কিনতে বলে দিতেন। রিপোর্টঃ যুগান্তরের

কথামতো কাজ না করলে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে সব নিয়মকানুন মেনে মালামাল কিনলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিল আটকে দেয়া হতো। কোনো প্রতিষ্ঠান সিন্ডিকেটভুক্ত সরবরাহকারীর কাছ থেকে পণ্য নিতে রাজি হলে সেই প্রতিষ্ঠানের দরপত্রের ডকুমেন্টস তৈরি করে দিত সম্ভাব্য দরদাতা প্রতিষ্ঠান। ফলে এ ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্রেও কাজ পেত না সাধারণ দরদাতা। অভিযোগটি গুরুতর।

বস্তুত প্রকল্পের ক্রয়ে দুর্নীতি ও অপচয় একটি নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই দুর্নীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে তা শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হয়। সাম্প্রতিক সময়ে এ ধরনের কয়েকটি ক্রয়ের ঘটনা দেশে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

আমরা মনে করি, যে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের কেনাকাটায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। ক্রয় সংক্রান্ত কমিটিতে কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পগুলোয় দুর্নীতি কমেনি। দুর্নীতি ঘটে চলেছে নানাভাবে। কেনাকাটায় দুর্নীতি এর একটি দিক মাত্র।

পশ্চিমতীরে ইসরাইলি সন্ত্রাসীদের হামলা-লুটপাট, ২১ ফিলিস্তিনি গ্রেফতার

ফিলিস্তিনের দখলকৃত পশ্চিমতীরের বিভিন্ন এলাকায় হামলা-ভাংচুর ও লুটপাট চালিয়েছে ইহুদিবাদী ইসরাইলি সন্ত্রাসীরা। এসময় ২১ ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে দখলদার বাহিনী।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে স্থানীয় পত্রিকা আর-রিসালা জানিয়েছে, আকস্মিক চালানো এ অভিযানে ইসরাইলি বাহিনী মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের বাড়ি-ঘরে হামলা-ভাংচুর ও লুটপাট করে। এসময় বাড়ি-ঘরে হানা দিয়ে প্রচুর অর্থও লুট করেছে তারা।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বুধবার সকালে দখলদার বাহিনী জালাজৌন শিবির, বাইতুনিয়া ও রামাল্লার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে।

পত্রিকাটির এক খবরে বলা হয়েছে, দখলদার বাহিনী আজকের অভিযানের মাধ্যমে ৫০ হাজার শেকেল (স্থানীয় মুদ্রা) হাতিয়ে নিয়েছে। এছাড়া বাড়ি-ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্রও নষ্ট করেছে।

এর আগে গত শনিবার পশ্চিমতীরের বিভিন্ন এলাকায় ইহুদিবাদী ইসরাইলি সন্ত্রাসীদের গুলিতে অন্তত ২৬০ স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন।

ইসরাইলি বসতি নির্মাণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিলে ওই হামলা চালায় ইহুদিবাদী সেনারা।

সম্প্রতি ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু অধিকৃত কুদস শহরের পূর্বে নতুন করে সাড়ে তিন হাজার ইহুদি বসতি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে।

২০১৬ সালের ২৩ ডিসেম্বরে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ২৩৩৪ নম্বর প্রস্তাব অনুযায়ী অধিকৃত ফিলিস্তিনে শহর-উপশহর নির্মাণের সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য ইসরাইলের প্রতি জরুরি নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

দখলদার ইসরাইল সেই নির্দেশ অমান্য করে ফিলিস্তিনিদের ভূমি জবর-দখল করে একর পর এক ইহুদি বসতি নির্মাণ করেই যাচ্ছে।

বায়ুদূষণে এবারও শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর তালিকায় গতবারের মতো এবারও শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে রাজধানী ঢাকাও দূষিত বায়ুর শহরগুলোর মধ্যে গতবারের মতোই দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। খবরঃ যুগান্তরের

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার বিশ্বের বায়ুর মান প্রতিবেদন-২০১৯ শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

২০১৯ সালে বিশ্বের ৯৮টি দেশের সার্বক্ষণিক বায়ুর মান পর্যবেক্ষণ করে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ও সুইজারল্যান্ডভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'আইকিউ এয়ার' থেকে এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি দেশের বায়ুতে ক্ষতিকর সূক্ষ্ম বস্তুকণার পরিমাণ বিবেচনায় তৈরি করা হয়। এমন মারাত্মক বায়ুদূষণের চিত্র কোনো দেশের জন্য সুখকর হতে পারে না।

বাতাসে প্রতি ঘনমিটারে মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর সূক্ষ্ম বস্তুকণা পিএম-২.৫ এর পরিমাণ বিবেচনায় ওই তালিকার মান নির্ধারণ করা হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বায়ুর মানমাত্রা অনুসরণ করে বৈশ্বিক ওই সূচকটি তৈরি করা হয়েছে।

এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে বায়ুদূষণের এমন চিত্র বেশ হতাশাজনক। বিশ্বের অনেক অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ যেখানে বায়ুদূষণ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে, সেখানে আমরা ২০১৮ সালের মতো এবারও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছি।

পরিবেশগত দিক বিবেচনায় আমরা আজও অনুন্নত পর্যায়েই রয়ে গেছি। পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পরিবেশগত অবস্থা এমন হওয়ায় চরম স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়তে হতে পারে বাংলাদেশকে। এমন বায়ুদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারের ফলে নানা ভাইরাস সংক্রমণের তীব্র ঝুঁকি থেকেই যায়।

এভাবে চলতে থাকলে গাছের সংখ্যা কমে যাবে; সেইসঙ্গে বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হতে পারে। এর ফলে বায়ুতে অতি ক্ষতিকর সূক্ষ্ম বস্তুকণা পিএম-২.৫ এর পরিমাণ বেড়ে যাবে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য ভয়াবহ ক্ষতি ডেকে আনবে।

দিল্লিতে স্বজন খোঁজা মানুষের কান্না"-ড্রেনে ড্রেনে মিলছে লাশ!

ভারতের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) কেন্দ্র করে দিল্লিতে গেরুয়া সন্ত্রাসীদের গণহত্যার পর থেকে রাজধানীর নর্দমায় মিলছে লাশ। গত মঙ্গলবার পর্যন্ত গত পাঁচ দিনে ১১টি পচা গলা লাশ ভেসে উঠেছে।

সব মিলিয়ে কয়েক দিনের হামলায় অন্তত ৪৭ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন সাড়ে ৩০০ জন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বলছে, প্রতিদিনই হাসপাতালে স্বজনদের খোঁজে মানুষের ভিড় বাড়ছে। অনেকেই সারা দিন বসে থেকে দিন শেষে নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরছে।

বিতর্কিত সিএএকে কেন্দ্র করে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে দিল্লির উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন শহরে মুসলমানদের উপর মালাউন সন্ত্রাসীদের-সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের সামনেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদসহ মুসলিমদের অসংখ্য বাড়িঘর ও দোকানপাট বেছে বেছে আগুন ধরিয়ে দেয় গেরুয়া সন্ত্রাসীরা।

টানা তিন দিন ধরে চলে এ হামলা, অগ্নিকাণ্ড। সর্বশেষ রোববার ও সোমবার নর্দমাতে পাওয়া গেছে পাঁচটি অজ্ঞাত মৃতদেহ। মরদেহগুলোর বেশির ভাগই পচে গেছে। ফলে তাদের পরিচয় শনাক্ত করা যাচ্ছে না।

নর্দমাগুলো সবই ভাসমান বর্জ্য, জলজ উদ্ভিদ ও পলির পুরু স্তরে ভর্তি, জানিয়েছেন যমুনা বিহারের বাসিন্দা কনিষ্ক কুমার। নর্দমাগুলোর কয়েকটি দিল্লি সরকারের সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের অধীন; কয়েকটি আবার পূর্ব দিল্লি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের আওতায়।

এগুলোর নেটওয়ার্ক মূলত একটি মূল নর্দমা- 'নর্দমা নং ১'কে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে বলে দিল্লির সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

এটি উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের পূর্ব যমুনা খাল থেকে শুরু হয়ে লোনি দিয়ে দিল্লিতে ঢুকেছে। ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ এ নর্দমাটি উত্তর-পূর্ব দিল্লি ও উত্তর দিল্লির বিশাল অংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ওখলা বাঁধ হয়ে নয়ডা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

চারটি বড় বড় নর্দমা বিভিন্ন এলাকা দিয়ে এই 'নর্দমা নং ১'কে ছেদ করেছে। এর বাইরে আরও ২৪টি সরু নর্দমাও আছে।

দিল্লিতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওপর সাম্প্রদায়িক হামলায় ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক চিত্র প্রশাসনের তৈরি করা একটি অন্তর্বর্তী রিপোর্টে উঠে এসেছে। উত্তর-পূর্ব জেলার তৈরি ওই রিপোর্টে বলা হয়, এখন পর্যন্ত সহিংসতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ১২২টি বাড়ি, ৩২২টি দোকান এবং ৩০১টি গাড়ি।

সোমবার প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা জানান, চূড়ান্ত রিপোর্টে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। জানা যায়, সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটদের অধীনে তৈরি ১৮টি দলের পেশ করা তথ্যের ভিত্তিতেই ওই অন্তর্বর্তী রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে।

গেরুয়া সন্ত্রাসীদের হামলার পর থেকে এখনও প্রায় ৭ শতাধিক মানুষ নিখোঁজ রয়েছে বলে জানা গেছে। তাদের খোঁজে হাসপাতালে ছুটছেন স্বজনেরা। মর্গে নতুন কোনো লাশ এলে সেখানে দৌড়াচ্ছেন।

জিটিবি হাসপাতালে অন্তত ৪০টি লাশ এসেছে। এর মধ্যে এখনও ১৫টি লাশ শনাক্ত করা যায়নি।

ভারতের কর্মকাণ্ডে মারাত্মক সঙ্কটে পড়বে বাংলাদেশ

বিশ্বজুড়ে বিশুদ্ধ পানির চাহিদা বিগত কয়েক বছরে নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে। বিশেষ করে সবখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং নগরায়নের কারণে এই চাহিদা বেড়েছে।

পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রভাব বেড়ে যাওয়ায় এবং সীমিত সম্পদের উপর চাপ বেড়ে যাওয়ার কারণে পানি সমস্যার কার্যকর ও টেকসই সমাধান বের করার জন্য সমাজের উপর চাপ ক্রমাগত বাড়ছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় পানি সঙ্কটের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত ইস্যু হিসেবে উঠে আসছে। বিশ্বের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ মানুষ এই অঞ্চলে বাস করছে। উপমহাদেশে বড় বড় বেশ কিছু নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখা রয়েছে। পাকিস্তানের কিছু নদীর উৎপত্তি হয়েছে পশ্চিমা পার্বত্য অঞ্চলে। এর বাইরে অধিকাংশ নদীগুলোর উৎপত্তি তিব্বত অঞ্চলে।

সিন্ধু, গঙ্গা ও তার শাখা-প্রশাখা এবং ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি তিব্বত থেকে। তিব্বত শুধু দক্ষিণ এশিয়ার নয়, বরং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ারও পানি নিরাপত্তার মূল কেন্দ্র। মেকং আর ইয়াংজি নদীর উৎপত্তিও তিব্বতে।

তিব্বত মালভূমিতে হিমবাহ গলার মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বৃষ্টিপাতের ধরন বদলে যাওয়ার কারণে বহু মিলিয়ন মানুষের পানি নিরাপত্তা নিয়ে হুমকি সৃষ্টি হয়েছে, যারা পানির জন্য তিব্বত থেকে জন্ম নেয়া নদীগুলোর উপর নির্ভরশীল।

তিব্বতে বর্তমানে বার্ষিক হিমবাহ গলে যাওয়ার হার হলো সাত শতাংশ। এই মাত্রায় গলতে থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ হিমবাহ নিঃশেষ হয়ে যাবে। হিমবাহ গলে যাওয়ার কারণে ব্রহ্মপুত্রের মতো কিছু নদীতে পানির প্রবাহ বেড়ে গেছে। এর ফলে স্বল্পমেয়াদে পানির প্রবাহ বাড়বে কিন্তু যতদিন হিমবাহ থাকবে, ততদিনই শুধু এই প্রবাহ থাকবে। এভাবে পানি অপচয় এশিয়ার জন্য শুভ নয়।

বৃষ্টিপাতের ধরন বদলে যাওয়ার কারণে বিশুদ্ধপানির উৎসগুলো আরও কমে আসবে। পরিবেশ বিপর্যয়, এশিয়ায় দ্রুত নগরায়ন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাগুলো সীমিত পানি সম্পদের উপর চাপ ক্রমাগত বাড়াচ্ছে।

উপমহাদেশসহ এশিয়ার প্রধান পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাই চীনের ভূমিকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সার্বিকভাবে চীন মূলত একটি শুষ্ক দেশ এবং বহু বছর ধরেই পানি নিরাপত্তার বিষয়টি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যু। বাঁধ নির্মাণ, সেচ ব্যবস্থা এবং পানি বন্টন সিস্টেমটা তাই

শুধু ১.৩ বিলিয়ন মানুষকে পানি সুবিধা দেয়ার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্যও এটা গুরুত্বপূর্ণ।

চীনের শুষ্ক জলবায়ুর কারণে তিব্বত মালভূমি থেকে তাদেরকে উত্তরাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকায় পানি নিয়ে যেতে হয়েছে। চীন তিব্বতের মেকং নদীপথে সাতটি বাঁধ নির্মাণ করেছে এবং আরও ২১টি নির্মাণের পরিকল্পনা তাদের রয়েছে। কম্বোডিয়া, লাওস, থাইল্যাণ্ড ও ভিয়েতনামের প্রায় ৬০ মিলিয়ন মানুষ খাদ্য ও পানির জন্য নদীর উপর নির্ভরশীল। এই পানির প্রবাহে কোন বাধা সৃষ্টি হলে এই দেশগুলোর জন্য সেটা ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনবে। সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত শরণার্থী সৃষ্টি হবে এবং পানি নিয়ে যুদ্ধ পর্যন্ত লেগে যেতে পারে।

ব্রহ্মপুত্র নিয়েও একই ঘটনা ঘটছে। এই নদীতেও আরও দুটো বাধ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে চীনের। ভারত এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করে আসছে, কারণ এগুলো তাদের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উপর প্রভাব ফেলবে। পানির গতিপথ পরিবর্তনে চীনের পরিকল্পনা পানির প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করবে এবং এটা ভারত ও বাংলাদেশের ১.৩ বিলিয়ন মানুষের কৃষি, জীবন ও জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

গঙ্গার উজানে ভারতের কর্মকাণ্ডের কারণে বাংলাদেশ পানি সরবরাহ নিয়ে মারাত্মক সমস্যায় পড়বে। ব্রহ্মপুত্র আর গঙ্গা বাংলাদেশে মিলে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। গঙ্গায় ভারতের বাধ দেয়ার কারণে ভাটিতে এরই মধ্যে প্রবাহ কমে গেছে। বাংলাদেশে পানির লবণাক্ততা বেড়ে গেছে এবং কৃষি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

গঙ্গার উজানে ভারতের কর্মকাণ্ডের কারণে বাংলাদেশ পানি সরবরাহ নিয়ে মারাত্মক সমস্যায় পড়বে। ব্রহ্মপুত্র আর গঙ্গা বাংলাদেশে মিলে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। গঙ্গায় ভারতের বাধ দেয়ার কারণে ভাটিতে এরই মধ্যে প্রবাহ কমে গেছে। বাংলাদেশে পানির লবণাক্ততা বেড়ে গেছে এবং কৃষি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এ অঞ্চলের জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্যের কারণে হাজার হাজার বাংলাদেশীকে উত্তরপূর্ব ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছে, যেটা মারাত্মক জাতিগত সজ্ঘাত তৈরি করেছে। ভারতের বিতর্কিত নতুন নাগরিকত্ব আইন এই সমস্যার একটা লক্ষণ মাত্র।

বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চলে ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। এটাকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতাও তাদের সীমিত। পানি সরবরাহ ব্যবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়লে এটা দেশে অভ্যন্তরীণ সজ্ঘাতের পরিস্থিতি তৈরি করবে।

পাকিস্তানের জন্য প্রধান সমস্যা হলো ১৯৬০ সালের ইন্দুস ওয়াটার্স ট্রিটি (আইডাব্লিউটি), যেটা বিশ্বব্যাংকের তত্ত্বাবধানে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। উপমহাদেশের উত্তরে যে সিন্ধু নদী ব্যবস্থা, সেটার পানি বন্টনের বিষয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী, ভারতের তিনটি পূর্বাঞ্চলীয় নদী – বিয়াস, রাভি এবং সুটলেজের প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ ভারতের কাছে দেয়া হয়েছে। আর তিনটি 'পশ্চিমাঞ্চলীয় নদী' – ইন্দুস, চেনাব ও ঝিলামের নিয়ন্ত্রণ দেয়া হয়েছে পাকিস্তানের কাছে।

আইডাব্লিউটি চুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু বছর ধরেই সমালোচনা চলে আসছে কিন্তু উপমহাদেশে পানি সঙ্কট বাড়তে থাকায় ভারত কিষাণগঙ্গা বিদ্যুৎ প্রকল্পের মতো নতুন বাধ নির্মাণ করে পানি সম্পদ কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। এই প্রকল্পটি নিলাম নদীর পানি প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করছে এবং এর মাধ্যমে পাকিস্তানকে পানি থেকে বঞ্চিত করছে ভারত।

বন্যার সময়, পাকিস্তানকে আগাম সতর্কতা না জানিয়েই বন্যার পানি ছেড়ে দিতে পারে ভারত এবং সেটা তারা করেছে। ফলে পাকিস্তানে বন্যা দেখা দিয়েছে। নিলাম নদীর উপর কিষাণগঙ্গা বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং চেনাবের উপর রাটলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে মারাত্মক আপত্তি জানানোর পরও ভারত এই প্রকল্পগুলো শেষ করেছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৮ সালের জুনে ৩৩০ মেগাওয়াটের কিষাণগঙ্গা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। ২০১৬ সালের শুরুর দিকে পাকিস্তানের অনুরোধে বিশ্ব ব্যাংক যখন কোর্ট অব আরবিট্রেশান গঠনের প্রক্রিয়া স্থগিত করে, তখন এই বাধ নির্মাণ সম্পন্ন করে ভারত।

ভারত পাকিস্তানের অনুরোধের বিরোধিতা করে এবং নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞের আহ্বান জানায়। ভারত যে আচরণ দেখিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি যেভাবে লঙ্ঘন করেছে, সেটা চরম দুঃখজনক এবং এর মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রতি ভারতের শত্রুতা ফুটে উঠেছে। ইন্দুস ওয়াটার ট্রিটির অধীনে পাকিস্তানের যে সব নদীর পানি প্রাপ্য, সেগুলোর প্রবাহ বন্ধ করে দেয়ার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন মোদি।

পরিস্থিতি যে পর্যায়ে গিয়েছে, তাতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পানি নিয়ে এমনকি যুদ্ধ পর্যন্ত লেগে যেতে পারে, কারণ এটা এখন জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যু।

তিব্বতী নদীগুলোর পানি ভাগাভাগি করে যে দেশগুলো, তাদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতাও রয়েছে। পারস্পরিক শত্রুতা, সন্দেহ এবং আইনগত কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি না থাকার কারণে বহুপাক্ষিক সাফল্যটা বাধাগ্রস্ত হবে।

১৯৯৫ সালে এগ্রিমেন্ট অন কোঅপারেশান ফর দ্য সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট অব দ্য মেকং রিভার বেসিন স্বাক্ষরিত হয়। এতে বলা হয় যে, মেকং কোন একক রাষ্ট্রের সম্পদ নয়। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল নদী অববাহিকার দেশগুলোর মধ্যে টেকসই উন্নয়ন এবং সহযোগিতার বিষয়টি নিশ্চিত করা। কিন্তু মেকংয়ের উৎপত্তি যেহেতু তিব্বতে, এবং উজানের নিয়ন্ত্রণ চীনের কাছে রয়েছে, সে কারণে চীন এই চুক্তিতে যোগ দিতে অস্বীকার করে।

১৯৯৫ সাল থেকে, বিশ্বায়নের মাত্রা বেড়ে গেছে এবং জলবায়ু বিপর্যয়ের প্রভাব বহুগুণে বেড়েছে। এখনই সময় যাতে অভিন্ন নদীগুলোর পানি বিনিময়ের ব্যাপারে বিভিন্ন দেশ যাতে এগিয়ে আসে।

যে পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে, সেখানে বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সার্বভৌমত্বের বিষয়টিকে চেপে যাওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিটার স্বীকৃতি দিতে হবে এবং বহুদেশীয় ও বহু আঞ্চলিক সমস্যাগুলোর রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করতে হবে কারণ এর কারণে বহু মিলিয়ন মানুষের জীবিকা হুমকির মুখে পড়ে যাচ্ছে।

পানি বিনিময় সঙ্কটকে বিরাজনীতিকীকরণ করতে হবে। এটা বলা সহজ হলেও বাস্তবায়ন করা কঠিন। যে অঞ্চলে আঞ্চলিক সমস্যাগুলো সমাধান হচ্ছে না এবং অতীতে যেখানে যুদ্ধ হয়েছে, এবং নতুন একটা বৈশ্বিক পরিবেশ যেখানে চীনকে নতুন সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে চিত্রিত করা হচ্ছে, সেখানে যে কোন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার জন্য আত্মবিশ্বাস তৈরির ব্যবস্থা নিতে হবে।

সেই সাথে বিভিন্ন দেশ ও সরকারকে টেকসই জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা নীতি গ্রহণ করতে হবে এবং সেটা বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

সে কারণে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে তাদের নিজেদের প্রচেষ্টাটা চালাতে হবে। এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, এটা একক বিশ্ব এবং মানবতাও এখানে একক। অন্যকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে নিজের মনুষ্যত্বই চলে যাবে।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় 35 মুরতাদ সৈন্য হতাহত!

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন 4 মার্চ বুধবার দুপুর 3ঃ00 পর্যন্ত আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় 57টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, যাতে 198 এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহদ এবং 26 মুরতাদ সদস্য মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়।

একইদিন বিকাল বেলায় কুন্দুজ, লাগমান ও লোগার প্রদেশে তালেবান মুজাহিদগণ আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে আরো 7টি সফল অভিযান পরিচালনা করেন। যাতে 27 মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো 8 এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়।

এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতর 3টি পোস্ট বিজয়ের পাশাপাশি 11টি ক্লাশিনকোভ সহ অনেক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

০৪ঠা মার্চ, ২০২০

ইরান | মুরতাদ বাহিনীর উপর "আনসারুল ফুরকান" এর হামলা, হতাহত 5 এরও অধিক!

দক্ষিণ-উত্তর ইরান সীমান্তে 4 মার্চ বুধবার দেশটির শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে দুটি পৃথক হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মানহাযের ইরান ভিত্তিক "আনসারুল ফুরকান" এর মুজাহিদগণ।

মুজাহিদদের প্রচারিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, "আনসারুল ফুরকান" গ্রুপের জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলা দুটিতে 3 শিয়া মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো 2 মুরতাদ সৈন্য আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর 1টি সামরিকযানও ধ্বংস হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, "আনসরুল ফুরকান" গ্রুপের জানবায মুজাহিদদের বড় একটি সংখক মুজাহিদিন দীর্ঘদিন যাবৎ শামে মুসলিম উম্মাহর সহায়তায় দখলদার "রাশিয়া-ইরান" ও আসাদ সমর্থিত শিয়া জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাচ্ছেন।

দিল্লিতে এখনো ৭০০ জন নিখোঁজ'

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে ভারতের দিল্লিতে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া গণহত্যার পর এখনো ৭০০ জন নিখোঁজ রয়েছে বলে দাবি করেছেন দেশটির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার (৪ মার্চ) রাজ্যের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর এলাকায় দলের কর্মীদের উদ্দেশে তিনি এমন দাবি করেন বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস।

মমতা বলেন, "দিল্লির অবস্থা মর্মান্তিক। সেখানে লাশের স্তুপ হয়ে গেছে। অনেক মানুষ গৃহহীন হয়েছে। নর্দমা থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হচ্ছে। ৭০০ মানুষ এখনো নিখোঁজ রয়েছে।"

দিল্লির ঘটনাকে "গণহত্যা" উল্লেখ করে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী বলেন, "এই ঘটনাকে দাঙ্গা বলে আড়াল করা হলেও, এটা প্রকৃতপক্ষে গণহত্যা। এটাকে কখনোই দাঙ্গা বলবেন না। সব স্থানে এটিকে গণহত্যা বলে প্রচারণা চালান।"

প্রসঙ্গত, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে সিএএ'বিরোধীদের ওপর হামলা চালায় সিএএ'পন্থী কট্টর হিন্দুত্ববাদী মালাউন মুশরিকরা।এর জের ধরে শুরু হয় গণহত্যা। পরদিন সেই তাণ্ডব পূর্ব দিল্লিতেও ছড়িয়ে পড়ে। ওই ঘটনায় সংবাদ মাধ্যমগুলোতে ৪৭জন বলা হলেও মৃত্যুর সংখ্যা আরও অনেক বেশি। গত কয়েকদিনে নালা নর্দমায় থেকে ১১জনের লাশ উদ্ধার হয়েছে।আহতদের সটিক সংখ্যা এখনও জানা যায়নি।

কাশ্মীর |আশা এবং বিপ্লবের মৌসুমে আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের মুজাহিদ সাথীদের শাহাদাত!

শুরু করছি পরম করুণাময় অসীম দায়ালু মহান আল্লাহ তা'আলার নামে।

ইসলামের দাওয়াত এবং শুধু ইসলামের জন্য জিহাদকে নিজের জীবনের লক্ষ্য বানানো এবং এই লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করা এমন একটি মহান ইবাদাত, যার জন্য সামন্য এই জিন্দেগীর সময় খুবই কম। জিহাদ, শাহাদাত ও দাওয়াত এমন একটি ইবাদাত, যা আল্লাহর রাসূল, সৎ ও নিষ্ঠাবান বান্দাদের একমাত্র আখাঙ্খা ছিল।

এই যুগে এই মহান রাস্তায় চলার অর্থ হলো সমস্ত ধরণের বিপদ ডেকে আনা। কিন্তু এতসব কিছুর পরেও কাশ্মীরের মহান যোদ্ধারা, মহন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি নিজেদের সত্য প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য, তাঁর দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করে চলেছেন। তারা তো এই অঙ্গিকার করছে যে, আমাদের জীবন-মৃত্যু এবং আমাদের সকল আশা-আকাঙ্খা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার দ্বীনের বিজয়ের জন্যই।

এই গৌরবময় সময়ে, যখন খোরাসানের দখলদার সৈন্যরা নিজেদের পরাজয় স্বীকার করেছে, এবং যখন ভারতের মুসলিম ভাই-বোনেরা মুশরিক হিন্দুদের জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে

উঠেছেন। আমরা কাশ্মীর উপত্যকা থেকে সমস্ত উম্মাহকে কাশ্মীরের মহান যোদ্ধাদের কয়েকজনের শাহাদাতের সুসংবাদ শুনাচ্ছি।

নিজেদের রক্ত দিয়ে জিহাদের এই ক্যারাভান সচল রাখতে গত ২৪ জুমাদাস-সানী ১৪৪১ হিজরী, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে কাশ্মীরের "ট্রাল" এলাকায় মুশরিক হিন্দু সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের ৩ জন জানবায মুজাহিদিন শাহাদাত বরণ করেন। ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন।

এই বীর মুজাহিদরা হলেন:

১. শহীদ ইবনে শহীদ জাহাঙ্গীর রাফীক ওয়ানি, জিহাদী নাম সালমান ফার্সি।
২. শহীদ রাজা উমার মকবুল, জিহাদী নাম আবিদ খান।
৩. শহীদ সাদাত ঠোকার, জিহাদী নাম হুজাইফাহ্।

আল্লাহ তাঁদের সকলকে শহিদ হিসাবে কবুল করুন, আমিন।

এই যুবকরা শরিয়া অথবা শাহাদাত এর মুবারক ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের ভবিষ্যত জীবনকে আলোকিত এবং মূলবান করে নেয়। যারা নিজেদের প্রিয় পরিবার-পরিজন, প্রিয় বন্ধু ও দুনিয়ার সমস্ত দুনিয়াবী আসবাবের আকর্ষণ ছেড়ে এই বীর যুবকেরা আল্লাহর জন্য নিজেদের কুরবান করেদেন। আল্লাহ তা'আলা এই সাথী ভাইদের শাহাদাত এবং তাদের জাহিদী ইবাদাত কবুল করুন এবং তাদের দেহের ক্ষতগুলো নূর দ্বারা পূর্ণ করে দিন। (আমিন)

এই সময়ে এই মহান বীরদের জিহাদের পথে তাঁদের সফর এবং তাঁদের দক্ষতা নিয়ে আলোচনা করাকে জরুরি মনে করি। তাদের জীবনি আমাদের জন্য অন্ধোকার রাতের ধ্রুবতারার মতন।

★মুজাহিদ জাহাঙ্গীর রাফীক ওয়ানি★

তিনি দু'বছর আগে জিহাদের পথে তাঁর পথচলা শুরু করেন এবং হকের পথে সাড়া দিয়ে সঠিক পথের দাওয়াহকে বেছে নেন। যখন তার এই কথার ইয়াকিন হল যে, হক দাওয়াত ও হক পথ কি, তখন তিনি ৩ মাস আগে আনসার গাজওয়াতুল হিন্দে যোগ দেন এবং মুসলিম উম্মাহর প্রতি সহানুভূতি এবং সমাজে শরিয়ার রূপায়ণের বেপারে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। এবং অবশেষে আল্লাহর প্রতি তাঁর ওয়াদা তিনি পূরণ করেছেন।

★মুজাহিদ রাজা উমার মকবুল★

তিনি আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের প্রতিষ্টাতা আমির শহিদ শাইখ জাকির মুসার (রাঃ) অধীনে কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি সবসময়ে জিহাদের প্রতি নিষ্ঠা কে গুরুত্ব দিয়েছেন। অবশেষে তিনি সবুজ পাখির হৃদয়ে জায়গা করেনেন।

★মুজাহিদ সাদাত ঠোকার★

তিনি তাঁর জিহাদী সফর শুরু করেছিলেন জামাত উদ-দাউলাহ্/আইএস হতে। কিন্তু তাঁর হৃদয়ে সত্যের অনুসন্ধান এতটাই প্রকট ছিল যে, তিনি সঠিক পথের সন্ধান করতে থাকেন। পরবর্তীকালে সঠিক মানহাযের সন্ধান পেয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্য স্থির করেছিলেন, শারিয়াহ বা শাহাদাতের জন্য।

এই মহান বীরদের শাহাদাতের উপলক্ষ্যে আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের মুজাহিদরা আবারো প্রতিজ্ঞা করছেন যে কাশ্মীরের ভূমিকে তারা মুশরিক হিন্দুদের দখল থেকে মুক্ত করবেন এবং কাশ্মীরে শারিয়ার শাসন প্রতিষ্টা করবেন। এবং এই জিহাদ ততক্ষণ পর্যন্ত চলমান থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহর রহমতে, মসজিদুল আকসা এবং বাবরি মসজিদকে দখলমুক্ত না করা হয়।

আল্লাহ আমাদের হকের পথে অবিচল রাখুন, এবং মৃত্যু পর্যন্ত চলার পথে সাহস ও দৃঢ়তা দান করুন। আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় 198 কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত!

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন 4 মার্চ বুধবার তৃতীয় দিনের মত ক্রুসেডার আমেরিকার পুতুল আফগান সরকারের মুরতাদ বাহিনীর উপর সর্বমোট 57 টি অভিযান পরিচালনা করেছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার অভিযানের প্রকাশিত সংবাদ মতে, তালেবান মুজাহিদদের এসকল হামলায় 163 এরও অধিক আফগান মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়, এবং আহত হয় আরো 35 এরও অধিক। এছাড়াও তালেবান মুজাহিদগণ আফগান মুরতাদ বাহিনীর 5 কমান্ডারসহ 26 সৈন্যকে বন্দী করে নিয়েছেন।

এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে 18টি চেকপোস্ট বিজয় করতে সক্ষম হন। অন্যদিকে মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন 12টি ট্যাঙ্ক ও সামরিকযান, 17টি মোটরবাইক, 49টি ক্লাশিনকোভ সহ বিপুলপরিমাণ অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি।

চুক্তির পরও তালেবানদের ওপর ক্রুসেডার মার্কিনিদের হামলা

কাতারের রাজধানী দোহায় আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে তালবান ও যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে গত শনিবার।

আজ বুধবার সে চুক্তি অমান্য করে আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশে তালেবানদের ওপর বিমান হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী মার্কিন বাহিনী। মার্কিন সামরিক বাহিনীর এক মুখপাত্রের টুইটের বরাতে এ তথ্য জানায় রয়টার্স।

সোমালিয়া | মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার হামলা, হতাহত 5 এরও অধিক!

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত 3 মার্চ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে রাজধানী মোগাদিশুর "আফজাউয়ী" শহরে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে তীব্র ও সফল অভিযান পরিচালনা করেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।যাতে মুরতাদ বাহিনীর "হাসান বাজায়" নামক 1 অফিসারসহ 3 এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়।

অন্যদিকে রাজধানীর "হিডেন" শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের অন্য একটি সফল হামলায় নিহত হয় 2 মুরতাদ সৈন্য, আহত হয় আরো কতক মুরতাদ সৈন্য।

দিল্লীতে দাঙ্গা নয়, হয়েছে মুসলিম বিরোধী পগরম

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত সফরে আসার পর থেকেই ভারতের রাজধানী দিল্লিতে শুরু হয় মুসলিমবিরোধী পগরম ।ইতোমধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন চল্লিশের অধিক মানুষ ।বিষয়টাকে হলুদ মিডিয়াগুলো দাঙ্গা বলে প্রচার করলেও তা আসলে দাঙ্গা নয় , পগরম। দাঙ্গা বা রায়টের সাথে পগরম-এর (Pogrom) পার্থক্য হল, পগরমে সরকার এক পক্ষকে সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন দেয়। রাষ্ট্রযন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে নিশ্চিন্তে, নির্বিচারে হত্যা ও ধ্বংস চালানো হয়।

দিল্লীতে উগ্রবাদী হিন্দু সন্ত্রাসীরা ফেব্রুয়ারীর শেষ কয়েকদিন যাবৎ নিশ্চিন্তে , নির্বিঘ্নে, সংঘবদ্ধভাবে মুসলিমদের হত্যা, নির্যাতন, মুসলিম নারীদের গণধর্ষণ, মসজিদে হামলা,

অগ্নিসংযোগ, বেছে বেছে মুসলিমদের বাড়িঘর ও দোকানপাটে লুণ্ঠনসহ অজস্র অপকর্ম করেছে। এতে প্রশাসনের পূর্ণ সমর্থন দেখা যায়, বরং প্রশাসনই মূলত এদেরকে উস্কে দিয়েছে। পুলিশকে দেখা গেছে হিন্দু সন্ত্রাসীদের সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখতে এবং কোথাও কোথাও পুলিশ নিজেই ধ্বংসযজ্ঞে হিন্দুদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে অংশ নিয়েছে।

কলকাতার সংবাদপত্র আনন্দবাজার পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে , "রাজধানীতে চার দিনব্যাপী সংঘর্ষ চলাকালীন দিল্লি পুলিশের কাছে ১৩ হাজার ২০০টি ফোন গিয়েছিল। কোথাও গুলি চলছে, কোথাও গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ আসছিল। তা সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ।"

আহতদের হাসপাতালে সুচিকিৎসা দিতেও গড়িমসি করা হয় । কেউ কেউ বাধ্য হয়ে আদালতে রিট করেন । দিল্লীর বিচারপতি মুড়ালিধর বুধবার এই সাম্প্রদায়িক সংঘাত প্রসঙ্গে নির্যাতিতদের করা রিট আবেদন শুনেন। আর মোট তিনটি শুনানিকালেই তিনি সরকার ও পুলিশকে ব্যর্থতার জন্য দায়ী করে পর্যবেক্ষণ দেন। উসকানিদাতা বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে এফআইআর না নেওয়ায় পুলিশ ও এটর্নি জেনারেলের দফতরকে কড়া ভাষায় নিন্দা করেন এবং দ্রুত এফআইআর গ্রহণ করে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেন। তৃতীয় রিট আবেদনের শুনানি শেষে তিনি সরকারকে নির্দেশ দেন, 'সংঘাতে আহতদের চিকিৎসা, উদ্বাস্তুদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা করতে।' প্রত্যেকটা শুনানির বিরুদ্ধে পোক্ত অবস্থান ছিল সরকারের পক্ষে শুনানি করা সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তার। কিন্তু বিচারপতি মুরালিধর তাতে একমত না হয়ে দ্রুততার সঙ্গে রিট পিটিশন আমলে নিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে তড়িৎ নির্দেশ দিয়েছেন।

বিস্ময়করভাবে সেই দিন রাতেই ভারত সরকার তাকে দিল্লি হাইকোর্ট থেকে ইমিডিয়েট বদলির নির্দেশ দেয়। এইরকম তাৎক্ষণিক আদেশ কেবল নজিরবিহীনই নয় বরং তা শাস্তিমূলক বদলির ক্ষেত্রেও তা বিরল। আহতদের চিকিৎসায় সরকারের অবহেলা, হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডে পুলিশের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এমনকি খোদ সাংবিধানিক অধিকারের পক্ষে শুনানি গ্রহণ করে জনগণের সংবিধান প্রদত্ত অধিকারের প্রশ্নে রায় দিয়ে নিজের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করা বিচারপতির বিরুদ্ধে এই 'শাস্তিমূলক' পদক্ষেপ আবারো প্রমাণ করে ভারতে আজ যা হচ্ছে তা রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রেরই আঁকা ছক। ফলত একথা বলতে আপত্তি নেই যে এটা কোন দাঙ্গা নয় বরং শাসনতন্ত্রের ছকে আঁকা সুপরিকল্পিত জাতিগত নিধন (Ethnic cleansing) তথা পগরম । সার্বিকভাবে যা দেখা যাচ্ছে তাকে পগরম না বলে, দাঙ্গা বলার কোন সুযোগ নেই ।

লেখক: রেদোয়ান সায়িদ, *ইসলামী চিন্তাবিদ।*

চীনে উইগুর মুসলমানদের জোরপূর্বক কাজ করাচ্ছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ব্রান্ড

একটি অস্ট্রেলিয়ান সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ৮০ হাজারেরও বেশি উইগুরকে সংশোধন ক্যাম্প থেকে সরিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের কারখানায় জোরপূর্বক কাজ করানো হচ্ছে ।

'উইগুরস ফর সেল' শিরোনামের একটি প্রতিবেদনে অস্ট্রেলিয়ান স্ট্র্যাটেজিক পলিসি ইন্সটিটিউট জানিয়েছে এমন ২৭টি কারখানার কথা, যেখানে চীনের পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্য জিনজিয়াং থেকে ৮০ হাজারের বেশি উইগুরকে ক্যাম্প থেকে বের করে নিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। ২০১৭ সাল থেকেই এই কারখানাগুলিতে উইগুরদের নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।

প্রতিবেদনটি বলছে, "বিশ্বের ৮৩টি বিখ্যাত ব্র্যান্ডের কারখানায় উইগুরদের জোরপূর্বক কাজ করানোর খবর আমরা পেয়েছি। এইসব ব্র্যান্ডের পণ্যের মধ্যে রয়েছে বিশ্বের তাবড় তথ্যপ্রযুক্তি, পোশাক ও যানবাহন প্রস্তুতকারী সংস্থা, যেমন অ্যাপল, বিএমডাব্লিউ, নাইকি, হুয়াওয়ে, স্যামসাং, সোনি ও ফক্সভাগেন।"

প্রতিবেদনের লেখকদের অন্যতম জেমস লেইবোল্ড বলেন, এই ঘটনার দায় চীনা সরকারের পাশাপাশি এই সংস্থাগুলিরও। তিনি বলেন, "অবিলম্বে তৃতীয় পক্ষের এক দল পরীক্ষক এনে পরিস্থিতির সরেজমিন তদন্ত দরকার। তাহলেই বোঝা যাবে ঠিক কতটা গুরুতর এই সমস্যা।"

সরকারী নথি ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে রয়েছে বিখ্যাত ব্র্যান্ডের সাথে চীনা সরকারের যোগসাজশের কথা।

ঠাকুরগাঁওয়ে আ.লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারি, আহত ২০

ঠাকুরগাঁওয়ে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রি-বাষিক সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এমপি'র উপস্থিতিতে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে বেশকিছু চেয়ার ভাঙচুরসহ কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) বিকেলে সদর উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, বিকেলে মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রি-বাষিক সম্মেলন শুরু হয়। এতে ঠাকুরগাঁও-১ আসনের এমপি রমেশ চন্দ্র সেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাদেক কুরাইশী, সাধারন সম্পাদক দীপক কুমারসহ জেলা অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

তাদের উপস্থিতিতে প্রথম বর্ধিত সভা শেষ হয়। ২য় বর্ধিত সভায় সভাপতি পদে নামের তালিকা চায় নেতারা। সভাপতি পদে ৫ জনের নাম আসে সম্মেলনে উপস্থিতিদের কাছ থেকে। পরে সাধারণ সম্পাদকের নাম চায় নেতারা। শুরুতেই মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সোহাগের নাম আসে উপস্থিতিদের কাছ থেকে। পরে অন্যান্য প্রস্তাব কারিরা সাধারণ সম্পাদকের নাম দিতে চাইলে হট্টগোল শুরু হয়।

এক পর্যায়ে সোহাগ গ্রুপ ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী সিরাজুল ইসলামের গ্রুপের সাথে সংঘর্ষ বাধে। এতে সিরাজুল ইসলামকে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। এবং তার পক্ষের লোকদেরও মারপিট করে সোহাগের লোকজন। এতে কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়।

ওই ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে আজকে এ ঘটনা ঘটেছে। সোহাগ চেয়ারম্যানের লোকজন আমাকে ও আমার পক্ষের লোকদের মারধর করেছে। আমি প্রার্থী ছিলাম বলেই তারা আমাকে মারধর করেছে।

দ্রুত বিশ্বাস হারাচ্ছে বাংলাদেশের আর্থিক খাত

বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাস্থ্য অব্যাহতভাবে খারাপ হতে থাকায় তা রোধ করার সরকারি পদক্ষেপগুলো ঠিকমতো কাজ করছে না। কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, নিম্ন যোগ্যতা ও রাজনৈতিক প্রভাবের কথা বলছেন।

এর ফল হলো সঞ্চয়কারীদের মধ্যে উদ্বেগ বৃদ্ধি, বাজে কর্ম সম্পাদন দক্ষতা ও খাত ব্যবস্থাপকদের দায়মুক্তি। এতে করে সার্বিকভাবে খাতটির আস্থার মারাত্মক অভাব সৃষ্টি হচ্ছে।

ভয়াবহ সব দুর্নীতি হয় পরিকল্পিতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে কিংবা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

ক্রমবর্ধমান চাপ ও জনসাধারণের বিরূপ মনোভাবের মুখে সরকার ঘোষণা করেছে যে বিষয়গুলো ঠিক করতে একটি কমিটি গঠন করা হবে। শীর্ষ বিশেষজ্ঞরা একে সমর্থন করলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন যে কমিটিকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দিলে তারা কিছুই করতে পারবে না।

সমালোচকদের সমালোচনা

বাংলাদেশের সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) সরকারের এ ধরনের অনেক নীতির প্রতি কঠোর সমালোচনা করেছে। জবাবে সরকার অভিযোগ করেছে যে সিপিডি বিরোধী দলের ঘনিষ্ঠ। তবে সিপিডি যেহেতু রাজনৈতিক না হয়ে টেকটিক্যাল সংস্থা এবং তাদের উচ্চ মর্যাদা ও দৃশ্যগ্রাহ্যতা রয়েছে, তাই বেশির ভাগ লোক বেশির ভাগ সরকারি মুখপাত্রের চেয়ে তাদের কথাতেই বেশি আস্থা রাখছে।

এ কারণেই ব্যাংকিং খাতের একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী আর্থিক খাতকে জিম্মি করে রেখেছে বলে সিপিডি সম্প্রতি যে বক্তব্য দিয়েছে তা অর্থমন্ত্রীর নিজেকে বিশ্বের সেরা অর্থমন্ত্রী বলে যে দাবি করেছেন তার চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

সিপিডির ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন যে আট বছর আগে খাতটি নাড়িয়ে একটি বড় কেলেঙ্কারির সময়ই (ওই সময় হলকার্ম কেলেঙ্কারি ঘটে এতে সরকারি খাতের সোনালী ব্যাংক জড়িত ছিল) সংগঠনটি এ ধরনের কমিশন গঠন করতে বলেছিল। ওই সময়ে তখনকার অর্থমন্ত্রীর একটি বক্তব্য বিখ্যাত হয়ে আছে। তিনি এই কেলেঙ্কারিকে ‘অতি সামান্য’ হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। তিনি তদারকির কমিটি গঠন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

১৯৮০-এর দশকে বিকশিত হওয়ার পর থেকে ব্যাংকিং খাতকে নজরদারির বাইরেই রাখা হয়েছে। একটার পর একটা কেলেঙ্কারি খাতটিকে আঘাত হেনেছে, সংখ্যাটি গুণে শেষ করার মতো নয়। বর্তমানে সঙ্কট মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, প্রায় সব ব্যাংকই মারাত্মক তারল্য সঙ্কটে ভুগছে। অনেক ব্যাংক ও নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ধসে পড়ার মুখে রয়েছে।

চুরি, প্রভাব ও কানেকশন

দুটি ঘটনা বলা যেতে পারে: একটি হলো ফার্মাস ব্যাংকের দেউলিয়া হওয়া এবং এরপর পদ্মা ব্যাংক হিসেবে এর পুনর্জন্ম। এটির মালিক ছিলেন ওই সময়ের শক্তিশালী মন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর। ব্যাংকটি সাধারণ সঞ্চয়কারীদের কোটি কোটি টাকা লোপাট করে, সরকারি সঞ্চয়ের

কথা না হয় নাই বললাম। তারপর নাম আসে জনৈক মো. এহসান খসরু। অনেকে বলেন, তিনি ক্ষমতাসীন মহলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

এদিকে পিপলস লিজিং নামের একটি নন ব্যাংকিং ফিন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান অনেকের বিনিয়োগ লোপাট করে। বস্তুত, বেশির ভাগ লিজিং কোম্পানির স্বাস্থ্যই ভয়াবহ রকমের খারাপ। বেশির ভাগ আর্থিক পর্যবেক্ষক মনে করেন যে প্রভাবভিত্তিক লাইসেন্সব্যবস্থাই এই সঙ্কটের জন্য দায়ী।

সরকার যদিও বলছে যে সে কোনো ধরনের অব্যবস্থাপনা সহ্য করবে না, কিন্তু তারা বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক খাতের কার্যক্রম তদারকি করার সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারছে না। এসব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলোই আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি করছে, জনসাধারণের কোনোই আস্থা নেই এগুলোর ওপর।

সরকার কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নতুন একটি লিজিং কোম্পানিকে অনুমোদন দিয়েছে। পুনর্গঠিত পদ্মা ব্যাংকের মালিকেরাই এই কোম্পানির মালিক। স্পন্সরেরা বলছেন যে তারা অন্যদের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এমন প্রবল অনাস্থা ও উদ্বেগের সময় এটি চালু হচ্ছে যখন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের সূচকগুলোর চেয়ে প্রভাবই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হচ্ছে।

অরাজকতায় আর্থিক খাত

আর্থিক খাতে বিরাজ করছে এক ধরনের অরাজকতা। এখানে দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা দায়মুক্তি নিয়ে যা খুশি করতে পারে। হালদারের মামলাটি একটি ভালো উদাহরণ হতে পারে। এই ব্যবসায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ইন্টারন্যাশনাল লিজিক কোম্পানি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে ৩৫০ টাকা চুরি করে কানাডায় চলে গেছে। খুব কম লোকই বিশ্বাস করে যে তাকে পাকড়াও করা হবে কিংবা ওই অর্থ ফেরত আনা হবে।

এদিকে হাইকোর্ট সন্দেহভাজন হিসেবে আইএলসির পরিচালকদের পাসপোর্ট জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছে। সিনিয়র ব্যাংকার ইব্রাহিম খালিদ বোর্ডের নিরপেক্ষ চেয়ারপারসন নিযুক্ত হয়েছেন।

আবারো দুর্বল বা ধসে পড়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একীভূত করার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। এদিকে সঞ্চয়ের ওপর সুদের হার হ্রাস করা ও জমার সীমা কমিয়ে দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত বিনিয়োগের নিরাপদ স্থান সন্ধানকারী মূখ্য সঞ্চয়কারীদের অর্থাৎ নিম্ন আয়ের গ্রুপকে আঘাত করেছে।

অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ব্যাংকের সুদের হার এক অঙ্কে নামিয়ে আনার লক্ষ্যেই এমনটা করা হয়েছে। কিন্তু যেভাবে তা করা হয়েছে তা মধ্যবিত্ত ও গরিব শ্রেণিকে আঘাত করেছে। দৃশ্যত, অজনপ্রিয় হওয়ার কারণেই হার এখন পুনঃবিবেচনা করা হচ্ছে।

ধনীরা, তাদের অনেকেই অর্থ পাচারকারী ও ঋণ খেলাপি, নিরাপত্তার জন্য কোনো চাপ অনুভব করে না, যদি না তারা হালদারের মতো মারত্মক অপরাধ করে। কিন্তু তারপরও তারা নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারে। বেশির ভাগই বিদেশে অর্থ পাচার করে নানা স্থানে নিরাপদ আশ্রয় গড়ে তুলেছে। কিন্তু বেশির ভাগ নিম্ন আয়ের সঞ্চয়কারীর ক্ষেত্রে সরকার দৃশ্যত তাদের বিকল্প ও নিরাপত্তা হ্রাস করে যন্ত্রণাদগ্ধ করছে।

গরীব মানুষে দেশে ধনীবান্ধব আর্থিক ব্যবস্থাপকেরা কাঠামোগত সজ্ঘাত সৃষ্টি করেছেন, যা আর্থিক খাতের স্বাস্থ্য ফেরানোর ক্ষেত্রে একটি প্রধান বাধায় পরিণত হতে পারে।

০৩রা মার্চ, ২০২০

সোমালিয়া | আফ্রিকান জোট বাহিনীর সর্ববৃহৎ সামরিক ঘাঁটিতে হামলা, হতাহত কয়েক ডজন!

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ৩ মার্চ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনী ও দখলদার আফ্রিকান জোট "আমিসোমা" এর উপর পৃথক ৬টি অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে রাজধানী মোগাদিশুর "হালনী" সামরিক ঘাঁটিতে সবচাইতে দীর্ঘ সময় ধরে একটি অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

শাহাদাহ নিউজ হতে জানা যায় যে, সোমালিয়ায় ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট বাহিনী "আমিসোমা" এর এটিই সর্ববৃহৎ সামরিক ঘাঁটি। এই ঘাঁটি হতেই ক্রুসেডার আমেরিকা আফ্রিকান জোট বাহিনীকে পরিচালনা করে থাকে। এখানেই আফ্রিকান জোট বাহিনীর বড় বড় সকল অফিসার অবস্থানও করে থাকে।

এখন পর্যন্ত পাওয়া সংবাদ মতে মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত এবং আরো কয়েক ডজন হতাহত হয়েছে। এছাড়াও এই অভিযানের মাধ্যমে ক্রুসেডারদের কয়েকটি সদর দফতর ধ্বংস হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, ঘাঁটিতে অনেক সৈন্যই মুজাহিদদের হামলায় হতাহত হয়েছে।

মোগাদিশুতে মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ২ সৈন্য হতাহত হয়। আর বাকিরা পালিয়ে যায়।

এমনিভাবে মুজাহিদদের পরিচালিত আরো ৪টি হামলায় কয়েক ডজন কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়।

খোরাসান | মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ফের অভিযান শুরু, হতাহত ১১৬ এরও অধিক!

ক্রুসেডার আমেরিকা ও ইমারতে ইসলামিয়ার মাঝে একসপ্তাহ যুদ্ধবিরতীর পর ফের গতাকাল আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর ঘোষণা করেছে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান।

ইমারতে ইসলামিয়ার পক্ষহতে অভিযান শুরু করার ঘোষণার পূর্ব আফগান পুতুল/মুরতাদ সরকার ঘোষণা দিয়েছিল তারা ৫ হাজার বন্দী তালেবান মুজাহিদদের মুক্ত করবেনা, যাদেরকে সাম্রাজ্যবাদী ক্রুসেডার আমেরিকার সাথে হওয়া চুক্তিতে মুক্ত করার কথা ছিল। এর পরেই তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ তাঁর এক বার্তায় স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, যদি বন্দী মুক্তি করা না হয় তাহলে আফগান সরকারের সাথে আলোচনার টেবিলে বসবেনা ইমারতে ইসলামিয়া।

সংবাদ মাধ্যমগুলো মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদের এই বার্তার পরেই প্রচার করতে থাকে যে, বন্দী মুক্ত না করাতেই তালেবান অভিযান চালানোর ঘোষণা করেছে। যদিও এমন কোন কথাই বলেনি তালেবান।

তবে লক্ষণিয় যে, ক্রুসেডার আমেরিকার সাথে হওয়া চুক্তির কোথাও এমন শর্ত নেই যে, চুক্তির পর আফগান মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা করা যাবেনা।

সর্বশেষ সংবাদ হচ্ছে, ইমারতে ইসলামিয়ার পক্ষহতে ঐ ঘোষণার পর গত ২ মার্চ তালেবান মুজাহিদদের হামলায় প্রায় অর্ধশতাধিক আফগান মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়। এর সাথে সাথে

তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানিয়েছেন যে, ঐ দিন আফগানিস্তানের একটি খেলার মাঠে সংঘটিত হওয়া হামলার সাথে তালেবানের কোন সম্পর্ক নেই।

এদিকে আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তালেবানদের এই অভিযান শুরু হওয়ার পর আজ ৩ মার্চ তালেবান মুজাহিদদের ৪৭টি হামলায় ৯০ আফগান মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ২৬ সৈন্য আহত হবার সংবাদ নিশ্চিত করেছেন তালেবান। এসকল অভিযানের মাধ্যমে আফগান মুরতাদ বাহিনী হতে অনেক গনিমত লাভের পাশাপাশি ৯টি চেকপোস্টও বিজয় করে নিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন।

আমেরিকার সাথে তালিবানদের চুক্তি : আমেরিকার বিদায় এবং তালিবানের বিজয়

আফগানিস্তানে দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছরের অধিক সময় ধরে যুদ্ধ করার পর সামরিক শক্তির বিচারে এই গ্রহের সবচেয়ে শক্তির দাবিদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদায় নিতে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ধত মস্তক গত ২৯ ফেব্রুয়ারি কাতারের রাজধানী দোহায় শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষরের মাধ্যমে চির অবনত হয়েছে। দোহায় আমেরিকার প্রতিনিধিদলের প্রধান জালমে খলিলজাদের মলিন মুখে আমেরিকার পরাজয়ের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি দৃশ্যমান হয়েছে। আমেরিকা তার পরাজয়ের মুখ ঢাকতে ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান তথা তালিবানের সাথে যে চুক্তি করেছে, তা আমেরিকার জন্য কতটা পরাজয় বহন করে একটু চোখ বুলালেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে।

“Agreement for Bringing Peace to Afghanistan” অর্থাৎ “আফগানিস্তানে শান্তি আনয়নের লক্ষ্যে চুক্তি” শিরোনামে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের মাঝে। অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি বিষয় হচ্ছে, যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি, তাই যতবার এই চুক্তিতে ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান শব্দটি এসেছে ততবারই লেখা হয়েছে, Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban অর্থাৎ “ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নয় এবং তালিবান হিসেবে পরিচিত”

কী আছে সেই চুক্তিতে ?

এই চুক্তিতে ৩টি ভাগে ৪টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে:

১। আমেরিকার সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা ও পদ্ধতি

২। আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে আফগান ভূমিকে ব্যবহার করতে না দেওয়া সংক্রান্ত বিবরণ

৩। আফগানিস্তানের বিভিন্ন পক্ষের সাথে আলোচনা ও তার দিনক্ষণ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিবরণ

৪। দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধবিরতি ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপরিচালনার ধরণ বিষয়ক আলোচনাকে এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত করা ।

এই চারটি বিষয়ের প্রথম দু'টি বিষয়ের বাস্তবায়নকে শেষ দু'টি বিষয়ের পথ তৈরির শর্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩ ভাগে বিভক্ত এই চুক্তিনামাটি একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক-

১ম ভাগ:

১৪ মাসের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা, ন্যাটো জোট এবং বিদেশী সকল সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। আমেরিকার সকল সামরিক,বেসামরিক সৈন্য-কর্মকর্তা, সকল গোয়েন্দা সদস্য আফগানিস্তান ত্যাগ করবে।

আগামী সাড়ে ৩ মাস অর্থাৎ ১০৫ দিনের মধ্যে আমেরিকার বর্তমান ১৪ হাজার সৈন্য কমিয়ে ৮৬০০ তে নিয়ে আসবে। একইভাবে আনুপাতিকহারে ন্যাটোর প্রায় ১৭০০০ হাজার সৈন্যও কমিয়ে ফেলা হবে। এই সাড়ে ৩ মাসের মধ্যে আমেরিকা তার বৃহৎ ৫ টি সামরিক ঘাঁটি বন্ধ করে দিবে।

চুক্তি বাস্তবায়নে আস্থার অংশ হিসেবে আগামী ১০ মার্চের মধ্যে আমেরিকা ও আফগান দালাল সরকারের হাতে বন্দী ৫০০০ (পাঁচ হাজার) তালিবান সদস্য ও সমর্থক বন্দীকে মুক্তি দিবে। বিপরীতে তালিবানরা তাদের হাতে বন্দী ১০০০ (এক হাজার) দালাল সেনাকে মুক্তি দিবে।

চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আগামী ২৯ মে ২০২০ এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তালিবান নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে জাতিসঙ্ঘের নিষেধাজ্ঞা অপসারণের লক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তঃআফগান আলোচনা শুরুর সাথে সাথেই অফিসিয়াল কার্যক্রম আরম্ভ করবে।

এছাড়া ২৭ আগস্ট ২০২০ তারিখের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক তালিবান নেতৃবৃন্দের উপর নিষেধাজ্ঞা ও হত্যার পুরষ্কার সংক্রান্ত ঘোষণা অপসারণ করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র তার বর্তমান নিষেধাজ্ঞা ও

পুরস্কার তালিকা পর্যালোচনার প্রশাসনিক কার্যক্রম আন্তঃআফগান আলোচনা শুরুর সাথে সাথেই আরম্ভ করবে।

চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা আফগানিস্তানের ভূখণ্ডের অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোনো ধরণের হুমকি প্রদান কিংবা শক্তিপ্রয়োগ অথবা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে।

২য় ভাগ:

এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদর্শন কিংবা হামলার লক্ষ্যে তার কোনো সদস্য কিংবা আল কায়েদাসহ যেকোনো দলের কোনো সদস্যকে আফগান ভূমিকে ব্যবহার করার অনুমতি দিবে না।

চুক্তির এই অংশে আরো উল্লেখ আছে, ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরিষ্কার বার্তা দিবে যে, আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে হুমকি এমন ব্যক্তিদের আফগানিস্তানে কোনো স্থান নেই এবং ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান তার সকল সদস্যকে এই মর্মে নির্দেশনা দিবে যে, যারা আমেরিকা ও তার মিত্রদের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হয় এমন কোনো ব্যক্তি বা দলকে যেনো সহায়তা না করে।
অত্র চুক্তির আলোকে ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান আমেরিকা ও তার মিত্রদের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হয় এমন প্রত্যেক ব্যক্তি ও দলকে আফগানিস্তানে তাদের সদস্য সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অর্থ সংগ্রহ থেকে বাঁধা প্রদান করবে।
ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান আশ্রয়প্রার্থী ও নাগরিকত্বের বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক মাইগ্রেশন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে, যাতে এই চুক্তির আলোকে আফগানিস্তানে এমন কোনো ব্যক্তি আমেরিকা ও তার মিত্রদের নিরাপত্তার প্রতি কোনো হুমকি হয়ে উঠতে না পারে।
ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান আমেরিকা ও তার মিত্রদের নিরাপত্তার প্রতি কোনো হুমকি হয় এমন কোনো ব্যক্তিকে আফগানিস্তানের ভিসা, পাসপোর্ট, ভ্রমণের অনুমতি কিংবা বৈধ কাগজপত্র প্রদান করবে না।

৩য় ভাগ:

চুক্তির এই অংশে বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তিটি জাতিসংঘে স্বীকৃতি ও সত্ত্বায়নের জন্য অনুরোধ করবে।
এছাড়া আরো বলা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তালিবানদের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক প্রত্যাশা

করবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রত্যাশাও করে যে, আন্তঃআফগান আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে মীমাংসা পরবর্তী গঠিত আফগান ইসলামি সরকারের সাথে আমেরিকার ইতিবাচক সম্পর্ক থাকবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তঃআফগান আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে মীমাংসা পরবর্তী গঠিত আফগান ইসলামি সরকারের সাথে ইতিবাচক অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করবে এবং যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

চুক্তির পর্যালোচনা:

তালিবান কী পেলো, কী ছাড়লো ?

তালিবানদের সর্বপ্রথম দাবি হচ্ছে, আমেরিকার সকল সৈন্য আফগানিস্তান থেকে চলে যেতে হবে। চুক্তি ঠিক থাকলে ১৪ মাসের মধ্যে এটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে আশা করা যায়। ফলে তালিবানের এই দাবি পূরণ হতে চলেছে।
অতঃপর তালিবানদের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, আফগানিস্তান হবে একটি পরিপূর্ণ ইসলামি রাষ্ট্র, যেখানে ইসলামের সকল বিধান পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হবে। চুক্তিনামার ৩য় ভাগে আমেরিকা ভবিষ্যৎ আফগানিস্তানকে একটি ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিয়েছে। ফলে তালিবানদের এই আকাঙ্ক্ষাও বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে।
চুক্তির একটা বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি। চুক্তিতে আন্তঃআফগান আলাপ-আলোচনার কোথাও আফগান দালাল সরকারের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কেননা তালিবানরা দালাল সরকারকে কোনো পক্ষ মনে করে না। পক্ষ মনে করে আমেরিকাকে, যা তালিবানরা বহুবার তাদের বার্তায় উল্লেখ করেছেন। ফলে আন্তঃআফগান সংলাপ বলতে আফগানিস্তানের বিভিন্ন ব্যক্তি ও রাজনৈতিক পক্ষকে বুঝানো হয়েছে। তবে এর মধ্যে দালাল সরকারও এই সংলাপে থাকবে।
তালিবান যে জায়গাটিতে ছাড় দিয়েছে তা হচ্ছে, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আল কায়েদা ও অন্যান্য মুজাহিদ দলকে আফগান ভূমি থেকে আমেরিকা ও আমেরিকার মিত্রদের উপর হামলা করার সুযোগ দিবে না। অথচ আল কায়েদা তালিবানের আমিরের হাতে বাই'আতপ্রাপ্ত একটি গ্লোবাল জিহাদি সংগঠন। তাহলে বিষয়টি কী দাঁড়ালো ? এবিষয়ে আলোচনা পরে আসছে ইনশাআল্লাহ্।

তালিবান আমেরিকার সাথে কেনো এই চুক্তি করতে গেলো ?

এই প্রশ্ন অনেকেরই ! আমেরিকা যখন আফগানিস্তানে করুণ অবস্থায় আছে এবং আফগানিস্তান ছাড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে, এমন মুহূর্তে তালিবানরা কেনো চুক্তি করতে গেলো ?

তালিবানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমেরিকাকে আফগানিস্তান থেকে বের করে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, আর এই চুক্তির মাধ্যমে যেহেতু তাদের সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে, তাই ইসলামি ইসলামি ইমারত ইসলামি শরিয়তের বিধানের আলোকেই এই চুক্তিটি সম্পাদন করেছেন।

চুক্তি না করলে যা হতে পারতো

আমেরিকার বিগত কয়েক বছরের পরিকল্পনার আলোকে বুঝা যায়, আমেরিকা আফগানিস্তানে সরাসরি যুদ্ধ করার খায়েশ পরিত্যাগ করেছে। তারা এখন দালাল বাহিনীর মাধ্যমে যুদ্ধ করাচ্ছে। এই চুক্তি সম্পাদন না হলে আমেরিকা হয়তো এভাবে আফগানিস্তান ত্যাগ করতো না। তার দালাল বাহিনীকে সামরিক প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা এবং বিমান হামলার মাধ্যমে এই যুদ্ধকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতো। ইতোমধ্যে সে তার সৈন্যদের জীবন রক্ষার্থে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নও করে যাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেভাবে অস্ত্র-অর্থ সহযোগিতার মাধ্যমে দালাল বাহিনী তৈরি করে মুসলিমদেরকে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থেকে বিরত রেখেছে, একইভাবে আফগানিস্তানেও সেই পরিকল্পনাকে আরো দীর্ঘায়িত করতো। এমনকি আমেরিকা আফগানিস্তানে ড্রোন হামলা তীব্রতর করে মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে রাখতো, ফলে আফগানরা কখনোই শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারতো না।
যদি এ চুক্তির মাধ্যমে পুরো আফগানিস্তান ইসলামের বিধানের আলোকে পরিচালিত হয় এবং আমেরিকা সবধরণের হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকে, তাহলে এতে আফগানিস্তানের মুসলিমদের জন্য অধিক কল্যাণ রয়েছে বলে আশা করা যায়।

আমেরিকা কী পেলো, কী ছাড়লো ?

আমেরিকার পাওনা যদি বলা হয়, তাহলে উল্লেখ করার মতো তেমন কিছু নেই। কেননা আমেরিকা আফগানিস্তানে এসেছিল তালিবানকে নির্মূল করে তার বহু আকাঙ্খিত গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে। আমেরিকা তার এই দুই প্রধান উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আর তালিবানের সাথে তার এই চুক্তি এবং ইসলামি সরকার ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে আমেরিকার আফগান আক্রমণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ উল্টে গেছে।
আমেরিকা কেনো এতো বড় ছাড় দিতে গেলো ? এর কারণ হচ্ছে, আমেরিকা আফগানিস্তানে দীর্ঘ ১৮ বছরের অধিক সময়ের যুদ্ধে অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তা থেকে বের হওয়ার জন্য আমেরিকার সামনে দু'টি পথ খোলা ছিল। একটি হচ্ছে, রাতের আঁধারে আফগানিস্তান থেকে পলায়ন করা। আরেকটি হচ্ছে, তালিবানদের দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে নামকাওয়াস্তে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে পাততাড়ি গুটানো।

আমেরিকা চিন্তা করে দেখলো, তালিবানের মৌলিক প্রায় সব দাবি মেনে নিয়ে একটা চুক্তির মাধ্যমে চলে যাওয়াই মুখ রক্ষার জন্য অধিকতর সহায়ক। ফলে তারা এই পথই বেছে নিয়েছে। আমেরিকা যদি তার প্রাপ্তির তালিকায় একটি বিষয় দেখাতে চায়, তবে তা দেখাতে পারে। আর সেটি হচ্ছে, আল কায়েদা ও অন্যান্য জিহাদি সংগঠনকে আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা ও তার মিত্রদের উপর হামলা করার সুযোগ না দেওয়ার বিষয়টি চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে। আমেরিকা মুখ রক্ষার জন্য এটি বলতে পারে যে, আফগানিস্তানে তাদের আগ্রাসনের উদ্দেশ্য ছিল আল কায়েদা ও অন্যান্য জিহাদি দলকে আমেরিকার বিরুদ্ধে হামলা করা বন্ধ করা। এখন চুক্তির মাধ্যমে এটি তারা করতেও পেরেছে !
কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বিগত ১৮ বছরে তালিবানদের সহায়তায় আল কায়েদা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি দেশে আল কায়েদা সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে মালি, মৌরতানিয়া, সোমালিয়া, ইয়েমেন, সিরিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রে আল কায়েদা প্রকাশ্যে অবস্থান করছে এবং অনেক দেশে বিস্তীর্ণ ভূমি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় কাঠামো নিয়ে ইসলামি শরি'আহ অনুযায়ী ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। ফলে আমেরিকা এখন ২০০১ সালের চেয়ে অনেক বেশি অনিরাপদ হয়ে পড়েছে এবং ২০০১ সালের তুলনায় আমেরিকার শত্রু আল কায়েদা এখন বহু বিস্তৃত ও বহুগুণ শক্তিশালী হয়েছে। আল কায়েদার আরব উপদ্বীপ শাখার নির্দেশনায় গত ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে আমেরিকার ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের পেনসাকোলাতে আমেরিকান নৌঘাঁটিতে হামলায় অনেক মার্কিন সৈন্যকে হতাহত করার ঘটনা প্রমাণ করে, আফগানিস্তান ছাড়াও পৃথিবীর বহু দেশ থেকে আল কায়েদার মুজাহিদগণ আমেরিকার হৃদপিণ্ডে হামলার মতো সফল অভিযান পরিচালনা করতে সক্ষম।

তালিবান, আল কায়েদা ও অন্যান্য জিহাদি সংগঠনের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে:

আমরা জানি যে, আল কায়েদা আফগান তালিবানের কাছে বাই'আতবদ্ধ একটি আন্তর্জাতিক জিহাদি জামা'আত। আল কায়েদার জন্ম থেকে শুরু করে টুইনটাওয়ার হামলা এবং এখন পর্যন্ত আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদে আল কায়েদার জন্য তালিবানরা একধরণের ছায়া হিসেবে কাজ করেছেন। এই চুক্তির আলোকে যেহেতু তালিবানরা এখন আর তাদের ভূমিকে আমেরিকা ও তার মিত্রদের কারো বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দিবে না, তাহলে সেসব জিহাদি জামা'আতের অপারেশনের কী হবে ?

এই চুক্তির কোথাও বলা হয়নি যে, তালিবানরা আল কায়েদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। একথাও বলা হয়নি যে, তালিবানরা পৃথিবীর আর কোথাও জিহাদ করবে না বা মুজাহিদদের সহায়তা

করবে না। বরং এটি শুধু আফগানিস্তানের জন্য বলা হয়েছে। আফগানিস্তানের ভূমি যেমন আমেরিকার বিরুদ্ধে হামলায় ব্যবহৃত হবে না, তেমনি আমেরিকাও আফগানিস্তানে কোনো ধরণের হস্তক্ষেপ করবে না। আল কায়েদা ছাড়াও আফগানিস্তানে পূর্ব তুর্কিস্তানের (চীনের দখলকৃত জিনজিয়াং) আল হিজবুল ইসলামি আত-তুর্কিস্তানি এবং পাকিস্তানের জিহাদী জামাআত তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) অবস্থান করে তালিবানের অধীনেই জিহাদের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। তালিবানরা কারো সাথেই সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেননি। তালিবানদের ব্যাপারে আমাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, তারা দুনিয়ার জিহাদি জামা'আতগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না বরং চুক্তি রক্ষা করেই বিভিন্নভাবে সহায়তা করে যাবে ইনশাআল্লাহ্।

ইতোমধ্যে অন্যান্য জামা'আতের যেসব মুজাহিদিন আফগানিস্তানে আছেন, তাদেরকে তালিবানরা নিশ্চয়ই ইমারতে ইসলামি আফগানিস্তানের মুজাহিদদের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেই এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। যেহেতু তারা ইমারতে ইসলামি আফগানিস্তানের অধীনেই জিহাদ করছেন।

এখানে একটি বাস্তবতা স্মরণ করিয়ে দেই, বিগত কয়েক বছর ধরে বিশেষ করে আমেরিকার সাথে আলোচনা শুরুর পর থেকে আমেরিকা ও পশ্চিমারা যখনই আফগানিস্তানে আল কায়েদা ও তুর্কিস্তানের মুজাহিদদের অবস্থান এবং তালিবানদের পক্ষ থেকে তাদেরকে সহায়তার অভিযোগ করেছে , তখনই তালিবানরা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন, আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামি আফগানিস্তানের সৈন্য ব্যতীত অন্য কেউ নেই। অথচ ২০১৮ সালেও আল হিজবুল ইসলামি আত-তুর্কিস্তানি নিজেদের ব্যানারে অফিসিয়াল মিডিয়ার মাধ্যমে আফগানিস্তানে জিহাদের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিল। তার মানে কী দাঁড়ালো ! আফগানিস্তানে থাকা আল কায়েদা ও তুর্কিস্তানের মুজাহিদদেরকে তালিবানরা ইমারতে ইসলামি আফগানিস্তানের অংশ মনে করে।

চুক্তির ফলাফল, তাৎপর্য ও ভবিষ্যৎ:

আমেরিকা তালিবানকে ধ্বংস ও গণতন্ত্র কায়েম করার যে ঔদ্ধ্যত্বপূর্ণ মনোবাসনা নিয়ে আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালিয়েছিল, এখন সেই চরমশত্রু তালিবানকে রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান এবং সকল সৈন্য প্রত্যাহার করার ঘোষণা দিয়ে আমেরিকা তার অপূরণীয় মনোবাঞ্ছা ত্যাগ করেছে । দীর্ঘ ১৮ বছরেরও অধিক সময়ের যুদ্ধে আমেরিকার হাজার হাজার সৈন্য হতাহতের মাধ্যমে আমেরিকার সেনাবাহিনির মধ্যে এক চরম যুদ্ধভীতির সঞ্চার হয়েছে। অপরদিকে বিগত ১৮ বছরে শুধুমাত্র আফগানিস্তানে আমেরিকার সামরিক ব্যয় হয়েছে কমপক্ষে *৯৭৫ বিলিয়ন

মার্কিন ডলার, যা তাদের অর্থনীতিকে খাদের কিনারে দাঁড় করিয়েছে। * (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন ইউনিভার্সিটির ওয়াটসন ইনসটিটিউট পরিচালিত গবেষণা অনুযায়ী) এই বিপুল সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আমেরিকা আফগানিস্তান থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছে, যা পরাশক্তি আমেরিকার জন্য এক চরম শিক্ষা। আফগানের এই শিক্ষা ভবিষ্যতে যেকোনো মুসলিম দেশে আগ্রাসন চালানোর পূর্বে আমেরিকা হাজার বার তার পরিণতি চিন্তা করতে বাধ্য হবে।

চুক্তির পূর্ণ ফলাফল দেখার জন্য আমাদেরকে আরো কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে। যেহেতু তালিবানরা ইসলামি শাসনব্যবস্থা ব্যতীত গণতন্ত্র কিংবা অন্যকিছুকে মেনে নিবে না, ফলে কাবুলের দখলে থাকা দালাল সরকারের সাথে তালিবানদের ফায়সালার বিষয়টির উপর হয়তো এই চুক্তিটি অনেকাংশে নির্ভর করছে। যদি দালাল সরকার ইসলামি শাসনব্যবস্থা মেনে নিয়ে সরে না দাঁড়ায়, তাহলে তালিবানদের সামনে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোনো পথ থাকবে না এই আগাছাকে সরানোর জন্য। সেক্ষেত্রে আমেরিকা তার গোলামদেরকে রক্ষার ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ নেয় তার উপর এই চুক্তিটির কার্যকারিতা নির্ভর করছে। যদি চুক্তির আলোকে সেসময় আমেরিকা দর্শকের ভূমিকা পালন করে তাহলে হয়তো চুক্তি বহাল থাকবে আছে, কিন্তু যদি হস্তক্ষেপ করে বা দালালদেরকে সহায়তা করে তাহলে চুক্তিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

এই চুক্তিটির দিকে গভীর দৃষ্টি দিলে উপলব্ধি করা যায় যে, মূলত: এই চুক্তির মাধ্যমে আমেরিকা আফগানিস্তানের দায়িত্বভার তালিবানদের আয়ত্ত্বে দিয়ে দিয়েছে। কারণ, ভিসা, পাসপোর্ট থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ের দায়িত্বও তালিবানদের হাতে ধরে নিয়ে চুক্তির বিভিন্ন ধারা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এসবের মাধ্যমে আমেরিকা তালিবানদেরকে প্রকারান্তরে আফগানিস্তান পরিচালনার অধিকারী হিসেবে একদম লিখিতভাবেই মেনে নিয়েছে।

চুক্তিটির আরেকটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস করি। আর তা হচ্ছে, এই চুক্তিটি বাস্তবায়ন হওয়ার মাধ্যমে পুরো আফগানিস্তানে ইসলামি শরি'আহ ভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে এবং তা স্বাভাবিকভাবে টিকে থাকলে মুসলিম বিশ্বে এর বিরাট প্রভাব পড়বে। এ ব্যাপারে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদ নিয়ে শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহি. এর একটি ঐতিহাসিক উক্তি উল্লেখ করতে চাই। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদে আফগানদের কিছু প্রশ্নবিদ্ধ কার্যক্রম উল্লেখ করে সেই জিহাদকে ছোট করার চেষ্টা করলে শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহি. উক্ত ব্যক্তিদেরকে অদূরদর্শী আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, আফগান জিহাদের প্রভাব পুরো দুনিয়াজুড়ে পড়বে এবং এই জিহাদের মাধ্যমে আবার সারা দুনিয়াতে জিহাদ ছড়িয়ে পড়বে ইনশাআল্লাহ্।

(শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহি. এর তাফসিরে সূরাহ তাওবার ১ম খণ্ডে ৭৩ ও ৭৪ পৃষ্ঠায় এই অসাধারণ কথাগুলো আরো বিস্তৃতভাবে রয়েছে।)
শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহি. এর সেই কথাগুলো পরবর্তীতে সত্যে পরিণত হয়েছিল। রাশিয়া বিরোধী আফগান জিহাদের প্রভাবে আজকের এই গ্লোবাল জিহাদ সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে আলহামদুলিল্লাহ্।
ঠিক তেমনিভাবে আফগানিস্তানে একটি স্থিতিশীল ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে এর ইতিবাচক প্রভাব পুরো মুসলিম বিশ্বে পড়বে ইনশাআল্লাহ্। মুসলিমরা তখন খুব সহজেই সত্যিকারের ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্র সম্পর্কে জানতে পারবে এবং ত্বগুতি রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বের হয়ে ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে তালিবানদের অনুসরণে ইসলামের বিধান জিহাদের পথ অবলম্বন করার অনুপ্রেরণা পাবে বলে আশা করি।
আল্লাহ তা'আলা এই চুক্তিকে ইসলাম এবং আফগানিস্তান ও সারা দুনিয়ার মুসলিমদের বিজয়ের পথে একটি মাইলফলক বানিয়ে দিন এবং ইসলামের দুশমনদের সকল চক্রান্ত মোকাবেলা করে আমাদেরকেও আল্লাহর শরি'আহ বাস্তবায়নের তাউফিক্ব দান করুন।

লেখক: উস্তায আবু হামজা হাফিজাহুল্লাহ, *ইসলামী চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক গবেষক।*

বাংলাদেশিরা ইসলামে বিশ্বাসী, গরুর গোস্ত খায়, তাই তারা আমাদের শত্রু!

প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বলে বাংলাদেশ সরকার দাবি করলেও সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষা বাহিনী (বিএসএফ) অব্যাহতভাবে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা করে চলেছে।

ভারতের এই ভয়ংকর মানবাধিকার লঙ্ঘন, হত্যাকাণ্ড বন্ধের জন্য সংগ্রাম ও ভবিষ্যতের ব্যাপারে শঙ্কা নিয়ে *সাউথ এশিয়ান মনিটর*-এর সঙ্গে কথা বলেছেন ভারতীয় মানবাধিকার কর্মী ও মানবাধিকার সংগঠন মাসুম (মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ)-এর জাতীয় কনভেনার কিরীটী রায়।

তিনি বলেন, সীমান্তে বাংলাদেশীদের হত্যার ব্যাপারে ভারত সরকারের মনোভাব নিয়ে তাদের মধ্যে কোন প্রীতি নেই।

রায় বলেন, সরকার মনে করে বাংলাদেশীরা হলো মুসলমান, তারা লুঙ্গি পরে, ইসলামে বিশ্বাসী, গরুর গোস্ত খায়, তাই তারা আমাদের শত্রু।

এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্লজ্জ উক্তিগুলোর প্রতি ইংগিত করেন রায়। অমিত শাহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে মোদি সরকারের কঠোর মনোভাবের কথা বলেন, তাদেরকে বাংলাদেশী অভিবাসী হিসেবে অভিহিত করেন। শাহ এদেরকে প্রায়ই 'উইপোকা' হিসেবে উল্লেখ করেন।

সীমান্ত হত্যার ঘোর বিরোধী কিরীটী রায় বলেন যে, সবদিক দিয়েই হত্যাকাণ্ড বেড়ে গেছে। ২০১০ সালে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ও মাসুম যৌথভাবে ২০০১ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে সীমান্ত হত্যা নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এতে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট মেয়াদে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে ১,০০০ মানুষ নিহত হয়েছে।

মোদি সরকারের আমলে এই হত্যাকাণ্ড বাড়লেও প্রকৃত সংখ্যা জানা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে বলে রায় উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, আগে হত্যাকাণ্ড ঘটলে, লাশ পাওয়া যেতো। এখন লাশ পাওয়া যায় না। তারা [বিএসএফ] লাশগুলো পদ্মা, ইছামতি বা অন্যকোন নদীতে ফেলে দেয়। অথবা পুঁতে ফেলে। কোন প্রমাণ রাখে না। শুধু মুর্শিদাবাদে এ ধরনের ৩১২টি ঘটনার কথা জেনেছি।

তার ও তার সংগঠনের তৎপরতা সম্পর্কে এই মানবাধিকার কর্মী বলেন: আমরা উত্তর ২৪ পরগনা ও কুচবিহার জেলা থেকে ঘটনাগুলো সংগ্রহ করেছি। প্রত্যেকবার আমরা বিএসএফ, রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়েছি কি ঘটেছে, কিন্তু কোন টনক নড়েনি। এ পর্যন্ত কেউ কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি।

রায় জোর দিয়ে বলেন, আজ পর্যন্ত আমরা নিম্ন আদালত থেকে কোন ন্যায্য রায় পাইনি। আদালত হলো প্রশাসন ও পুলিশের নিয়ন্ত্রণে। এগুলো স্বাধীন নয়।

উচ্চ আদালতের কি অবস্থা?

তিনি বলেন, পুলিশ ও প্রশাসন হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টকে প্রভাবিত করতে পারে না। কিন্তু এগুলোর ব্যাপারেও তিনি আশাবাদী নন। কারণ হিসেবে তিনি অযোধ্যা রায়ের কথা বলেন।

ফেলানী মামলা প্রসঙ্গ তোলেন কিরীটী রায়। বিএসএফ ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি এই বাংলাদেশী কিশোরীকে গুলি করে হত্যা করে।

রায় মনে করার চেষ্টা করেন: পরদিনই তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু তাকে হত্যা করা হয়। হত্যার বিচারে বিএসএফ কিছুই করেনি। তাদেরই লোকজন দিয়ে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ফলে ফলাফল শূন্য।

তিনি বলেন, দু:খজনক হলো বাংলাদেশ বা ভারত কোন সরকারের মধ্যেই সীমান্তের দু'পাশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটছে না। বাংলাদেশের জনগণ চায় বিএসএফের এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হোক। কিন্তু এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে শক্ত কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

https://youtu.be/2Dl0Z980-Iw

বাংলাদেশ | গত এক মাসে ত্বাগুত সরকারের অব্যবস্থাপনায় সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহত হয়েছেন ১,৮০৩ জন!

চলতি বছরের গত ফেব্রুয়ারি মাসে ত্বাগুত সরকারের অব্যবস্থাপনার ফলে ৫০৪টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে, এতে প্রাণ হারিয়েছেন ৫৩৪ জন নিরাপরাধ বাংলার সাধারণ জনগণ। এছাড়াও এসকল দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ১ হাজার ২৬৯ জন।

অন্যদিকে রেলপথে ৫৬টি দুর্ঘটনায় ৪৮ জন নিহত ও ১৩ জন আহত হন।এবং নৌ-পথে নয়টি দুর্ঘটনায় ৪০ জন নিহত, ৫৬ জন আহত ও ৬৪ জন নিখোজ হয়েছেন।

গত সোমবার বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি থেকে প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সংগঠনটির দুর্ঘটনা মনিটরিং সেলের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মোট দুর্ঘটনার ১৫ দশমিক ৭৫ শতাংশ বাস, ২৭ দশমিক ৯৩ শতাংশ ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান, ৪ দশমিক ৩০ শতাংশ কার-জিপ-মাইক্রোবাস, ৮ দশমিক ১৭ শতাংশ সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ২০ দশমিক ৯৫ শতাংশ মোটরসাইকেল, ১০ দশমিক ৫৪ শতাংশ ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক, ১২ দশমিক ৩৩ শতাংশ নছিমন-করিমন-মাহিন্দ্রা-ট্রাক্টর ও লেগুনা সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে।

এত প্রচুরপরিমাণ দুর্ঘটনায় শত শত নিরাপরাধ সাধারণ জনগণ নিহত হওয়ার পরেও এই ত্বাগুত সরকার কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অথচ মুজিব বর্ষের নামে নতুন এক পুঁজার

আয়োজন করতে এসকল সাধারণ জনগণেরই কষ্টে অর্জিত কোটি কোটি টাকা অপচয় করছে এই ত্বাগত সরকার।

চট্টগ্রামে অস্তিত্বহীন স্কুলের প্রাচীর নির্মাণের জন্য অর্থ উত্তোলন

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ৩ নাম্বার মির্জাপুর ইউনিয়নে প্রায় দুই বছর আগে অস্তিত্বহীন একটি বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল চার লাখ টাকা।

এর মধ্যে উক্ত প্যাকেজের সঙ্গে আরও নয়টি প্রকল্পের কাজের চূড়ান্ত বিল দাখিল করে ২০১৭ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝিতে উত্তোলনও করা হয়েছে।

তবে যে বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের কাজ করা হয়েছে ওই নামে কোনো বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব নেই। খবর-যুগান্তর

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুহুল আমিন বলেন, আমার কার্যালয়ে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মালিক তার জামানত উত্তোলনের জন্য দাখিল করেন। উক্ত আবেদনটি পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখি বিগত ইউএনও থাকা অবস্থায় উক্ত কাজটি হয়ে গেছে। কিন্তু সরেজমিন পরিদর্শন করতে গিয়ে মির্জাপুর মডেল স্কুলের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজের সত্যতা পাওয়া যায়নি।

তিনি আরও বলেন, এমনকি ওই নামে মির্জাপুর এলাকায় কোনো বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব খোঁজে পাওয়া যায়নি।

শাম | কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর উপর আল-কায়েদার হামলা, হতাহত ২০ এরও অধিক!

শাম তথা সিরিয়া ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন গত ২ মার্চ বিকাল বেলায় ইদলিব সিটির "কাফর-নাবুল" শহরে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে "অপারেশণ ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর মুজাহিদদের নিয়ে তীব্র অভিযান চালিয়েছেন।

এতে কমপক্ষে ২০ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়। এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে ১টি ট্যাঙ্কসহ অনেক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

মুজাহিদগণ এলাকাটা পুণরূদ্ধার করতে গতকাল দুপুরে এলাকাটির সীমান্তে পৌঁছেন, বর্তমানে এলাকাটির ভিতরেই লড়াই চলছে।

দিল্লিতে গেরুয়া সন্ত্রাসীদের হামলায় ৪৭ নিহত, পুড়েছে ১২২ বাড়ি, ৩২২ দোকান

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে এখন পর্যন্ত মালাউন সন্ত্রাসীদের দেওয়া আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ১২২টি বাড়ি, ৩২২টি দোকান এবং ৩০১টি গাড়ি। উত্তর পূর্ব দিল্লির জেলা প্রশাসনের তৈরি করা অর্ন্তবর্তী রিপোর্টে এমন ক্ষয়ক্ষতির চিত্র উঠে এসেছে। চূড়ান্ত রিপোর্টে এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলেও জানানো হয়েছে। তবে প্রকৃত সংখ্যা আরো অনেক বেশি হবে।

গতকাল সোমবার প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা জানান, সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটদের অধীনে তৈরি ১৮টি দলের পেশ করা তথ্যের ভিত্তিতেই এই অর্ন্তবর্তী রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে।

উত্তর পূর্ব দিল্লির সহিংসতা বিধ্বস্ত এলাকাগুলোতে 'ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে' এই সমীক্ষা চালিয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই সহিংসতার বলি হয়েছেন ৪৭ জন। আহত হয়েছেন ৩৫০ জনের বেশি।

বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে বিক্ষোভ বন্ধে ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতা কপিল মিশ্রার আল্টিমেটামের কয়েক ঘণ্টা পর গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাজধানী দিল্লিতে মুসলিম গণহত্যা ছড়িয়ে পড়ে।

সিএএ-বিরোধী মুসলিমদের ওপর সশস্ত্র হামলা শুরু করে আইনটির সমর্থক গেরুয়া সন্ত্রাসীরা। কয়েক দশকের মধ্যে দিল্লির নজিরবিহীন এই হামলায় কমপক্ষে ৪৭ জন নিহত হন। আহত হয়েছেন সাড়ে তিন শতাধিক। আহতদের মধ্যে প্রায় ৭০ জন গুলিবিদ্ধ।

মোদি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী: আল্লামা বাবুনগরী

আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী বলেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী। মুজিববর্ষে তাকে বাংলাদেশে আসতে দেয়া যায় না।'

গত শনিবার সকালে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রেরিত এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, 'মুসলমানদের রক্তে হাত রঞ্জিত ব্যক্তিকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানালে এর প্রতিবাদে দেশজুড়ে বিক্ষোভ করবে মুসলিম জনতা। ৯০ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের জনগণ রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে মোদিকে দেখতে চায় না। আশা করি এ ব্যাপারে সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হবে।'

তিনি বলেন, ‘সম্প্রতি ভারতে মুসলিমবিদ্বেষী নাগরিকত্ব আইন সিএএ-এর প্রতিবাদ করায় দেশটির রাজধানী দিল্লিতে মুসলমানদেরকে শহীদ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার ঘর মসজিদকে ভেঙে তাতে গেরুয়া পতাকা উড়িয়েছে। এসব ঘটনার নিন্দা ও ধিক্কার জানানোর ভাষা আমাদের নেই। আমরা লক্ষ্য করছি, গুজরাটের কসাইখ্যাত মোদি সরকার আবারো মুসলিম হত্যার হোলি খেলায় মেতে উঠেছে।’ *খবর যুগান্তর*

ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে উগ্রবাদী ও কট্টর ইসলামবিদ্বেষী মন্তব্য করে বিবৃতিতে জুনায়েদ বাবুনগরী আরো বলেন, ‘ভারতের মুসলমানদের ওপর রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্ত্রাস চালাচ্ছে বিজেপি সরকার। গো-হত্যার মিথ্যা অভিযোগ তুলে বিভিন্ন সময়ে মুসলমানদের ওপর যেসব নির্যাতন চালানো হচ্ছে সেখানে তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কাশ্মীরে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম বর্বরতা চালাচ্ছে এই জালেম মোদি সরকার। এবার তারা মুসলমানদেরকে দেশছাড়া করার হীন উদ্দেশ্যে মুসলিমবিরোধী নাগরিকত্ব বিল পাশ করেছে।’

নরেন্দ্র মোদিকে আর্ন্তজাতিক সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, ‘গত কয়েকদিনে দিল্লিতে মুসলিমবিদ্বেষী নাগরিকত্ব আইন সিএএ-এর প্রতিবাদ করায় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা মুসলমানদের ওপর বর্বরোচিত হামলা, নৃশংস হত্যা, মসজিদে ভাঙচুর ও পবিত্র কোরআন শরীফে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। অনতিবিলম্বে এসব বন্ধ না হলে ঐক্যবদ্ধভাবে দূর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।’

কোনো শক্তি মোদিসহ ভারতের অতিথিদের আসা রুখতে পারবে না: নাসিম

আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও কেন্দ্রীয় ১৪ দলের সমন্বয়ক মোহাম্মদ নাসিম বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি, কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তারা অবশ্যই মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানে আসবেন। কোনো শক্তি তাদের আসা রুখতে পারবে না।

গত রোববার বিকালে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিখা চিরন্তনের সামনে আয়োজিত সমাবেশে তিনি একথা বলেন। খবর- যুগান্তর

এদিকে, আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী বলেছেন, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে ভয়াবহ যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। মোদিকে বাংলাদেশে আসতে দিলে ঢাকাসহ সারা দেশের বিমানবন্দর অচল করে দেয়া হবে।

তিনি বলেন, মোদির আগমনের কারণে দেশে অচল অবস্থার সৃষ্টি হলে এর দায়ভার সরকারকেই নিতে হবে। দেশের তৌহিদি জনতা গুজরাটের কসাইখ্যাত দিল্লি গণহত্যার সন্ত্রাসী মোদিকে বাংলাদেশের মাটিতে কোনোক্রমেই সহ্য করবে না ।

এছাড়া, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরকে প্রতিহত করতে অনড় বলে জানিয়েছে সমমনা ইসলামী দলগুলো। গতকাল এক বিবৃতিতে তাকে গুজরাট,কাশ্মির ও দিল্লির গণহত্যার মূল খলনায়ক আখ্যায়িত করে বলা হয়, ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে দিল্লিতে মুসলিম গণহত্য, মুসলমানদের ঘরবাড়ি ও মসজিদে অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে বাংলাদেশের নাগরিকরা দলমত নির্বিশেষে রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের জনগণের আন্দোলনে ভ্রুক্ষেপ না করে মোদির বাংলাদেশ সফর চূড়ান্ত করা বাংলাদেশ সরকারের একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ছাড়া বৈ কিছু নয়। দেশের জনগণ মনে করেছিল, আন্দোলনের কারণে বাংলাদেশ সরকার মোদির সফর বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করবে। কিন্তু গতকাল পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমিনের মোদির ঢাকা সফর চূড়ান্ত মর্মে প্রদত্ত বক্তব্যে আমরা বিস্মিত হয়েছি, জাতি হতবাক হয়েছে। ৯২ ভাগ মুসলমানের দেশে মুসলমানদের হত্যাকারী মোদির পা ফেলা কোনোভাবেই বরদাশত করা হবে না। আমরা আবার ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফর বাতিলের জোর

দাবি জানাচ্ছি। সরকার যদি মোদির ঢাকা সফর বাতিল না করে তাহলে যেকোনো মূল্যে আমরা জনগণকে সাথে নিয়ে মোদির ঢাকা আগমনকে প্রতিহত করব।

ভারতীয় মিডিয়া নিউজ চ্যানেলগুলোই আসল 'টুকরে টুকরে' গ্যাঙ!

দিল্লির সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় ৪০ জনের বেশি নিহত হচ্ছিল, বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হচ্ছিল, তখন ভারতের টিভি নিউজ চ্যানেলগুলো যে বিষ ছড়ানোর ভূমিকা পালন করেছিল, তা বিস্তারিতভাবে আলোচনাযোগ্য।

ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, ভারতে টিভি নিউজ চ্যানেলের সংখ্যা ৪০৩টি। সার্বক্ষণিক চলমান এসব চ্যানেলের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হচ্ছে স্পর্শকাতর 'ব্রেকিং ও এক্সক্লুসিভ নিউজ' দিয়ে তাদের পর্দাকে উত্তেজনাকর রাখা।

বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকারের গণবিরোধী এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রটওয়েলার জাতের কুকুরে পরিণত হওয়া ভারতীয় টিভি নিউজ মিডিয়া সহিংসতায় ইন্ধন দেয়া, মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে তোলা, মুসলিমদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনসাধারণ ও ভারতের অখণ্ডতার প্রতি হুমকি হিসেবে প্রদর্শন করার নতুন ভূমিকায় দায়িত্ব পালনকে নিজের কাঁধে গ্রহণ করে নিয়েছে। এরা মুসলিম ও তাদের সহানুভূতিশীলদেরকে 'টুকরে টুকরে গ্যাঙ' হিসেবে অভিহিত করছে।

'টুকরে টুকরে গ্যাঙ' হলো ক্ষমতাসীন বিজেপি ও তাদের সহানুভূতিশীলদের অতি ব্যবহৃত অবমাননাকর রাজনৈতিক পরিভাষা। তারা তাদের সমালোচকদেরকে ভারতকে খণ্ড বিখণ্ড করার প্রয়াসে লিপ্ত বলে প্রচার করতে চায়।

গত মাসে পুলিশ যখন দিল্লির জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ার লাইব্রেরিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্রদের ওপর লাঠি কিংবা ব্যাটন চার্জ করছিল, তখন পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন না তুলে টিভি নিউজ চ্যানেলগুলো পুলিশের নৃশংসতাকে বৈধ করতে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালায়।

যে সিসিটিভি ফুটেজে লাইব্রেরিতে পুলিশের তাণ্ডব প্রকাশ করে দিচ্ছিল, তাতে দেখা যায় যে এক কোণে একটি ছাত্র তার মুখ রুমালে ঢেকে বসে আছে। ফুটেজে দেখা যায়, পুলিশ কিভাবে ছাত্রদের ওপর ব্যাটন হাতে নির্মমভাবে আক্রমণ করেছিল। ফুটেজটি যখন টিভি নিউজ চ্যানেলগুলোতে পৌঁছাল, তখন তারা পুরো বিষয়টিই উল্টে দেয়ার চেষ্টা করল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির ঘটনার জন্য পুলিশকে দায়ী করার বদলে টিভি সাংবাদিকেরা মুখে ঢেকে রাখা ছাত্রটির দিকে আঙুল তুলল।

জি নিউজের অ্যাঙ্কর সুধীর চৌধুরী বলেন, নিকাব পরে কে লাইব্রেরিতে বসে আছে? পুলিশ খারাপ কী করেছে? ক্যাম্পাসে শিক্ষা নয়, অন্য কিছু আমদানি করা হয়েছে। এখানে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে।

মোদিপন্থী ও মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষমূলক রিপাবলিক টিভি ও টাইমস নাও মিডিয়া হাউসগুলোও একই ধরনের বক্তব্য প্রচার করে।

অবশেষে পুরো কাহিনীর কেন্দ্রে থাকা ছাত্রটিকে শনাক্ত করে জানা যায় যে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করার সময় ক্যাম্পাসে তীব্র টিয়ার গ্যাস ছড়ানো হয়েছিল, তা থেকে রক্ষা পেতে অনেক ছাত্র তাদের মুখ ঢেকেছিল।

এর এক দিন পর আরেকটি টিভি নিউজ চ্যানেল ইন্ডিয়া টুডে লাইব্রেরির ঘটনা নিয়ে ৭১ সেকেন্ডের একটি ভিডিও প্রকাশ করে। তাতে দাবি করা হয় যে তারা পুরো ঘটনার সম্পাদনাহীন ভিডিও দেখাচ্ছে। চ্যানেলটি এমনকি লাইব্রেরির ভেতরে এক ছাত্রের হাতে পাথর পর্যন্ত দেখানো হয়। পরে দেখা যায়, ছাত্রটি তার ওয়ালেট ধরে ছিল এবং ফুটেজটি ছিল দ্বিতীয় ফ্লোরের, অথচ পুলিশের তাণ্ডব ঘটছিল প্রথম ফ্লোরে।

রিপাবলিক টিভির প্রধান অর্নব গোস্বামী একতরফা রিপোর্টিংয়ের জন্য পরিচিত। তিনি শাহিন বাগের বিক্ষোভের বিরুদ্ধে লোকজনকে ক্ষেপিয়ে তুলতে সবকিছুই করেছেন। উল্লেখ্য, গত দুই মাস ধরে শাহিন বাগে শান্তিপূর্ণভাবে সিএএবিরোধী বিক্ষোভ চলছে।

তিনি প্রতিবাদকে চিহ্নিত করেন এভাবে: পুরো শাহিন বাগের ঘটনা আসলে টাকার খেলা। আর তা করা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ভারতকে কলুষিত করার জন্য। শাহিন বাগ হলো ভারতবিরোধী, হিন্দুবিরোধী, টাকা লিপ্সু, সুযোগসন্ধানী ও পুরোপুরি রাজনৈতিক আন্দোলন। শাহিন বাগের সহিংস বিক্ষোভ দিল্লিতে লোকজনকে সন্ত্রস্ত্র করে ফেলছে, আর আমরা পুরোপুরি নীরব থাকব? শাহিন বাগ থেকেই সবচেয়ে সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ বিবৃতি প্রকাশিত হয়।

প্রাইম টাইমে টিভি নিউজ অ্যাঙ্করেরা এমন ভূমিকা পালন করার পর গেরুয়া সন্ত্রাসীরা যা করার কথা, তাই করেছে। ২৭ জানুয়ারি বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর এক নির্বাচনী সমাবেশে সিএএবিরোধী বিক্ষোভের বিরুদ্ধে প্ররোচনা সৃষ্টিকারী স্লোগান দেন ‘গোলি মারো

সা...কো’ (গুলি মারো বিশ্বাসঘাতকদেরকে)। কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রীও একই ধরনের স্লোগান দেন।

পরের দিন, ২৮ জানুয়ারি বিজেপি এমপি পরবেশ ভার্মা বলেন, কাশ্মিরে কাশ্মিরি পণ্ডিতদের প্রতি যা হয়েছে, দিল্লিতে তাই ঘটছে। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, শাহিন বাগের লাখ লাখ সিএএবিরোধী বিক্ষোভকারী বাড়ি বাড়ি ঘুরে নারীদের হত্যা ও ধর্ষণ করতে পারে।

অবশেষে ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারতের রাজধানীতে গেরুয়া সন্ত্রাসীদের মুসলিমদের গণহত্যায় নেমে আসে।এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছে ৪৬ জনের উপরে, আহত হয়েছে ৪০০-এর বেশি। হাজার হাজার লোক চাকরিহীন হয়ে পড়েছে, আশ্রয় পর্যন্ত নেই।

দিল্লি মাইনরিটি কমিশনের প্রধান ড. জাফরুল ইসলাম খান বলেন, অনুরাগ ঠাকুর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও পরবেশ ভার্মা সাম্প্রতিক রাজ্য বিধান সভার নির্বাচনের সময় শান্ত ও শান্তিপূর্ণ দিল্লিতে বিষবাস্প ছড়িয়ে দেন। কপিল মিশ্রের হুমকি ও আলটিমেটাম সহিংসতা ছড়িয়ে দেয়, আর তাতে নিরীহ কয়েক ডজন লোকের প্রাণ যায়, শত শত লোক আহত হয়েছে, নিরীহ লোকদের কোটি কোটি রুপির সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে। আবার এসব অপরাধী অবাধে ঘুরে বেড়ালেও তাঁদের কোন বিচার হচ্ছে না।

আর যখন পরিস্থিতি শান্ত হবে, তখন টিভি নিউজ চ্যানেলগুলো কি অনৈক্যের বীজ বপণ আর বিভেদ রেখা সৃষ্টির পথেই ধরবে? টিভি অ্যাঙ্করদের (যেমনটা করেছেন ইন্ডিয়া টুডের সাংবাদিকেরা) প্রিয় বিষয় যতক্ষণ নির্মম মুসলিমবিরোধী বাগাড়ম্বড়তা থাকবে, তত দিন মুসলিমদের মাথার ওপর খগড় ঝুলতেই থাকবে, এবং তা নানাভাবে দেশের জন্য বিপর্যয়করই প্রমাণিত হবে। একদিন হয়তো দেশের জনগণ ভাবতে বসবে আসল ‘টুকরে টুকরে গ্যাঙ’ কারা?

‘প্রতিবেশী দেশে ঢুকে হামলা চালানোর ক্ষমতা এখন ভারতেরও রয়েছে’ বলে মন্তব্য করল মালাউন অমিত

সামরিক দক্ষতায় ভারত এখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সমান বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সন্ত্রাসী দল বিজেপির সভাপতি অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, ‘প্রতিবেশী দেশে ঢুকে হামলা চালানোর ক্ষমতা এখন ভারতেরও রয়েছে।’

রোববার কলকাতায় এনএসজি ভবনের উদ্বোধনে এসে ভারতের সামরিক শক্তির বিষয়ে জানান এসব কথা বলেন অমিত শাহ। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের।

অমিত শাহ বলেন, 'অতীতে প্রতিবেশী দেশে ঢুকে হামলা চালানোর ক্ষমতা কেবল আমেরিকা, ইসরাইলেরই ছিল। এখন সেই ক্ষমতা আমাদেরও হয়েছে। পাকিস্তানের বালাকোটে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর ভারতের সামরিক খাতে ব্যাপক উন্নয়ন করেছে বিজেপি সরকার। সামরিক শক্তিতে বিশ্বের অন্যতম দুই শক্তিধর দেশের সঙ্গে এবার থেকে ভারতের নাম উচ্চারিত হবে।'

রোববার সকাল ১১ টায় কলকাতার রাজারহাটে এনএসজির স্পেশাল কম্পোজিট গ্রুপ কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেন অমিত শাহ।

এই সরকারের সময়কালে এনএসজির পক্ষ থেকেই সব আবেদন পূরণ করা হবে বলে ঘোষণা দেন তিনি।

তিনি বলেন, 'এনএসজিকে একটা সম্পূর্ণ কমান্ডো ফোর্সে রূপান্তরিত করা হবে। বিশ্বের অন্যান্য যে কোনো ফোর্সের থেকে দু কদম এগিয়ে থাকবে এই এনএসজি। তাদের শক্তিশালী করতে মোদি সরকার বেশ তৎপর।

এদিকে কলকাতায় অমিত শাহের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিমানবন্দরে বিক্ষোভ শুরু করে সিএএ-বিরোধীরা। 'গো ব্যাক' স্লোগান তুলে কালো পতাকা দেখানো হয় তাকে। যাদবপুরসহ পুরো পথজুড়েই অমিত শাহ বিরোধী স্লোগান দিতে দেখা গেছে সিএএ-বিরোধীদের। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে এদিন।

দিল্লিতে উদ্ধার করা হল আরো ৪ জনের মরদেহ!

দিল্লিতে সহিংসতার ঘটনায় আরো চার জনের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। উত্তর-পূর্ব দিল্লির গোকুলপুরীর দু'টি নালা থেকে তিনটি দেহ ও শিব বিহারের এক নালা থেকে একটি দেহ উদ্ধার হয়েছে। তাতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬।

যেখানে-সেখানে পড়ে আছে আগুনে পোড়া যানবাহন, জনশুন্য সড়কের দু-পাশে দগ্ধ বাড়িঘর-দোকান। দিল্লির উত্তর-পূর্ব এলাকার শিব বিহার এখন ভুতুড়ে এলাকা। প্রাণ বাঁচাতে যে যেভাবে পেরেছে পালিয়েছে। আশ্রয় নিয়েছে অন্য এলাকায়। কিন্তু এখনও সেই ভয়াবহতার কথা ভুলতে পারছেন না তারা।

সহিংসতার বর্ণনা দিতে গিয়ে পালিয়ে আসা আরেকজন বলেন, ‘রড, তলোয়ার, লাঠিসোটা নিয়ে হামলা করেছে ওরা। আগুন থেকে কোনমতে বেঁচে গিয়েছিল আমার ভাই। তবে পরে ধরা পড়ে যায়। তাকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।’

চার দিন ধরে চলা এই সংঘাতে দিল্লি পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়ে ফোন আসে ১৩ হাজার ২০০টি। আসছিল কোথাও গুলি, কোথাও গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার খবর। তারপরও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ।

সহিংসতা বন্ধ হলেও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি ও পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় আস্থা রাখতে পারছে না দিল্লিবাসী। নতুন ভয় জেঁকে বসেছে তাদের মনে। চারিদিকে গুজব ভাসছে। সবার মধ্যে এখনও ভীতি কাজ করছে। ভয়ের পাশাপাশি প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে অনেকের মধ্যেই রয়েছে চরম ক্ষোভ। ৩৬ ঘণ্টা ধরে সহিংসতা চলতে দেয়ার তাদের এই ক্ষোভ।

০২রা মার্চ, ২০২০

শাম | কুফ্ফার বাহিনী হতে মুজাহিদদের পুনরুদ্ধারকৃত নতুন এলাকার ম্যাপ!

আলহামদুলিল্লাহ, আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন (অপারেশণ ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন), তাহরিরুশ শাম, আনসারুত তাওহীদ ও তুরকিস্তান ইসলামিক পার্টির মুজাহিদগণ সম্মিলিত অভিযান চালিয়ে দখলদার "রাশিয়া-ইরান" ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনি হতে বিস্তির্ণ এলাকা পুণরূদ্ধার করেছেন।

বর্তমানে লড়াই তীব্র থেকে আরো তীব্রতর হচ্ছে, এদিকে কুফ্ফার রাশিয়া ঘোষণা করছে যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাকে তাদেন কুফ্ফার সৈন্যরা।
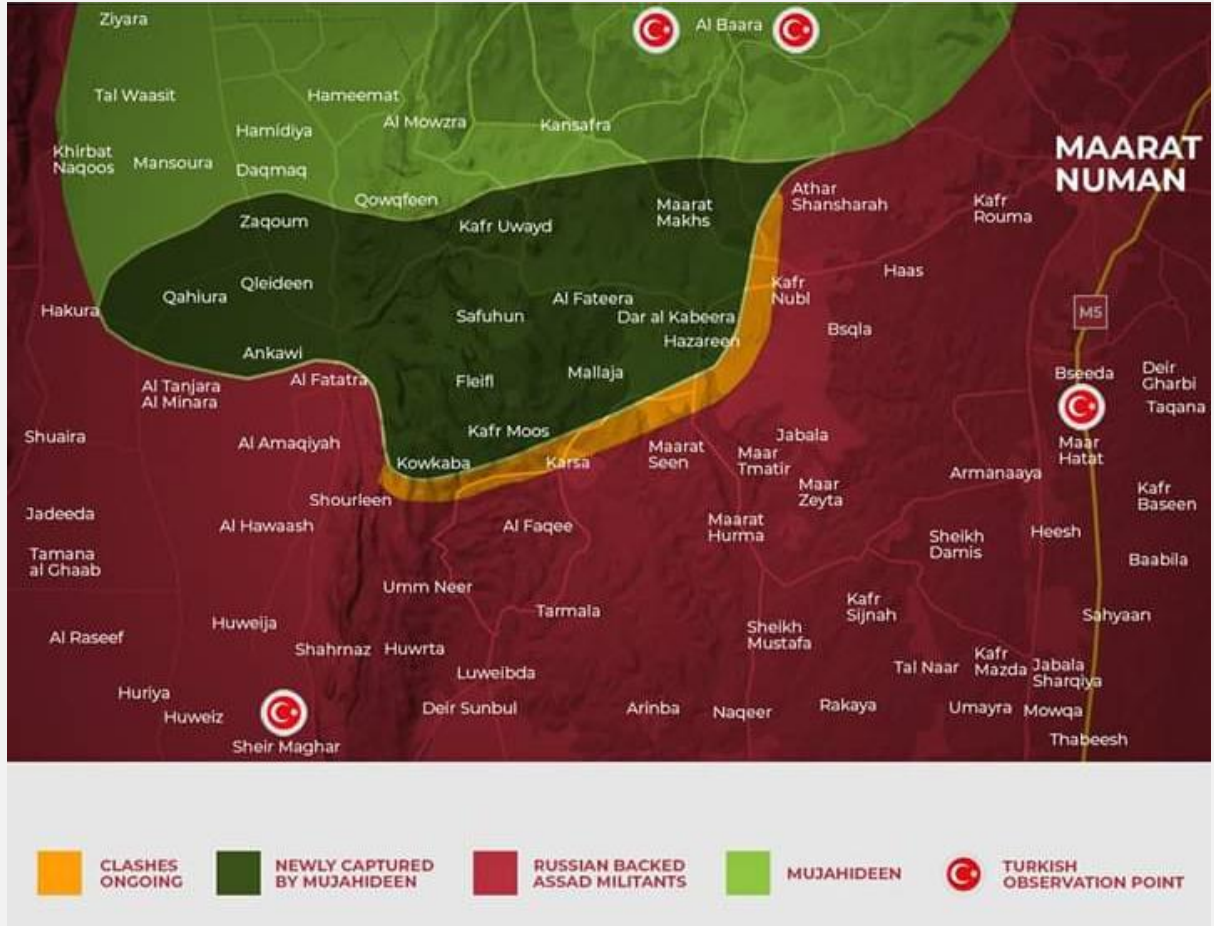
মৃতের সংখ্যা ৩ হাজার ছাড়াল

বর্তমান বিশ্বের এক আতঙ্কের নাম করোনাভাইরাস। চীনে এই ভাইরাসের উৎপত্তি হলেও ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের অর্ধশতাধিক দেশে। অ্যান্টার্কটিকা বাদে সব মহাদেশে ছড়িয়ে পড়া এ ভাইরাসে বিশ্বব্যাপী মৃতের সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে ২ হাজার ৯১২ জনই চীনা নাগরিক।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে আক্রান্ত আরও ৬২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে শুধু চীনেই ৪২ জন।

অপরদিকে, চীনে সুস্থ হওয়ার হার বাড়লেও বিশ্বজুড়ে কমছে না প্রকোপ। বিশেষ করে দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি ও ইরানে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। খবরঃ আমাদের সময়

মহামারি আকার ধারণ করা করোনাভাইরাসে চীনের বাইরে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ঘটেছে ইরানে। দেশটিতে সোমবার সকাল পর্যন্ত আরও নয়জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশটিতে এই

ভাইরাসে মারা গেলেন ৫৪ জন। যেখানে দেশটির একজন এমপিও রয়েছেন। দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সহস্রাধিক।

এদিকে, ইরানের মতোই করোনাভাইরাস ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে ইতালিতে। দেশটিতে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত ৩৪ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১ হাজার ৭০০ জনে পৌঁছেছে।

নিহতের সংখ্যায় কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও চীনের বাইরে আক্রান্তের হার সবচেয়ে বেশি দক্ষিণ কোরিয়ায়। দেশটিতে সোমবার সকাল পর্যন্ত আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে করোনাভাইরাসে সে দেশে ২২ জনের প্রাণহানি ঘটল। এ ছাড়া দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ২১২ জনে।

আরও বাড়ছে চালের দাম

পেঁয়াজ-রসুন নিয়ে অস্থিরতা কাটতে না কাটতেই দাম বাড়তে শুরু করেছে চালের। দেশে কোনো বন্যা, খরা, রাজনৈতিক অস্থিরতা না থাকলেও নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রধান এ খাদ্যদ্রব্যটির দাম দুই সপ্তাহে প্রতিকেজিতে চার থেকে ছয় টাকা পর্যন্ত বেড়ে গেছে। এতে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা নানা অজুহাত দেখালেও বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে দাম বাড়াচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। পেঁয়াজ-রসুনের মতো চাল নিয়েও চলছে কারসাজি।

রাজধানীর চালব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বাজারে চালের সংকট নেই। সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকলেও চালকল মালিকরা দাম বাড়িয়ে দেওয়ায় বাজারে তার প্রভাব পড়েছে। দুই সপ্তাহের ব্যবধানে চালের দাম বস্তাপ্রতি (৫০ কেজি) ১০০ থেকে ৩০০ টাকা বেড়ে গেছে। ফলে খুচরা পর্যায়ে প্রতিকেজিতে সর্বোচ্চ ছয় টাকা পর্যন্ত এখন দাম বাড়তি।

রাজধানীর চালের বাজারগুলো ঘুরে দেখা গেছে, খুচরা পর্যায়ে সরু চালের মধ্যে মানভেদে নাজিরশাইল ৫৫ থেকে ৬০ ও মিনিকেট ৫২ থেকে ৫৫ টাকা। মাঝারি মানের পাইজাম ও লতা মানভেদে ৪৪ থেকে ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া আটাশ ৪০ থেকে ৪২ টাকা। মোটা চালের পাইজাম ৩৮ থেকে ৪০ ও স্বর্ণা ৩৪ থেকে ৩৬ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। দুই

সপ্তাহ আগে কেজিতে চার থেকে ছয় টাকা কমে বিক্রি হয়েছিল এসব চাল। এ ছাড়া পোলাও চালেরও দাম বেড়েছে।

কেজিতে পাঁচ টাকা বেড়ে বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে ৯৫ থেকে ১০৫ টাকায়। গত সপ্তাহেও যা বিক্রি হয়েছে ৯০ থেকে ৯৫ টাকায়।

মালিবাগ বাজারের খুচরা ব্যবসায়ী মো. খোরশেদ জানান, খুচরা পর্যায়ে দাম বাড়ানো হচ্ছে না। পাইকারদের কাছ থেকে বেশি দামে কিনতে হয়, তাই বাড়তি দামে চাল বিক্রি করতে হয় আমাদের। এখানে আমাদের কোনো হাত নেই।

একই বুলি পাইকার ও আড়তদারদের মুখেও। কারওয়ানবাজারের চালের পাইকারি প্রতিষ্ঠান লাকসাম ট্রেডার্সের ব্যবসায়ী মো. মোশাররফ হোসেন জানান, দুই সপ্তাহ আগে প্রথমে মিনিকেট চালের দাম বাড়তে শুরু করে। পরে একে একে সব ধরনের চালের দামই বেড়েছে। বর্তমানে মিনিকেটের বস্তা (৫০ কেজি) বিক্রি হচ্ছে ২ হাজার ৫৫০ থেকে ২ হাজার ৬০০ টাকা পর্যন্ত। দুই সপ্তাহ আগে যা ছিল ২ হাজার ৩৫০ থেকে ২ হাজার ৪০০ টাকা পর্যন্ত। ভালো মানের নাজিরশাইলের বস্তা ৩ হাজার টাকা এবং মাঝারি মানের নাজিরশাইলের বস্তা ২ হাজার ৪০০ টাকা। গত সপ্তাহে যা ছিল যথাক্রমে- ২ হাজার ৭০০ এবং ২ হাজার ৩০০ টাকা। এ ছাড়া ভালো মানের পোলাওর চালের বস্তার দাম বর্তমানে ৪ হাজার ৮০০ টাকা। দুই সপ্তাহ আগে ছিল ৪ হাজার ৫০০ টাকা। খবরঃ আমাদের সময়

একই বাজারের আরেক পাইকারি প্রতিষ্ঠান জনতা রাইস এজেন্সির ব্যবসায়ী ইব্রাহীম খলিল বলেন, দাম আমাদের হাতে নেই। চালকল মালিকদের কাছ থেকে বাড়তি দামে চাল কিনতে হচ্ছে। তাই পাইকারি ও খুচরা বাজারেও দাম বেড়ে গেছে। এ ছাড়া মিনিকেট চাল এখন শেষের দিকে। তাই দাম বেড়েছে। আগামী বৈশাখের আগে দাম কমবে না।

যেভাবে কোটিপতি বনে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ ইউপি চেয়ারম্যান

পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার খানমরিচ ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা আসাদুর রহমানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।

গত বৃহস্পতিবার তিন পৃষ্ঠা সংবলিত দুর্নীতির এক ডজনের বেশি অভিযোগ ৮ ইউপি সদস্য জমা দিয়েছেন পাবনা দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সমন্বিত কার্যালয়ের উপপরিচালক ও পাবনা জেলা প্রশাসকের কাছে।

অভিযোগপত্রে চেয়ারম্যান আসাদুর রহমানের নানা অনিয়মের তদন্ত করে শাস্তি দাবি করেছেন ইউপি সদস্যরা। খবরঃ আমাদের সময়

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, চলতি অর্থবছরে উপজেলার খানমরিচ ইউনিয়নে ৪০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্পে ২০৭ জন শ্রমিকের ব্যাংক স্বাক্ষর জাল করে ১৪ লাখ ৪৯ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেন ইউপি চেয়ারম্যান আছাদুর রহমান। এ ছাড়া ইউনিয়নের ৫২১ জন ভিজিডি কার্ডধারী নারীকে ৩০ কেজি করে চাল দেওয়ার সময় তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রতি মাসে ৫০ টাকা করে আদায় করেন তিনি। টাকা দিতে না পারলে তাদের চাল দিতেন না।

এভাবে প্রতি মাসে ২৬ হাজার ৫০ টাকা তিনি নিহের পকেটে তোলেন। এমনকি ইউনিয়নের ঘোষবেলাই গ্রামের চায়না দাস, দাসবেলাই গ্রামের হাজেরা খাতুনের ভিজিডি কার্ডের চাল চেয়ারম্যান নিজেই ভোগ করেন। ভিজিডি খাতে অনিয়ম করে গত চার বছরে ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুর রহমান প্রায় অর্ধকোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

এরপর ‘জমি আছে ঘর নাই’ প্রকল্পেও নানা অনিয়ম করেছেন ইউপি চেয়ারম্যান। তিনি আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও নিজস্ব লোকদের সরকারি ঘর পাইয়ে দিয়েছেন। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তা নির্মাণেও তার বিরুদ্ধে রয়েছে নানা অনিয়মের অভিযোগ।

এ ছাড়া ইউনিয়নের সাতবাড়িয়া থেকে সমাজ গ্রাম পর্যন্ত কর্মসৃজন প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তা পুনর্নির্মাণ করে, একই রাস্তায় আরেকটি প্রকল্প দেখিয়ে ২ দশমিক ২৫০ মেট্রিকটন চাল আত্মসাৎ করেন চেয়ারম্যান।

এই লিখিত অভিযোগে চেয়ারম্যানের শোষণ ও নির্যাতনের শিকার অনেক সাধারণ মানুষের ভোগান্তির চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে।

তুচ্ছ অভিযোগে ইউনিয়নের পলাশপুর গ্রামের সাইফুল ইসলাম, রমনাথপুর গ্রামের রবিউল ইসলাম, দোহারি গ্রামের মোমিনসহ অনেককে ইউনিয়ন পরিষদে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন করে ২০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত হাতিয়ে নিয়েছেন তিনি।

চলনবিল অধ্যুষিত নিমগাছি প্রকল্পের পুকুর চাষীদের কাছ থেকেও জোরপূর্বক লাখ লাখ টাকা আদায় করেন বলেও অভিযোগ চেয়ারম্যান আসাদুর রহমানের বিরুদ্ধে।

অভিযোগে আরও জানা যায়, সরকারি সেবা দিতেও ওই চেয়ারম্যান অবৈধভাবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে উত্তরাধিকার সনদ দিতে তার নির্দেশে ১০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আদায় করা হয়।

জন্ম নিবন্ধন করতে সরকারি ফি ২৫ থেকে ৫০ টাকার পরিবর্তে ১৫০ থেকে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়। গ্রাম আদালতে বিচার পেতে ১০ থেকে ২০ টাকা সরকার নির্ধারিত ফির পরিবর্তে তিনি ১ হাজার ২০০ টাকা করে আদায় করেন। এসব অনিয়ম করে ওই চেয়ারম্যান গত চার বছরে কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন ইউপি সদস্যরা।

ইউপি সদস্যরা আরও অভিযোগ করেন, এলজিএসপি প্রকল্প ও ইউনিয়ন পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করেন না ইউপি চেয়ারম্যান। সম্প্রতি এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইউপি সদস্যরা প্রতিবাদ করলে তাদের ইউনিয়ন পরিষদে প্রবেশ নিষেধ করে দেন চেয়ারম্যান। এ অবস্থায় নিরুপায় হয়ে ইউপি সদস্যরা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন।

অভিযোগকারী ইউপি সদস্যরা বলেন, ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুর রহমান গত চার বছর ধরে সব ইউপি সদস্যসহ গ্রামের সাধারণ মানুষের ওপর শোষণ ও নির্যাতন চালিয়ে আসছেন। সব প্রকল্পের টাকা নামমাত্র কাজ করে দুই-একজন ইউপি সদস্যের সঙ্গে ভাগ যোগ করে খেয়েছেন। এত দিন ভয়ে তারা কেউ মুখ খুলতে পারেননি। এখন আমরা সবাই একজোট হয়ে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধ বিচার চাচ্ছি।

লাগামহীন দুর্নীতিতে লোকসান ও খেলাপির শীর্ষে জনতা ব্যাংকের মাথা নুয়ে পড়ছে

সম্প্রতি অ্যাননটেক্স গ্রুপ ও ক্রিসেন্ট গ্রুপের দুর্নীতির জন্য সবচেয়ে বেশি আলোচিত সরকারি খাতের জনতা ব্যাংক। বর্তমানে সব ধরনের নেতিবাচক সূচকে সবার শীর্ষে জনতা ব্যাংক। প্রথমবারের মতো গত বছর বড় অঙ্কের লোকসান দিয়েছে ব্যাংকটি। বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিল করলেও সবচেয়ে বেশি খেলাপি ঋণ রয়েছে ব্যাংকটির। কয়েক বছরের মধ্যে

প্রথমবারের মতো প্রভিশন ঘাটতি ও মূলধন ঘাটতিতে পড়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ব্যাংকটি একসময় ভালো ছিল; কিন্তু এখন ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে। এর জন্য পরিচালনা পর্ষদ এবং শীর্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দায়ী। তারা নিয়ম মেনে যে ঋণ দেয়নি, সেগুলো এখন খেলাপি হয়ে যাচ্ছে। খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির কারণে সংক্রামক ব্যাধির মতো অন্য সংকট তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, শুরুতেই দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু সেটি করা হয়নি। এখন ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। অনিয়মের সঙ্গে যেসব কর্মকর্তা জাড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। সুশাসন নিশ্চিত না করলে ব্যাংকটির অবস্থা আরও খারাপ হবে।

এ বিষয়ে কথা বলতে জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান জামাল উদ্দিন আহমেদ ও এমডি আব্দুছ ছালাম আজাদকে ফোন দিয়ে পরিচয় দিলে তারা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। পরে এসএমএস এবং কল দিলেও তারা সাড়া দেননি।

বিদায়ী ২০১৯ সালের হিসাব-নিকাশ এখনো চূড়ান্ত হয়নি; কিন্তু বিভিন্ন সূত্র থেকে আর্থিক সূচকগুলোর তথ্য জানা গেছে। ২০১৯ সাল শেষে ব্যাংকটির মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৯ হাজার ১৪১ কোটি টাকা। ঋণের পরিমাণ ৪৯ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা। এই ঋণের মধ্যে খেলাপি ১৪ হাজার ৪৫৩ কোটি টাকা; যা দেশের ব্যাংকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। আগের বছর খেলাপি ঋণ ছিল ১৭ হাজার ৯৯৮ কোটি টাকা। ব্যাংকটির খেলাপি

ঋণ কমানোর কারণ খেলাপিদের গণছাড়ের আওতায় পুনঃতফসিল সুবিধা দেওয়া। গতবছর খেলাপি ঋণ কমেছে সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা; অথচ পুনঃতফসিল করা হয়েছে ৫ হাজার ৭৯৬ কোটি টাকা। ছাড় দেওয়ার সমপরিমাণ খেলাপি ঋণ কমাতে পারেনি ব্যাংকটি। ২০১৮ সালে দেড় হাজার কোটি টাকা পুনঃতফসিল করে ব্যাংকটি। ব্যাপকহারে পুনঃতফসিল করায় ব্যাংকটির সুদ-আয় বেড়ে মুনাফা বাড়ার কথা; কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত অনেক ঋণ নতুন করে খেলাপি হয়ে গেছে। ফলে মুনাফার ধারা থেকে বেরিয়ে লোকসানে পড়েছে ব্যাংকটি। গত বছর পরিচালন মুনাফা কমে হয়েছে ৭০৮ কোটি টাকা; আগের বছর যা ছিল ৯৭৮ কোটি টাকা। খেলাপি ঋণের বিপরীতে প্রভিশন ও কর পরিশোধের পর ব্যাংকটির নিট লোকসান হয়েছে ২ হাজার ৪৯১ কোটি টাকা। আগের বছর ব্যাংকটির নিট মুনাফা ছিল ২৫ কোটি টাকা। এর আগের তিন বছর মুনাফা করেছে ব্যাংকটি।

খেলাপি ঋণ বেশি থাকায় ব্যাংকটির প্রভিশনের প্রয়োজনীয়তা বাড়ে; কিন্তু আয় কমে যাওয়ায় প্রয়োজনমাফিক প্রভিশন সংরক্ষণ করতে পারেনি ব্যাংকটি। ২০১৯ সাল শেষে প্রভিশন ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৪৬১ কোটি টাকা। গত চার বছরে সবসময় প্রভিশন উদ্বৃত্ত ছিল। প্রভিশন ঘাটতি থাকার অর্থ হচ্ছে জনগণের জমানো অর্থ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

নিয়ম মেনে ঋণ বিতরণ না করায় ঋণ শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে জনতা ব্যাংকের। ফলে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ বাড়ছে। ব্যাংকের আর্থিকভাবে শক্তিশালী করতে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে মূলধন সংরক্ষণ করতে হয়। সেটিও করতে ব্যর্থ হয়েছে জনতা ব্যাংক। গত ৫ বছরে ২০১৯ সালের আগে ব্যাংকটির মূলধন উদ্বৃত্ত ছিল; কিন্তু গত বছর শেষে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৪৮৯ কোটি টাকা। ২০১৮ সালে ৫০ কোটি, ২০১৭ সালে ১৫ কোটি, ২০১৬ সালে ২৭৮ কোটি ও ২০১৫ সালে ব্যাংকটির মূলধন উদ্বৃত্ত ছিল ৫৬ কোটি টাকা।

ব্যাংক সূত্র জানায়, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে বছর দুয়েক আগেও আর্থিক সূচকে ভালো অবস্থানে ছিল জনতা ব্যাংক; কিন্তু ব্যাংকটির শীর্ষ পদস্থরা নিয়ম ভেঙে উদারহাতে অ্যাননটেক্স গ্রুপ ও ক্রিসেন্ট গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ দিয়েছে। অ্যাননটেক্স গ্রুপের কর্ণধার ইউনুস বাদল ২২টি প্রতিষ্ঠানের নামে ৭ হাজার ২০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। এর মধ্যে ৭টি প্রতিষ্ঠানের ঋণকে বিশেষ সুবিধাও দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ক্রিসেন্ট গ্রুপের দুই ভাই এমএ কাদের ও জাজ মাল্টিমিডিয়ার আবদুল আজিজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে হাতিয়ে নিয়েছেন ৫ হাজার কোটি টাকা। এসব ঋণের টাকা আদায় হচ্ছে না। এর আগে বিসমিল্লাহ গ্রুপের ঋণ কেলেঙ্কারির মূল অকুস্থল ছিল জনতা ব্যাংক। এসব কেলেঙ্কারির সঙ্গে জনতা ব্যাংকের বর্তমান এমডি আব্দুস ছালাম আজাদ সরাসরি জড়িত বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু অদৃশ্য কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আব্দুছ ছালাম আজাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে গড়িমসি করছে। ২০১৭ সালে তিনি ব্যাংকটির এমডি হিসেবে নিয়োগ পান। এর আগে এই ব্যাংকের ডিএমডি ছিলেন আব্দুছ ছালাম আজাদ। দুর্নীতির জন্য শাখা ব্যবস্থাপক পর্যায় থেকেই আলোচিত এই কর্মকর্তা।

ব্যাংকটির তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২০১৮ সালে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ বেড়ে দ্বিগুণ হয়। ২০১৭ সালে খেলাপি ঋণ ছিল ২ হাজার ৫৯৯ কোটি টাকা, পরের বছর যা হয় ১৭ হাজার ৯৯৮ কোটি টাকা। এছাড়া ২০১৫ সালে ৪ হাজার ৩১৮ কোটি ও ২০১৬ সালে খেলাপি ঋণ ছিল ৫ হাজার ৯৩৫ কোটি টাকা।

খোরাসান | বলখ প্রদেশ হতে তালেবানদের সাথে যোগ দিল 47 আফগান সৈন্য!

ইমারতে ইসলিমায়া আফগানিস্তানের বিজয়ের পাশাপাশি আফগান বাহিনী ত্যাগ করছে শত শত আফগান সৈন্য। তাদের কেউবা আবার এসে মিলিত হচ্ছে ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদদের সাথে।

এরি ধারাবাহিকতায় আজ ২ মার্চ আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশের ৩টি জেলা হতে 47 আফগান সৈন্য নিজেদের কৃতকর্মে লজ্জিত হয়ে এবং নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছেন।

এই সংবাদ নিশ্চিত করেছেন ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্

শাম | দু'দিনের লড়াইয়ে কুফ্ফার বাহিনী হতে ১৩টি গ্রাম মুক্ত করলো আল-কায়েদা যোদ্ধারা!

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন গত ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে "অপারেশণ ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর মুজাহিদদের সাথে নিয়ে ইদলিবে দখলদার "রাশিয়া-ইরান" ও আসাদ সমর্থিত কুখ্যাত শিয়া মুরতাদ জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে তীব্র অভিযান চালানো শুরু করেছেন।

আল্লাহু আকবার কাবীরা, এখন পর্যন্ত পাওয়া সংবাদমতে মুজাহিদগণ কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী হতে ইদলিব সিটির ১৩টি গ্রাম পুণরূদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় কয়েক শত কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন ৫টি ট্যাঙ্ক, অনেক সামরিকযান ও প্রচুরপরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র।

আরো জানতে সাথেই থাকুন

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের ২ পক্ষের সংঘর্ষ

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের দুই পক্ষের দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এই সময় স্থানীয় বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ঘরবাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) রাত ৯ টার দিকে উপজেলার ভুলতা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। উভয় পক্ষের সশস্ত্র মহড়ায় পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

এসময় এক পক্ষ আরেক পক্ষের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। বর্তমানে উভয়পক্ষের মাঝে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ঘটনায় দু'পক্ষের প্রায় ৬ জন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিডি প্রতিদিনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, নারায়ণগঞ্জ জেলা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুল আজিজ মিয়া তারপারিবারিক অনুষ্ঠানের দাওয়াত দিতে রূপগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণসম্পাদক শেখ ফরিদ ভূইয়া মাসুমের মুড়াপাড়ার বাড়িতে যায়। সন্ধ্যায় আব্দুল আজিজ মিয়াকে নিয়ে শেখ ফরিদ মাসুম একটি প্রাইভেটকারে করে ভুলতা এলাকার দিকে যাচ্ছিলেন। এসময় প্রাইভেটকারের সামনে তাদের একটি মোটরসাইকেল ছিল। ভুলতা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি হামজালার পক্ষের লোকজন সামনে থাকা মোটরসাইকেলটির গতিরোধ করে। এসময় মোটরসাইকেল আরোহী বিপ্লব হাসানকে মারধর শুরু করে হামজালার লোকজন।

পরে শেখফরিদ ভূঁইয়া মাসুম তার সহযোগী বিপ্লব হাসানকে মারধর থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। এসময় মাসুমের সঙ্গে হামজালা লোকজনের হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। কিছুক্ষণ পরেই হামজালার লোকজন ধারালো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ভুলতা থেকে নাহাটি এলাকায় একটি অস্ত্রের মহড়া দেয়। এরপর শেখ ফরিদ ভূইয়া মাসুম ও রূপগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ফয়সাল আল মসিকদারের লোকজনও একত্রিত হয়ে পাল্টা মহড়া দেয়।

এক পর্যায়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ সশস্ত্র অবস্থায় ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এতে করে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

বিডি প্রতিদিন জানায়, এলাকার বিভিন্ন কাজ নিয়ে দু'পক্ষের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এ বিরোধের জের ধরে ঘটনার সূত্রপাত হতে পারে।

‘দিল্লিতে গেরুয়া সন্ত্রাসীদের হামলায় শত শত লোক মারা গেছে, মিডিয়ায় সঠিক তথ্য আসেনি’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি নুরুল হক নুর বলেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন আরএসএস (RSS) ও বিজেপির উগ্র সমর্থক, নেতাকর্মীরা দিল্লিতে টার্গেট করে মুসলিমদের ওপর হামলা চালিয়েছে। বাড়িঘর, দোকান ও মসজিদে আগুন দিয়েছে।

গত শনিবার নিজের ফেসবুক পেজে এক স্ট্যাটাসে তিনি এ কথা বলেন।

নুর আরও জানান, দিল্লি সহিংসতা নিয়ে তার এক ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে কথা হয়েছে। সে বলেছে, ‘বিভিন্ন এলাকায় যে সহিংসতা হয়েছে, তাতে শত শত লোক মারা গেছে; মিডিয়ায় সঠিক তথ্য আসেনি। সহিংসতা, হামলায় যারা অংশ নিয়েছে, তারা বহিরাগত এবং মূলত আরএসএস বিজেপির কর্মী, সমর্থক ছিল। এমনকি কোনো কোনো জায়গায় পুলিশই হামলা চালিয়েছে, অগ্নিসংযোগ করেছে।’

প্রসঙ্গত দিল্লিতে ২৩ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া হিন্দুত্ববাদী তাণ্ডবে নিহতের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে।

ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ২৬ ফেব্রুয়ারি নিহতের সংখ্যা ছিল ২৭, বৃহস্পতিবার ৩৮-এ পৌঁছায়। শুক্রবার এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪২-এ। তবে প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন।

হাসপাতাল সূত্র জানায়, ২১ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ আহতদের মধ্যে অনেকে এখনও ঝুঁকিমুক্ত নন। দৃষ্টিশক্তিও পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছেন অনেকে।

দিল্লিতে অন্তত ৭ মালাউন হিন্দু ১৩ বছর বয়সী মুসলিম মেয়েকে গণধর্ষণ করেছে

দিল্লিতে মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালাচ্ছে হিন্দু সন্ত্রাসীরা। সেই সাথে চলছে মুসলিম নারীদের গণধর্ষণ। গত ১ মার্চ দিল্লির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জাফরাবাদের ১৩ বছরের মুসলিম কিশোরী দিবাকে গণধর্ষণ করেছে মালাউন হিন্দুরা।

সংবাদ মাধ্যম "দি রিপাবলিক অফ বুজ" এর মাধ্যমে জানা যায়, মালাউন মুশরিকরা দিবার এলাকায় হামলা চালিয়ে ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং মুসলমানদেরকে ঘিরে ধরে বাড়ি বাড়ি লুটপাট ও তল্লাশি চালায়। এসময় ইজ্জত বাঁচাতে দিবা অন্ধকার একটি গলিপথ দিয়ে পালাচ্ছিল, কিন্তু মুশরিকরা তাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে। দিবা কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে সাহায্য চাইলো। তবে শেষ অবধি মালাউন মুশরিকরা তাকে ধরে ফেলে এবং কাছাকাছি একটি পরিত্যক্ত কক্ষে নিয়ে গণধর্ষণ করে।

দিবা চিৎকার করতে থাকলেও উদ্ধারের জন্য কেউ আসেনি। কমপক্ষে সাত হিন্দু তাকে হিংস্রভাবে গণধর্ষণ করেছে এবং ধর্ষণের ছবি তুলেছে।

পরে, হিন্দু সন্ত্রাসীরা দিবাকে অজ্ঞান অবস্তায় ফেলে চলে গেলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে। অতিরিক্ত নির্যাতনের ফলে ব্যাথায় তার শরীর কালো হয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান ফিরলে সে তার দগ্ধ প্রতিবেশীদেরকে তার পাশে নীরব নিস্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে থাকতে দেখে। হিন্দু মালাউন সন্ত্রাসীরা তাকে ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়। গণধর্ষণের ফলে দিবার দেহে জ্বর আসে এবং মারাত্মকভাবে রক্তক্ষরণ হয়।. মুসলিম সংখ্যালঘুদের দমন করতে ভারতীয় মালাউনরা প্রায়শই ধর্ষণকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। দিবার ধর্ষণের ভয়াবহ কাহিনী মূলত ভারতের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিচ্ছবি, যেখানে মালাউন হিন্দু সন্ত্রাসীরা গণহত্যা, লুটপাট,অগ্নিসংযোগ এবং মুসলিমদের ধর্ষণ করছে।

কাশ্মীর, পাঞ্জাব, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, আসাম, ছত্তিসগড় এবং তামিলনাড়ুর মতো অঞ্চলগুলোতেও ভারতীয় মালাউনরা নিয়মিতভাবে ধর্ষণ করার ইতিহাস তৈরি করেছে।

এবার কলকাতায় সন্ত্রাসী অমিত শাহ'র সভায় 'গুলি করো' স্লোগান

দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনের সময় শাহিনবাগে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে বিরোধীদের উদ্দেশে 'গুলি মারো' বক্তব্য দিয়েছিল বিজেপি নেতা কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। মন্ত্রীর পর বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরাও এই স্লোগান তোলেন। এমন স্লোগান নিয়ে সমালোচনাও হয়। এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কলকাতায় আসায় বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মিছিলেও গুলি মারোর সেই স্লোগান দেওয়া হলো।

ভারতে নাগরিকত্ব সংশোধিত আইনবিরোধী বিক্ষোভ দিল্লি, মেঘালয়ের পর ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতাতেও। অমিত শাহ রোববার কলকাতা সফরে আসে। তাঁর সফর ঘিরে বিক্ষোভ বের করেন নাগরিকত্ব সংশোধিত আইনবিরোধীরা। অমিত শাহর পক্ষেও বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মিছিলে গুলি মারো স্লোগান দেওয়া হয়।

‘এই নুর, তোকে ১১ তারিখের পর মেরে ফেলব’ ভিপি নুরকে ছাত্রলীগের হুমকি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি নুরুল হক নুরকে প্রাণনাশের হুমকি ও তার এক অনুসারীকে মারধর করেছে ছাত্রলীগ কর্মী।

রোববার বিকালে ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ার সামনে এ ঘটনা ঘটে। ছাত্রলীগের ওই কর্মীর নাম আদনান আহমেদ নাবিল। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৩য় বর্ষের ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র। তিনি হল শাখা ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভিপি নুরসহ কয়েকজন ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় হঠাৎ করেই নাবিল বলতে লাগল ‘এই নুর, তোর সময় ১১ তারিখ পর্যন্ত। এরপর বস্তায় ভরে গুম করে ফেলব, মেরে ফেলব’। পরে নুরের সঙ্গে থাকা শাকিল মিয়া তাকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কে? তখন নাবিল তাকে থাপ্পড় দেন।

হামলা ও হুমকির ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন বলে যুগান্তরকে নিশ্চিত করেছেন ভিপি নুরুল হক নুর।

উল্লেখ্য, ভিপি নুরুল হক নুর ভারতের বিভিন্ন অন্যায়মূলক আচরণ ও মুজিব বর্ষে কসাই মোদি আসলে কঠোর ভাবে আন্দোলন করার ঘোষণা দিয়েছেন। আগেও বহুবার ভারত বিরোধীতার কারণে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা তার উপর হামলা চালিয়েছিল।

ছাত্রলীগ নেত্রী হত্যাকারী সন্দেহ আরেক সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতা

বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজের (বিএম) সাবেক ছাত্রলীগ নেত্রী হেনা আক্তারের (৩০) মৃত্যুর ঘটনায় তার স্বামী সাবেক ছাত্রলীগ নেতা নিয়াজ মোর্শেদ সোহাগকে আটক করা হয়েছে।

যুগান্তর সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দিবাগত রাতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহননের চেষ্টা চালায় হেনা। তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে শেবাচিম হাসপাতালে ভর্তি করা হলে মঙ্গলবার ভোররাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

০১লা মার্চ, ২০২০

আমেরিকার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর উপলক্ষে ইমারতের আমীর শাইখুল হাদীস মৌলবী হিবাতুল্লাহ আখুন্দযাদাহ'র বার্তার পূর্ণ অনুবাদ

গুরুত্বপূর্ণ বার্তা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.

الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين نشروا دينه، أما بعد

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। যিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাদেরকে সাহায্য করেছেন, তাঁর সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করেছেন এবং এককভাবেই শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর- যার পরে আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপর- যারা তাঁর দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

হামদ ও সালাতের পর-

২০০১ সালের ৭ অক্টোবর আমেরিকা ও তার মিত্র দেশগুলো আফগানিস্তানের পুণ্যভূমিতে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আক্রমণ করেছিল। কিন্তু অবশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার অপার সাহায্য ও অনুগ্রহে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান- গর্বিত আফগান জনগণের প্রতিনিধি হয়ে-

এই দখলদারিত্বের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে সক্ষম হয়েছে। তবে তা প্রায় ১৯ বছর যাবৎ চলমান জিহাদ ও সংগ্রামের পর বাস্তবায়িত হয়েছে।

নিঃসন্দেহে এটি আমাদের মহান বিজয়। আর এই বিজয়ে সমগ্র আফগান জাতির প্রত্যেক মুজাহিদ নর-নারী সম্মিলিতভাবে অংশীদার। কারণ, তারা প্রত্যেকেই প্রায় দুই দশক ধরে এই সংগ্রামে নিজেদের মূল্যবান জীবন ও সম্পদের অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করে আসছেন।

আফগানিস্তান থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্যের পুরোপুরি প্রত্যাহার এবং ভবিষ্যতে এখানে তাদের কোন ধরনের হস্তক্ষেপ না করার চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া; নিঃসন্দেহে তা একটি গৌরবময় বিজয় হিসাবেই বিবেচিত হবে।

সুতরাং এই গৌরবময় বিজয় উপলক্ষে ইমারতে ইসলামিয়া সকল স্তরের জনগণকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছে। বিশেষ করে মুজাহিদীন, শহীদদের পরিবার, কারাবন্দী, আহত, রোগাক্রান্ত, মুহাজিরীন ও সমগ্র জাতির প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে। পাশাপাশি এই প্রকাশ্য বিজয়কে মহান আল্লাহ তা'আলা পক্ষ থেকে একান্ত দয়া ও অনুগ্রহ মনে করছে। এমনিভাবে তা মুজাহিদীনের আত্মত্যাগ, আমাদের জাতির বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতা এবং এই পথে তাদের অগণিত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা ও বিভিন্ন মসীবতে ধৈর্য ধারণ করার ফসল মনে করছে।

এই গৌরবময় বিজয় অর্জনের পর আমি আসন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে মুজাহিদীন এবং সমগ্র জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই:

দখলদারিত্বের অবসান নিয়ে আমেরিকার সাথে এই চুক্তির মাধ্যমে আমাদের জাতি অচিরেই দখলদারিত্ব থেকে মুক্তি লাভ করবে। নিশ্চয় এটা গৌরবময় বিজয়, মহান রবের দান এবং প্রকাশ্য বিজয়। সুতরাং আমাদের জন্য আবশ্যক হলো: এই বিজয়কে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি সম্বন্ধ না করা। বরং আমরা এই বিজয়কে মহান আল্লাহ তা'আলার একান্ত দয়া ও অনুগ্রহ মনে করব। অতঃপর মুজাহিদীন ও সমগ্র জাতির বিরল আত্মত্যাগের ফসল মনে করব।

ইমারতে ইসলামিয়ার পক্ষ হতে আমেরিকার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ক্ষেত্রে শরয়ী নীতিমালা ও বিধি-বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যেরূপ আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। কেননা, এই চুক্তিটি সকল মুজাহিদীন ও আফগানী জনগণের পক্ষ হতে একটি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি হিসাবে বিবেচিত হবে। সুতরাং সকল সমন্বয়কারী, বাস্তবায়নকারী, ইমারতে ইসলামিয়ার সকল দায়িত্বশীল ও কর্মকর্তাগণ এবং সাধারণভাবে সমগ্র নাগরিকদের

উপর আবশ্যক হলো: আপনারা কেউ এই চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করবেন না। বরং এটিকে বাধ্যবাধকতা হিসাবে বিবেচনা করবেন। কারণ, ইসলামে বিশ্বাসঘাতকতা ও ছলনার কোন স্থান নেই। এমনিভাবে ইসলাম এ ধরনের চুক্তি লঙ্ঘণ করাকে বড় ধরনের পাপ হিসাবে উল্লেখ করেছে। তবে অন্যপক্ষ যদি চুক্তির বিরোধিতা বা লঙ্ঘন করে, তাহলে সমগ্র জাতিকে অতীতের ন্যায় দৃঢ়তার সাথে তা প্রতিরোধ করার জন্য পূর্ণাঙ্গরূপে প্রস্তুত থাকতে হবে।

আফগান মুসলিম জাতি, বিশেষ করে মুজাহিদগণের উপর আবশ্যক হলো: তারা এই প্রকাশ্য বিজয়ের মত মহান নেয়ামতের শুকরিয়াস্বরূপ আল্লাহ তা'আলার বেশি বেশি কৃতজ্ঞতা আদায় করবে। তাদের রবের প্রতি বিনয়াবনত হবে, যাতে তিনি তাদের তাকওয়া, দ্বীনদারী, আমানতদারী ও বিনয়কে আরো বাড়িয়ে দেন। এমনিভাবে অহংকারবোধ, উচ্চ মর্যাদা কামনা, অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার ও নিজেদেরকে বিশেষায়িত করার প্রবণতা থেকে দূরে থাকবে। কেননা এই বিষয়গুলো জিহাদের প্রাণশক্তি ও বিজয়ের চেতনার সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ।

আমেরিকার সাথে সফল আলোচনা প্রমাণ করে যে, আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হওয়া সমস্যারও যুক্তিযুক্ত সমাধান করা সম্ভব। ইমারতে ইসলামিয়ার পক্ষ থেকে এই আলোচনার সাফল্য সকল অভ্যন্তরীণ ও স্থানীয় দলগুলোকে এই বার্তা দিচ্ছে যে, আমরা যে কোন সমস্যার একটি যুক্তিসঙ্গত এবং সুষ্ঠু সমাধান করার জন্য প্রস্তুত আছি। তাই আসুন! আমরা আমাদের ধর্মীয় ও জাতীয় মূল্যবোধের আলোকে অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে বের করি এবং জনগণের উপর কাবুল প্রশাসনের অন্যায় অত্যাচার বন্ধ করি।

ইমারতে ইসলামিয়া সমগ্র বিশ্বের সাথে, বিশেষভাবে আঞ্চলিক দেশগুলোর সাথে ইতিবাচক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বিশ্বাস করে। এমনিভাবে প্রতিবেশীদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের নীতি অবলম্বন করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

আমরা আমাদের নির্যাতিত জাতিকে নিশ্চিন্ত করতে চাই যে, অচিরেই এ দেশের সকল নারী-পুরুষ একটি ন্যায়পরায়ণ ও প্রকৃত ইসলামী সরকারের ছায়াতলে তাদের প্রাপ্য অধিকার বুঝে পাবে।

যারা ইমারতে ইসলামিয়ার বিরোধিতা করেছিল অথবা ইমারতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল, মোটকথা ইমারতে ইসলামিয়ার বিরোধিতা করার কারণে যাদের উদ্বেগ রয়েছে; তাদের সকলকে অতীতের যাবতীয় কৃত কর্মের জন্য ক্ষমা করা হলো।

পাশাপাশি আমরা তাদের জন্য ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও জাতীয় ঐক্যের ছায়ায় সমৃদ্ধ জীবন যাপন কামনা করছি।

ইমারতে ইসলামিয়া মানসম্মত (ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক) শিক্ষার প্রসার, চাকরির ক্ষেত্র, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধাসহ সকল জনকল্যাণমূলক সেক্টরে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি আনয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। কেননা, এগুলো সকল আফগানি জনগণের মৌলিক অধিকার এবং আমাদের জাতীয় উন্নতি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য আবশ্যকীয়ভাবে প্রয়োজন।

ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদীনের কর্তব্য হলো: তারা তাদের সারিগুলোকে আরও সুদৃঢ়, সুসংগঠিত এবং সক্রিয় করবে। যেন তারা তাদের একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতে পারে এবং দখলদারিত্বের অবসানের পর তাদের জাতির মাঝে সমৃদ্ধি আনতে পারে। এমনিভাবে ভবিষ্যতে দুর্ভাগ্য বয়ে আনতে পারে এমন বিষয়ের মোকাবেলা করার, ইসলামী সরকারের প্রতিরক্ষা করার, সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা ও ব্যাপক শান্তি নিশ্চিত করার এবং জাতির সেবা করার ক্ষেত্রে সকল সম্ভাব্য ঝুঁকির মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুতি বজায় রাখবে।

আমাদের মুসলিম জাতির বিজ্ঞ আলেম-উলামা, গোত্রীয় নেতা, ধর্মীয় নেতা, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং সাধারণ জনগণ তথা সকল স্তরের মানুষের প্রতি ইমারতে ইসলামিয়ার আহ্বান হলো: আপনারা যেমনভাবে দখলদারিত্বের অবসান ঘটাতে আপনাদের মুজাহিদীন ভাইদের সাথে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। এখন আপনাদের উপর আবশ্যক হলো: ঠিক সেভাবেই সংকট নিরসনের ক্ষেত্রে এবং আমাদের দেশীয় ইস্যুগুলোর সমাধান খুঁজতে আপনারা পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রচেষ্টা ও মেহনত চালিয়ে যাবেন। যেন এই পর্যায়টি চূড়ান্ত স্বাধীনতা ও সাফল্যের উপকূলে পৌঁছে যায় এবং আফগানিস্তানে শান্তির ধারা প্রবাহিত হয় ও একটি ন্যায়পরায়ণ ইসলামী সরকার গঠন করা যায়।

পরিশেষে শান্তি আলোচনা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতায় অভূতপূর্ব ভূমিকা রাখায় এবং আন্তরিকভাবে নিরবিচ্ছিন্ন সহযোগিতা করায় কাতার ও কাতারের আমীর শেখ তামিম বিন হামদ আল সানিকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যেমনিভাবে আমি সর্বাগ্রে ধন্যবাদ জানাচ্ছি- পাকিস্তান, উজবেকিস্তান, চীন, ইরান, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তুর্কমেনিস্তান, কিরগিজিস্তান, সংযুক্ত আরব-আমিরাত। এমনিভাবে শান্তি আলোচনায় অন্যান্য দেশগুলোর যারাই সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং তাদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন।

***

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ.

আমিরুল মু'মিনীন শাইখুল হাদীস মৌলবী হিবাতুল্লাহ আখুন্দযাদাহ হাফিযাহুল্লাহ

আমীর, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান

০৫/০৭/১৪৪১ চান্দ্র হিজরী

১০/১২/১৩৯৮ সৌর হিজরী

২৯/০২/২০২০ ঈসায়ী

চারদিকে আগুন বোমায় ক্ষতবিক্ষত ইদলিব, নিশ্চুপ কথিত মানবতাবাদীরা

দীর্ঘ ৯ বছরের সিরিয়া যুদ্ধে ক্রুসেডারদের হামলায় লক্ষ লক্ষ সিরিয়ান মুসলিম দেশ-দেশান্তরে উদ্বাস্তু হয়েছেন। অসহায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন। হাজার হাজার মানুষ আহত ও নিহত হয়েছেন। এখনও যারা সিরিয়ায় রয়ে গেছেন তাদের জন্য সিরিয়া হয়ে উঠেছে মৃত্যুপুরী। ক্রুসেডার রাশিয়া-ইরান ও কুখ্যাত নুসাইরি আসাদ সন্ত্রাসী বাহিনী মেতে উঠেছে মুসলিম গণহত্যায়। নিশ্চুপ কথিত মানবতাবাদীরা, এমনকি নিশ্চুপ মুসলিম বিশ্বও!

গেল ফেব্রুয়ারিতে সিরিয়ায় ইদলিবে নিষিদ্ধ সব মারণাস্ত্র ব্যবহার করে বৃষ্টিবোমা নিক্ষেপ করছে সন্ত্রাসী কুফফার জোট। ক্রুসেডার রাশিয়া জোট রাতদিন ২৪ঘন্টা অনবরত বোমা হামলা চালায়। বিমান ও রকেট হামলার মাধ্যমে পাখির মত মুসলিম হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে। গোটা ইদলিব শহরে রকেট বোমা ও ক্লাস্টার বোমা হামলা করছে। গত ফেব্রুয়ারিতে হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্কুলকে টার্গেট করে বোমা হামলা চালিয়েছে। এইসব হামলায় অসংখ্য অসহায় গৃহহীন মুসলিম নারী-পুরুষ শহীদ হন। হামলাগুলো এতোটাই হিংস্র যে, রাতে ইদলিব শহরটির যে দিকেই থাকানো হয় মনে হয় যেন এটি একটি আগুনের শহর।

“হোয়াইট হেলমেট” কর্মীরা জানান, গেল এক সপ্তাহে ইদলিব শহরে বেসামরিক লোকদের বাড়িঘর ও মুসলিমদের আশ্রয় শিবিরগুলোতে ৯৬টি বিমান হামলা, ৮টি ক্লাস্টার বোমা হামলা এবং ১৩১টিরও অধিক আর্টিলারি হামলা চালিয়েছে কুফফার ও মুরতাদ বাহিনী।

শক্তিশালী সংবাদ মাধ্যম "নিউ ইয়র্ক টাইম'স, আল জাজিরা,দি গার্ডিয়ান সহ বহু আন্তর্জাতিক মিডিয়ার "মতে রাশিয়া জোট টার্গেট করে করে স্কুল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, বাজার ও গৃহহীন মানুষের আশ্রয় শিবিরগুলোতে হামলা চালাচ্ছে। প্রচণ্ড শীত যেখানে মাইনাস ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গৃহহীন সিরিয়ান মুসলিমরা নিজেদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে অনেক কষ্টে আশ্রয় শিবিরগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানেও সন্ত্রাসী হামলা থেকে রেহাই পাচ্ছেনা সাধারণ মানুষ । নিঃসন্দেহে এটি একটি যুদ্ধাপরাধ। কিন্তু, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ঠিকাদাররা এ নিয়ে নিশ্চুপ।

গত ফেব্রুয়ারিতে মাসব্যাপী বোমা হামলায় শতাধিক নারী-পুরুষ ও শিশু শহীদ হয়। "হোয়াইট হেলমেট সিভিল ডিফেন্স, সিরিয়া " জানায়, ২৯ ফেব্রুয়ারিতে বোমা হামলায় দু'জন শিশুসহ ৬জন সাধারণ মানুষ নিহত হয়। একইভাবে,
(২৮/০২/২০) - পিতা, মাতা ও তাদের ২ সন্তানসহ ৪ জন নিহত হয়।
(২৭/০২/২০)- ৫ শিশু ও ২জন মহিলাসহ ১৫ জন সাধারণ মানুষ নিহত হয়। যাদের বেশিরভাগই এক পরিবারের বলে জানা যায়।
(২৬/০২/২০)- পিতা,মাতা ও তাদের ২ সন্তানসহ ৪জন নিহত হয়।
(২৫/০২/২০)- একই পরিবারের ৪জন সহ মোট ৬জন নিহত হয়। এবং ২০ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়।
(২৪/০২/২০)- ৮টি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনে এবং হাস্পাতাল ও ক্লিনিকে হামলায় ৩ শিক্ষক ও ১ ছাত্র ৯ জন শিশুসহ ২৬জন নিহত ও ৯৫জন মারাত্মক আহত হয়। সন্ত্রাসী জোট এ-ই দিনেই ৯৬টি বিমান হামলা,৮টি ক্লাস্টার বোমা হামলা, ২৩১টি কামান ও মিসাইল হামলা চালিয়েছে।
(২৩/০২/২০)- ২৬ জন নিহত যাদের মধ্যে শিক্ষক ছাত্র ও শিশু রিয়েছে।
(২২/০২/২০)-৪জন নিহত ও অনেকে আহত।
(২১/০২/২০)- গণহত্যার পরে প্রাণ বাঁচানোর জন্য কাজ করতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় দু'জন নিবেদিত হোয়াইট হেলমেট কর্মী মারা গিয়েছেন এবং ২৩ জন স্বেচ্ছাসেবক আহত হয়েছেন।

হোয়াইট হেলমেট এবং যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ সংস্থাগুলোর মতে, বছরের শুরু থেকেই কমপক্ষে ২২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আক্রমণ করা হয়েছে এবং মোট ৪০০ জন বেসামরিক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আর, শত শত সাধারণ মানুষ মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ২ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ ৯ মুরতাদ সৈন্য হতাহত!

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক সোমালিয় শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদীন এর পরিচালিত ৩টি হামলায় ৯ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়।

শাহাদাহ নিউজ এর তথ্যমতে, সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের "ওয়ারমাহান" শহরের নিকটে ১ মার্চ সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৪ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়, এছাড়াও মুরতাদ বাহিনির একটি মোটরবাইক ধ্বংস করেন মুজাহিদিন।

অন্যদিকে সোমালিয়ার রাজধানীতে পৃথক দুটি গেরিলা অভিযান চালিয়ে "দার্কিনালী" শহরের "আব্দুল ওয়াহেদ ও জুলাইদ মূসা" নামক দুই পরিচালককে হত্যা করেন মুজাহিদগণ।

ফটো রিপোর্ট | কাফরউয়াইদ বিজয় এবং কুফ্ফার বাহিনীর উপর আনসারুত তাওহিদের হামলা!

শাম তথা সিরিয়ায় আল কায়েদা মানহাযের জিহাদী জামাআত "আনসারুত তাওহিদ" এর মুজাহিদিন কুখ্যাত নুসাইরি মুরতাদ/শিয়া আসাদ বাহিনীর হতে গত ২৯ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ইদলিবের কাফরউয়াইদ গ্রাম দখলে নিয়েছেন। এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে আল-বুরকান ক্ষেপণাস্ত্রসহ ভারী যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা অভিযান পরিচারনা করেন।

অভিযানের সময়ের হৃদয়প্রশান্তকারী কিছু দৃশ্য।

https://alfirdaws.org/2020/03/01/33840/

শাম | ১০টি গ্রামে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের তীব্র হামলা, হতাহত শাতাধিক কুফ্ফার!

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর নেতৃত্বাধীন "অপারেশণ ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর মুজাহিদগণ গত ২৯ ফেব্রুয়ারি সিরিয়ার "আয-যিয়ারাহ, কাফর-নাবুল, জাবালুয যাওয়ীইয়াহ, কাফর-উইয়ুদ, সাফুহান, তিল-সাফুহান, হাজারাইন, মুগারাতুল-মাওয়াকিজ, মায়ারাত-মাউকুস ও মাজারিয়া গ্রামগুলোতে হালকা ও ভারী অস্ত্র দ্বারা দখলদার "রাশিয়া-ইরান" ও মুরতাদ শিয়া জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের এসকল হামলায় শাতাধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় নিহত হয় ৩ এবং আহত হয় আরো ৫ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য।

ফটো রিপোর্ট | শামে TIP এর জানবায মুজাহিদদের হামলায় নিহত কতক মুরতাদ সৈন্য!

শামের পবিত্র জিহাদের ভূমিতে চীনের তুর্কিস্তান (উইঘুর) থেকে হিজরতকারী আল-কায়েদা মানহাযের জিহাদী জামাআত 'তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি" (TIP) এর মুজাহিদগণ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি "কাউকাফাইন" গ্রামে নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যাতে অনেক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

মুজাহিদদের হামলায় নিহত হওয়া কতক মুরতাদ সৈন্যের মৃত দেহ...

https://alfirdaws.org/2020/03/01/33831/

ফটো রিপোর্ট | বিজয়ের আনন্দে আফগানের আকাশে ধ্বনিত হচ্ছে আল্লাহু আকবার!

ইমারতে ইসলামিয়া আফগান জুড়ে চলছে বিজয়ের আনন্দ-উল্লাস। দীর্ঘকাল ধরে ক্রুসেডারদের দখলদারিত্বের যাতাকল থেকে মুক্তি পায় আফগান মুজলুম মুসলিমরা। সেই আনন্দে মুজাহিদদের সাথে খোলা আকাশে তাকবীর ধ্বনী দিয়ে প্রকম্পিত করছেন আফগান জনগণ।

আফগান মুসলিমদের বিজয়ের আনন্দ-উল্লাসের মহুর্তের কিছু দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2020/03/01/33826/

ফটো রিপোর্ট | শেরাটন হোটেলে ক্রুসেডারদের পরাজয় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভের পরের কিছু মুহূর্ত

সাম্রাজ্যবাদী ক্রুসেডার আমেরিকা দীর্ঘ ১৯ বছর আফগান যুদ্ধের পর অবশেষে গতকাল আন্তর্জাতিকভাবে নিজেদের পরাজয়ের বার্তাই বিশ্বকে দিয়েছে। আর আন্তর্জাতিকভাবে বিজয়ের স্বীকৃতি পেল ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন।

ক্রুসেডারদের দখলদারীত্বের অবসান নিয়ে গতাকাল দোহার শেরাটন হোটেলে তালেবানদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করার পর ইমারতে ইসলামিয়ার তালেবান প্রতিনিধিদলের কিছু মহুর্ত।

https://alfirdaws.org/2020/03/01/33818/

চাঁদাবাজির মামলায় ছাত্রলীগের দুই নেতা আটক

রাজশাহীতে কোচিং সেন্টারের পরিচালকের কাছ থেকে চাঁদা দাবি ও ভাঙচুর মামলায় রাজশাহী কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাইমুল হাসান নাঈম ও সিটি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক নেতা আসাদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ বুধবার অভিযান চালিয়ে নাঈমকে সিএনবির মোড় এলাকা ও আসাদকে রাজশাহী সিটি কলেজ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

বোয়ালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিবারণ চন্দ্র বর্মন বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, কোচিং পরিচালকের কাছ থেকে চাঁদা দাবি ও ভাঙচুরের ঘটনায় গত রোববার সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়। এরপরে গত মঙ্গলবার দুপুরে মামলা হয়েছে। রাজশাহী কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাইমুল হাসান নাঈম, আসাদ ও মারুফ এই মামলার আসামি। এ ছাড়া অজ্ঞাত তিনজন আসামি রয়েছে। মামলার বাদী সোনাদিঘীর মোড় এলাকার ইউনি কেয়ার কোচিংয়ের পরিচালক রায়হান হোসেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, রাজশাহী কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাইমুল হাসান নাঈম, আসাদ ও মারুফসহ বেশ কয়েকজন কোচিং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দীর্ঘ দিন থেকে মোটা অঙ্কের টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিলেন। এর আগেও তারা বিভিন্নভাবে এই কোচিংয়ের পরিচালকের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করেছেন। কিন্তু এবার চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় গত রোববার রাত ৮টায় নাইম ও তার অনুসারীরা কোচিং সেন্টারে গিয়ে ভাঙচুর চালান।

ওই কোচিংয়ের পরিচালক রায়হান বলেন, ‘গত বৃহস্পতিবার আসাদ ও মারুফ এসে তিন হাজার টাকা চাঁদা নিয়ে যায়। সেদিন তারা কোচিংয়ের জানালা, টেবিল, চেয়ার ভাঙচুরের পাশাপাশি এক কর্মচারীকে মারধরও করে। এরপর গত বোববার আবার তারা চাঁদা দাবি করে। তখন আমি টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানাই। এ সময় টাকা না দিলে কোচিং ভাঙচুর হবে বলে হুমকি দেয়

নাইম। ওই দিনই আমার অনুপস্থিতিতে কোচিংয়ের গেট ভাঙচুর করে যায় নাইম, আসাদ ও মারুফসহ অনেকেই।

দিল্লিতে গেরুয়া সন্ত্রাসীদের গণহত্যা : আমরা কি শুধু মৌখিক প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হতে থাকবো, প্রশ্ন আল্লামা তাকি উসমানির

বিতর্কিত ও ধর্মভিত্তিক নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) ঘিরে দিল্লিতে গেরুয়া সন্ত্রাসীদের মুসলিম গণহত্যা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে আবেগঘন একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব মুফতি তাকি উসমানি।

গত শুক্রবার নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে দেয়া ওই বার্তায় তিনি লেখেন– গোটা ভারতসহ বিশেষ করে দিল্লিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলছে চরম বর্বরতা। চলমান এ বর্বরতা মোদি সরকারের ঘৃণ্য চেহারাই দেখিয়ে দিচ্ছে।

‘এ পরিস্থিতিতে বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থাগুলো কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, এটি তাদের জন্য বড় একটি পরীক্ষা। নাকি আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার বিষয়গুলো শুধু আমাদের (মুসলিমদের)জন্যই রয়ে গেছে। সুতরাং আমরা কি শুধু মৌখিক একটু প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হতে থাকবো?